হিসনে হাসীন

[কুরআন - হাদীসের দোয়া]

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল জাযারী

মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-জাযারী

হিস্‌নে হাসীন

[কুরআন-হাদীসের দোয়া]

উর্দু ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস

বাংলা অনুবাদে

মাওলানা কারামত আলী নিযামী

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৭ডি, কলেজ স্ট্রিট, কল-৭৩

প্রকাশক :
হাবিবুর রহমান মল্লিক, এম.এ
লেখা প্রকাশনী
৫৭ডি, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : বইমেলা, ২০০০
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১০
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১২

বর্ণ সংস্থাপন :
ললিতা সিন্‌হা
২১৬, যশোর রোড, কলকাতা-৪৮

প্রচ্ছদ :
ডটস্ ইমেজ

মুদ্রক :
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

হাদিয়া : ৮০.০০ টাকা মাত্র

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং মানব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তাঁর এক মহান উদ্দেশ্য। যে উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ নিজ পাক কালামে ঘোষণা করেছেন :

"আমি জ্বীন আর মানুষকে শুধু মাত্র আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কারণেই সৃষ্টি করিনি।" (আল-কোরআন)

এ ঘোষণা হতে একথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণ হয় যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। আর এ ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী একেবারেই অর্থহীন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা বা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে ইবাদতের অর্থ। অদৃশ্য স্রষ্টার মনস্তুষ্টি লাভ কি করে সম্ভব ? তাই আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছার বাস্তব প্রমাণ রূপে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন অসংখ্য নবী ও রাসূলকে। আল্লাহ্‌র কোরআন আর এ সব নবীদের জীবন ধারণ পদ্ধতিই ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাস্তব রূপ। তাই তাঁদের অনুসরণই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসরণ। এ সত্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ নিজ পাক কালামে বলেন—

"আল্লাহ্‌কে যে অনুসরণ করতে চায় সে যেন আল্লাহ্‌র মনোনীত নবীর অনুসরণ করে।"

এ আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোরআনের নির্দেশ ও নবীদের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক কাজ কর্মে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে নবীরা যে নিয়মে যেমনটি করেছেন এবং আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছার উপর নবীরা নিজেকে যেমন সোপর্দ করেছেন, আর সর্বাবস্থায় যেমন আল্লাহ্‌র নিকট নিজ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন, ঠিক তেমনটি করার নামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত। আর এমনি ভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেই মানুষের খাওয়া, পরা, নিদ্রা, জাগরণ এমনকি পায়খানা-প্রস্রাব পর্যন্ত যাবতীয় কাজই আল্লাহ্‌র ইবাদত রূপে বান্দার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে। আর হার হালতে হরেক কাজের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করার ওয়াদাও বান্দাকে নিজ নবীর মাধ্যমে দিয়েছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দোয়া মানুষের তাকদীরকে পর্যন্ত বদলে দেয়। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে তাঁর ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে নিজ কাজে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেক কাজেই সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা বা দোয়া করতে থাকা, তবেই মুসলমান তাদের জীবনকে সুখময় ও সফলকাম করে তুলতে সক্ষম হবে। আর এ একনিষ্ঠ চেষ্টা ও সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া বা প্রার্থনা চাওয়াই হচ্ছে মুসলমানের জন্য ঈমানের প্রকৃত ও মূল দাবী। এ দাবীতে নিষ্ঠার সাথে অবিচল থাকতে পারলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে বান্দাহ আল্লাহ্‌র সাহায্য বা গায়েবী মদদ প্রাপ্ত হতে সক্ষম হবে। পর পৃষ্ঠার ঘটনাই তার বাস্তব প্রমাণ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রায় সাত শত বছর পূর্বের কথা, চেঙ্গিস খাঁ দামেস্ক নগরী অবরোধ করে মুসলিম-নাগরিকদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতে লাগলো। নগরীর শ্রেষ্ঠ আলেম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল যুজুরী দামেস্কী (রহ)-এর উপর ও চেঙ্গিসের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন জারী করা হলো। ঠিক এমনি সময়ে কোরআন ও হাদীসকে মন্থন করে আল যুজুরী (রহ) সর্ববিপদকালে মুসলমানের জন্য রক্ষা কবজ স্বরূপ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 'মাসনুন দোয়া' সমূহ সম্বলিত "হিস্নে হাসীন" বইখানি নিজ জাতিকে উপহার দেন। বইটি মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় রাসূলে খোদা (স) ও সাহাবায়ে কেরামদের আমলকৃত নির্ভুল ও নির্ভেজাল বহু সংখ্যক মাসনুন দোয়ার সংকলন। যা জেনে রাখা ও আমল করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ বইটির বাস্তব গুরুত্ব ও মরতবার বর্ণনা দিতে গিয়ে সংকলক এর মুখবন্দে বলেন। "চেঙ্গিসের সৃষ্ট ত্রাসের কালে আমি লুকিয়ে থেকে এ বইটির সংকলনের কাজ করি। যে দিন কাজ শেষ হলো রাতে আমি সপ্ন যোগে রাসূলে খোদা (স)-এর জিয়ারত লাভ করি। স্বপ্নে হুজুর (স) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তাঁর নিকট কি চাই। আমি উত্তরে তাঁকে এ বইটির মকবুলিয়াতের জন্য দোয়া করতে বলি। আমি এ স্বপ্ন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দেখি। তার পর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিনা কারণেই চেঙ্গিস বাহিনী দামেস্ক হতে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করে। এ বইটির মাধ্যমে নূর নবী (স)-এর দোয়ার বদৌলতে এভাবে আল্লাহ্ দামেস্কের সকলকে তথা আমাকে চেঙ্গিসের অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করেন।"

উপরে বর্ণিত সংকলকের বক্তব্য হতে একথা স্পষ্টতঃই প্রতিয়মান হয় যে, এ 'হিস্নে হাসীন' নামক মাসনুন দোয়ার সংকলনটি প্রতিটি মুসলমানের জন্য সর্বক্ষেত্রেই এক অসাধারণ রক্ষা কবজ স্বরূপ। এর প্রতিটি দোয়ার প্রতি নিয়মিত ভাবে আমলকারী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ দ্বারা নিজ জীবনের ইহকাল ও পরকালের পূর্ণ সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ্ এ দুর্লভ গ্রন্থকে বাংলাভাষায় রূপান্তরের তৌফিক আমাকে দান করেছেন—সে জন্য আমি কায়মনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি। আর আরবী নাজানা পাঠকদের সুবিধার্থে মূল আরবীর বাংলা উচ্চারণসহ অর্থ এ বইটিতে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যদি আমার এ শ্রমদ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ভাই-বোনগণ উপকৃত হন তবেই আমার এ শ্রম স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

বিনীত

অনুবাদক

॥ সূচীপত্র ॥

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	দোয়ার ফজিলত	১
২।	যিকিরের ফজিলত	৩
৩।	দোয়া করার আদব	৮
৪।	যিকিরের আদব	১১
৫।	দোয়া কবুলের সময়ের বিবরণ	১২
৬।	যে সকল অবস্থায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে	১৪
৭।	দোয়া কবুলের স্থানসমূহ	১৫
৮।	দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে ইস্‌মে আজমের ভূমিকা	১৭
৯।	আল্লাহ্‌তাআলার সুন্দরতম নামসমূহের বিবরণ	২১
১০।	আল্লাহ্‌তাআলার নামসমূহ, নামের অর্থ এবং খছিয়াত ও কার্যকারীতার বিবরণ	২১
১১।	ইসমে আজম সম্পর্কীয় অবশিষ্ট হাদীস	৩৬
১২।	দোয়া কবুল হলে শুকরিয়া আদায় করার বিবরণ	৩৭
১৩।	সকাল-সন্ধায় পঠিত দোওয়া	৩৭
১৪।	ঋণ পরিশোধ ও চিন্তা থেকে মুক্ত হবার দোয়া	৫৪
১৫।	শুধু সন্ধ্যা কালের দোয়া	৫৫
১৬।	ভোরবেলার দোয়া	৫৬
১৭।	সূর্যোদয় কালের দোয়া ও চাশ্‌ত এশরাকের নামাযের বিবরণ	৬০
১৮।	দিনের বেলায় পঠিত দোওয়া	৬০
১৯।	মাগরিবের আযানের সময় পঠিত দোয়া	৬২
২০।	রাত্রিকালের যিকির ও দোয়া	৬২
২১।	দিবারাত্রি উভয় সময় পঠিত দোওয়া	৬৭
২২।	ঘরে প্রবেশ ও বাহির হবার দোয়া	৬৯
২৩।	সন্ধ্যাকাল আর রাত্রি নিয়ম কানুন ও দোয়া	৭০
২৪।	শয়ন কালের আদব ও দোয়া	৭০
২৫।	স্বপ্ন দেখার পর পঠিত দোয়া	৭৮
২৬।	ঘুমের ঘোরে ভীত হলে কিম্বা নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে পঠিতব্য দোয়া	৭৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭।	নিদ্রা থেকে উঠার পর পঠিত দোওয়া	৮১
২৮।	বিছানা থেকে উঠে শয়নের জন্য দ্বিতীয়বার বিছানা গ্রহণ অথবা পার্শ্ব পরিবর্তন কালের দোয়া ও আমল	৮৪
২৯।	তাহাজ্জুদের সময় উঠা এবং পায়খানায় যাতায়াতকালীন দোয়া ও আমল	৮৫
৩০।	অজু করার মধ্যে এবং পরে পঠিত দোয়া	৮৫
৩১।	তাহাজ্জুদের জন্য উঠার ও নামাযের সময় পঠিত দোয়া	৮৭
৩২।	তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ	৮৯
৩৩।	তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ করার সময় পঠিত দোয়া	৯০
৩৪।	বিতরের নামাযের বিবরণ	৯১
৩৫।	তাহাজ্জুদ ও বিতরের রাকাআতের বিবরণ	৯১
৩৬।	বিতরের নামাযের দোয়া	৯২
৩৭।	ফজরের সুন্নাত নামাযের বিবরণ	৯৫
৩৮।	ফজরের সুন্নাত শেষ করে ঐ বৈঠকেই নিচের দোয়া তিনবার পড়বে	৯৬
৩৯।	ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হবার বিবরণ	৯৭
৪০।	মসজিদে প্রবেশ করার বিবরণ	৯৯
৪১।	মসজিদে আদব রক্ষার বিবরণ	১০১
৪২।	মসজিদ থেকে বের হবার সময় পঠিত দোয়া	১০১
৪৩।	আযানের সময় এবং পরে পঠিত দোয়া ও আমল	১০২
৪৪।	আযান ও এক্কামতের মধ্যবর্তী সময় পঠিত দোয়া	১০৫
৪৫।	নামাযের দোয়ার বিবরণ	১০৬
৪৬।	রুকুর দোয়া সমূহ	১১০
৪৭।	রুকু হতে ওঠার পরের দোয়া	১১২
৪৮।	সিজদার ভিতর পঠিত দোয়া	১১৪
৪৯।	সিজদায় তেলাওয়াতের দোয়া	১১৭
৫০।	কুনুতে নাযেলার বিবরণ	১১৯
৫১।	কাদার মধ্যে আত্তাহিয়াতু পাঠের বিবরণ	১২০
৫২।	দরূদ শরীফের বিবরণ	১২৪
৫৩।	দরূদ শরীফের পর পঠিত দোয়া	১৩০
৫৪।	সালাম ফিরাবার পর পঠিত দোয়া	১৩৫

৫৫।	ফজরের নামাযের পর পঠিত বিশেষ দোয়া	১৪৫
৫৬।	ফজর ও মাগরিবের পর পঠিত বিশষ দোয়া	১৪৬
৫৭।	চাশ্‌ত নাগাযের পর পঠিত দোয়া	১৪৬
৫৮।	দাওয়াত যথা-বিয়ের দাওয়াতের আদব ও দোয়া	১৪৭
৫৯।	ইফতারের দোয়া	১৪৭
৬০।	খানা খাওয়ার আদব ও দোয়া	১৪৮
৬১।	সংক্রামক ব্যধিগ্রস্থ রোগীর সাথে বসে খানা খাওয়ার সময় পঠিত দোয়া	১৪৯
৬২।	খানা খাওয়ার সময় পঠিত দোয়া	১৫০
৬৩।	খানা খাওয়ার পর পঠিত দোয়া	১৫০
৬৪।	দাওয়াতকারীদের জন্য দোয়া	১৫৩
৬৫।	বস্ত্র পরিধানের জন্য দোয়া	১৫৩
৬৬।	নতুন বস্ত্র পরিধানের দোয়া	১৫৪
৬৭।	অপরকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে পঠিত দোয়া	১৫৫
৬৮।	কাপড় খুলে ফেলার সময় দোয়া	১৫৫
৬৯।	এস্তেখারার দোয়া	১৫৫
৭০।	বিবাহের জন্য এস্তেখারা	১৫৮
৭১।	বিবাহের খুৎবা	১৫৯
৭২।	বর কনের জন্য দোয়া	১৬১
৭৩।	মেয়ে ও জামাতার জন্য দোয়া	১৬১
৭৪।	হযরত ফাতিমাকে (রা) প্রথম বিদায় অভিবাদন	১৬২
৭৫।	ফুলশয্যার (বিবাহের প্রথম) রাত্রে পঠিত দোয়া	১৬২
৭৬।	নতুন সওয়ারী খরিদ করার পর পঠিত দোয়া	১৬৩
৭৭।	স্ত্রী সহবাসের দোয়া	১৬৪
৭৮।	ধাতুস্থলনের সময় পঠিত দোয়া	১৬৪
৭৯।	শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার জন্য দোয়া ও আযান	১৬৪
৮০।	শিশুর জন্য তাবীজের ব্যবস্থা	১৬৫
৮১।	সর্ব প্রথম শিশুকে কি শিক্ষা দেবে	১৬৫
৮২।	শিশুকে নামায পড়ান, পৃথক বিছানায় শয়ন করান আর তার বিবাহের বয়োঃসীমা ও হেদায়েত	১৬৫
৮৩।	জওয়ান হওয়া বা বিবাহ দিবার পর	১৬৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮৪।	মুসাফিরকে বিদায় দেবার সময় পঠিত দোয়া	১৬৬
৮৫।	কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের জন্য সৈন্য প্রেরণের আদব ও দোয়া	১৬৮
৮৬।	সৈন্য বাহিনীর প্রধান বা মুসাফিরের জন্য দোয়া	১৬৯
৮৭।	সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তন কালে পঠিত দোয়া	১৭০
৮৮।	সফরে থাকাকালে পঠিত দোয়া	১৭৩
৮৯।	নৌ সফরের দোয়া	১৭৪
৯০।	সফরে প্রয়োজনের সময় সাহায্য প্রার্থনার দোয়া ও আমল	১৭৫
৯১।	হজ্বের সফরের দোয়া	১৭৯
৯২।	তালবীয়াহর পরে পঠিত দোয়া	১৮০
৯৩।	তাওয়াফ করার সময় পঠিত দোয়া	১৮০
৯৪।	তাওয়াফের পর পঠিত দোয়া	১৮১
৯৫।	তাওয়াফ শেষ হবার পর পঠিত দোয়া	১৮১
৯৬।	সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোর বিবরণ	১৮২
৯৭।	আরাফতের ময়দানে যাবার পথে পঠিত দোয়া	১৮৪
৯৮।	আরাফতের ময়দান	১৮৫
৯৯।	আরাফতের ময়দানে অবস্থান	১৮৬
১০০।	মুযদালেফায় অবস্থান	১৮৬
১০১।	পাথর টুকরা নিক্ষেপের সময়	১৮৭
১০২।	মিনায় কুরবানী করার সময়	১৮৭
১০৩।	আকীকার জানোয়ার জবেহ করার সময়	১৮৯
১০৪।	কাবা ঘরে প্রবেশের সময়	১৯০
১০৫।	আবে যমযম পান করার সময়	১৯০
১০৬।	যুদ্ধ ও যুদ্ধ যাত্রার সময় পঠিত দোয়া	১৯২
১০৭।	শুধু যুদ্ধের খুৎবা ও দোয়া	১৯৩
১০৮।	শত্রু শহরে অবতরণের সময়	১৯৪
১০৯।	আহত হবার সময় পঠিত দোয়া	১৯৫
১১০।	শত্রু সৈন্য পিছু হটে যাবার সময় পঠিত দোয়া	১৯৫
১১১।	নও মুসলিমের জন্য দোয়া	১৯৬
১১২।	জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর	১৯৭
১১৩।	শহরের নিকট পৌছানর সময়	১৯৭

১১৪।	ঘরে প্রবেশের সময়	১৯৭
১১৫।	যে কোন চিন্তা ও অস্থিরতার সময় পঠিত দোয়া	১৯৮
১১৬।	যে কোন প্রকার বালা মুসিবতে পঠিত দোয়া	২০২
১১৭।	কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দ্বারা ভীতি প্রদর্শনকালে পঠিত দোয়া	২০৪
১১৮।	কোন শাসক বা জালেম থেকে ভীত হলে পঠিত দোয়া	২০৫
১১৯।	শয়তান ও জ্বীন থেকে ভয়ের সময় পঠিত দোয়া	২০৬
১২০।	ঘাবড়ে যাবার সময় পঠিত দোয়া	২০৭
১২১।	কোন বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হবার সময় পঠিত দোয়া	২০৮
১২২।	ইচ্ছার পরিপন্থী কোন বস্তু আসতে দেখার সময় পঠিত দোয়া	২০৮
১২৩।	কোন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ার সময় পঠিত দোয়া	২০৮
১২৪।	সালাতুল হাজতের তরীকা ও দোয়ার বিবরণ	২০৮
১২৫।	কুরআন হেফজ করার আমল ও দোয়া	২১০
১২৬।	তওবার তরীকা ও দোয়া	২১১
১২৭।	তওবার নামায	২১২
১২৮।	দুর্ভিক্ষের সময়ের দোয়া ও এস্তেগফার নামায	২১৩
১২৯।	বর্ষার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবার দোয়া	২১৬
১৩০।	অধিক বৃষ্টির কারণে ক্ষতি হলে পঠিত দোয়া	২১৭
১৩১।	মেঘ গর্জন ও বিজলী চমকানোর সময়	২১৭
১৩২।	ঘূর্ণিঝড় ও তুফানের সময়	২১৮
১৩৩।	সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় পঠিত দোয়া	২১৯
১৩৪।	নতুন চাঁদ দেখে পঠিত দোয়া	২২০
১৩৫।	চন্দ্রের দিকে অবলোকনের সময় পঠিত দোয়া	২২১
১৩৬।	শবে ক্বদরের চাঁদ দেখার সময়	২২১
১৩৭।	আয়না দেখার সময়	২২১
১৩৮।	সালাম দেয়া ও জওয়াবের তরীকা	২২২
১৩৯।	হাঁচি ও তার জবাবে পঠিত দোয়ার বিবরণ	২২৩
১৪০।	কর্ণের ভিতর বনবন শব্দ হলে	২২৪
১৪১।	সুসংবাদ শুনে শুকরিয়া জ্ঞাপনের দোয়া	২২৪
১৪২।	নিজের বা অপরের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভাল অবস্থা দেখে পঠিত দোয়া	২২৪
১৪৩।	ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি বর্ধিত হবার দোয়া	২২৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪৪। কোন মুসলমানকে হাসতে দেখার সময় পঠিত দোয়া ২২৫
১৪৫। কারো সাথে মহব্বত করার তরীকা ২২৫
১৪৬। মাগফিরাতের জন্য দোয়ার জবাবে দোয়া ২২৫
১৪৭। কুশল জিজ্ঞাসাবাদের তরীকা ২২৫
১৪৮। কারো ডাকের জবাবে সাড়া দেয়ার তরীকা ২২৫
১৪৯। উপকারীর জন্য দোয়া ২২৬
১৫০। কারো ধন-সম্পদ ও কুরবানের জবাবে ২২৬
১৫১। ঋণ আদায়ের সময় পঠিত দোয়া ২২৬
১৫২। কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার সময় ২২৬
১৫৩। কোন অপছন্দনীয় বস্তু দেখার সময় ২২৭
১৫৪। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বিবরণ ২২৭
১৫৫। ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়ার সময় পঠিত দোয়া ২২৭
১৫৬। কোন কাজ করতে গিয়ে অসমর্থ হওয়ার সময় বা অধিক শক্তি লাভের জন্য পঠিত দোয়া ২২৮
১৫৭। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত হবার সময় দোয়া ২২৯
১৫৮। ক্রোধ বিদূরিত করার তরীকা ২৩০
১৫৯। খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক্য দূর করার তরীকা ২৩০
১৬০। মজলিসের আদব ২৩০
১৬১। মজলিসের কাফফারা ২৩১
১৬২। মজলিসে কি হওয়া উচিত ২৩১
১৬৩। বাজারে যাবার সময় পঠিত দোয়া ২৩২
১৬৪। মৌসুমের প্রথম ফল দেখে পঠিত দোয়া ২৩৩
১৬৫। কোন লোককে দুঃখ ব্যধিতে পতিত দেখলে পঠিত দোয়া ২৩৩
১৬৬। কোন বস্তু চাকর ও জীবজন্তু হারিয়ে গেলে পঠিত দোয়া ২৩৪
১৬৭। অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের কাফফারা ২৩৫
১৬৮। বদ নজর লাগার সময় পঠিত দোয়া ২৩৫
১৬৯। জীব জন্তুর বদ নজর লাগলে তার দোয়া ২৩৫
১৭০। জ্বীন-ভূতের আছর দূরীভূত করার দোয়া ২৩৫
১৭১। পাগলের চিকিৎসা ২৪১
১৭২। সাপ বিচ্ছুর কামড়ের তদবীর ২৪১
১৭৩। বিদগ্ধ ব্যক্তির জন্য দোয়া ২৪২

১৭৪। আগুন নির্বাপিত করার দোয়া ২৪২
১৭৫। পেশাব বন্ধ হয়ে যাবার সময় পঠিত দোয়া ২৪৩
১৭৬। ফোঁড়া, পাঁচড়া ও যখমের জন্য পঠিত দোয়া ২৪৩
১৭৭। হাত-পা অনড় হয়ে যাবার তদবীর ২৪৪
১৭৮। দৈহিক দুঃখ কষ্টের জন্য দোয়া ২৪৪
১৭৯। চক্ষু রোগের জন্য দোয়া ২৪৫
১৮০। জ্বরের জন্য পঠিত দোয়া ২৪৫
১৮১। রোগের তীব্রতা আর জীবন থেকে হতাশার সময় ২৪৬
১৮২। রোগী সেবার সময় পঠিত দোয়া ২৪৬
১৮৩। রুগ্ন অবস্থায় রোগীর নিজের জন্য পঠিত দোয়া ২৪৯
১৮৪। শহীদ ও মদীনা শরীফে মৃত্যুর জন্য পঠিত দোয়া ২৫০
১৮৫। আসন্ন মৃত্যুর সময় পঠিত দোয়া ২৫১
১৮৬। মৃত প্রায় ব্যক্তির প্রতি উপদেশ ২৫২
১৮৭। মৃত প্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকজনের জন্য পঠিত দোয়া ২৫২
১৮৮। মৃত ব্যক্তির পরিবার বর্গের জন্য দোয়া ২৫৩
১৮৯। শিশুর মৃত্যুতে পঠিত দোয়া ২৫৩
১৯০। সমবেদনা প্রকাশকারীদের জন্য দোয়া ২৫৪
১৯১। সমবেদনা জ্ঞাপনকারী পত্রের বিষয় বস্তুর বিবরণ ২৫৪
১৯২। ফেরেশ্‌তাদের সমবেদনা ২৫৬
১৯৩। হযরত খিযির (আ)-এর সমবেদনা জ্ঞাপন ২৫৬
১৯৪। মৃত ব্যক্তিকে জানাযার ঘাটে উঠাবার সময় ২৫৭
১৯৫। জানাযা নামাযের দোয়া ২৫৭
১৯৬। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পঠিত দোয়া ২৬১
১৯৭। দাফনের পর পঠিত দোয়া ২৬২
১৯৮। কবর জিয়ারতের দোয়া ২৬২
১৯৯। সাধারণ যিকির ও তার ফজিলত ২৬৪
২০০। কলেমা তাওহিদের ফজিলত ২৬৫
২০১। কলেমা শাহাদাতের ফজিলত ২৬৭
২০২। তাসবীহ ও তাহমীদের ফজিলত ২৭০
২০৩। সালাওয়াতুত তাসবীহ্‌র বিবরণ ২৭৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০৪।	লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতে ইল্লা বিল্লাহির ফজিলত	২৮৩
২০৫।	রাজীতুবিল্লাহ্-এর সওবয়াব ও ফজিলত	২৮৪
২০৬।	আল্লাহ্তাআলার হামদ্ পাঠ করার নিয়ম	২৮৬
২০৭।	এস্তেগফারের ফজিলত	২৮৬
২০৮।	তওবা ও এস্তগফারের নিয়ম	২৯০
২০৯।	কুরআনের আয়াত ও সূরা সমূহের ফজিলত	২৯২
২১০।	সূরা ফাতিহার ফজিলত	২৯৪
২১১।	সূরা বাকারার ফজিলত	২৯৫
২১২।	সূরা বাকারা ও সূরা আল এমরানের ফজিলত	২৯৫
২১৩।	আয়তুল কুরসির ফজিলত	২৯৫
২১৪।	সূরা বাকারার শেষ আয়ত দুটির ফজিলত	২৯৬
২১৫।	সূরা আনাম-এর ফজিলত	২৯৬
২১৬।	সূরা কাহ্ফের ফজিলত	২৯৬
২১৭।	সূরা ত্বহা তৈ ও সীন হামীমের ফজিলত	২৯৭
২১৮।	সূরা ইয়াসীনের ফজিলত	২৯৭
২১৯।	সূরায় ফাতাহ্ের ফজলীত	২৯৮
২২০।	সূরায় মুলকের ফজিলত	২৯৮
২২১।	সূরায় ইযা-যুলযিলাতের ফজিলত	২৯৯
২২২।	সূরায় কাফিরুনের ফজিলত	২৯৯
২২৩।	সূরায় কাফিরুন ও সূরায় ইখলাসের সংযুক্ত ফজিলত	২৯৯
২২৪।	সূরায় নসরের ফজিলত	২৯৯
২২৫।	সূরায় ইখলাসের ফজিলত	৩০০
২২৬।	সূরায় ফালাক ও সুরায় নাস-এর ফজিলত	৩০০
২২৭।	পরিশিষ্ট	৩০১
২২৮।	বিভিন্ন প্রকার দোয়া ও মুনাজাতের বিবরণ	৩১৩
২২৯।	পরিশিষ্ট ঃ জনাব রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফজিলত	৩৪১
২৩০।	দরূদ ও সালাম	৩৪৩
২৩১।	দোয়া পত্র	৩৪৪
২৩২।	সমাপ্তি পত্র-গ্রন্থকারের শাগরেদের কলাম থেকে	৩৪৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

❖ হিস্নে হাসীন ❖

জন্মহতে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনিক ২৪ ঘন্টা
নিদ্রা কি জাগরণ সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয়
রাসূলে করীম (সঃ)-এর হায়াতে
জিন্দেগীতে আমলকৃত মসনুন
দোয়াসমূহের সংকলন

কুরআন-হাদীস থেকে সঙ্কলিত
সর্ববৃহৎ দোয়ার বই

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দোয়ার ফজিলত

১। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—মূলতঃ দোয়া করা ইবাদত করারই নামান্তর।" অতপর হুজুর (স) স্বীয় কথার প্রামাণিক দলীলরূপে পবিত্র কুরআনে করীমের এ আয়াতটি পাঠ করেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۔

"আর তোমাদের পরওয়ারদেগার বলেন—"আমার নিকট দোয়া করতে থাকো, আমি তোমাদের দোয়া মঞ্জুর করে নেবো। যারা আমার ইবাদত থেকে (গর্বের সাথে) ফিরে থাকে, তারা অবশ্যই বর্ণনাতীতভাবে অপমাণিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

২। অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ

"জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—"তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোয়ার দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ দোয়া করার সুযোগ ও তাওফীক দেয়া হয়েছে, তার জন্য রহমতের দরওয়াজাও উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নিকট যে প্রার্থনা করা হয়, তার ভিতর দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তার প্রার্থনাই হচ্ছে তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় প্রার্থনা।" এ হাদিসটির কোন কোন বর্ণনায়—"তার জন্য বেহেস্তের দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়েছে।" এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আবার "দোয়া মঞ্জুর হবার দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়েছে" একথারও উল্লেখ কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়; মূলতঃ এ-তিনটি কথার ভাব ও সারমর্ম একই।

৩। আর একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—"আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা ব্যতীত কোন বস্তুই তাকদীরের ফয়সালাকে রদ্ করতে পারে না। আর সৎকাজ ব্যতীত কোন বস্তুই মানুষের বয়ঃবৃদ্ধি করতে পারে না।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। অপর এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে—

জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন—'ক্বাজা ক্বদর' অর্থাৎ তাকদীরের চূড়ান্ত ফয়সালার হাত থেকে রেহাই পাবার কোন প্রচেষ্টাই ফলবতী নয়। তবে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা হলে সে সকল আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবৎ থেকে রেহাই পাওয়া যায়; যা নাযিল করা হয়েছে, আর যা এখন পর্যন্ত নাযিল করা হয়নি। একদিকে বালা-মুসিবৎ অবতীর্ণ হচ্ছে, আর অপরদিকে ইতিমধ্যে দোয়াও এর সাথে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এদের মধ্যে সংঘর্ষ ও টানা হেঁচড়া বিদ্যমান থাকবে। (আর মানুষ তাদের দোয়ার বদৌলতে নাযিলকৃত বালা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।)

৫। আর একটি হাদিসে জনাব নবী করীম (স)-এর এ বাণীর উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তিনি বলেন—"আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া বা প্রার্থনার চেয়ে অধিক ওজনশীল ও সম্মানিত বস্তু দ্বিতীয় আর কিছু নেই।"

৬। আর একটি হাদিসে জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—"যারা আল্লাহ তাআলার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করে না, তাদের প্রতি তিনি নাখোশ হয়ে থাকেন।" এ হাদীসটির অপর একটি বর্ণনায় "তাদের প্রতি গজব নাযিল করে থাকেন।" এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়; আসলে উভয়ের সারমর্ম একই।

৭। জনাব রাসূলে আকরাম (স) সাহাবায়ে কেরামদেরকে নসীহত করতে গিয়ে এরশাদ করেন—"তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া প্রার্থনা করার বেলায় দুর্বল হবে না; আর কৃপণতাও করবে না। কারণ, দোয়া করা অবস্থায় কখনো কোন লোক আকস্মিক বিপদের মুখে পতিত হলেও হালাক হয় না।

৮। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—"বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবতের সময় দোয়া কবুল হোক তা যে ব্যক্তির আন্তরিক কামনা থাকে, তার উচিত সুখ সাচ্ছন্দে থাকা কালে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করা।"

৯। আর একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (স) এরশাদ করেন—"দোয়া ও প্রার্থনা হচ্ছে মুমিনের একটি হাতিয়ার বিশেষ, আর দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান যমীনের নূর স্বরূপ।"

১০। অপর একটি হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় জনাব নবী করীম (স) এমন একটি সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন যারা বালা-মুসিবতের মধ্যে নিপতিত ছিল। হুজুর (স) এতদর্শনে বলেন—"নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করে না কেন?"

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১। জনাব নবী করীম (স) আর একটি হাদীসে বলেন—"মুসলমানরা যখনই আল্লাহ তাআলার কাছে কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেয়; আর দোয়া করতে থাকে, সে বস্তু অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে দান করে থাকেন। যখন তখনই সেই বস্তু তাকে দান করেন অথবা তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে তা সংরক্ষিত করে রাখেন।

যিকিরের ফজীলত

১। হাদিসে কুদ্‌সীতে[১] বর্ণিত আছে, জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—আল্লাহ তাআলা বলেন—"আমি আমার বান্দাদের ধারণা অনুযায়ী হয়ে থাকি।" (তারা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে থাকে, আমি তদনুযায়ী হয়ে থাকি।) আর তারা যখন আমার যিকিরে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের সাথে থাকি সুতরাং তারা যদি নিজ নিজ অন্তকরণ দ্বারা নিরালায় বসে যিকির করে; তবে আমিও একা একা তাদেরকে স্মরণ করে থাকি। আর যদি তারা সভা সমিতি ও মজলিশ করে আমার যিকির করে; তবে আমিও তাদের মজলিশের চেয়ে উত্তম মজলিশ অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তাদের স্মরণ করে থাকি।

২। আর একটি হাদিসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলব না; যা হবে তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে উত্তম কাজ, আর তোমাদের পরওয়ার দিগারের নিকট সবচেয়ে পবিত্র; তোমাদের সম্মান ও মরতবা উন্নীতকারী এবং খোদার পথে স্বর্ণ রৌপ্য খরচ করার চেয়েও উত্তম। আর সে কাজটি—এর চেয়েও উত্তম যে, তোমরা জেহাদের ময়দানে শত্রুর সাথে লড়াই করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে আর তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ কেন বলবেন না; অবশ্যই আমাদেরকে বলে দিন। তখন তিনি এরশাদ করেন—"সে কাজটি হচ্ছে আল্লাহর যিকির।"

৩। আর একটি হাদীসে জনাব নবী করীম (স) বলেন—"কোন সদকাই (সৎকাজের জন্য ব্যয়) আল্লাহ তাআলার যিকিরের চেয়ে উত্তম নয়।"

৪। জনাব নবী করীম (স) আবার একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—"আল্লাহ তাআলার এমন কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা রয়েছে, যারা রাস্তায়,

১। হাদিসেকুদসী ঐ সকল হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসে আল্লাহ তাআলার কথাকে রাসূল করীম (স) নিজের যবানীতে বর্ণনা করেছেন।

পথে-ঘাটে, আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা লোকদেরকে অনুসন্ধান করে থাকে। অতএব, যখন তারা কোন জামায়াত বা দলকে আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল পায়, তখন তারা একে অপরকে বলতে থাকে, এসো আমরা নিজেদের আসল কাজে ফিরে যাই। সুতরাং ফেরেশতারা সকলে একত্রিত হয়ে যিকিরে নিমগ্ন এ সকল লোকদেরকে দুনিয়ার সংলগ্ন আসমান পর্যন্ত নিজেদের ডানার ছায়াতলে রেখে দেয়।

৫। অপর একটি হাদিসে দেখা যায় যে, জনাব নবী করীম (স) বলেন—"যারা আল্লাহ তাআলার যিকির করে, আর যারা তা থেকে বিরত থাকে, তাদের উভয়েব উদাহরণ হচ্ছে জীবিত দেহ আর মৃত দেহ সদৃশ্য"।

৬। হুজুর (স) আরো বলেন—"যখন লোক দলবদ্ধ হয়ে যিকিরে বসে যায়, তখনই রহমতের ফেরেশতা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আবেষ্টন করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সাথে তাদের কথা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন।

৭। আর একটি হাদিসে নিম্নরূপ ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কোন এক সাহাবী জনাব নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের তো বহু বিধি-বিধানই আমরা অবগত হতে পারলাম, সুতরাং আপনি আমাকে একটি কাজের কথা বলেদিন, যা আমি দৃঢ়তার সাথে সর্বদা করে যাব। হুজুর (স) উত্তর করলেন—"তোমার রসনাকে সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা সঞ্চালিত রাখা উচিত।"

৮। হযরত মা'য়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন—আমি জনাব রাসূলে করীম (স) থেকে সর্বশেষ যে কথাটি শুনে তাঁর থেকে পৃথক হয়েছি, তা হলো এই যে, আমি হুজুর (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে কোন কাজটি অধিক পছন্দনীয় ? তিনি এরশাদ করেন—সে কাজটি হলো এ কাজ যে, তোমার মৃত্যু এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমার রসনা তখন আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা সিক্ত হচ্ছে।

৯। একদিন সাহাবী মায়াজ বিন জাবাল (রা) জনাব নবী করীম (স) কে বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত শুনান। তখন হুজুর (স) এরশাদ করেন—"স্বীয় ক্ষমতা মাফিক আল্লাহর ভয়ভীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। আর সর্বস্থানেই আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো। আর যখনই কোন খারাপ কাজ করে বসবে, তৎক্ষণাৎই আল্লাহর সামনে নতজানু হয়ে প্রকাশ্য গুনাহর জন্য প্রকাশ্যভাবে আর গোপন গুনাহের জন্য গোপনভাবে তওবা করো।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০। আর একটি হাদিসে দেখা যায় যে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—"কোন লোকই এমন কাজ করেনি যা আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রাণ দানের বেলায় যিকিরের তুলনায় অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে।

১১। আর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আল্লাহর পথে জিহাদ নয় ? হুজুর (স) এরশাদ করেন—"যে ব্যক্তি স্বীয় তলোয়ার দ্বারা দুশমনদের শির এমনভাবে কেটে ফেলে যে, তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ব্যতীত আর আল্লাহর পথে জিহাদ নয়। পরিশেষে কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

১২। অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আঁচল ভরে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে থাকে, আর অপর একজন লোক ততটুকু সময় আল্লাহর যিকির করতে থাকে, তবে সম্মান, মরতবা ও পুণ্যের দিক দিয়ে টাকা-পয়সা বিতরণকারী লোকটির চেয়ে দ্বিতীয় লোকটির আসন অনেক উচ্চে।

১৩। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, "জনাব রাসূলে আকরাম (স) বলেন—তোমরা বেহেস্তের সবুজ শ্যামল বনানীর আঁকে বাঁকে বিচরণ করতে গেলে পরিতৃপ্তির সংগে বিচরণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরের নেয়ামত ভালরূপে গ্রহণ কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ জগতে বেহেশতের বাগান কোনটি। হুজুর (স) জবাব দিলেন,—সে বাগান হচ্ছে যিকিরের হালকা, যিকিরের মজলিশ।"

১৪। হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ আছে যে, "হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা বললেন—আজ সকল মানুষ অবগত হতে পারে যে, ইজ্জত সম্মান পাবার অধিকারী কারা"? সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মান-সম্মান পাবার উপযুক্ত লোক কারা হবেন ? হুজুর (স) উত্তরে বলবেন—সম্মানিত লোক হবেন তারাই, যাঁরা মসজিদে এবং অন্যান্য জায়গায় যিকিরের মজলিশ অনুষ্ঠিত করে থাকেন।

১৫। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে,— "প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি কোঠা থাকে, একটিতে হয় ফেরেশতার বাসস্থান, আর অপরটিতে হয় শয়তানের স্থান। সুতরাং যখন কোন লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে যায়, তখন শয়তান পিছনে হটে পালিয়ে যায়। আর আল্লাহর যিকির থেকে যখন গাফেল থাকে, তখন শয়তান আবার স্বীয় স্থানে এসে বসে যায় এবং স্বীয় ঠোঁট মানুষের কলবে রেখে দেয়। অর্থাৎ তার অন্তঃকরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

১৬। হাদিস ঃ "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত জায়নামাযে বসে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, অতপর দুই রাকায়াত ইশরাকের নামায পড়ে ঘরে ফিরে, সে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব পাবে। পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার, পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার, পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে। অপর একটি বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, "একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে।"

১৭। হাদীস ঃ যিকির থেকে গাফেল এ ধরনের পরিবেশের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী লোক হচ্ছে সে সকল মুজাহিদদের ন্যায়, যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নপর সৈন্যদের মধ্যে পলায়ন না করে দৃঢ় পদক্ষেপে যুদ্ধ করতে থাকে।

১৮। হাদিস ঃ যদি কোন দল কোন মজলিশ থেকে খোদার যিকির করা ব্যতিরেকেই চলে যায়, তবে মনে করো যে, তারা একটি মৃত গাধার গোস্ত ভক্ষণ করে চলে গেছে। কিয়ামতের দিন এ মজলিশ তাদের জন্য আফসোস ও অনুশোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

১৯। হাদিস ঃ যদি কোন লোক প্রয়োজনের তাকীদে রাস্তা অতিক্রম করতে থাকে, আর আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও যিকির না করে; তবে তার এ অবহেলা প্রদর্শন তার জন্য অনুশোচনা ও বঞ্চনার কারণে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি শয্যায় শয়ন করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করেনি, এ অবহেলাও তার জন্য আফসোস ও বঞ্চিত হবার কারণে পর্যবসিত হবে।

২০। হাদিস ঃ একটি পাহাড় অপর একটি পাহাড়কে তার নাম নিয়ে বলতে থাকে—ওহে (অমুক)! তোমার নিকট দিয়ে কোন লোক কি যিকির করতে করতে পথ অতিক্রম করে চলে গেছে ? তখন সে যদি জবাব দেয়, হ্যাঁ চলে গেছে, তবে সে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যায়।

২১। হাদিস ঃ আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও ছায়াকে অনুসরণ করে থাকে। অর্থাৎ তার দ্বারা সময় নির্ধারণ করে সুযোগমত খোদার যিকিরে মশগুল হয়।

২২। হাদিস ঃ কিয়ামতের দিন বেহেশতী লোকেরা কোন বস্তুর জন্যই আফসোস করবে না, তবে যে সময় ও সুবর্ণ সুযোগ তাদের হাত ছাড়া হয়েছে, আর খোদার যিকির দ্বারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি, এর জন্য আফসোস করতে থাকবে।

২৩। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে—তোমরা এত বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো যে, লোকেরা তোমাকে যেন পাগল ও দেওয়ানা বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪। হাদিস ঃ "জনাব নবী করীম (স) তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু-আকবর তাকদীস অর্থাৎ সোবহানাল মালেকুল কুদ্দুস, আর তাহলীল অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে অঙ্গুলিদ্বারা তার সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়ে থাকতেন। তিনি বলেন—এর কারণ হল যে, কিয়ামতের দিন ঐ সকল অঙ্গুলীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর তাদেরকে বাকশক্তি দান করে ডেকে পাঠান হবে, কত পরিমাণ তাকবীর, তাকদীস, আর তাহলীল পাঠ করেছে। আর তারা আল্লাহ তাআলার নিকট এর বিস্তারিত বর্ণনা দান করবে।

২৫। হাদিস ঃ "জনাব রাসূলে করীম (স) নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন—তোমরা তাসবীহ, তাক্‌সীস ও তাহলীল পাঠ করাকে নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। তার প্রতি কখনো তোমরা এমনভাবে অবহেলা করো না যে, আল্লাহর রহমতের কথা তোমরা ভুলে যাও।

২৬। হাদিস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন—আমি জনাব রাসূলে করীম (স)-কে ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।

২৭। হাদিস ঃ জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারটি গোলামকে মুক্ত করে দেবার চেয়ে ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত, আর আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সময়টুকু আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

২৮। হাদিস ঃ আর একটি হাদীসে জনাব নবী করীম (স) ঘোষণা করেন—"একাকী সফরকারী সুনাম অর্জন করেছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একাকী সফরকারী কারা ? হুজুর (স) উত্তরে বলেন—যে সকল নর-নারী অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিকির করে থাকে তারা। এ হাদিসটিই অন্যকথায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। "তারা হচ্ছে সে লোক যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য পাগল। এ যিকির দ্বারা তারা গুনাহের বোঝা থেকে হালকা হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন।

২৯। হাদিস ঃ জনাব নবী করীম (স) আর একটি হাদিসে এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আ)-কে পাঁচটি কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে তা বনী ইস্রাইলকে করার জন্য হুকুম জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ) বনী ইস্রাইলদেরকে বলেন—আমি তোমাদেরকে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, যিকিরকারী লোকের উদাহরণ হলো সে লোকের ন্যায় যে, একটি লোকের দুশমন তাকে পিছু ধাওয়া

করে নিয়ে গেল, লোকটি দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়ে দুশমনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালো। ঠিক এমনি রূপেই আল্লাহর বান্দারা তাদের শত্রু শয়তানের হাত থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার যিকির ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না।

৩০। হাদিস ঃ হুজুর (স) বলেন—খোদার নামে শপথ করে বলছি, দুনিয়ায় এমন কিছু লোক আছে, যারা নরম গদীওয়ালা বিছানায় শয়ন করেও (বিনিদ্র থেকে) আল্লাহর যিকির করে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বেহেশ্‌তের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করার অনুমতি দান করবেন।

৩১। হাদিস ঃ হুজুর (স) আরো বলেন—যাদের রসনা সর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে, তারা হাসতে হাসতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন।

দোয়া করার আদব

দোয়া করার আদব ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যা তার ভিত্তি স্বরূপ। আর কতকগুলো কাজ রয়েছে শর্ত বিশেষ। আর তার মধ্যে কতকগুলো কাজ করার জন্য বিশেষ রূপে তাম্বীহ-তাকীদ করা হয়েছে এবং কতকগুলো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে দোয়ার আদবসমূহ ক্রমিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হলো।

১। খাওয়া দাওয়া পানাহার, পোশাক পরিধান, আর আয়-বাণিজ্য ও রুযী রোযগারের বেলায় হারাম পথ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে শর্ত।

২। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য ইখলাছ ও আন্তরিকতা থাকা অর্থাৎ জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এর ভিতর অন্য কোন নিয়ামত না থাকা এটাই হচ্ছে দোয়ার আদবের ভিত্তিমূল।

৩। দোয়া করার পূর্বে কোন নেক কাজ করা উচিত যেমন সদকা ও দান খয়রাত করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, নামায পড়া ইত্যাদি। আর কঠিন বালা-মসিবতের সময় নিজকৃত নেক আমলসমূহের অসীলা দিয়ে দোয়া করা।

বিঃ দ্রঃ ঃ—অত্র অধ্যায়ের হাদিসসমূহ থেকে যিকিরের যে গৌরব জনক মহত্ব ও ফজীলত প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধু কেবল আল্লাহ আল্লাহ যিকির বা নফী এসবাতের যিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যবহারিক ও পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সকল যিকির আযকার দোয়া কালামসমূহ রয়েছে; আর বাস্তব ও মৌলিক ইবাদত অনুষ্ঠান যা কিছু রয়েছে সকলই যিকিরের মধ্যে শামিল। মোট কথা, ইসলামের অনুমোদিত পথে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য তার আনুগত্যশীল যে কাজই হোক তাই যিকিরের মধ্যে শামিল। বিশেষ কোন কাজের মধ্যে যিকির সীমাবদ্ধ নয়। (অনুঃ বাঃ)

৪। নাপাক ও অপবিত্র বস্তু থেকে পাক পবিত্র হয়ে দোয়া করা।

৫। ওজু করা

৬। কিবলার পানে মুখ ফিরিয়ে দোয়া করা।

৭। দোয়া করার পূর্বে "সালাতুল হাজতের" নফল নামায পড়ে দোয়া করা।

৮। দোয়া করার জন্য নামাযের বৈঠকের ন্যায় নতজানু হয়ে বসা।

৯। দোয়া করার পূর্বে ও পরে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর আলোচনা করে প্রশংসা করা।

১০। এমনিভাবে দোয়া করার পূর্বে এবং শেষে জনাব রাসূলে করীম (স)-এর রূহ মোবারকের প্রতি পবিত্র দরূদ প্রেরণ করা।

১১। হস্ত যুগল উত্তোলন করে দোয়া করা।

১২। মুখ মণ্ডলের লুতি পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দোয়া করা।

১৩। ভিক্ষুকের ন্যায় হাত উঠিয়ে দোয়া করা।

১৪। উভয় হস্ত যুগলের মধ্যে ফাঁকা রেখে দোয়া করা।

১৫। দোয়া করার সময় মুখে ও কাজ-কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শান-শওকতের প্রতি আদব ইহ্‌তেরাম রক্ষা করে চলা।

১৬। দোয়া করার সময় নম্রতা ও বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা।

১৭। খুব অনুনয় বিনয় করে কাকুতি-মিনতি করা।

১৮। দোয়া করার সময় আসমানের পানে নজর না দেয়া।

১৯। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আসমায়ে হুসনা (সুন্দর নামসমূহ) আর মহান গুণাবলীর অসীলা দিয়ে দোয়া করা।

২০। দোয়া করার মধ্যে বানাওয়াটী শব্দ বিন্যাসের পথ বর্জন করে চলা।

২১। দোয়ার মধ্যে ইচ্ছা পূর্বক গজল গান পাঠ করা, আর বানাওয়াটি করে গলার ইলহান (স্বর) সুন্দর করা মাকরূহ।

২২। আম্বিয়ায়ে কেরামের অসীলা দিয়ে দোয়া করা মুস্তাহাব।

২৩। আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ও অলি আল্লাহদের অসীলা দিয়ে দোয়া করাও মুস্তাহাব।

২৪। দোয়া করার মধ্যে গলার আওয়াজকে ছোট করে দোয়া করা মুস্তাহাব।

২৫। দোয়ার মধ্যে নিজকৃত গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করে মুনাজাত করা।

২৬। হাদিস শরীফে জনাব রাসূলে করীম (স) থেকে যে সকল দোয়া বর্ণিত রয়েছে, তা পাঠ করে দোয়া করা। হুজুর (স) কোন প্রয়োজনীয় বিষয়কে তাঁর

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোয়ার ভিতর পরিত্যাগ করেন নি। যে সকল প্রয়োজন ও হাজতের জন্য মানুষ সাধারণত দোয়া করে থাকে, তিনি এর সমুদয় বিষয়ের জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন।

২৭। সমগ্র প্রয়োজন ও হাজতের কথা উল্লেখকৃত সামগ্রিক, ব্যাপক অর্থবোধক অথচ সংক্ষিপ্ত দোয়াসমূহ পাঠ করে মুনাজাত করা।

২৮। দোয়া করার সময় প্রথম নিজের সমস্যা থেকে আরম্ভ করবে। তারপর স্বীয় পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং সমগ্র মুমিনদের জন্য দোয়া করবে।

২৯। যদি মসজিদ বা রাষ্ট্রের ইমাম বা নেতা হন, তবে শুধু কেবল নিজেদের জন্য দোয়া করবে না। বরং সমগ্র মুসল্লী ও দেশের সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করবে।

৩০। দোয়া করার বেলায় আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও দৃঢ় আশা পোষণ করা, কোনরূপ নৈরাশ্যের ভাব মনে না আনা, তা দোয়ার আদবসমূহের ভিত্তি বিশেষ।

৩১। একান্ত উৎসাহ উদ্দীপনা আর মনের অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা।

৩২। অন্তরের অন্তস্থল থেকে পূর্ণ মনোযোগ ও একনিষ্ঠ হয়ে দোয়া করা। অন্তঃকরণকে আল্লাহর পানে পূর্ণরূপে আকর্ষিত রাখা এবং খোদার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা।

৩৩। একই উদ্দেশ্যের জন্য বারবার দোয়া করা।

৩৪। দোয়ার মধ্যে একই কথা কম পক্ষে তিনবার করে বলা।

৩৫। কোন বিষয় নিয়ে এমনভাবে দোয়া না করা যে, "আমার এ প্রার্থনা তোমার কবুল করতেই হবে।"

৩৬। আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্য যা নির্ধারিত হয়ে এসেছে তা রদ বদল করার জন্য দোয়া না করা। যেমন আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে নারী থেকে পুরুষ, অথবা পুরুষ থেকে নারী জাতিতে পরিবর্তন করে দিন। এটাও শর্ত বিশেষ।

৩৭। আল্লাহর রহমতকে সঙ্কুচিত না করা। যেমন আয় আল্লাহ আমাকে রহমত করুন, আর অমুককে রহমত থেকে বঞ্চিত করুন।

৩৮। স্বীয় প্রয়োজন ও দাবী দাওয়া যতই ছোট হোক না কেন, তা একমাত্র আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করা।

৩৯। দোয়া করার বেলায় শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম না করা। আর অসম্ভব ও অবান্তর কাল্পনিক বিষয়ের জন্য দোয়া না করা।

৪০। দোয়ার বেলায় যে ব্যক্তি নেতৃত্ব করবে আর যারা শুনবে সকলেরই আমীন আমীন বলা।

৪১। হস্তযুগল মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে মুছিয়ে এনে দোয়ার কাজ শেষ করা।

৪২। দোয়া কবুল হবার জন্য ব্যস্ত না হওয়া। যেমন দোয়ার ভিতরে এই না বলা যে আমার দোয়া পূরণই হয় না। অথবা আমি দোয়া করছিলাম কিন্তু তা কবুল হয়নি।

যিকিরের ফজীলত

যিকিরের আদব

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন ঃ

১। যে স্থানে বসে যিকির হবে, সে স্থান থেকে যে বস্তু আল্লাহর প্রতি মনের অনুরাগ আকর্ষণকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, আর মনে নানা প্রকার খারাপ ধারণা উদয় করে দেয়; তা বিদুরিত করা।

২। আর যিকিরকারীকে দোয়ার আদবের অধ্যায়ে লিখিত গুণাবলী বিশেষ করে খোদার ভয়-ভীতি ও আন্তরিকতা, আর জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করা উচিত। কেননা, আল্লাহর যিকির হচ্ছে সকল ইবাদতের মধ্যে উত্তম নফল ইবাদত। এ জন্যই দোয়ার চেয়েও যিকিরের বেলায় অধিক মনোযোগের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন।

৩। যিকিরকারীর মুখ এবং জিহবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই। যদি মুখে কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকে, তবে মেসওয়াক করে অবশ্যই তা বিদূরিত করা উচিত।

৪। আর যিকির করতে গিয়ে সর্বদা কিবলার পানে মুখ করে বসা উচিত।

৫। বিনয়, নম্রতা ও সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দিকে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে যিকিরে বসা উচিত।

৬। আর যা কিছু যিকির করা হয়, তার অর্থ ও সারমর্ম উত্তমরূপে অনুধাবন করে তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

৭। যদি কোন যিকিরের অর্থ জানা না থাকে, তবে বিজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে ভালরূপে বুঝে নেয়াই শ্রেয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮। যিকিরের সংখ্যা অধিক মাত্রায় বাড়ানোর ইচ্ছায় তা তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। এজন্যই ওলামায়ে কেরাম কলেমায়ে তাইয়্যেবার যিকির করতে গিয়ে লা শব্দকে বেশ কিছুটা লম্বা করে পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেন।

৯। জনাব রাসূলে করীম (স) থেকে যে সকল যিকির প্রমাণিত রয়েছে চাই তা ফরজ ওয়াজেব বা মুস্তাহাব হোক না কেন, যখন পর্যন্ত তা মুখে এমন রূপে উচ্চারণ না হবে যে, নিজে তা শুনতে পায়; ততক্ষণ পর্যন্ত এমন যিকিরের কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ মনে তার চিন্তা করাকে যিকির বলা যায় না।

১০। জনাব নবী করীম (স) থেকে বিশেষভাবে যে সকল যিকিরের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যতীত সবচেয়ে ফজীলত পূর্ণ যিকির হচ্ছে কুরআনে করীমের তেলাওয়াত।

১১। আল্লাহ তাআলার যিকির শুধু কেবল "তাহলীল" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ (সোবহানাল্লাহ) আর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এমন সকল কথা ও কর্ম যাতে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য বোঝায়, তাকে যিকির বলা হয়।

১২। জনাব নবী করীম (স) থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন অবস্থায় ও সময়ের পঠিত দোয়া-কালাম ও যিকির যখন কোন বান্দা দিবা, রাত্র ও সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে, সে আল্লাহর দরবারে অধিক পরিমাণ যিকিরকারী নর-নারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। (যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)।

১৩। যদি কোন লোক দিন বা রাত্রের কোন সময় বা কোন নামাযের পর এ ছাড়া অন্য কোন সময় বা অবস্থাকালে কোন অজীফা পাঠ করা নির্দিষ্ট করে নেয়; আর তা যদি কোন কারণ বশতঃ পাঠ করা না হয়, তবে তা অন্য কোন সময় কাজা করে নেয়া উচিত। তা কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ পরিত্যাগ করলে অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থাকে।

দোয়া কবুলের সময়ের বিবরণ

যে সকল সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হল ঃ

১। শবে কদরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। রমজান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন এক দিন হচ্ছে শবে কদর। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, ঐ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিসমূহের মধ্যে অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ, তারিখের রাত্রিসমূহের যে কোন একটিই হল শবে কদর। আবার কতিপয় আলেম একুশ ও সাতাশ তারিখের মধ্যে একটি রাত্রিকেই শবে কদর বলে উল্লেখ করেন, এটাই হচ্ছে সর্ব সাধারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা।

২। জিল হজ্জ মাসের নবম তারিখ আরফার ময়দানে অবস্থানের দিন।

৩। সমগ্র রমজান মাসটিও দোয়া কবুলের একটি মোক্ষম সময়।

৪। জুম্মার দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন গত রাত্রিটি।

৫। পূর্ণ জুম্মার দিনটি।

৬। রাত্রের দ্বিতীয় অর্ধটি দোয়া কবুল হবার সময়।

৭। রাত্রের শেষের দিকের তৃতীয় অংশটি।

৮। শেষ রাত্রের তৃতীয় অংশটির মধ্যবর্তী সময়।

৯। রাত্রের প্রথম দিকের তৃতীয়তম অংশটি।

১০। রমজান মাসে সেহরী খাবার সময়টি।

১১। সবচেয়ে অধিক পরিমাণে দোয়া কবুল হবার সুবর্ণ সময়টি হল জুম্মার নামাযের দোয়া। এ সময়টিকে আরবী ভাষায় "এজাবাতুছ ছাআত" '(দোয়া কবুলের সময়)' নামে অভিহিত করা হয়। এ সময়টির ব্যাপারে হাদীসে বিভিন্ন মুখী যে বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) এ সময়টি হচ্ছে ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে দণ্ডায়মান হওয়া থেকে আরম্ভ করে নামাযের শেষ পর্যন্ত সময়।

(২) জামায়াতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সময় হতে সালাম ফিরান পর্যন্ত।

(৩) জুম্মার নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ার সময়টি।

(৪) কতিপয় আলেমদের মতে জুম্মার দিন আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(৫) আবার কতিপয় আলেম বলেন—জুম্মার দিন সোব্‌হে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত।

(৬) কারো কারো মতে জুম্মার দিন সূর্যোদয় হবার পর।

(৭) নবী করীম (স)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত আবুযার গিফারী (রা)-এর মতে জুম্মার দিন ঠিক দুপুরের পর থেকে এক হাত পরিমাণ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়া পর্যন্ত মধ্যের সময়টুকু হচ্ছে দোয়া কবুল হবার সময়।

(৮) এ কিতাবের লেখক ইমাম জুজুরী (র) বলেন—দোয়া কবুল হবার সময়ের ব্যাপারে আমার মত হলো ইমাম নামাযের মধ্যে প্রথম সুরায়ে ফাতেহা পড়া থেকে আরম্ভ করে পাঠ শেষে আমীন বলা পর্যন্ত মধ্যকার সময়টুকু হচ্ছে দোয়া কবুলের সময়। এ মত গ্রহণ করা হলে এ বিষয়ে নবী করীম (স) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণিত রয়েছে তার সবটির উপরই আমল হয়ে যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) ইমাম নববী (র) বলেন—এ সময়ের ব্যাপারে যে সঠিক মতবাদটি ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ গ্রহণ করা জায়েজ নেই; তা হচ্ছে মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বর্ণিত হাদিসটি। আর তা হলো ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হবার সময় হতে আরম্ভ করে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। (এটাই উল্লেখযোগ্য কথা।)

যে সকল অবস্থায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে

যে সকল অবস্থায় সাধারণত দোয়া কবুল হয়ে থাকে, নিচে তা লিপিবদ্ধ করা হলো।

১। নামাযের আযান হওয়া কালীন অবস্থায়। অর্থাৎ আযান শুনে তার জবাব দান, আর পরিশেষে মোনাযাত করার পর দোয়া করলে তা কবুল হবার আশা করা যায়।

২। আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় যখনই সুযোগ পাওয়া যাক না কেন তা দোয়া কবুল হবার একটি উত্তম সময়।

৩। বিপদ আপদ ও মুসীবতের কালে আযানের বা একামতের মধ্যে হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ এবং হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ বলার পর দোয়া করলে; তাও কবুল হবার আশা করা যায়।

৪। আল্লাহর পথে জিহাদে যাবার জন্য কাঁতারবন্দী অবস্থায় দোয়া করলে তাও কবুল হবার সম্ভাবনা আছে।

৫। প্রচণ্ডতম যুদ্ধ চলা কালে একে অপরের উপর আক্রমণরত অবস্থায়ও দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

৬। ফরজ নামায জামায়াতে আদায় করার পর সালাম ফিরাবার সাথে সাথে দোয়া করলেও কবুল হবার আশা করা যেতে পারে।

৭। নামাযের মধ্যে সিজদার ভিতর। কিন্তু এ দোয়া কুরআন হাদিস অনুমোদিত ও বর্ণিত দোয়া হতে হবে।

৮। কুরআনে করীম তেলাওয়াত করার পর।

৯। বিশেষত কুরআন খতমের পর, চাই তা প্রার্থনাকারী নিজে করুক বা অপরের মাধ্যমে করা হোক, দোয়া করলে কবুল হবার আশা করা যায়।

১০। যারা কুরআন খতম করে থাকে, তাদের দোয়া।

১১। জমজমের পানি পানের সময় দোয়া করলে তাও কবুল হয়।

১২। রূহ কবজ হবার সময় চাই মৃত ব্যক্তি নিজে করুক বা অন্য লোকে করুক। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির নিকট বসে যদি দোয়া করা হয়।

১৩। মোরগের আযানের সময়টিও দোয়া কবুল হবার মোক্ষম সময়।

১৪। মুসলমানদের ধর্মীয় সম্মেলনের সম্মিলিত দোয়াও কবুল হয়।

১৫। যিকিরের হালকা, ওয়াজ মাহফিল কিংবা কুরআন হাদিসের দরসের মজলিশের দোয়া কবুল হবার আশা করা যায়।

১৬। ইমামের সুরায় ফাতেহার অলাদ্দোয়াল্লীন পাঠ করার পর।

১৭। মৃত্যু ব্যক্তির চক্ষুদয় মু'দিত করে দেবার সময়।

১৮। নামাযের একামতের সময়।

১৯। বর্ষা বর্ষণের সময়। ইমাম শায়াফী (র) তদীয় "আল-উম্মুন" গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি হাদীস নকল করে বলেন—আমি বহু আলেমের নিকট বর্ষা বর্ষণের সময় দোয়া কবুল হবার হাদীস শুনে তা হেফজ করেছি।

২০। পবিত্র কাবা ঘর দর্শনের সময়—চাই তা মক্কায় পৌছে প্রথম বারে দর্শন হোক অথবা যখনই কাবা ঘরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, দোয়া করা হলে তা কবুল হবার আশা করা যায়।

২১। সুরায়ে আনয়ামে যে একই স্থানে দু'বার আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম উল্লেখ রয়েছে, তা পাঠ করলে দু' নামের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া করা হলে তাও কবুলের আশা করা যেতে পারে। সে আয়াত হচ্ছে এ রকম—

مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

লেখক বলেন—আমি বহু ওলামায়ে কেরামদের নিকট থেকে এ আয়াতের উক্ত পবিত্র নামদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিরতির সময় দোয়া কবুল হয় বলে পরিক্ষিত আছে বলে শুনেছি। আর হাফেজে হাদীস আবদুর রাজ্জাক আসগানী (র) তাঁর তাফসীরের ভিতর শায়খ আহমদ (র)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে এ স্থানে দোয়া কবুল হবার কথা লিখে গেছেন।

দোয়া কবুলের স্থানসমূহ

সকল পবিত্রতম স্থানগুলো হচ্ছে দোয়া কবুলের স্থান। যেমন মসজিদ, যিকিরের স্থান, নামাযের স্থান। ইমাম হাসান বসরী (র) মক্কাবাসীদের নিকট

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে তিনি মক্কা শরীফের দোয়া কবুলের যে পনেরোটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে এ সব—

১। যে স্থান ঘুরে ঘুরে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা হয় সে স্থানসমূহ।

২। কা'বা ঘরের যে স্থানটি তাওয়াফকারীগণ এসে আলিঙ্গন করে চুমা দেয়, সে স্থানে বসে দোয়া করলেও তা কবুল হয়। এ স্থান হলো "হজরে আসওয়াদ" আর কাবা ঘরের মধ্যে চার হাত প্রশস্ত স্থান।

৩। কাবার ছাদের প্রণালীর নিচে বসে দোয়া করলেও কবুল হয়।

৪। কাবা ঘরে বসে দোয়া করা হলে তাও কবুলের আশা আছে।

৫। জমজম কুয়ার পাড়ও দোয়া কবুলের একটি স্থান।

৬। "সাফা মারওয়া" পাহাড়দ্বয় দোয়া কবুলের উত্তম স্থান।

৭। সাফা এবং মারওয়া এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে স্থানে দৌড়াতে হয়, তাও দোয়া কবুলের স্থান।

৮। মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে বসে দোয়া করলেও তা কবুল হবার আশা করা যায়।

৯। আরাফাতের ময়দানও দোয়া কবুলের একটি উত্তম স্থান। হযরত আদম (আ)-এর দোয়া এ ময়দানেই কবুল হয়েছিল। আর তাদের স্বামী স্ত্রীর মিলন স্থলও এ ময়দানই। আর তা হজ্জের প্রধান রোকন বিশেষও। (এ স্থানে অবস্থান করা হজ্জের ফরজের একটি অন্যতম ফরজ)।

১০। মুয্দালিফাও দোয়া কবুলের একটি স্থান। হাজীগণ আরাফাতের ময়দান হতে ফিরে এসে যে স্থানে মাগরিব ও এশার নামায পড়ে থাকেন আর রাত্রি যাপন করেন ঐ স্থানকেই মুযদালিফা বলা হয়।

১১। মিনায় বসেও দোয়া কবুল হয়। হাজীগণ দশই জ্বিল হজ্জ যেখানে গিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং কুরবানী দেয়; সে স্থানকেই মিনা বলে।

১২। যে তিনটি টিলার উপর হাজীগণ পাথর নিক্ষেপ করে থাকেন, সে টিলা তিনটিও দোয়া কবুলের স্থান।

১৩। ইমাম জুজুরী (র) বলেন—যদি হযরত রাসূলে করীম (স)-এর "রওজা মুবারক" দোয়া কবুলের স্থান না হয়, তবে এমন কোন স্থানটি আছে দোয়া কবুলের স্থান ? অর্থাৎ হুজুরের "রওজা মোবারক" হচ্ছে দোয়া কবুলের প্রধান স্থান। এ স্থানগুলোর সূচীপত্রের প্রথমেই তার স্থান পাওয়া, উচিত ছিল।

যাদের দোয়া দ্রুত কবুল হয়

সহী হাদীস দ্বারা যে সকল লোকের দোয়া খুব তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে কবুল হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে, নিচে তার বিবরণ লেখা হলো ঃ

১। শক্তিহীন, কর্মহীন, অপারগ ব্যক্তিদের দোয়া খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে।

২। নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও মাজলুমের দোয়া তড়িঘড়ি কবুল হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায় যে, নিপীড়িত ও মজলুমরা যদি গুনাহগার পাপী হয় কিম্বা কাফের মুশরেকও হয়, তবুও তাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

৩। সন্তান-সন্ততিদের জন্য পিতামাতার দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

৪। আদল-ইন্সাফকারী ও ন্যায় বিচারক আমীর ও রাজা-বাদশাহ এবং মন্ত্রীদের দোয়াও জনগণের বেলায় তড়িঘড়ি কবুল হয়ে থাকে।

৫। সুসভ্য খেদমতগার সন্তানদের দোয়াও পিতা-মাতার জন্য শীঘ্র শীঘ্র কবুল হয়ে থাকে।

৬। মুসাফিরের দোয়া।

৭। এফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া।

৮। একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইদের জন্য দোয়া করলে।

৯। প্রত্যেক মুসলমানদের দোয়াই কবুল হয়, যতক্ষণ না তারা কারো উপর জুলুম করার বা আত্মীয়দের হক নষ্ট করার জন্য দোয়া না করে।

অথবা দোয়া করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে অভিযোগের সুরে একথা না বলে যে, "আমি দোয়া করেছিলাম তা কবুল হয়নি।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া এমন কিছু সংখ্যক বান্দা রয়েছে, যাদের ভিতর প্রত্যেকের দিন রাত্র অবশ্য অবশ্য একটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

"জামে আবু মনসুর" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হাজ্বীগণ নিজ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদের দোয়া আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হয়ে থাকে।

দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে এস্মে আজমের ভূমিকা

১। একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, "আল্লাহ তাআলার এসমে আজম" (মহান নাম) উল্লেখ করে দোয়া করা হলে তা আল্লাহ তাআলা কবুল করে থাকেন। আর তা উচ্চারণ করে যদি আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছু চাওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়, তাও তিনি দিয়ে থাকেন। বিফল মনোরথ করেন না। উক্ত "এসমে আজম" কুরআন পাকের এ আয়াতের ভিতর নিহিত রয়েছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(انباء ركوع ٢)

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সোবহানাকা ইন্নীকুন্‌তু মিনাজ্ জালেমীন।

"হে খোদা তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি জালেমদের মধ্যে একজন।" (সূরায় আম্বিয়া)

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিম্নলিখিত আল্লাহ তাআলার "এস্‌মে আজম" (পবিত্র মহান নামসমূহ) পাঠ করে আল্লাহ তাআলার নিকট যা কিছু চাওয়া হয় তা তিনি দিয়ে থাকেন। যে দোয়াই করা হোকনা কেন, তিনি তা কবুল করে থাকেন। আর তা হলো এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اْلاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নী আশ্‌হাদু আন্নাকা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তাল আহাদুস্ সামাদুল্লাজী লাম ইয়ালীদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়া কুল লাহু কুফুয়ান আহাদ।

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই। আপনি একা ও অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নন। আপনি এমন হে, আপনার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর আপনিও কারো থেকে জন্ম নেননি, অর্থাৎ কেউ আপনার মাতা-পিতা নয়, আর আপনার সমতুল্যও কেউ নেই।"

কোন কোন বর্ণনায়—এ হাদিসটির ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ اْلاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বেআন্না লাকাল হামদু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, আলহান্নানু বাদীয়ুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে, ইয়াযাল জালালে ওয়াল ইক্‌রাম।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সওয়াল করছি। সমগ্র প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্যই। আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। আপনি একা ও অদ্বিতীয় আপনার কোন অংশীদার নেই। আপনি বিরাট দয়ালু ও মেহেরবান এবং মহান দাতা ও সাহায্যকারী। আসমান যমীনের ভিতর আপনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। হে মহান প্রতিপত্তিশালী পুরস্কার দাতা ও সাহায্যকর্তা। (ইয়াযুল জালালি ওয়াল ইকরাম)।

৩। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ তাআলার মহান নামসমূহ ও গুণাবলীর কথা উচ্চারণ করে যদি কেউ তাঁর নিকট দোয়া করে, তবে তিনি তা কবুল করে থাকেন। আর কোন কিছুর প্রার্থনা করলেও তিনি তা অবশ্য অবশ্যই দান করে থাকেন। সে মহান নামগুলো হলো এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ الْحَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা বেআন্না লাকাল হামদু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা, আলহান্নানু বাদীয়ুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে, ইয়াযাল জালালে ওয়াল ইক্‌রাম।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সওয়াল করছি। সমগ্র প্রশংসা একমাত্র আপনার জন্যই। আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। আপনি একা ও অদ্বিতীয় আপনার কোন অংশীদার নেই। আপনি বিরাট দয়ালু ও মেহেরবান এবং মহান দাতা ও সাহায্যকারী। আসমান যমীনের ভিতর আপনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। হে মহান প্রতিপত্তিশালী পুরস্কার দাতা ও সাহায্যকর্তা। (ইয়াযুল জালালি ওয়াল ইকরাম)।

কতিপয় বর্ণনায় ইয়াযুল জালালে অল একরামের স্থলে ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম (সর্বদা জীবিত আর সবকিছু প্রতিষ্টিতকারী) উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। অপর একটি হাদিসে দেখা যায় যে, কুরআনে করীমের নিম্নলিখিত আয়াত দু'টির ভিতর "এস্‌মে আজম" নিহিত রয়েছে।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

(بقر ركوع ١٩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইলাহুকুম্ ইলাহুন ওয়াহেদ, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহীম।

অর্থ ঃ আর তোমাদের মাবুদ—তিনিই তো একমাত্র মাবুদ। তিনি একা অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই। তিনি খুবই দয়ালু, দাতা ও মেহেরবান।" (সূরায় বাকারা ১৯ রুকু)

الـم ـ اَللّٰهُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ـ (العمران ركوع ١)

উচ্চারণ ঃ আলিফ লাম মীম। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।

অর্থ ঃ "আলিফ, লাম, মিম, (এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউই বলতে পারে না) আল্লাহ তাআলা—যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরন্তন, জীবিত ও অবিনশ্বর। আর তিনি কায়েম করনেওয়ালা। অর্থাৎ সবকিছু ঠিকঠাককারী।

৫। আর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার "মহান নাম" (এস্‌মে আজম) সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আলে ইমরান, আর সূরায়ে ত্বহা, এ তিন সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

৬। কাসেম বিন আবদুর রহমান বলেন—আমি এ হাদিসের নির্দেশ অনুসারে অনুসন্ধান করে উক্ত সূরার ভিতর "আল্‌হাইয়্যু", "আল্ কাইয়্যুম" এ দু' নামকে "এস্‌মে আজম" রূপে পেয়েছি। (কাসেম-বিন-আবদুর রহমান সিরিয়ার একজন তাবেয়ী ছিলেন। ইনি হযরত আবু ইমামার একজন বিশ্বস্ত সাগরেদও)।

৭। এ কিতাবের লেখক এমাম জুজুরী (র) বলেন—আমার মতে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহীম) হচ্ছে "এস্‌মে আজম" বলা হলে সকল হাদীসগুলোর উপর আমল হয়ে যায়। আর আল্লামা অহিদী "কিতাবুদ দোয়া" পুস্তকে বলেন হযরত ইউনুস বিন আবদুল আলার উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হাদীসটিও আমার মতবাদের সমর্থন যোগায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামসমূহের বিবরণ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন—"আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামসমূহ (আসমায়ে হুসনা) উল্লেখ করে আমাকে দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এ নামের সংখ্যা হচ্ছে নিরানব্বই। যে ব্যক্তি এ নামগুলো আবেষ্টন করে রাখবে, অর্থাৎ নিয়মিত পাঠ করবে, "সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।" এ হাদীসটির অন্যরূপ ভাষা হচ্ছে—"যে কোন ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করে নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে, সে নিশ্চয়ই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। উক্ত নামগুলোর বিবরণ নিচে দেয়া হলো"—

আল্লাহ তাআলার নামসমূহ, নামের অর্থ এবং খাছিয়াত ও কার্যকারীতার বিবরণ

১। اَللّٰهُ (আল্লাহু)—এর অর্থ হচ্ছে খোদার নাম, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অর্থ এর নেই।

যে ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার বার "ইয়া আল্লাহু" পাঠ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ তার অন্তঃকরণ থেকে সর্ব প্রকার সন্দেহবাদীতা ও কুমন্ত্রণা বিদূরিত হয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মহত শক্তি লাভ করবে। যদি কোন দুরারোগ্য রুগী-যাদের পীড়ার কোন চিকিৎসা নেই বলে ধারণা করে নিয়েছে, তা দৈনিক অধিক পরিমাণে পাঠ করার অভ্যাস করে নেয়, আর তার পর আল্লাহ তাআলার নিকট আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করে, খোদার ইচ্ছায় তার আরোগ্য লাভের সৌভাগ্য হবে।

২। اَلرَّحْمٰنُ (আর্-রাহমানু)—সীমাহীন দয়াবান।

যে ব্যক্তি দৈনিক প্রত্যেক নামাযের পর একশতবার "ইয়া রাহমানু" পাঠ করবে, তার অন্তর থেকে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট আর অবহেলা-উদাসীনতা, গাফলতী ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকৃতিগত দোষ-ত্রুটি খোদার ইচ্ছায় বিদূরিত হয়ে যাবে।

৩। اَلرَّحِیْمُ (আর্-রাহীমু)—মহান করুণাময়।

যে ব্যক্তি দৈনিক প্রত্যেক নামাযের পর "ইয়া রাহীমু" অধিক পরিমাণে পাঠ করবে খোদার ইচ্ছায় সে সকল প্রকার পার্থিব বালা মুসিবৎ হতে নিরাপত্তায় থাকবে। আর সকল সৃষ্টজীব তার প্রতি দয়ালু হবে।

৪। اَلْمَالِكُ (আল্‌মালেকু)—আসল বাদশাহ।

দৈনিক ফজরের নামাযের পর "ইয়া মালেকু" অধিক পরিমাণে পাঠ করলে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধনী ও সম্পদশালী করে দেবেন।

৫। اَلْقُدُّوسُ (আল্‌কুদ্দুসু)—দুষ্টতা হতে পবিত্রতম সত্বা।

যে ব্যক্তি দৈনিক সূর্যাস্তের পর এ ইস্‌ম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে সকল প্রকার রূহানী ব্যাধি থেকে পবিত্র রাখবেন।

৬। اَلْمُؤْمِنُ (আল্‌-মুমেনু)—শান্তি ও নিরাপত্তায় রাখার মালিক।

ভয়ভীতির সময় ৩৬০ বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় সকল ভয় ভীতি দূরীভূত হয়ে সকল অনিষ্টতা হতে পূর্ণরূপে নিরাপত্তায় থাকবে। আর যে ব্যক্তি এ ইস্‌ম লিখে নিজের সাথে রাখবে, তার জাহের বাতেন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় নিরাপত্তায় থাকবে।

জুম্মার নামাযের পর এক শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মার্জনার কার্যকারীতার প্রকাশ পেতে থাকবে। আর দৈনিক আসরের নামাযের বাদ "ইয়া গাফফারু এগফেরলী" পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মার্জনা করে দিয়ে মার্জিত লোকদের দলে দাখিল করবেন।

৭। اَلْقَهَّارُ (আল্‌ কাহহারু)—সকলকে নিজ আয়ত্বাধীনে যে রেখে থাকে।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বতের শিকারে পরিণত হয়, সে যদি অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করে, তবে খোদার ইচ্ছায় দুনিয়ার মহব্বত তার অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে খোদার মহব্বত পয়দা হবে।

৮। اَلْوَهَّابُ (আল্‌ অহ্‌হাবো)—যিনি সবকিছু দান করে থাকেন।

যদি কোন লোক দরিদ্রতার শিকারে পরিণত হয়ে অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করে বা লিখে নিজের সাথে ধারণ করে রাখে অথবা চাশত নামাযের আখেরী সিজদায় এ ইস্‌ম চল্লিশবার পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর বিশেষ কোন মাকসুদ থাকলে ঘর অথবা মসজিদের আঙ্গিনায় তিনবার সিজদা করতঃ হাত উঠিয়ে এক শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় মাকসুদ পূর্ণ হবে।

৯। اَلرَّزَّاقُ (আর্‌ রাজ্জাকু)—মহান রিযিকের দানকারী।

যে লোক ফজরের নামাযের পূর্বে নিজ ঘরের চতুর্কোণে দশ দশবার এ ইস্‌ম পাঠ করে ফুঁক দিবে, আল্লাহ তাআলা তার রোগ শোক ও দরিদ্রতা তার ঘরে

কখনোই আসতে দিবেন না। প্রথম ডান কোণ থেকে আরম্ভ করবে, আর মুখ মণ্ডল কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে।

১০। اَلسَّلَامُ (আস্‌ সালামু) নিষ্কলুষ সত্বা।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, আর একশত পনের বার এ ইস্‌ম পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলে আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দান করে থাকেন।

১১। اَلْمُهَيْمِنُ (আল্‌ মুহাইমেনু)—নেগাহ্‌বান।

যদি কোন লোক গোসল করে দু' রাকায়াত নামায পড়ার পর একাগ্র চিত্তে একশত বার এ ইস্‌ম পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জাহের বাতেন পবিত্র করে দিবেন। আর একশত পনের বার পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় তার নিকট অনেক গায়েবী তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১২। اَلْعَزِيْزُ (আল্‌আযীয়ু)—সকলের উপর বিজয়ী।

যে কোন ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক চল্লিশ বার এ ইস্‌ম পাঠ করে—আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত এবং ধনী বানিয়ে দিবেন। আর ফজরের নামাযের পর একচল্লিশ বার পাঠ করলে ইন্‌শাআল্লাহ সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না, আর অপমানিত হবার পর মহান সম্মানের অধিকারী হবেন।

১৩। اَلْجَبَّارُ (আল্‌ জাব্বারু)—প্রতাপশালী।

প্রত্যহ সকাল-সন্ধায় দু'শত ছাব্বিশ বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদা চাহে জালেমদের জুলুম ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর এ ইস্‌ম রৌপ্যের আংগুটিতে খুঁদিত করে পরিধান করলে, মানুষের অন্তরে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার হয়ে থাকে।

১৪। اَلْمُتَكَبِّرُ (আল্‌ মুতাকাব্বেরু)—মহত্বের অধিকারী।

কেউ অধিক পরিমাণে প্রত্যহ এ ইস্‌ম পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান ও মহত্ব দান করে থাকেন। আর প্রত্যেক কাজের প্রথমে এ ইস্‌ম অধিক পরিমাণে পাঠ করলে ইন্‌শাআল্লাহ সে কাজে সফল হওয়া যায়।

১৫। اَلْخَالِقُ (আল্‌ খালেকু)—সৃষ্টি কর্তা।

যদি কোন ব্যক্তি একাধারে সাতদিন পর্যন্ত একশত বার এ ইস্‌ম পাঠ করে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত বিপদ-আপদ ও বালা মুসিবত থেকে হেফাজতে রাখবেন। আর এ ইস্‌ম "আল খালেকু" যে ব্যক্তি সর্বদা পাঠ করতে থাকেন, তার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একজন ফেরেশতা নির্ধারিত করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেবেন, যিনি তার তরফ থেকে ইবাদত করবেন। আর তার চেহারা নুরানী আলোক আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

১৬। اَلْبَارِئُ (আল্‌বারীউ)—প্রাণপত্বনকারী।

যদি কোন বন্ধা স্ত্রী লোক একাধারে সাতদিন রোযা রেখে পানি দ্বারা ইফতার করার পর "আল বারীউল্‌ মুসাবেবরু" একুশবার পাঠ করে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ তার সন্তান লাভের সৌভাগ্য হবে।

১৭। اَلْمُصَوِّرُ (আল্‌ মুসাব্বেরু)—কায়া গঠনকারী।

যদি কোন বন্ধা স্ত্রী লোক একাধারে সাতদিন রোযা রেখে পানি দ্বারা ইফতার করার পর "আল বারীয়ুল মুসাবেবরু" একুশবার পাঠ করে, তবে ইনশাআল্লাহ তার সন্তান লাভের সৌভাগ্য হবে।

১৮। اَلْغَفَّارُ (আল্‌ গাফ্‌ফারু)—মার্জনাকারী এবং আবরণ দানকারী।

জুম্মার নামাযের পর শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মার্জনার কার্যকারীতা প্রকাশ পেতে থাকবে। আর দৈনিক আসরের নামাযের বাদ "ইয়া গাফ্‌ফারু এগফেরলী" পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মার্জনা করে দিয়ে মার্জিত লোকদের দলভুক্ত করবেন।

১৯। اَلْوَهَّابُ (আল্‌ ওয়াহ্‌হাবু)—যিনি সবকিছু দান করে থাকেন।

যদি কোন লোক দারিদ্র্যতার শিকারে পরিণত হয়ে অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করে বা লিখে নিজের সাথে ধারণ করে রাখে অথবা চাশত নামাযের আখেরী ছিজ্‌দায় এ ইস্‌ম চল্লিশবার পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে দারিদ্র্যতার অভিসাপ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর বিশেষ কোন মাকসুদ থাকলে ঘর অথবা মসজিদের আঙ্গিনায় তিনবার সিজদা করতঃ হাত উঠিয়ে শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় মাকসুদ পূর্ণ হবে।

২০। اَلرَّزَّاقُ (আর্‌ রাজ্জাকু)—মহান রিযিক দানকারী।

যে লোক ফজরের নামাযের পূর্বে নিজ ঘরের চতুর্কোনে দশ-দশবার এ ইস্‌ম পাঠ করে ফুঁক দিবে, আল্লাহ তাআলা রোগ-শোক ও দারিদ্র্যতা তার ঘরে কখনোই আসতে দিবে না। প্রথম ডান কোন থেকে আরম্ভ করবে, আর মুখ মণ্ডল কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখবে।

২১। اَلْفَتَّاحُ (আল্‌ ফাত্তাহু)—বিরাট বিরাট বিপদ বিদুরিতকারী।

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর উভয় হস্ত বুকের উপর রেখে ৭০ বার এ ইস্‌ম পাঠ করবে, ইন্‌শাআল্লাহ তার অন্তঃকরণ ঈমানের নূর দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

২২। اَلْعَلِيْمُ (আল্‌ আলীমু)—অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

যে ব্যক্তি দৈনিক অধিক পরিমাণে "ইয়া আলীমু" এ ইস্‌ম পাঠ করবে, খোদার ইচ্ছায় তার জন্য ইলম মারফতের দরওয়াজা খুলে যাবে।

২৩। اَلْقَابِضُ (আল্‌ কাবেজু)—রিযিক সংকুচিতকারী।

এ ইস্‌মকে চার টুকরা রুটির উপর লিখে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করলে ক্ষুধা-পিপাসা যে কোন প্রকার ব্যথা বেদনা বা যখম থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদে থাকবে।

২৪। اَلْبَاسِطُ (আল বাসেতু)—রিযিক প্রশস্তকারী।

চাশ্‌তের নামাযের পর আসমানের পানে হাত উঠিয়ে দৈনিক দশবার এ ইস্‌ম পাঠ করে মুখ মণ্ডলে হাত বুলিয়ে নিলে, খোদার ইচ্ছায় সে ধনী হতে পারবে; কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

২৫। اَلْخَافِضُ (আল খাফেজু)—যিনি নিচু করনেওয়ালা।

দৈনিক পাঁচ বার "ইয়া খাফেজু" পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় মনের মাকসুদ পূর্ণ হয় এবং বিপদ-আপদ দূর হয়। আর একাধারে তিনদিন রোযা রেখে চতুর্থ দিন কোন একটি স্থানে বসে ৬০ বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা যায়।

২৬। اَلرَّافِعُ (আর্‌ রাফেয়্যু)—উন্নত করনেওয়ালা।

প্রত্যেক মাসের চৌদ্দ তারিখ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এ ইস্‌ম একশত বার পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টি থেকে তাকে বেপরওয়া করে ধনাঢ্য করে তুলবেন।

২৭। اَلْمُعِزُّ (আল মুয়েয্যু)—সম্মান দানকারী।

সোমবার অথবা, জুমার দিন মাগরিবের নামাযের পর "ইয়া মুয়েয্যু" এ ইসম চল্লিশ বার পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় মানুষের নিকট বিপুল ইজ্জত সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়।

২৮। اَلْمُذِلُّ (আল্‌ মুযেল্লু)—অপমানকারী।

পঁচাত্তর বার "ইয়া মুযেল্লু" এ ইস্‌ম পাঠ করে সিজদায় গিয়ে দোয়া করলে ইনশায়াল্লাহ হিংসুক ও জালেমদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। বিশেষ কোন লোক শত্রু থাকলে তার নাম সিজদায় উল্লেখ করে এ বলে দোয়া করবে, আয় আল্লাহ! অমুকের দুশমনী থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন" আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৯। اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামীউ)—সব কিছু শ্রবণকারী।

জুম্মার দিন চাশ্‌ত নামাযের পর পঞ্চাশ, একশত অথবা পাঁচ শতবার "ইয়া সামীউ" পাঠ করে দোয়া করলে খোদার ইচ্ছায় দোয়া কবুল হবে। এ ইস্‌ম পাঠ করার মধ্যে কারো সাথে কোনরূপ আলাপ করবে না। আর বৃহস্পতিবার দিন ফজরের সুন্নাত এবং ফরজের মধ্যবর্ত্তি সময় এ ইস্‌ম পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি বিশেষ রূপে নেক দৃষ্টি দান করবেন।

৩০। اَلْبَصِيْرُ (আল্ বাসীরু)—সব কিছু দ্রষ্টা।

জুম্মার নামাযের পর একশত বার "ইয়া বাসীরু" পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার চক্ষুতে জ্যোতি আর কলবে নূর পয়দা করে থাকেন।

৩১। اَلْحَكَمُ (আল্ হাকামু)—সাধারণ বিচারক।

রাত্রের শেষভাগে অজুর সাথে নিরানব্বইবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার অন্তঃকরণকে নূরের কোষাগারে পরিণত করে দিবেন। আর জুম্মার দিন রাত্রে এত বেশি পরিমাণে এমনরূপে পাঠ করলে যে, নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তবে খোদার ইচ্ছায় তার অন্তঃকরণ কাশ্‌ফ ও এলহামের নেয়ামত লাভ করবে।

৩২। اَلْعَدْلُ (আল্ আদলু)—পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ্‌গার।

যে ব্যক্তি জুম্মার দিন অথবা জুম্মার রাত্রে বিশ টুকরা রুটির উপর "আল আদলু" ইস্‌ম লিখে খাবে; আল্লাহ তাআলা তার জন্য সৃষ্টিকুলকে অনুগত করে দেবেন।

৩৩। اَللَّطِيْفُ (আল্ লাতীফু)—খুব বেশি দানকারী।

যে ব্যক্তি একশত তেত্রিশবার "ইয়া লাতীফু" পাঠ করবে, ইনশায়াল্লাহ তার রিযেকে বরকত হবে। আর তার সকল কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন হবে, আর যদি কোন লোক ক্ষুধা-দারিদ্র্যতা, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির ভিতরে নিপতিত হয়, তবে অজু করতঃ দু'ই রাকায়াত নামায পড়ে স্বীয় উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করে একশত বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার মনের উদ্দেশ্য পূরণ হতে সাহায্য করবেন।

৩৪। اَلْخَبِيْرُ (আল্ খাবীরু)—সর্ব প্রকার খবর রাখনেওয়ালা। এ ইস্‌ম একাধারে সাতদিন অধিক পরিমাণে পাঠ করলে তার নিকট গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর রিপুর গ্রাসে পতিত হয়ে এ ইস্‌ম পাঠ করলে তার খপ্পর থেকে নাযাত পাওয়া যায়।

৩৫। اَلْحَلِيْمُ (আল্ হালীমু)—পরম সহিষ্ণুতা অবলম্বনকারী।

এ ইস্‌ম কাগজে লিখে পানিতে ধৌত করে উক্ত পানি যে জিনিসের উপর ছিটিয়ে দিবে, খোদার ইচ্ছায় উক্ত জিনিসের বরকত দেখা দিবে, আর সর্ব প্রকার বালা-মুসীবত থেকে মুক্ত থাকবে।

৩৬। اَلْعَظِيْمُ (আল্ আজীমু)—মহান বুজুরগ। এ ইস্‌ম নিয়মিত পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় মান সম্মান লাভ করা যায়।

৩৭। اَلْغَفُوْرُ (আল্ গফুরু)—মহান ক্ষমা প্রদর্শনকারী।

এ ইস্‌ম অধিক মাত্রায় পাঠ করা হলে সকল প্রকার দুঃখ 'কষ্ট' চিন্তা বিদূরিত হয়, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত আসে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে—যে লোক সিজদার ভিতর "ইয়া রাব্বী এগফেরলী" তিন বার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।

৩৮। اَلشَّكُوْرُ (আস্ শুকুরু)—কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনকারী।

যদি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক সংকটে অথবা চিন্তা ও দুঃখ কষ্টের ভিতর নিপতিত হয়ে দৈনিক এ ইস্‌মকে একশত চল্লিশবার পাঠ করে খোদার ইচ্ছায় সে নাযাত পাবে।

৩৯। اَلْعَلِيُّ (আল্ আলীউ)—বিরাট ও মহান।

এ ইস্‌ম সর্বদা পাঠ করলে এবং লিখে সঙ্গে রাখলে ইন্‌শাআল্লাহ সে সুখ-সমৃদ্ধিতে থাকবে এবং উদ্দেশ্য সাধনে কামীয়াব হবে।

৪০। اَلْكَبِيْرُ (আল্ কাবীরু)—বিরাট বড়।

পদ বিচ্যুত ব্যক্তি সাতদিন একাধারে রোযা রেখে প্রতি দিন এক হাজার বার "ইয়া কাবীরু" পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় সে নিজ পদে পূর্ণবহাল হবে এবং মহত্ব ও সম্মান লাভ করবে।

৪১। اَلْحَفِيْظُ (আল্ হাফীজু)—সকলের হেফাজতকারী।

দৈনিক অধিক পরিমাণে "ইয়া হাফীজু" পাঠ করলে আর লিখে নিজের নিকট রাখলে খোদার ইচ্ছায় সর্ব প্রকার ডরভয় ক্ষতি অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকবে।

৪২। اَلْمُقِيْتُ (আল্ মুকীতু)—সকলকে রিযিক এবং শক্তি সামর্থ দানকারী। খালি পাত্রে এ ইস্‌ম সাতবার করে দম করতঃ উক্ত পাত্রে নিজে পানি পান করলে বা অপরকে করালে কিম্বা ঘ্রাণ লওয়ালে আল্লাহর ইচ্ছায় মাকসুদ পূর্ণ হয়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৩। اَلْحَسِيْبُ (আল্ হাসীবু)—সকলের জন্যই যথেষ্ট।

যদি কোন লোক কোন মানুষ বা জীব জন্তুর দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়, আর সে যদি বৃহস্পতিবার থেকে আরম্ভ করে আট দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যায় ৭০ বার "ইয়া হাসবীয়াল্লাহুল হাসীব" পাঠ করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সকল জীব ও পশুর অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকবে।

৪৪। اَلْجَلِيْلُ (আল্ জালীলু)—বিরাট সম্মানের অধিকারী।

যে ব্যক্তি মেশ্‌ক জাফরান দ্বারা এ ইস্‌ম লিখে নিজের সঙ্গে রাখবে আর দৈনিক "ইয়া জালীলু" অধিক পরিমাণে পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে মান-সম্মান, মহত্ব-বুযুর্গী দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

৪৫। اَلْكَرِيْمُ (আল্ কারীমু)—অসীম দয়ালু। দৈনিক শয়ন কালে "ইয়া কারীমু" পাঠ করতঃ নিদ্রা গেলে আল্লাহ তাআলা তাকে আলেম ফাজেল ও নেককারদের ভিতর সম্মানিত করবেন।

৪৬। اَلرَّقِيْبُ (আর্ রাকীবু)—বিরাট নেগাহবান।

এ ইস্‌ম সাতবার পাঠ করে দৈনিক স্বীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততিদের উপর দম করে এবং "ইয়া রাকীবু দৈনিক" পাঠ করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সকল বালা মুসীবৎ হতে নাযাত পাওয়া যায়।

৪৭। اَلْمُجِيْبُ (আল্ মুজীবু)—প্রার্থনা শ্রবণকারী ও তা কবুল করেন ওয়ালা। "ইয়া মুজীবু" এ ইস্‌ম অত্যাধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় তার দোয়া ও প্রার্থনা কবুল হয়ে থাকে।

৪৮। اَلْوَاسِعُ (আল্ ওয়াসেউ)—প্রশস্তকারী।

দৈনিক অধিক পরিমাণে "ইয়া ওয়াসেউ" পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় জাহের-বাতেন উভয় দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

৪৯। اَلْحَكِيْمُ (আল্ হাকীমু)—মহান বিজ্ঞানী।

"ইয়া হাকীমু" এ ইস্‌ম দৈনিক অধিক পরিমাণে পাঠ করলে তার জন্য ইলম ও হেকমতের দরজা খুলে যায়। আর যদি কারো কোন মনস্কাম পূর্ণ না হতে থাকে, তবে এ ইস্‌ম নিয়মিত পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় মনস্কাম পূর্ণ হবে।

৫০। اَلْوَدُوْدُ (আল্ ওয়াদুদু)—অধিক মহব্বতকারী।

"ইয়া ওয়াদুদু" এ ইস্‌ম এক হাজার বার পাঠ করে কোন খানায় দম করে উক্ত খানা স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে তা খেলে তাদের ভিতরকার ঝগড়া ফ্যাসাদ দূর হয়ে উত্তরোত্তর মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

৫১। اَلْمَجِيْدُ (আল্ মজীদু)—বিরাট বুযুর্গ।

যদি কোন লোক কষ্টদায়ক রোগের শিকারে পরিণত হয়ে চাঁদের তের-চৌদ্দ তারিখ রোযা রাখে আর ইফতারের পর অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পড়তে থাকে এবং পানিতে দম করে তা পান করে; আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করতে পারবে।

৫২। اَلْبَاعِثُ (আল্ বায়েছু)—মৃতকে জীবিতকারী।

দৈনিক শয়নকালে বুকের উপর হাত রেখে একশত একবার "ইয়া বায়েছু" পড়লে আল্লাহর ফজলে তার অন্তর ইলম ও হেকমতের দ্বারা সজীব হয়ে উঠবে।

৫৩। اَلشَّهِيْدُ (আশ্ শাহীদু)—সর্বদা উপস্থিত।

যদি কারো স্ত্রী বা সন্তান-অবাধ্য হয়, তবে সকাল বেলা তাদের কপালে হাত রেখে একুশবার "ইয়া শাহীদু" পাঠ করে ফুঁক দিলে বাধ্যগত হয়ে যায়।

৫৪। اَلْحَقُّ (আল্ হাক্কু)—চিরস্থাই ও সদা-সত্য।

এ ইস্‌ম কাগজের চতুর্কোণে লিখে শেষ রাত্রে কাগজটি হাতে রেখে আসমানের পানে তাকিয়ে দোয়া করলে, আল্লাহর ইচ্ছায় হারানো লোক বা মালের সন্ধান পাওয়া যায়। আর ক্ষতির থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

৫৫। اَلْوَكِيْلُ (আল্ ওয়াকীলু)—মহান ওয়াকীল।

কোন আসমানী বালা দ্বারা ভীত হলে অধিক পরিমাণে "ইয়া ওয়াকীলু" পাঠ করে সে এ ইস্‌মকে যদি নিজ বাঞ্ছিত কাজের ওয়াকীল বানিয়ে নেয়, তবে সে মুসীবৎ থেকে নিরাপদে থাকবে।

৫৬। اَلْقَوِيُّ (আল্ কাবিয়্যু)—সর্ব শক্তিমান।

যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে মাজলুম ও দুর্বল হয়, তবে সে জালেমের দমনের নিয়তে অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করলে তার অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকবে। (শত্রুতামূলক ভাবে এ আমল না জায়েয)

৫৭। اَلْمَتِيْنُ (আল্ মতীনু)—বিরাট শক্তিশালী।

যে সকল রমণীর দুগ্ধ হয় না, তাদের জন্য একটি কাগজে "আল মতীনু" ইসমটি লিখে ধৌত করে পান করালে আল্লাহর ইচ্ছায় অধিক দুগ্ধ হবে।

৫৮। اَلْوَلِيُّ (আল্ ওয়ালীয়্যু)—সাহায্যকারী।

যে সকল লোক স্বীয় স্ত্রীর আদব-আখলাক ও ব্যবহারে খুশী নয় তার সামনে গিয়ে এ ইস্‌ম পড়লে আল্লাহর ইচ্ছায় সে চরিত্রবতী হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৯। اَلْحَمِيْدُ (আল্ হামীদু)—প্রশংসার যোগ্যতম পাত্র।

যে ব্যক্তি নিয়মিত ৪৫ দিন যাবৎ নিরালায় বসে "ইয়া হামীদু" ৯৩ বার করে পড়বে তার যাবতীয় বদ অভ্যাস আল্লাহর ইচ্ছায় বিদূরিত হবে।

৬০। اَلْمُحْصِىْ (আল মুহসী)—স্বীয় জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টনকারী।

যে ব্যক্তি বিশটি রুটির টুকরার উপর দৈনিক বিশবার এ ইস্‌ম পাঠ করে দম করতঃ ভক্ষণ করবে, আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টিজীব তার অনুগত হয়ে যাবে।

৬১। اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদীয়ু)—প্রথম বার সৃষ্টিকারী।

শেষ রাত্রে গর্ভবতীর পেটের উপর হাত রেখে নিরানব্বই বার "ইয়ামুবদীয়ু" পাঠ করলে তার গর্ভপাত হবে না, বা যথা সময়ের পূর্বে শীশু জন্মাবে না।

৬২। اَلْمُعِيْدُ (আল্ মুঈদু)—দ্বিতীয় বার সৃষ্টিকারী।

হারানো ব্যক্তিকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য—ঘরের লোকেরা ঘুমালে ঘরের চারি কোণে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক কোণে সত্তর বার করে "ইয়া মুঈদু" সাত দিন পাঠ করলে লোক ফিরে আসবে, বা তার সংবাদ মিলবে।

৬৩। اَلْمُحْيِىْ (আল্ মুহীয়্যু)—জীবন দানকারী।

রুগ্ন ব্যক্তি যদি দৈনিক অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করে কিম্বা অন্য কোন রুগ্ন ব্যক্তির উপর তা পাঠ করে দম করে; তবে খোদার ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নয় বার তা পাঠ করে নিজের উপর দম্ করবে সে সর্ব প্রকার কয়েদ বন্দী হতে নিরাপদে থাকবে;

৬৪। اَلْمُمِيْتُ (আল্ মুমীতু)—মৃত্যুদানকারী।

মানবিক রিপু যার আয়ত্বাধীনে না থাকে, সে নিদ্রার সময় সীনার উপর হাত রেখে এ ইস্‌ম পাঠ করতে করতে নিদ্রা গেলে তার রিপু আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে।

৬৫। اَلْحَىُّ (আল্ হাইয়্যু)—চিরঞ্জিব।

যে ব্যক্তি দৈনিক তিন হাজার বার এ দোয়া পাঠ করবে, খোদার ইচ্ছায় সে কখনো রোগ ব্যাধির শিকারে পরিণত হবে না। আর এ ইস্‌ম চীনামাটির বর্তনে মেশ্‌ক জাফরান দ্বারা লিখে মিঠা পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে বা অন্যকে পান করালে খোদার ইচ্ছায় আরগ্য লাভ করবে।

৬৬। اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়্যুম)—সব কিছু স্থীর ও আয়ত্বাধীনকারী।

দৈনিক অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদা চাহে সে মানুষের নিকট খুব মান-সম্মান লাভ করতে পারবে। আর নিরালায় বসে পাঠ করলে খোশ খোশালিতে থাকবে। আর ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত "ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম" নিয়মিত পাঠের অভ্যাস থাকলে তার থেকে দুর্বলতা ও অলসতা বিদূরিত হয়ে যাবে।

৬৭। اَلْوَاجِدُ (আল্ ওয়াজেদু)—সর্ব বস্তু যে পেয়ে থাকেন।

খানা খাবার সময় নিয়মিত "ইয়া ওয়াজেদু" পাঠ করা হলে উক্ত খানা তার কলবের জন্য শক্তিবর্ধক ও নূরানী হবার উপকরণে পরিণত হয়।

৬৮। اَلْمَاجِدُ (আল্ মাজেদু)—মহান সম্মানিত।

যে ব্যক্তি নিরালায় বসে এ ইস্‌ম এত অধিক পরিমাণে পড়ে যে, নিজকে হারিয়ে ফেলে; খোদার ইচ্ছায় সে কলবে খোদার নূরের জ্যোতি অনুভব করবে।

৬৯। اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ (আল ওয়াহেদুল আহাদু) – একমাত্র একা।

যে ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার বার এ ইস্‌ম পাঠ করবে, তার কলব থেকে দুনিয়ার মোহ ও ভীতি বিদূরিত হবে। আর যার সন্তান হয় না সে এ ইস্‌মটি লিখে সাথে রাখলে খোদার ইচ্ছায় সন্তান হবে।

৭০। اَلصَّمَدُ (আস্ সামাদু)—মুখাপেক্ষী নয়।

শেষ রাত্রে সিজদায় গিয়ে একশত পনের অথবা একশত পঁচিশ বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় জাহেরী, বাতেনী, সততা লাভ করতে পারবে। আর দৈনিক নিয়মিত অজুর সাথে এ ইস্‌ম পাঠ করা হলে, খোদার ইচ্ছায় মানুষের নিকট মুখাপেক্ষী থাকবে না।

৭১। اَلْقَادِرُ (আল কাদেরু)—ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি দুই রাকায়াত নামায পড়ে শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার শত্রুদেরকে অপমাণিত ও লজ্জিত করবেন। আর যদি কোন কাজে অসুবিধা দেখা দেয় বা উক্ত কাজ কঠিন হয়, তবে "ইয়া কাদেরু" একচল্লিশ বার পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

৭২। اَلْمُقَدِّمُ (আল্ মুকাদ্দেমু)—সর্বাগ্রে যে কাজ করে থাকে।

যুদ্ধের সময় এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় সামনে অগ্রসর হবার শক্তি হতে থাকবে। আর শত্রু থেকে নিরাপদেও থাকবে। দৈনিক নিয়মিত "ইয়া মুকাদ্দেমু" পাঠ করলে, সে আল্লাহর অনুগত হয়ে যাবে।

৭৩। اَلْمُقْتَدِرُ (আল্ মুকতাদেরু)—পূর্ণ শক্তির অধিকারী।

নিদ্রা থেকে উঠার পর দৈনিক অধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করলে বা কমপক্ষে বিশবার পাঠ করা হলে তার সব কাজ সহজ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৪। اَلْمُؤَخِّرُ (আল্ মুয়াখ্খেরু)—বিলম্বকারী।

এ ইস্‌ম নিয়মিত পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় তাওবা নসীব হয়, আর দৈনিক একশত বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন নৈকট্য দান করবেন যে, তা ব্যতীত তার আর শান্তি নেই।

৭৫। اَلْاَوَّلُ (আল্ আউয়্যালু)—আদি।

যার কোন পুত্র সন্তান হয়না সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত চল্লিশবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় তার মনস্কাম পূর্ণ হবে। আর মুসাফির ব্যক্তি জুম্মার দিন এক হাজার বার পাঠ করলে ইন্‌শায়াল্লাহ তড়িঘড়ি সে দেশে ফিরবে।

৭৬। اَلْاٰخِرُ (আল্ আখেরু)—অন্ত।

এ ইস্‌ম দৈনিক এক হাজার বার পাঠ করলে তার দেল থেকে পার্থিব মহব্বত বিদূরিত হবে। আর খোদার ইচ্ছায় তার হায়াত দারাস্ব হবে এবং ঈমানের সাথে মউত হবে।

৭৭। اَلظَّاهِرُ (আজ্ জাহেরু)—প্রকাশ্য।

এশ্‌রাকের নামাযের পর পাঁচ শতবার এ ইস্‌ম পাঠ করার অভ্যাস করলে, আল্লাহ তাআলা তার চক্ষে জ্যোতি আর কলবে নূর দান করবেন।

৭৮। اَلْبَاطِنُ (আল্ বাতেনু)—গোপন সত্বা।

দৈনিক তেত্রিশবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় তার কাছে বাতেনী তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর অন্তরে খোদার মহব্বত সৃষ্টি হবে। যদি কোন লোক দু' রাকায়াত নামায পড়ার পর "হুয়াল আউয়্যালু ওয়াল আখেরু, ওয়াজ জাহেরু, আল বাতেনু, ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লে সাইয়্যেন কাদির" পাঠ করে, খোদার ইচ্ছায় তার সকল মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

৭৯। اَلْوَالِيُ (আল্ ওয়ালীয়্যু)—অভিভাবক।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে তা পাঠ করবে, সে খোদার ইচ্ছায় আকস্মিক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। আর তা লিখে এর ধৌত পানি ঘরে ছিটিয়ে দিলে ঘর সকল আপদ-বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আর কাকেও বশীভূত করার ইচ্ছে থাকলে, সে লোকেও বশীভূত ও অনুগত হয়ে যাবে।

৮০। اَلْمُتَعَالِيُ (আল্ মুতায়া'লীউ)—সব চেয়ে উন্নত ও মহান।

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ এ ইস্‌ম পাঠ করবে, খোদার ইচ্ছায় এর সকল অসুবিধা দূর হয়ে যাবে। আর হায়েজ অবস্থায় কোন রমনী অধিক পরিমাণে পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় কষ্ট-ক্লেশ বিদূরিত হয়ে যাবে।

৮১। اَلْبَرُّ (আল্ বার্‌রু)—খুব ভাল ব্যবহারকারী।

যদি কোন লোকের মদ্য পান ও যেনা ইত্যাদি খারাপ কাজের বদ্ অভ্যাস থেকে থাকে, এ ইস্‌ম সে দৈনিক সাতবার পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় গুনাহর প্রতি তার আকৃষ্টতা কমতে থাকবে। আর যদি কেউ, দুনিয়ার মোহ ভালবাসার শিকারে পরিণত হয়, এ ইস্‌ম পাঠে দুনিয়ার প্রতি আসক্ততা থেকে তার মন দূরে সরে যাবে। আর শিশু জন্ম নেয়ার পর পরই এ ইস্‌ম পাঠ করে তার শরীরে ফুক দিলে খোদার ইচ্ছায় বালেগ হওয়া পর্যন্ত বালা মুসিবৎ ও বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

৮২। اَلتَّوَّابُ (আত্ তাওয়াবু)—অত্যাধিক কবুলকারী।

এ ইস্‌ম চাশত নামাযের পর তিনশত ষাটবার পাঠ করলে তাওবা কবুলের সৌভাগ্য হয়। আর বেশি করে পড়লে সকল কাজ সহজ হয়। যে কোন জালেমের উপর দশবার পড়ে ফুক দিলে তার থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

৮৩। اَلْمُنْتَقِمُ (আল্ মুনতাকেমু)—প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

যদি কোন লোক সত্য পথে থাকে, আর দুশমনের প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা না থাকে, সে তিন জুম্মা পর্যন্ত "ইয়া মুনতাকেমু" অধিক পরিমাণে পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার প্রতিশোধ নিবেন।

৮৪। اَلْعَفُوُّ (আল্ আফুয়্যে)—মহান ক্ষমাশীল।

যে লোক অত্যাধিক পরিমাণে এ ইস্‌ম পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মার্জনা করেন।

৮৫। اَلرَّؤُفُ (আর রউফু)—স্নেহকারী ও অনুগ্রহশীল।

"ইয়া রাউফু" এ ইস্‌ম অধিক পরিমাণে পাঠ করলে মানুষ তার প্রতি দয়ালু হয়। আর সেও মানুষের প্রতি দয়াবান হবে। আর যে ব্যক্তি দশবার দরূদ শরীফ এবং দশবার এ ইস্‌ম পাঠ করবে, খোদার ফজলে তার গোশ্বা দূরীভূত হবে। অন্য কোন রাগান্বিত ব্যক্তির উপর দম করলেও তার রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে।

৮৬। مَالِكُ الْمُلْكِ (মালেকুলমূলক)—সম্রাজ্যের মালিক।

এ ইস্‌ম সর্বদা পাঠ করা হলে খোদার ফজলে ধনী লোকদের মুখাপেক্ষী হবে না। আর অন্য কোন লোকেরও মোহতাজ থাকবে না।

৮৭। ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল্ জালালে অল্ ইকরাম)—বিরাট ও মহান শওকত ওয়ালা আর পুরস্কারও দান-দক্ষিণাকারী এ ইস্‌ম অত্যাধিক পরিমাণে পাঠ করলে মানুষের নিকট অধিক মান সম্মান পাওয়া যায়, তাদের নিকট মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮৮। اَلْمُقْسِطُ (আল্ মুকসেতু)—ন্যায় বিচারক। এ ইস্‌ম নিয়মিত পাঠ করলে শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা থেকে নিরাপদে থাকা যায়, আর বিশেষ উদ্দেশ্যে শতবার পড়লে আশা পূর্ণ হয়।

৮৯। اَلْجَامِعُ (আল্ জামেউ)—জামায়েতকারী।

যার প্রিয় জন ও বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, একত্র করার নিয়াতে চাশ্‌ত নামাযের সময় গোসল করতঃ আকাশের দিকে মুখ করে "ইয়া জামেউ" দশবার পড়ে একটি আঙ্গুলী বন্ধ করবে, খোদা চাহে, সকলে একত্রিত হবে। আর কোন বস্তু হারালে "আল্লাহুম্মা ইয়া জামেউন নাছে, লে, ইয়াওমেন, লারাইবা ফীহে এজমা'য়া দাল্লতি" পড়লে ঐ বস্তু খোদার ফজলে পাবে। আর ভালবাসার ক্ষেত্রে এ দোয়া কার্য্যকারিতার দিক দিয়ে উদাহরণহীন।)

৯০। اَلْغَنِيُّ (আল্ গানীউ)—বিরাট মুখাপেক্ষী হীন, না, পরওয়া সত্বা। দৈনিক সত্তরবার "ইয়া গানীউ" পাঠ করলে ধন দৌলতে বরকত হয়, সে কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না। যে ব্যক্তি জাহেরী বাতেনী রোগের শিকারে, নিপতিত হয়েছে, সে এ ইস্‌ম পাঠ করে শরীরে দম করলে খোদার ইচ্ছায় উক্ত ব্যাধি থেকে নাজাত পাবে।

৯১। اَلْمُغْنِيُّ (আল্ মুগনীউ)—যিনি ধনী বানিয়ে দেয় এবং কারো মুখাপেক্ষী করে না। যে ব্যক্তি আউয়্যালু ও আখের এগারোবার, দরূদ শরীফ এগারোবার, এ ইস্‌ম এগারোশত এগারোবার অজীফার ন্যায় পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহেরী বাতেনী ঐশর্য্য দান করবেন। এর সাথে তা ফজরের নামাযের পর বা এশায়ার নামাযের পর সূরায় মুজাম্মেল সহ পাঠ করবে।

৯২। اَلْمَانِعُ (আল মানেয়ু)—বাধা প্রদানকারী। যদি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ হয়, তবে শয়ন কালে বিশবার এ ইস্‌ম পাঠ করলে ঝগড়া দূর হয়ে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। অধিক পরিমাণে তা পাঠ করলে যাবতীয় ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে। আর বিশেষ মাকসুদও হাসিল হবে।

৯৩। اَلضَّارُّ (আদ্ দার্‌রু)—ক্ষতিকারক।

যে লোক জুমার দিন একশত বার এ ইস্‌ম পাঠ করবে, সে খোদার ফজলে যাবতীয় আপদ বিপদ থেকে নিরাপদে থাকবে। খোদার নৈকট্য তার লাভ হবে।

৯৪। اَلنَّافِعُ (আন্ নাফে'উ)—উপকারী।

যদি কেউ, যে কোন যানবাহনে "ইয়া নাফেউ" অধিক পরিমাণে পাঠ করে সে যাবতীয় বালা মুসিবৎ থেকে মুক্ত থাকবে। আর যে কোন কাজ করার পূর্বে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক চল্লিশ বার এ ইস্‌ম পাঠ করলে খোদার রহমতে কাজ সফল হবে। আর স্ত্রী সহবাসের সময় এ দোয়া পাঠ করলেও তার নেক সন্তান পয়দা হবে।

৯৫। اَلنُّوْرُ (আন্ নূরু)—সর্বময় জ্যোতি ও জ্যোতি দানকারী।

যে ব্যক্তি জুম্মার রাত্রে সাতবার সূরায় নূর পাঠ করতঃ এক হাজার বার, এ ইস্‌ম পাঠ করবে, তার অন্তঃকরণ নূরের দোত্যনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

৯৬। اَلْهَادِيُ (আল্ হাদীয়ু)—সরল পথ প্রদর্শনকারী এবং তাতে পরিচালনাকারী। যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে অধিক পরিমাণে "ইয়া হাদীয়ু" পাঠ করে মুখমণ্ডলের উপর হাত বুলিয়ে নিবে, খোদার ইচ্ছায় সে হেদায়েত পাবে, আর মারেফতী লোকদের কাতারে সামিল হবে।

৯৭। اَلْبَدِيْعُ (আল্ বাদী'উ)—উদাহরণ হীন বস্তুর অধিকারী।

যদি কোন লোক বালা মুসিবৎ ও চিন্তার ভিতর নিপতিত হয়, সে এক হাজার বার "ইয়া বাদী'উস্ সামাওয়াতে আল আরদে" পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় তার বালা মুসীবৎ দূর হয়ে যাবে। আর কোন কাজের ইচ্ছা নিয়ে অজুর সাথে এ ইস্‌ম পাঠ করতঃ নিদ্রা গেলে উক্ত কাজের ভাল মন্দ স্বপ্নে জানতে পারবে। যে লোক এশা'য়ার নামাযের বাদ "ইয়া বদীয়ুল" আজায়েবা বিল খাইরে ইয়া'মু" বার দিন বারশত বার পাঠ করবে, সে যে মকছুদের জন্য পাঠ করবে, এ আমল পূর্ণ হবার পূর্বে-ই-উক্ত মাকসুদ পূর্ণ হবে। (পরিক্ষিত)

৯৮। اَلْبَاقِيُ (আল্ বাকীয়ু)—স্থায়ী ও চিরন্তন।

এ ইস্‌ম জুম্মার রাত্রে এক হাজার বার পাঠ করা হলে, সর্বপ্রকার অনিষ্টতা ও ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। খোদার ইচ্ছায় তার সকল নেক আমল খোদার দরবারে মঞ্জুর হবে।

৯৯। اَلْوَارِثُ (আল্ ওয়ারেছো)—সবকিছুর পরে বর্তমানশীল সত্বা।

যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের সময় শতবার "ইয়া ওয়ারেছু" পাঠ করবে, খোদার ইচ্ছায় দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা ও বালা-মুসীবৎ থেকে নিরাপদে থাকবে। আর ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। আর যে লোক মাগরেব ও এশায়ার মধ্যবর্তী সময়, এক হাজারবার পাঠ করবে সর্ব প্রকার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা থেকে সে নিরাপদে থাকবে।

১০০। اَلرَّشِيْدُ (আর্ রাশীদু)—সততা ও সৎ কার্য্যাবলী পছন্দকারী। যদি কোন লোক নিজে কি কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তা বোধগম্য না হয়, সে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময় এক হাজার বার "ইয়া রাশীদু" পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় স্বপ্নে কর্ম পদ্ধতি জানতে পারবে, অথবা অন্তরে অনুভব করতে

পারবে। দৈনিক এ ইস্‌ম পাঠের অভ্যাস থাকলে সকল অসুবিধা বিদূরিত হবে এবং কাজ কারবারে ক্রমোন্নতি হতে থাকবে।

১০১। اَلصَّبُوْرُ (আস্ সবুরু)—বিরাট ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনকারী। সূর্যোদয়ের পূর্বে এ ইস্‌ম একশত বার পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় ঐ দিন সকল মুসীবৎ থেকে নিরাপদে থাকবে। আর হিংসুক ও দুশমনদের অপপ্রচার বন্ধ থাকবে। যে কোন প্রকার মুসীবতে পতিত হয়ে এ ইস্‌ম এক হাজার বার পাঠ করলে ইন্‌শা আল্লাহ খোদার ইচ্ছায় তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

ইসমে আজম সম্পর্কীয় অবশিষ্ট হাদীস

১। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, জনাব রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (হে মহান শান শওকত ও অনুগ্রহ দানের মালিক) পাঠ করতে শুনে বলেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। সুতরাং ইচ্ছে মত প্রার্থনা করতে পার।

২। আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি "ইয়া আর্‌হামার রাহেমীন" তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তার জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করা হবে। ঐ ফেরেস্তা বলতে থাকবে, নিশ্চয় করুণাময় তোমার পানে দৃষ্টি রাখছেন। তোমরা যা ইচ্ছে প্রার্থনা করো।

৩। অপর এক হাদিসে আছে যে, জনাব নবী করীম (স) এমন একটি লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি "ইয়া আর্‌হামার রাহেমীন" বলেন। তা শুনে হুজুর (স) এরশাদ করলেন—তোমার যা ইচ্ছে প্রার্থনা করো। তোমার প্রতি আল্লাহর করুণার দৃষ্টি রয়েছে।

৪। হাদিস শরীফে আছে—কোন লোক আল্লাহর নিকট তিনবার বেহেস্ত চাইলে বেহেস্ত বলতে থাকবে—আয় আল্লাহ এ লোককে বেহেস্তে দাখিল করুণ। আর কোন লোক তিনবার দোযখ থেকে নাজাত চাইলে, দোযখ বলতে থাকে, হে খোদা একে দোযখ থেকে নাজাত দিন।"

৫। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে—যে ব্যক্তি নিম্ন লিখিত পাঁচটি কালাম উল্লেখ করে দোয়া করবে বা কিছু প্রার্থনা করবে, তার দোয়া ও প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা কবুল করে থাকেন। কালামগুলো এরূপ—

(ক) لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (লাহুল মূলক ওয়া লাহুল হামদু)—সমস্ত মালিকানা তারই, আর প্রশংসাও একমাত্র তারই প্রাপ্য।

(খ) وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লে সাইয়্যিন্ কাদীর)—তিনি সর্ববস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(গ) لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু)—আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।

(ঘ) وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ)—তার সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ও ক্ষমতাই কার্যকর নয়।

(ঙ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু)—আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

দোয়া কবুল হলে শুক্‌রিয়া আদায় করার বিবরণ

যদি কারো কোন দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়, তবে নিম্ন-লিখিত দোয়া পাঠ করে আল্লাহর প্রতি শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَتُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী বি ইজ্জাতেহী ওয়া জালালেহী তাতিম্মাস সালেহাতু।

"যে আল্লাহর ইজ্জত ও মহত্ব দ্বারা সৎকর্ম সম্পন্ন হয় তার প্রতি শুক্‌রিয়া।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে—"জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—"তোমাদেরকে কোন বস্তুটি দোয়া কবুল হবার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে? যেমন রোগ মুক্তির সৌভাগ্য হওয়া। অথবা, বিদেশ থেকে সুস্থ সবলে দেশে ফিরে আসল, এ দোয়াটি পাঠ করে (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে) আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

সকাল সন্ধ্যায় পঠিত দোয়া

১। নিম্নলিখিত দোয়া দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা উচিত। কেননা, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে যাবতীয় আকস্মিক বিপদ থেকে নিরাপদে রাখবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মায়া' ইস্‌মেহী সাইয়্যুন ফীল আরদে ওয়ালা ফীস সামায়ে ওয়া হুয়াস্ সামীউল আলীম।

"আমি সে আল্লাহর নামে (দিনের সূচনা অথবা রাত্রের সূচনা) আরম্ভ করছি; যার পবিত্র নামের সাথে আসমান-যমীনের কোন বস্তু অনিষ্ট করতে পারে না। তিনি সবকিছু শ্রোতা ও পরিজ্ঞাত।"

২। আর যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে, খোদার ফজলে সে সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট থেকে অর্থাৎ সাঁপ, বিচ্ছু, ইত্যাদি কষ্ট দায়ক জীবের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে। বিশেষ করে রাত্রি বেলা এ দোয়া তিনবার পড়ার কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বেকালেমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতে মিন সাররে মা খালাকা।

"আমি প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীবের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তাআলার পুণ্য কালামের নিকট আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি।"

৩। নিম্নলিখিত প্রথম দোয়াটি তিনবার পাঠ করে তার পর সূরায়ে হাসরের নিম্নলিখিত আয়াত তিনটি পাঠ করবে। কেননা, হাদিস শরীফে এ আয়াত তিনটি পাঠ করার বিশেষ ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং নিয়মিত তা অবশ্যই পাঠ করা উচিত। প্রথম দোয়া এরূপ—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহিস্ সামীউল আলীমে মিনাস শাইত্বানের রাজীম।

"অভিশপ্ত শয়তানের দাগাবাজী থেকে আমি সবকিছু শ্রোত ও পরিজ্ঞাত আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আয়াত তিনটি এরূপ—

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

বিঃ দ্রঃ—উক্ত দোয়ার বিস্‌মিল্লাহের পরে সকাল বেলা পাঠ করতে 'আস্‌বাহনা' আর সন্ধ্যা বেলা 'আহ্‌ছাইনা' শব্দ সংযোজন করে পড়বে।

هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লা হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু। আলিমুল গাইবে, অশ্ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহীম। হুয়াল্লা হুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আল মালেকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মুয়্‌মিনুল মুহাই মিনুল্ আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বেরু। সোবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরেকুন। হুয়াল্লাহুল খালেকুল বারীউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মা-ফীস্ সামাওয়াতে অল্ আরদে, ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম।

"সেই আল্লাহ তিনিই—যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল তথ্য পরিজ্ঞাত। তিনি খুব অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। সে আল্লাহ তিনিই, যিনি ব্যতীত আর কেউ উপাসনা বা আরাধনার উপযুক্ত নয়। তিনি সমগ্র জগতের অধিপতি। তিনি মহান, পবিত্র ও দোষক্রটিহীন, নিষ্কলঙ্ক এবং নিরাপত্তা বিধানকারী ও সকলের রক্ষক। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিজয়ী, জবরদস্ত দৃঢ় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক। তিনি মুশরিকদের শিরিক হতে পবিত্র। সে আল্লাহ-ই হচ্ছেন সকলের শ্রেষ্ঠ, প্রত্যেকটি বস্তুর উৎস ও আহার দানকারী; তাঁর বিশেষ গুণ বিশেষ সুন্দর-সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সকলেই তাঁর পবিত্রতা, গৌরব ও মহত্বের গুণগান করে। তিনি সকলের উপর প্রভাবশীল, শক্তিমান, আর মহান বিজ্ঞানী।"

৪। অথবা তিনবার করে সূরায়ে ইখলাস সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস পাঠ করে, কুরআনে কারীমের এ আয়াত পাঠ করবে—

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۔
وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۔

উচ্চারণ ঃ ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমসুনা ওয়া হীনা তুসবিহুন। ওয়া লাহুল হামদু ফীস সামাওয়াতে অল্ আরদি ওয়া আসীয়্যাও ওয়া হীনা তুজহিরুন। ইউখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি। ওয়া ইউহ্য়ীল আরদা বা'দা মাওতিহা, ওয়া কাযালিকা তুখরাজুন।

"সুতরাং তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করো; আসমান-যমীনের সর্বত্র তাঁরই প্রশংসা হচ্ছে। আর অপরাহ্ন এবং জোহরের সময়ও তোমরা পবিত্রতা বর্ণনা করো। তিনি প্রাণহীন মৃত থেকে জীবিত সত্ত্বা বের করে থাকেন। আর প্রাণহীন মৃতকে বের করে থাকেন জীবিত সত্ত্বা থেকে। আর যমীন মৃত হওয়ার পর আবার তাকে জীবিত করে থাকেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মাটি হতে) জীবিত করা হবে।"

ফায়দা ঃ— সকাল-সন্ধ্যায় উপরোক্ত আয়াত ও সূরায় ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করায় খুব সওয়াব পাওয়া যায়।

৫। অথবা, সকাল-সন্ধ্যায় শুধু "আয়াতাল কুরসী" পাঠ করবে। অথবা, আয়াতাল কুরছীর সাথে সুরায়ে গাফেরের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করবে। কেননা, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "আয়াতাল কুরসীর" সাথে সূরায়ে গাফেরের এ আয়াত ভোরে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে ভোর পর্যন্ত সকল বালা মুসীবৎ থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

আয়াতাল কুরসী নিম্নরূপ—

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۔ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۔ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۔ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۔ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۔ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۔ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাওম। লাহু মাফীস্ সামাওয়াতে ওয়া মা ফীল্ আরদে, মান যাল্লাযী ইয়াশ্ ফায়ু' ইনদাহু ইল্লা বি ইয্নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহীম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহিতুনা বে সাইয়্যিম মিন এলমেহী ইল্লা বিমা শায়া। ওয়াসিয়া কুরসীয়্যুহুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদে ওয়ালা ইয়ায়ূদুহু হেফজুহুমা ওয়া হুয়াল্ আলীয়্যুল্ আযীম।

"আল্লাহ তাআলা সে সত্ত্বা, যিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্যের উপযুক্ত নেই। তিনি সর্বদা জীবিত এবং (আসমান-যমীনের সব কিছু) প্রতিষ্ঠিতকারী (ও তার নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী) তাঁর যেমনি তন্দ্রা নেই তেমনি নিদ্রা ও নেই। আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে তা সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর দরবারে সুপারিস করতে পারে? সুতরাং যা কিছু মানুষের সামনে হচ্ছে—আর যা কিছু তাদের পিছনে (মৃত্যুর পর) হবে, সবই তিনি জানেন। মানুষ তাঁর জ্ঞান থেকে কিছু মাত্র আবেষ্টন করে রাখতে পারে না। তবে, যতটুকু তাঁর ইচ্ছে হয় (ততটুকই জানতে পারে) তাঁর আসন (কর্তৃত্ব) আসমান-যমীনের সর্বত্র বিস্তৃত। আসমান-জমীনের হেফাজত তাঁর জন্য কিছু মাত্র ভারী কাজ নয়। তিনি মহান, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।"

৬। সূরায় গাফেরের আয়াত এরূপ—

حٰمٓ ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۔ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۔ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۔ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۔

উচ্চারণ ঃ হা-মীম! তানযীলুল কিতাবে মিনাল্লাহিল্ আযীযিল আলীম। গাফেরিয্ যান্বে ওয়া কাবেলিত্ তাওবে সাদীদিল ইকাবে যাবিত্ তাওলে লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া ইলাইহিল মাসীর।

"হামীম! এ কিতাব সে মহান প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যিনি সকলের উপর শক্তিমান ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী। আর তিনি স্বীয় বান্দাদের গুনাহ রাশি মার্জনাকারী ও তাওবা কবুলকারী। আর দীর্ঘদিন কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্যের যোগ্য নয়, তাঁর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭। ভোরে এ দোয়া দু'টি পড়ার কথা হাদিসে আছে—(১)

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহানা ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি আলহামদু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লে সাইয়্যিন কাদীর। রাব্বে আস্ আলুকা খাইরা মাফী হাযাল ইয়াওমে ওয়া খাইরা মা বা'দাহু। ওয়া আউযুবিকা মিন সাররে মা-ফী হাযাল ইয়াওমে ওয়া সাররি মা' বায়াদাহু, রাব্বে আউযুবিকা মিনাল কাসালে ওয়া সুয়িল্ কাবিরি রাব্বি আউযুবিকা মিন আযাবে ফীন্নারে ওয়া আযাবিন ফীল কবরে।

"আমরা এবং সমগ্র দেশ আল্লাহর (ইবাদত ও বন্দেগীর) জন্য অদ্য ভোরের উদ্বোধন করছি। সমগ্র প্রশংসা ও স্তুতী আল্লাহর জন্য (তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি স্বীয় সত্বা ও গুণাবলীতে অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব। সকল স্তুতী প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। "হে আমার প্রভু! আজকার দিন এবং তার পর যা কিছু আমার জীবনে হবে, তার কল্যাণ ও ভালাই আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। "হে আমার প্রভু! আজকার দিনে এবং তার পর যা কিছু অকল্যাণ ও অনিষ্টতা আছে, তা থেকে আপনার নিকট নাজাতের প্রার্থনা করছি, "হে আমার পরওয়ারদিগার; আমি দুর্বলতা, দুষ্টতাপূর্ণ বৃদ্ধতা, অলসতা আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে আপনার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

২। অথবা, এ দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়া সুয়্যিল কিবারে ওয়া ফেৎনাতিদ্ দুনিয়া ওয়া আযাবিল কবরে।

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অলসতা, দুর্বলতা, দুর্বলজনিত বার্দ্ধক্যতা, বার্দ্ধক্যতার অনিষ্টতা, আর পার্থিব ফেৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে নাজাত প্রার্থনা করছি।"

৮। অতি প্রত্যুষে এ দোয়াটি পাঠ করার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَاتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ۔

উচ্চারণ ঃ আসবাহনা ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা খাইরা হাজাল ইয়াওমে ওয়া ফাত্‌হাহু ওয়া নাস্‌রাহু,ওয়া নূরাহু, ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া হুদাহু ওয়া আউযুবিকা মিন সাররে মা ফীহে ওয়া সাররে মা' বা'দাহু।

"আমরা এবং সকল সৃষ্টিকুল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও বন্দেগীর জন্য ভোর করছি। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ দিনের কল্যাণকারীতা, ভালাই, কৃতকার্যতা, সাহায্য, নূর, বরকত, হেদায়েত ইত্যাদি সব কিছুর প্রার্থনা করছি। আর এ-দিন এবং এর পর যা কিছু হবে এর অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯। অথবা, সকাল সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا رَبَّكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্‌না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়াবিকা নামুতু ওয়া ইলাই কান্ নুশূর।

"আয় আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্যে ভোর করছি ও সন্ধ্যা করছি, আপনার ইচ্ছায়ই আমরা জীবিত আছি এবং আপনার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আপনার নিকটই কিয়ামতের দিন দ্বিতীয়বার কবর থেকে উঠে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০। অথবা, এ দোয়াটিও পড়া যেতে পারে—

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহানা ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি লা-শারীকা লাহু, লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়া ইলাইহিন্ নূশুর।

"আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য ভোর করছি। একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই প্রশংসা। তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১১। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে। জনাব নবী করীম (স) সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটি হযরত আবূ বকর (রা)-কে পাঠ করার জন্য হুকুম করেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلٰئِكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْكِهٖ وَاَنْ نَّقْتَرِفَ عَلٰى اَنْفُسِنَا سُوْءًا اَوْنَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাতেরাস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদে, আলিমাল গাইবে ওয়াশ্ শাহাদাতে রাব্বা-কুল্লি-সাইয়্যিন ওয়া মালাইকাহু, আশ হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আউযুবিকা মিন-সাররে নাফসী ওয়া সার্‌রিশ্ শায়তানে ওয়া শারাকেহী ওয়া আন্ নাক্তারেফা আলা আনফুছেনা সুয়ান আও নাজুর্‌রাহু ইলা মুসলিমিন।

"আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা ঃ প্রত্যেকটি গোপনীয় ও প্রকাশ্য বস্তু সম্পর্কে খবর রাখনেওয়ালা, প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক, হে খোদা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্যের যোগ্য নয়। নফসের অনিষ্টতা থেকে আর শয়তানের দাগাবাজী, ধোকা, প্রতারণা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আর নফসের

কুমন্ত্রণায়—কোন খারাপ কাজ অথবা, কোন মুসলমানের উপর মিথ্যা অপবাদ করা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১২। উপরোক্ত দোয়াটি পড়ার পর এ-দোয়াটি চারবার পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্তু উশ্‌হেদুকা ওয়া উশহেদু হামালাতা আরশেকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীয়া খালকিকা বি-আন্নাকা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

"আয় আল্লাহ! আমি ভোর করেছি। আমি এবং আপনার আরশ বহনকারী ফেরেস্তাকুল সহ সমগ্র ফেরেস্তা বর্গকে এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আপনি একমাত্র আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্যের যোগ্য নয়। আর হযরত মুহাম্মদ (স) আপনার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।"

১৩। অথবা, এ-দোয়াটি চার বার পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌বাহতু উশ্‌হেদুকা ওয়া উশ্‌হেদু হামালাতা আরশেকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীয়া খালুকিকা আন্নাকা আনতাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা অহাদাকা লা-শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

"আয় আল্লাহ আমি ভোর করছি! আমি আপনাকে এবং আরশ বহনকারী ফেরেস্তাগণকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আপনিই একমাত্র আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্যের যোগ্য নয়। আপনি স্বীয় সত্ত্বা ও গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। আপনার কোন অংশীদার নেই। আর হযরত মুহাম্মদ (স) আপনার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪। এ-দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْعَفْوَا وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَتِىْ وَمِنْ رَوْعَتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্ আলুকাল্ আ'ফীয়াতা ফীদ্ দুনিয়া অল্ আখরাতে! আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকাল্ আ'ফুয়া ওয়াল্ আফী'য়াতা ফীদ্বীনী ওয়া দুনিয়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্তুর আ'ওরাতী ওয়া মিন রওয়াতী। আল্লাহুম্মাহ্ফেজ্নী মিম্ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খাল্ফী ওয়া আ'ন ইয়ামিনী ওয়া আ'ন সিমালী, ওয়া মিন ফাওকী, ওয়া আউযু বিআজ মাতিকা আন্ উ'গনালা মিন তাহতী!

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর আমার দ্বীন দুনিয়া, আহল্-আওলাদ, ধন-সম্পদ সব কিছুর নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। আয় আল্লাহ! আপনি আমার দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখুন। আর আপনার ভয়ভীতি ও ব্যাকুলতাকে, শান্তি ও নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করে দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে আমার অগ্র-পশ্চাত ডান-বাম উপর সকল দিক থেকে হেফাজত করুন! আর আকস্মিক ধ্বংস করে দেয়া থেকে আমি আপনার গৌরব ও মহত্বের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১৫। অথবা, ভোর বেলা এ দোয়া পাঠ করবে। হাদিস শরীফে এ-দোয়াটি পাঠ করার ফজীলত রয়েছে। ভোরে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর সন্ধ্যায় পড়লে ভোর পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকা যায়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা-ইয়া মুতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে সাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। দুনিয়ার মালিক তিনিই। আর তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবিত করে থাকেন, আর মৃত্যুও দিয়ে থাকেন। তিনি এমন জীবিত যে, তাঁর কোন মৃত্যু নেই। তিনি অবিনশ্বর, আর তিনিই সর্ব বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

১৬। হাদিস শরীফে আছে যে, নিম্নলিখিত দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পাঠ করলে আল্লাহর জন্য কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করে দেয়া কর্তব্য হয়ে যায়। দোয়াটি এরূপ—

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

উচ্চারণ ঃ রাজীনা বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান, ওয়া বে মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবীয়্যান।

"আমরা আল্লাহকে নিজ রব, ইসলামকে নিজ দ্বীন, আর হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবী রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকলাম।

১৭। অথবা, নিম্নলিখিত দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا -

উচ্চারণ ঃ রাজীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান, ওয়া বি-মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নারিয়্যান।

"আমি আল্লাহ তাআলাকে স্বীয় রব্, ইসলামকে স্বীয় দ্বীন আর, মুহাম্মদ (স)-কে নবী রূপে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট রলাম।"

১৮। সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে।

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মা-আস্‌বাহালী মিন্ নিয়ামাতিন্ আও বি আহাদিন্ মিন্ খাল্‌কিকা, ফা মিন্‌কা ওয়াদাকা লা-শরীকা লাকা ফালহাম্‌দু ওয়া লাকাশ্ শুক্‌রু।

"আয় আল্লাহ! অদ্য ভোর বেলা যে কোন নেয়ামত আমার বা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের পাওয়ার সৌভাগ্য হোক না কেন, তা একমাত্র আপনার তরফ থেকেই দেয়া হয়েছে। আপনি এক, অদ্বিতীয়; আপনার কোন অংশীদার নেই। সুতরাং, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর আপনার জন্যই সমস্ত শুক্‌রিয়া।

১৯। উপরোক্ত দোয়াটির পর তিন বার করে এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরে অল্ ফক্‌রে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাব্‌রে, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

"আয় আল্লাহ! আমি কুফর আর দারিদ্র্যতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে। আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।"

২০। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সকাল বেলা এ দোয়াটি পাঠ করলে সমগ্র দিনভর, আর সন্ধ্যা বেলা পাঠ করলে সমগ্র রাতভর সর্বপ্রকার বালা মুসীবত ও বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে থাকবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি অবি-হামদিহী, লা-কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহে, মাশায়াল্লাহু কানা ওয়ামা লামইয়াশায়া লামইয়াকুন আ'লামু আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর, ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ, আহাতা বি-কুল্লি সাইয়্যিন আলীমা।

"আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার দোষ থেকে মুক্ত। সমগ্র প্রশংসা কেবল মাত্র তাঁরই। সার্বভৌম ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র তাঁরই। এ জন্যই তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়, আর যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। আমি বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয়

তিনি মহান শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি বস্তুকে তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা আবেষ্টন করে রেখেছেন অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞানবান।"

২১। সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোয়াটিও তিনবার করে পড়ার বিধান আছে।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী সাম্‌য়ী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাসারী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

" আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করুন। আয় আল্লাহ! আমার শ্রবণ শক্তিকেও সুস্থ সবল রাখুন, আর রাখুন আমার দৃষ্টি শক্তিকে। দয়াময়! আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।"

২২। সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত দোয়াটিও পাঠের বিধান দেখা যায়।

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহনা আ'লা ফেৎরাতিল ইসলাম, ওয়া কালেমাতিল ইখলাস, ওয়া আ'লা দ্বীনে নাবীয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, ওয়া আ'লা মিল্লাতে আবীনা ইব্রাহীমা হানীফাম মুসলিমান ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন।

"আমরা ইসলামের ফিৎরাত অর্থাৎ ইসলামের স্বাভাবিক বিধান অনুযায়ী ভোর করেছি। আর করেছি কলেমায়ে ইখলাস, (হক্ব কলেমা) এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দ্বীনের উপর, আর আমাদের মহান পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের উপর-যিনি তৌহিদবাদী ও মুসলমান ছিলেন, মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

২৩। শুধু কেবল সকাল বেলায় এ দোয়াটি পড়া উচিত। কোন কোন হাদীসে সকাল সন্ধ্যা উভয় সময়ই পাঠ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে মুসীবতের সময় সিজদার ভিতর এ দোয়াটি পাঠ করা খুবই ফলপ্রসু। জনাব রাসূলে করীম (স) বদরের লড়াইয়ের সময় সিজদায় গিয়ে এ দোয়াটি পাঠ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় মুকুটে ভূষিত করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যম! বি রাহমাতিকা আসতাগীসু আসলিহ লী শানী কুল্লাহু। ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী তরফাতা আ'ইনিন।

"হে চিরন্তন জীবিত সত্ত্বা! হে, আসমান যমীন ও সকল সৃষ্টি জগত প্রতিষ্ঠাকারী। তোমার করুণার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমার সমুদয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে দাও। আর আমাকে চক্ষের এক পলক সময়ের জন্যও আমার নফসের কাছে সমর্পণ করো না।"

২৪। অথবা ভোর বেলা এ দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্তানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আ'লা আহদিকা, ওয়া ওয়াদিকা, মাসতাতা'তু আবুয়ু লাকা, বি নেয়'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফেরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্তা আউযুবিকা মিন্ শাররে মা সানায়'তু।

"দয়াময় খোদা! তুমি-ই আমার পরওয়ারদিগার, তুমি ব্যতীত উপাস্যের আর কেউ যোগ্য নেই। তুমি-ই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমারই বান্দা। আমি তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর যথা সম্ভব দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান আছি। আর তুমি আমার প্রতি যে নেয়ামত দান করেছ, আমি শুকরিয়ার সাথে তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আর স্বীয় গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত আর কারুর গুনাহ মার্জনা করার ক্ষমতা নেই। আমি আমার সকল কৃতকার্যের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে বাঁচাও।"

২৫। অথবা নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ـ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতায়'তু, আউজুবিকা মিন সাররি মা সানায়'তু বিনিয়'মাতিকা আলাইয়্যছা ওয়া আবুয়ু বিযামবী ফাগফিরলী ইন্নাহু লাইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! তুমি-ই আমার প্রতিপালক; তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি-ই আমাকে সৃষ্টি করেছো, আর তোমারই আমি বান্দা। আমি যতদূর সম্ভব তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর দণ্ডায়মান আছি। আমি আমার জন্য তোমার নিকট অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে দেয়া তোমার নিয়ামতসমূহের জন্য শুকরিয়াজ্ঞাপন পূর্বক তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আর স্বীয় গুনাহরাশির কথা স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত গুনাহ মার্জনা করার আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে তুমিই একমাত্র গুনাহ মার্জনাকারী।"

২৬। আর এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَاَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَاَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ وَاَوْفَ مَنْ مَلَكَ وَاَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطٰى، اَنْتَ الْمَلِكُ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَانِدَّلَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصٰى اِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى فَتَغْفِرُ اَقْرَبُ شَهِيْدٍ وَّاَدْنٰى حَفِيْظٍ حُلْتَ دُوْنَ النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ بِالنَّوَاصِيْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَكَتَبَتِ الْاٰثَارَ وَنَسَخَتِ الْاٰجَالَ، اَلْقُلُوْبُ لَكَ مَضْفِيَّةٌ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَّةٌ، اَلْحَلَالُ مَا حَلَلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّيْنُ مَا شَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا قَضَيْتَ ـ وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ـ وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّؤُفُ الرَّحِيْمُ ـ اَسْاَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْلَنِىْ فِىْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ اَوْفِىْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ وَاَنْ تُجِيْرَانِىْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা আহাক্কুন মান যুকিরা, ওয়া আহাক্কু মান উবিদা ওয়া আনসুরা মানিবতাগী, ওয়া আওরাফু মান্ মালাকা ওয়া আজূদু মান সুয়িলা, ওয়া আওসাউ মান আ'তা' আন্‌তাল মালিকু লা শরীকালাকা, অলফারদু লা নিদ্দা লাকা, কুল্লু শাইয়্যিন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাকা। লান তুতায়া' ইল্লা বি-ইয্‌নিকা, ওয়া লান্ তু'সা ইল্লা বি ইলমিকা, তুতায়ু' ফাতাশ্‌কুরু, ওয়া তু'তা ফাতাগফিরু, আকরাবু শাহীদিন্। ওয়া আদনা হাফীজিন্ হুল্‌তা দুনান্ নুফুসে ওয়া আখাজ্‌তা বিন্‌নাওয়াসী, ওয়া কাতাবতাল্ আছারা ওয়া নাসাখ্‌তাল্ আজালা। আলকুলুবু লাকা মাজ্‌ফীয়াতুন অস্ সির্‌রু ইনদাকা আ'লানিয়্যাতুন। আল্ হালালু মা হালাল তা অল্ হারামু মা হার্‌রামতা, অদ্-দ্বীনু মা শারায়'তা অল আমরু মা কাজাইতা অল খালকু খাল্‌কু-কা, অল্ আবদু আবদুকা, ওয়া আন্‌তাল্লাহুর রাউফুর রাহীম। আস্‌আলুকা বিনুরে ওয়াজ হিকাল্লাজী আশ্‌রাকাত্ লাহুস্ সামাওয়াতে অল আরদে ওয়া বিকুল্লি হাক্কিন হুয়া লাকা, ওয়া বি-হাক্কিস্ সায়েলীনা আলাইকা আন্ তুকীলানী ফী হাজিহীল গুজাতে আওফী হাজিহীল আশিয়াতি ওয়া আন্ তুজীরানী মিনান্ নারে বি কুদরাতি কা।

"হে খোদা! যাদেরকে স্মরণ করা হয়ে থাকে তাদের ভিতর তুমি সবচেয়ে অধিক স্মরণযোগ্য। যাদের ইবাদত করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য আর যাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়ে থাকে তাদের ভিতর তুমি-ই সবচেয়ে অধিক সাহায্যকারী। আর তুমি-ই সকল মালিকের চেয়ে অধিক স্নেহশীল। আর যাদের নিকট কিছু চাওয়া হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে অধিক দানশীল। আর যারা দান করে থাকে, তাদের

মধ্যে তুমি-ই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী। তুমি-ই সকলের সেরা বাদশাহ, তোমার কোন অংশীদার নেই। তুমি এক, অদ্বিতীয়; তার কোন উদাহরণ নেই। তোমার সত্বা ব্যতীত সব কিছুই নশ্বর। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত তোমার আনুগত্য করা যেতে পারে না। আর তোমার অজান্তে কোন গুনাহর কাজও করা যায় না। তোমার ইবাদত করা হলে তুমি তার সম্মান করে থাকো। আর তোমার নাফরমানী করা হলে তুমি তা ক্ষমা করে থাকো। তুমি সবচেয়ে নিকটতম সাক্ষী, আর নিকটতম হেফাজতকারী। সকলের আমল ও কাজ কর্ম তুমি-ই লিখে দিয়েছ। আর সকলের বয়ঃসীমাও তুমি-ই নির্ধারণ করেছ। তোমার নিকট সকলের অন্তঃকরণ প্রতিভাত হয়ে আছে। আর সকল গোপন তথ্য তোমার নিকট পরিস্ফুট। তোমার হালালকৃত বস্তুই হালাল, আর হারাম কৃত বস্তুই হারাম। দ্বীন উহাই-যা তুমি নির্ধারণ করে দিয়েছ। আর তোমার হুকুমও তাহাই-যা তুমি জারি করেছো। সমস্ত সৃষ্টজগত তোমারই সৃষ্টি, আর সকল বান্দা তোমারই বান্দা। তুমি-ই স্নেহশীল ও দয়াশীল প্রভু। তোমার যে নূরের দ্বারা আসমান ও যমীন আলোকিত হয়েছে সে নূরের দ্বারা, আর প্রত্যেকটি দাবী যা তোমার জন্যই তা দ্বারা, আর প্রত্যেকটি সে হক্ব দ্বারা যা প্রার্থনাকারীদের তোমার উপর রয়েছে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি অদ্য ভোর বেলা ও সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর তুমি তোমার পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় দাও।

২৭। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুনিয়া আখেরাতের সকল প্রকার চিন্তা থেকে বিমুক্ত রাখবেন।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাসবীয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলাইহে তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

"আল্লাহ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করছি। আর তিনিই মহান আরশের মালিক।"

২৮। নিম্নলিখিত কলেমায়ে শাহাদাতটি কমপক্ষে অবশ্যই দশবার করে পাঠ করা উচিত। কতিপয় হাদিসে সকাল-সন্ধ্যায় এক শতবার করে পাঠ করার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নির্দেশ উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি অধিক সময় অবসর না পাওয়া যায়, তবে দশবার নতুবা একশত বার পাঠ করাই উত্তম। এতে বিশেষ সওয়াব রয়েছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ ـ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একা তাঁর কোন অংশীদার নেই। সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

২৯। সকাল-সন্ধ্যায় কমপক্ষে নিম্নলিখিত তাসবীহটি অবশ্যই পাঠ করা উচিত—সোবহানাল্লাহিল আজীম ওয়া বিহামদিহী—(তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা।) বোখারী শরীফের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, "এমন দু'টি কালাম রয়েছে যা রাহমানুর রাহীমের নিকট খুবই পছন্দনীয়। মুখে উচ্চারণ করা খুবই সরল সহজ, অথচ, আমলনামার পাল্লায় তা খুবই ভারী জিনিস। কালাম দু'টি এরূপ—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আজীম।

সুতরাং সকাল-সন্ধ্যায় অধিক পরিমাণে এ কালাম পড়া উচিত।

৩০। অথবা দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে একশতবার সোবহানাল্লাহ, একশত বার আলহামদু লিল্লাহ, একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর একশত বার আল্লাহু আকবার দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে।

ঋণ পরিশোধ ও চিন্তা থেকে মুক্ত হবার দোয়া

৩১। যদি কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে বা পার্থিব পেরেশানীতে লিপ্ত হয়, তবে সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করলে খোদার ইচ্ছায় ঋণ শোধের ব্যবস্থা হবে আর চিন্তা দূর হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মে, ওয়াল হায্‌নে ওয়া আউযুবিকা মিনাল আ'য্‌ঝে ওয়াল কাসলে ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়াল বুখ্‌লে, ওয়া আউযুবিকা মিন গালবাতিদ্ দ্বাইন ওয়া কাহারির্ রিজাল।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা ও হয়রানী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আর পানাহ চাচ্ছি ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের জুলুম থেকে। (তুমি আমাকে বাঁচাও)।

বিঃ দ্রঃ— উপরে ইতিপূর্বে যে ত্রিশটি দোয়া ও কালাম পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তা সকাল-সন্ধ্যায় নিজ নিজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করবে। দোয়াগুলো মুখস্থ করে অর্থসমূহ ভালরূপে বুঝে নেবে। আর সবদোয়া পাঠ করার সুযোগ না হলে কমপক্ষে দু'একটি দোয়া অবশ্যই পাঠ করবে। যে সকল দোয়ার ভিতর اصبحنا অথবা اصبحت উল্লেখ আছে তা সন্ধ্যার সময় পাঠ কালে তার স্থলে امسينا অথবা امسيت পড়বে। আর هذا এর স্থলে هذه الليلة এবং اليوم এর স্থলে اليه والنشور পড়বে।

শুধু সন্ধ্যা কালের দোয়া

শুধু সন্ধ্যায় উপরোক্ত একত্রিশটি দোয়ার মধ্যে যেটাই পড়া হোক না কেন, নিম্ন লিখিত দোয়াও তার সাথে সংযোজন করে নেবে।

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ ـ

উচ্চারণ ঃ আমসাইনা ওয়া আমসাল মুল্‌কু লিল্লাহি অল্ হামদু লিল্লাহি আউযু বিল্লাহিল্লাজী ইউমসিকুস্ সামায়া, আন্ তাকায়া' আলাল্ আরদে ইল্লা বিইজনিহী মিন শাররে মা খালাকা ওয়া যারায়া ওয়া বারায়া।

"আমরা এবং খোদার সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর জন্য সন্ধ্যার দ্বারে উপনীত হয়েছি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমি সে মহান প্রভুর আশ্রয় প্রার্থী যিনি স্বীয় অনুমতি ব্যতীরেকে নভোমণ্ডলকে যমীনে পতিত হওয়া থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

• রুখে রেখেছেন, আর আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছি তাঁর সৃষ্ট, বিস্তৃত এবং জন্ম দেয়া প্রতিটি বস্তুর অনিষ্টতা থেকে।"

ভোর বেলার দোয়া

১। শুধু কেবল ভোর বেলা পঠিত দোয়াসমূহের সাথে নিম্নলিখিত দোয়াটি বিশেষভাবে অবশ্যই পাঠ করবে। দোয়াটি এরূপ—

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يَضْحٰى فِيْهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَّاَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَّاٰخِرَهُ نَجَاحًا ـ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আসবাহ্না ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি অল কীবরীয়াও অল্ আ'জমাতু অল খালকু অল্ আমরু অল্ লাইলু অন্ নাহারু ওয়া মা ইয়াজ্হা ফীহীমা লিল্লাহি ওয়াহ্দাহু! আল্লাহুম্মাজ আ'ল আউয়্যালা হাজান্নাহারে সালাহান্ ওয়া আওসাতাহু ফালাহান্ ওয়া আখিরাহু নাজাহান। আসআলুকা খাইরাদ্দুনিয়া অল্ আখিরাতি ইয়া আর হামার রাহিমীন।

"আমরা এবং খোদার সমুদয় সাম্রাজ্য তাঁর ইবাদত আনুগত্যের নিমিত্ত প্রাতঃকালীন নবউষার যবনিকা উম্মোচন করছি। আর সমুদয় গৌরব, সম্মান, সৃষ্টি, আবিষ্কার, রাত্র-দিন এবং যা কিছুতে এ দিবসের প্রকাশ হবে, তার সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিমিত্ত। আয় আল্লাহ! অদ্যকার দিনটির প্রথমাংশটি আমার কল্যাণ ও ভালাইর অছিলা করে দিন। আর মধ্যম অংশটি আমার নাজাত ও মুক্তির জন্য এবং শেষতম অংশটি সাফল্যের মাধ্যম করে দিন। হে রহমানুর রহীম! আমি আপনার নিকট দুনিয়া আর আখেরাতের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রার্থনা করছি। (আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করুন)"

২। অথবা এ দোয়াটি সংযোজন করে নিবে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَاِلَيْكَ ـ اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ حَلَفْتُ

مِنْ حَلْفٍ اَوْنَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَىَّ ذَالِكَ كُلِّهِ مَاشِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَاءَ لَايَكُوْنُ، وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلٰوةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنٍ فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتَ ـ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা ওয়া সায়দাইকা অল খাইরু ফী ইয়াদাকা ওয়া মিনকা ওয়া ইলাইকা, আল্লাহুম্মা মা কুল্তু মিন কাওলিন আও হালাফতু মিন হাল্ফিন আও নাযারতু মিন্ নায্রিন ফা মাসিয়্যাতুকা বাইনা ইয়াদাইয়্যা যালিকা কুল্লিহী। মা সিয়্তা কানা ওয়ামা লামতাশায়া লা ইয়াকুনু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিকা ইন্নাকা আ'লা কুল্লে শাইয়্যিন কাদীর। আল্লাহুম্মা মা সাল্যাইতু মিন সালাওয়াতিন ফায়ালা মান সাল্যাইতা ওয়ামা লায়া'নতু মিন লায়া'নিন ফায়া'লা মান লা'য়ান্তা আনতা ওয়ালীয়্যি ফীদ্দুনিয়া অল্ আখিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমান ওয়া আলহিকনী বিসসালেহীন।

"আয় আল্লাহ! আমি হাজির, তোমার দরবারে আমি হাজির, আমি হাজির। তোমার হুকুম পালনার্থে আমি প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে তা তোমা হতেই এসে থাকে, আর তোমার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আয় খোদা! আমি যে কথা বলেছি, যে কছম করেছি, আর যে মান্নাৎ মেনেছি, তার সবই তোমার ইচ্ছাধীন তুমি যা ইচ্ছে করো—তাই হয়ে থাকে। আর যা ইচ্ছে কারোনা তা হয় না। তোমার সাহায্য ব্যতীত যেমনি নেই কোন ক্ষমতা, তেমনি নেই কোন শক্তি। নিশ্চয় তুমি সমুদয় বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে খোদা! আমি যাদের জন্য তোমার করুণার প্রার্থনা করেছি—তা তাদের জন্যই হোক—যাদের উপর তুমি করুণা বর্ষণ করেছ। আর যাদের জন্য অভিশাপ প্রার্থনা করেছি তাও তাদের বেলায় প্রযোজ্য হোক—যাদের প্রতি তোমার অভিশাপ রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার ওয়াকীল। তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে মুসলমান অবস্থায় উঠিয়ে নাও। আর নেক্কারদের সঙ্গী কর। আমীন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। অথবা এ দোয়াটি সংযোজন করে পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ لِنَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا اِلٰى لِقَاءِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَافِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَّاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَعْتَدِىَ اَوْ يُعْتَدٰى عَلَىَّ اَوْ اَكْسِبَ خَطِيْئَةً اَوْ ذَنْبًا لَاتَغْفِرُهُ ـ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، فَاِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاُشْهِدُكَ، وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ، وَاَنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تَكِلْنِىْ اِلٰى ضُعْفٍ وَّعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَّخَطِيْئَةٍ، وَاِنِّىْ لَااَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ كُلَّهَا اِنَّهٗ، لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকার রেজা বা'দাল কাজায়ে ওয়া বারদাল আইশে বা'দাল মাউতি ওয়া লাজ্জ্যাতান নাজরে ইলা ওয়াজ্হিকা, ওয়া শাওকান ইলা লিকায়িকা ফী গাইরে জাররায়া মুজিররাতিন, ওয়ালা ফেৎনাতিন, মুজিল্লাতিন, ওয়া আউযুবিকা আন আজলিমা আও উজলিমা, আও আয়তাদীয়া

আওইয়ুতাদা আলাইয়্যা আও আকসিবা খাতিয়াতান আও যামবান্ লা তাগ্ফিরুহু। আল্লাহুম্মা ফাতেরাস সামাওয়াতে অল্ আরদে আ'লেমাল গাইবে অশ্শাহাদাতে জালজালালে অল্ ইকরাম। ফাইন্নী আ'হাদু ইলাইকা ফী হাজেহীল্ হাইয়াতিদ্ দুনিয়া ওয়ালা উশ্হিদুকা ওয়া কাফা বিকা শাহীদান, আন্নী আশ্হাদু আন্লাইলাহা ইল্লা আন্তা, অহদাকা লা শারীকা লাকা, লাকাল্ মুলকু ওয়া লাকাল্ হামদু ওয়া আন্তা আলা কুল্লে শাইয়্যিন কাদীর। ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা, ওয়া আশ্হাদু আন্না ওয়াদাকা হাক্কুন, ওয়া লিকায়াকা হাক্কুন, আস্সায়াতা আতীয়াতুন লা রাইবা ফীহা, ওয়া আন্নাকা তাবয়াছু মান ফীল কুবুরে। ওয়া আন্নাকা ইন্তাকেলনী ইলা নাফসী তাকেলনী ইলা জুয়ুফিন ওয়া আওরাতিন্ ওয়া যানবিন্ ওয়া খতীয়াতিন; ওয়া আন্নী লা আসিকু ইল্লা বিরাহমাতিকা ফাগফিরলী যুনুবী কুল্লাহা ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আনতা, ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত্ তাউয়্যাবুর রাহীম।

"হে খোদা! আমি তাকদীরের ফয়সালার পর তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার, মৃত্যুর পর সুখ সাচ্ছন্দময় জীবনের, তোমার দিদারের আত্মতৃপ্তির স্বাদ, আর কোন প্রকার কষ্টদায়ক অবস্থাও ফেৎনা ফ্যাসাদের মধ্যে নির্লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তোমার মোলাকাতের উদগ্র বাসনার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। (তুমি কবুল কর) আর আমা কর্তৃক কারো অনিষ্ট হওয়া বা আমার উপর অন্যের দ্বারা, আমি কারো প্রতি অতিরিক্ত কিছু করা বা অন্যের দ্বারা আমার উপর অতিরিক্ত কিছু হওয়া, আর আমা কর্তৃক এমন ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহের কাজ করা যা তুমি ক্ষমা করবে না, এ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে খোদা! আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী, গৌরব ও মহত্বের মালিক। আমি পার্থিব জীবনে তোমার নিকট অঙ্গীকার করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য আর দ্বিতীয় কোন সত্বা নেই। তুমি এক, অদ্বিতীয়, তোমার কোন অংশীদার নেই। সমগ্র সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিকানা তোমারই, তোমার জন্য সমুদয় প্রশংসা, তুমি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আর এ সাক্ষীও আমি দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) তোমার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল, তোমার অঙ্গীকারসমূহ সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাৎ বাস্তব সত্য কথা। কিয়ামত যে অবশ্যই সংগঠিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তুমি কবরবাসীদেরকে অবশ্যই কবর থেকে দ্বিতীয়বার উত্থিত করবে। আর তুমি যদি আমাকে আমার নফছের নিকট সোপর্দ করো, তবে নিশ্চয় আমাকে দুর্বলতা, দোষ, ত্রুটি আর গুনাহের কাছে তোমার সোপর্দ করা হবে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিঃসন্দেহে তোমার রহমত ব্যতীত আর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করি না। সুতরাং তুমি আমার গুনাহরাশি ক্ষমা কর। আর তাওবাসমূহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবুল কর। কেননা, তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। নিশ্চয় তুমি তওবা মঞ্জুরকারী এবং পরম দয়ালু।"

সূর্যোদয়কালের দোয়া ও চাশ্‌ত এশরাকের নামাযের বিবরণ

১। যখন সূর্য উদয় হবে তখন এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَالَنَا يَوْمِنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا۔

উচ্চারণ ঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাজী আকালানা ইয়াওমানা হাযা ওয়ালাম ইউহ্‌লিকনা বিযুনুবিনা।

"সে মহান আল্লাহর প্রতি লাখো শুকরিয়া যিনি অদ্যকার দিনটি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আর আমাদেরকে পাপহেতু ধ্বংস করে দেননি।"

২। অথবা নিচের দোয়াটি পড়ে দু'রাকাত এশ্‌রাকের নামায পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَنَا هٰذَا الْيَوْمَ وَاَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَتِنَا وَلَمْ يُعَذِّبْنَا بِالنَّارِ۔

উচ্চারণ ঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী ওয়া হাবানা হাযাল ইয়াওমা ওয়া আকালানা ফীহি আশারাতিনা, ওয়া লাম ইউআজ্জিবনা বিন্ নারি।

"যে মহান প্রভু অদ্যকার দিনটি আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন, আর আমাদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন, তাঁর জন্যই সমস্ত হৃদয় নিংড়ানো প্রশংসা।"

৩। হাদিসে কুদসীতে আছে—আল্লাহ বলেন। হে মানবসন্তান! দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামায পড়লে দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার হয়ে যাবো, (আর তোমার সকল মুশকিল আসান করে দেব)

দিনের বেলায় পঠিত দোয়া

দিনের বেলা যখনই সুযোগ হয় নিম্নলিখিত দোয়াগুলো পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সব কিছুর একক মালিক। সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

বিঃ দ্রঃ—কোন কোন বর্ণনায় এ দোয়াটি দু'শতবার পড়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। মোট কথা সময় যখনই পাওয়া যায়, যত বেশি পরিমাণে এ দোয়াটি পড়বে, ততই ভাল। তবে তা পাঠ করার পূর্বে ও পরে এগারো বার দরুদ শরীফ পড়ে নিবে।

২। অথবা, একশত বার এ তছবীহ পাঠ করবে। সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী—"আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।

৩। হাদিস শরীফে আছে—যে ব্যক্তি দিনে কমপক্ষে দশবার শয়তানের ধোকা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শয়তান থেকে রেহাই দিতে একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করেন। সুতরাং নিচের দোয়াটি দশবার পাঠ করবে।

আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম—"আমি আল্লাহ তাআলার নিকট মরদুদ শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

হাদিস শরীফে আছে—যে সকল লোক মুমিন নর-নারীদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর নিকট দিবসে ২৭ বা ২৫ বার প্রার্থনা জানায়, তারা আল্লাহর নিকট সে সকল "মুস্তাজাবুদ দাওয়াত" দের (যাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যাদের দোয়ায় দুনিয়াবাসীদেরকে রিযিক দান করা হয়। সুতরাং দিনে ২৫ বার দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ালিল মু'মিনীনা অল্ মু'মিনাতি অল্ মুসলিমীনা অল্ মুসলিমাতি।

"এলাহী! তুমি আমার এবং সমস্ত মুমিন মুসলমান নর-নারীর গুনাহরাশি মার্জনা করে দাও।"

৫। হাদিস শরীফে আছে—হুযুর (স) এরশাদ করেন—তোমরা দিনের বেলায় একহাজার নেকী উপার্জন করতে কি অপারগ ? (মনোরথ) দিনের বেলা একশত বার সোবহানাল্লাহ পাঠ করলে আমলে একহাজার নেকী লিখে দেয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়। আর তা থেকে একহাজার পাপ কেটে দেয়া হয়। সুতরাং দিনে একশবার সোবহানাল্লাহ্ পড়ে নেবে।

মাগরিবের আযানের সময় পঠিত দোয়া

মাগরিবের আযান শুনা গেলে নিচের দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাযা ইকবালু লাইলাকা ওয়া এদ্বারু নাহারাকা ওয়া আস্ওয়াতু দুয়ায়িকা ফাগফিরলী।

রাত্রিকালের যিকির ও দোয়া

১। হাদিস শরীফে আছে—যে, রাত্রিতে সূরায়ে বাকারার এ শেষতম আয়াত দু'টি পাঠ করে আল্লাহ যাবতীয় অনিষ্ট হতে তাকে রক্ষা করেন। সুতরাং রাত্রে আয়াত দু'টি পাঠ করবে।

(١) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُوْلِهٖ ط لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ (٢) لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا ـ وَاغْفِرْلَنَا ـ وَارْحَمْنَا ـ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ (১) আমানার রাসূলু বিমা উন্যিলা ইলাইহি মির্রাব্বিহী অল্ মু'মিনুন। কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রাসূলিহী। লা নুফার্রিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহী। ওয়া কালু সামিয়না ওয়া আতা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। (২) লা ইউকাল্লিফুল্ লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা, লাহা মা কাসাবারাত ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত। রাব্বানা লাতুয়াখিজ না ইন্নাসীনা আও আখ্তানা, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল্ আ'লাইনা ইস্রান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা। রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালা ত্বাকাতা লানা বিহী। ওয়ায়'ফু আ'ন্না; ওয়াগফিরলানা; ওয়ার হামনা, আন্তা মাউলানা ফানসূর না আলাল কাওমিল্ কাফিরীন।

(৩)—রাসূল (হযরত মুহাম্মদ) (স) ও সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছেন যা তাঁর পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে। (এমনি ভাবে) তাঁর উপর ঈমান এনেছেন সকল মুমিনগণ। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিস্তাদের প্রতি, তাঁর সমুদয় কিতাবের প্রতি এবং পয়গাম্বরগণের প্রতিও ঈমান এনেছেন। তাঁরা বলে থাকেন—"আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁদের কথা হচ্ছে—হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার ফরমান শুনেছি এবং তা অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তোমার সমীপেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৪)—আল্লাহ তাআলা কারো উপর তাঁর শক্তির অতীত কোন বোঝা চাপিয়ে দেন না। যে যা কিছু সৎকাজ করবে, তার মুনাফা তার জন্যই থাকবে। আর খারাপ কাজ করলে, তার প্রতিফলও তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভুল-ত্রুটি হলে তা তুমি ধরোনা। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমনি কঠিন বোঝা তুমি চাপিয়ে দিয়েছিলে, অনুরূপ বোঝা আমাদের উপর চাপিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের জন্য এমন কষ্টদায়ক কাজ নির্ধারণ করে দিও না, যা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে মার্জনা করে দাও। আমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করে দাও। আমাদের প্রতি তুমি তোমার করুণা বর্ষণ করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র) মাওলা। সুতরাং কাফেরদের (বিধর্মীদের) সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় (যুদ্ধের সময়) তুমি আমাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করো।"

২। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে; জনাব রাসূলে করীম (স) সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বলেন—রাতে পবিত্র কালামের এক তৃতীয়াংশ পড়তে তোমরা কি অপারগ? সাহাবাগণ বল্লেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! এতো খুবই মঙ্গলের কাজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর (স) তখন এরশাদ করলেন—সূরায়ে এখলাস কুরআনের একতৃতীয়াংশ। তোমরা কি তা পাঠ করতে পার না ? সুতরাং রাতে সূরা এখলাস পাঠ করা উচিত। সূরাটি অর্থসহ দেয়া হলো।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ" وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔

"(হে নবী)! আপনি বলুন যে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি যেমন কারো পিতা নন, তেমনি কারো সন্তানও নন। আর তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।"

৩। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি রাতে কোরআন থেকে একশত আয়াত পাঠ করবে, সে খোদার ইয়াদ থেকে গাফেলরূপে গণ্য হবে না। অতএব, প্রতিরাতে একশত আয়াত পাঠ করা কর্তব্য।

৪। নিচের আয়াত দশটি রাত্রে পাঠ করায় বহু ফজীলত রয়েছে।

(১) সূরায়ে বাকারার প্রথম চার আয়াত—

(١) الٓمّٓ۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ لا (٢) اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ۔ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আলীফ লাম মীম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, হুদাল্ লিল্ মুত্তাকীন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল্ গাইবি, ওয়া ইউকিমুনাস্ সালাতা ওয়ামিম্মা রাযাক্নাহুম ইউনফিকুন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উন্যিলা ইলাইকা অমা উন্যিলা মিন কাবলিক্, ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউ'কিনুন। উলাইকা আলা হুদাম্ মির্ রাব্বিহীম্ ওয়া উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন।

(২) আয়াতুল কুরছী—

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ط وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কায়্যুম, লা তায়্খুজুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফীস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফীল্ আরদি মান যাল্লাযী ইয়াশ ফাউ ইন্দাহু ইল্লা বিইয্নিহী ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউ'হিতুনা বি-শাইয়্যিম মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া, ওয়াসিয়া' কুরসীয়্যুহুস্ সামাওয়াতি অল্ আরদা, অলা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল্ আলীয়্যুল আজীম।

(৩) আয়াতাল কুরসীর পরের আয়াত দু'টি

(١) لَااِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔

উচ্চারণ ঃ লা ইকরাহা ফীদ্ দ্বীনে কাদ্ তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল্ গাইয়্যে, ফামান ইয়াক্ফুর বিত্ত্বাগুতি ওয়া ইউমিনু বিল্লাহি, ফাকাদিস্ তামসাকা বিল্উরওয়াতিল্ উস্কা, লানফিসামা লাহা অল্লাহু সামীউন আলীম।

(٢) اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوْتُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ط اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

(২) উচ্চারণ ঃ আল্লাহু অলীউল্লাযীনা আমানু ইউখ্‌রিজুহুম মিনায্ জুলুমাতি ইলান্ নূরি, অল্লাযীনা কাফারু আওলীয়ায়াহুমুত্ ত্বাগুতি ওয়া ইউখ্‌রিজুনাহুম মিনান নূরি ইলাজ্ জুলুমাতি, উলাইকা আসহাবুন্ নারি হুম ফীহা খালিদুন।

৪। আর সূরায়ে বাকারার শেষতম আয়াত তিনটি এরূপ—

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ـ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ـ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ط وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ وَاعْفُ عَنَّا ط وَاغْفِرْلَنَا ـ وَارْحَمْنَا ـ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লীল্লাহি মাফীস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফীলআরদি, ওয়া ইন্ তুবদু মা ফী আনফুসিকুম আওতুখফুহু ইউ হাসিব্‌কুম বিহিল্লাহ! ফাইয়াগ্ ফিরু

লিমায়্যাশাউ ওয়া ইউয়ায্‌যিবু মান্‌ইয়াশাউ অল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। আমানার্ রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী অল্ মু'মিনূন। কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিমমির রুসুলিহ্। ওয়াকালু সামি'না ওয়া আতা'না গুফরা নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির। লাইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়া'হা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক তাসাবাত, রব্বানা লাতুয়াখিয্‌না ইন্নাসীনা আও আখতায়ানা রব্বানা ওয়ালা তাহমিল্ আলাইনা ইস্‌রান্ কামা হামাল্‌তাহু আলাল্লাযীনা মিন্ কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিল্ না মালা ত্বাকাতা লানা বিহী। ওয়ায়'ফু আ'ন্না, ওয়াগ্‌ফিরলানা, ওয়ার্ হামনা' আন্‌তা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কাওমিল্ কাফিরীন।

৫। এ ছাড়া প্রত্যহ রাত্রি বেলা সূরায়ে "ইয়াসীন" পাঠ করবে।

দিবা রাত্রি উভয় সময় পঠিত দোয়া

১। হাদিস শরীফে আছে—নিচের দোয়াটি যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে দিনে বা রাত্রে একবার পাঠ করবে, যদি ঐ দিন অথবা রাত্রে তার মৃত্যু হয়, তবে সে জান্নাতবাসী হবে। হাদিসে এ দোয়াটিকে "সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার" নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং এ দোয়াটি আমাদেরও পাঠ করা উচিত। দোয়াটি এরূপ—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাক্‌তানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া 'আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুয়ুলাকা বিনিয়মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুয়ু বিযামবী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুযযুনুবা ইল্লা আন্‌তা।

"এলাহী! তুমিই আমার পরওয়ারদিগার। তুমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই। আমাকে তুমিই সৃষ্টি করেছ, আর আমি তোমারই বান্দা। আর আমি তোমার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী দাঁড়ানো আছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার কৃত কাজের খারাপ ফল থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার যে অগণিত নেয়ামত রয়েছে, আমি তোমার সামনেই তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আর স্বীকার করছি আমার কৃত গুনাহসমূহের কথা। সুতরাং তুমি আমার গুনাহরাশি মার্জনা করে দাও। কেননা 'তুমি ব্যতীত আর কারোরই গুনাহরাশি মার্জনা করার ক্ষমতা নেই।

২। যে ব্যক্তি রাত্রে, দিনে, সপ্তাহে কিম্বা মাসে অন্ততঃ একবার নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে, আর ঐ দিন, রাত্র, সপ্তাহ, বা মাসে ঐ লোকটির মৃত্যু হয় তবে তার গুনাহরাশি অবশ্যই মাফ হয়ে যায়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা শারীকালাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, দ্বিতীয় কেউ মাবুদ নেই। (তিনি স্বীয় সত্ত্বা ও গুণাবলীর দিক দিয়ে) এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর কোন অংশী নেই। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি তিনিই। তাঁরই নিমিত্ত সমুদয় প্রশংসা। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন সত্ত্বা ইবাদতের যোগ্য নয়। আর কোন ক্ষমতা ও শক্তিই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ফলপ্রসু নয়।

৩। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদিন জনাব রাসূলে করীম (স) হযরত সোলেমান ফারছি (রা)-কে ডেকে বললেন—"হে সোলেমান! আল্লাহর নবী চান যে, তাঁকে উপঢৌকন দেয়া কালামগুলো তোমাদেরকে উপহার দেয়া হোক। আর তোমরা অধীর আগ্রহে তা দিনে অথবা রাত্রে পাঠ করে আল্লাহর নিকট দোয়া কর। আর হুজুর (স) নিচের কালামটি তাঁকে তালীম দিলেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَّنَجَاةً يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা সিহ্‌হাতান ফী ঈমানিন্ ওয়া ঈমানান্ ফী হুস্‌নি খুলকিন, ওয়া নাজাতান্ ইয়াত্তাবিউহা ফালাহুন ওয়া রাহমাতান্ মিন্‌কা ওয়া আফীয়াতান্ ওয়া মাগফিরাতাম্ মিনকা ওয়া রিজওয়ানান।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঈমানের বিশুদ্ধতা, আর ঈমানের সাথে সচ্চরিত্রের, আর দুনিয়া আখিরাতের মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর তোমার ক্ষমা, অনুগ্রহ ও মাগফেরাতের জন্যও আবেদন জানিয়ে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে এ সবগুলো দান করো।

দিবা রাত্রের যখনই সুযোগ হয় এ কালামগুলো পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়াবনত হয়ে মুনাজাত করা উচিত।

ঘরে প্রবেশ ও বাহির হবার দোয়া

১। ঘরে ঢুকতে ও বাহির হতে দোয়াটি পাঠ করবে। আর ঘরের লোক জনকে সালাম দেবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা খাইরাল্ মাওলাজি ওয়া খাইরাল্ মাখরাজি, বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্ না, ওয়া বিস্‌মিল্লাহি খারাজ্ না, ওয়া আ'লাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্‌কাল্ না।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরের ভিতর প্রবেশ আর ঘর থেকে বের হবার কল্যাণ ও বরকতের জন্য প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করছি, আর বের হচ্ছি। আর স্বীয় প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপরই আমার সম্পূর্ণ ভরসা।"

২। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মানুষ ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং খানা খাবার সময় যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান তার সহচরদেরকে বলে,—"এ ঘরে তোমাদের থাকার বা খাবার স্থান হবে না, চলো অন্যত্র যাই। আর ঘরে প্রবেশের সময় যদি খোদার স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, তখন শয়তান বলে—এস, তোমাদের রাত যাপনের ও খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এ ঘরেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থান কর। সুতরাং ঘরে ঢুকা, বের হওয়া ও খাবারের বর্ণিত দোয়াটি পড়া উত্তম।

সন্ধ্যাকাল আর রাত্রির নিয়ম কানুন ও দোয়া

হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে—যে, ঠিক সন্ধ্যার সময় শিশুদেরকে ঘর হতে বের হতে দিও না। কারণ, এ সময় শয়তান ও দুষ্ট জ্বীনেরা বাইরে বিচরণ করে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তাদেরকে ছেড়ে দাও, আর ঘুরাফিরার সুযোগ দাও। শয়নের সময় বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করো। আর বিসমিল্লাহ বলেই বাতি নিভাও এবং পানির কলসী ও বরতন ঢেকে রেখ। বরতন ঢেকে রাখার কোন আসবাব না থাকলে তার উপর একখণ্ড কাষ্ঠ রেখে দাও। এর কারণেই শয়তানের প্রভাব থেকে তা হেফাজতে থাকবে।

শয়ন কালের আদব ও দোয়া

১। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, অজু করে বিছানায় যাবে। অজু না থাকলে বানিয়ে নেবে। অতপর একখণ্ড কাপড় দ্বারা বিছানাটা ঝেড়ে নেবে, তারপর এ দোয়াটি পড়ে বিছানায় শয়ন করবে।

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ ـ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বি'ইস্‌মিকা রাব্বী ওয়াজা'তু জামবী ওয়াবিকা আরফাউহু, ইন্ আম্‌সাক্‌তা নাফসী ফাগফির লাহা, ওয়া ইন্ আরছাল্ তাহা ফাহ্‌ফাজ হা বিমা তাহ্‌ফাজু বিহী ই'বাদাকাস্ সালিহীন।

"তোমার নামের সাথেই বিছানার উপর আমার শরীর এলিয়ে দিয়েছি। আর তোমার নামের বরকতেই নিদ্রা থেকে জাগরিত হবো। তুমি যদি নিদ্রাযোগে আমার রূহ কবজ করে নাও, তবে তাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। আর তাকে জীবিত রাখলে, তুমি এমনরূপে তার হেফাজত করো, যেমন তোমার নেক বান্দাদেরকে হেফাজত করে থাকো।"

২। অতপর ডান কাতে শয়ন করত গণ্ডদেশের নিচে হাত রেখে দিয়ে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسَاءَ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَثَقِّلْ مِيْزَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِىْ النَّدِيِّ الْاَعْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওজায়াতু জাম্‌বী, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জাম্‌বী, ওয়া আখ্‌সায়া শায়াতানী, ওয়াফুক্কা রিহানী, ওয়া ছাক্‌কিল মীযানী, ওয়াজ্ আ'লনী ফীন্ নাদিয়্যিল আ'লা।

"আল্লাহর নামে কাত হয়ে শয়ন করলাম। আয় আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহরাশি মার্জনা করে দাও, আর শয়তানকে আমার থেকে দূরে রাখ। আর আমার গরদানকে সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখ। আমার আমলের পাল্লা ভারী করে দাও এবং আমাকে উন্নত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শামিল করে নাও।

৩। এরপর তিনবার এ দোয়াটি পাঠ করবে—(আল্লাহুম্মা কিন্নী আযাবাকা ইয়াওমা তাবয়া'ছু এবাদাকা)—

আয় আল্লাহ! যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সে দিন আমাকে আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও।"

৪। আর এ দোয়াটি পড়বে—(বিইস্‌মিকা রাব্বী ফাগফিরলী যানবী)

"হে আমার প্রতিপালক! তোমার নাম নিয়ে শয়ন করলাম, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

৫। অথবা এ দোয়াটি পড়বে (বিইস্‌মিকা ওদ্‌য়াতু জাম্বী ফাগ্‌ফিরলী)

"তোমার নামে শয়ন করলাম, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

৬। অতপর এ দোয়াটি পাঠ করবে—(আল্লাহুম্মা বিইস্‌মিকা আমুতু ওয়া আহইয়া)

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়েই মরবো আর তোমার নামের বরকতেই জীবিত থাকবো।"

৭। এরপর ৩৩ (তেত্রিশ) বার "সুবহানাল্লাহ" ৩৩ (তেত্রিশ) বার "আলহামদু লিল্লাহ" আর ৩৪ (চৌত্রিশ) বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে।

এটি মহান দান—যা হুজুর (স) নিজ কন্যা ফাতেমা (রা)-কে গোলাম ও দাসীর পরিবর্তে দান করে বলেছিলেন—"সুব্‌হানাল্লাহ" পাঠ করা তোমার জন্য দাস-দাসীর চেয়ে একটি উত্তম জিনিস।

৮। শয়নকালে উভয় হাত একত্র করে সূরায়ে এখলাছ, সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস পাঠ করে হাতের উপর দম করতঃ যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুলিয়ে নেবে। এ কাজ মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের দিক থেকে আরম্ভ করবে। এ রূপ-তিন বার করতে হবে।

৯। নিদ্রার সময় বিছানায় শুয়ে "আয়াতুলকুরসী" পাঠ করবে। কেননা, হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করে আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে এবং তার নিকটস্থ ঘরের লোকদেরকে হেফাজত করে থাকেন। ভোর পর্যন্ত শয়তান তাদের নিকট আসতে পারে না।

১০। আর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِّمَّنْ لَاكَافِىَ لَهٗ وَلَامُؤْوِىَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্য়ামানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফা কামমিম্মান লা-কাফিয়ালাহু ওয়ালা মু'দীয়া।

"যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছেন আর রাত্রি বেলায় বিছানার উপর স্থান দিয়েছেন, তার প্রতি শত শুকরিয়া। কেননা এমন কত লোক রয়েছে যাদের প্রয়োজন পূরণ করার এবং স্থান দেবার মত কেউই নেই।"

১১। অথবা এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ اَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ وَاَفْضَلَ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানী ওয়া আওয়ানী আত্ য়া'মানী ওয়া সাকানী অল্লাযী মান্না আলাইয়্যা ওয়া আফজালা, ওয়াল্লাযী আ'তানী ফাআজ্য়ালা। আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন। আল্লাহুম্মা রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ওয়া মালীকাহু ওয়া ইলাহা কুল্লি সাইয়্যিন আউযুবিকা মিনান্ নারি।

"সেই মহান প্রভুর শত শুকরিয়া ও প্রশংসা, যিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে বিছানায় শয়ন করার স্থান দিয়েছেন এবং আমাকে পানাহারও করিয়েছেন। আর তিনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তা খুবই

করেছেন। আর যে অগনিত নেয়ামত দিয়েছেন তা সত্যই অজস্র বটে। সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামীনের প্রতি আমার আন্তরিক শুকরিয়া। সর্ববস্তুর প্রতিপালক ও মালিক এবং সর্ববস্তুর উপাস্য হে মহান প্রভু! আমি তোমার নিকট দোযখের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১২। অথবা এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهٖ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি আ'লিমাল্ গাইবি, অশ্ শাহাদাতি আন্তা রাব্বুকুল্লি সায়্যিন, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ওহ্দাকা লাশারীকালাহু, ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুকা ওয়া রাসূলুকা ওয়াল মালাইকাতু ইয়াশ্ হাদুনা আউযুবিকা মিনাশ্ শায়তানি ওয়া শার্‌রিহী, ওয়া আউযুবিকা আন্ আক্তারিফা আলা নাফ্সী সূ'য়ান্ আও আজুর্‌রাহু ইলা মুসলিমিন।

"হে খোদা! আসমান-যমীনের পরওয়ারদিগার তুমি-ই। আর প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সর্বজ্ঞাত তুমি-ই প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি এক অদ্বিতীয় তোমার কোন শরীক নেই। আর হযরত মুহাম্মদ (স) যে তোমার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল এ সাক্ষ্য ও যেমন আমি দিচ্ছি, তেমনি ফেরেস্তাকুলও দিচ্ছেন। আমি শয়তান এবং তার ধোকা প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর স্বীয় নফসের অনিষ্টতা কুমন্ত্রণা অথবা, কোন মুসলমানের প্রতি অপবাদ দেয়া ইত্যাদি কু-কাজ থেকেও তোমার দরবারে নাজাতের প্রার্থনা করছি। (তুমি আমাকে তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও)"

১৩। অথবা, নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهٖ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাতিরাস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি, আ'লিমাল গাইবি অশ্শাহাদাতি রাব্বা কুল্লি সাইয়্যিন ওয়া মালিকাহু ওয়া আউযুবিকা মিন্ সাররিশ্ শায়তানি ওয়া শাররিহী।

"হে আল্লাহ! তুমিই আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও গোপনীয় তথ্যের জ্ঞানী, সকল বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক আমি স্বীয় নফ্সের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্টতা আর শয়তানের প্রতারণা থেকে রেহাই পাবার নিমিত্ত তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১৪। কিম্বা এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা খালাকতা নাফ্সী ওয়া আন্তা তাওয়্যাফ্ফাহা, লাকা মামাতুহা ওয়া মাহ্ইয়াহা, ইন্ আহ্য়াইতাহা ফাহ্ফাজহা, ওয়া ইন্ আমাত্তাহা ফাগফিরলাহা, আল্লাহুম্মা আসয়ালুকাল আফীয়াতা।

"হে খোদা! তুমিই আমার প্রভু সৃষ্টি করেছ আর তুমিই তা কেড়ে নিবে। তার জীবন ও মৃত্যু তোমারই এখতিয়ারে রয়েছে। সুতরাং যদি তমি তাকে জীবিত রাখতে ইচ্ছা করো, তবে তুমিই তার নিরাপত্তার বিধান করো, আর মৃত্যু করলে তুমি তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করো। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী।"

১৫। আর এ দোয়াটি পাঠ করে খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ۔ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ۔ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاْثَمَ۔ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিওয়াজ হিকাল কারীম, ওয়া কালিমাতিকা তাম্মাতি মিন সার্‌রি মা-আন্‌তা আখিযুম্-বিনাসীয়াতিহী। আল্লাহুম্মা আন্‌তা তাকশিফুল মাগরামা অল্‌মায়া-সামা। আল্লাহুম্মা লা-ইউহ্ যামু জুনদুকা ওয়ালা ইউখ্‌লাফু ওয়াদুকা, ওয়ালা-ইয়ান্‌ফায়ু যালযাদি মিনকাল জাদ্দু সোবহানাকা ওয়া বিহাম্‌দিকা।

"আয় আল্লাহ! তোমার কুদরত ও ক্ষমতাধীনে যে সকল বস্তু রয়েছে, এর প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমার মহান সত্বা ও পূর্ণ কালামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে এদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাও। হে খোদা! তুমিই তোমার বান্দাদের ঋণ পরিশোধ এবং গুনাহরাশি বিদূরিত করে থাকো, তোমার সিপাহীরা কখনো পরাজয় বরণ করে না, আর তোমার ওয়াদাও খেলাফ হয় না। আর কোন সম্পদশালী ব্যক্তিকে তার ধনসম্পদ তোমার গজব ও আযাব থেকে রেহাই দিতে পারে না। তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই।"

১৬। আর মুনাজাতের পর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

"আমি সেই আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাতের প্রত্যাশী। যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরদিন ও সদা বিরাজমান। আমি তার পানে প্রত্যাবর্তন করছি ও তাওবা করছি।"

১৭। অথবা এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর। লা-হাওয়া ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি, সোবহানাল্লাহি, ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সবকিছুর একমাত্র অধিপতি। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা তিনিই সর্ব বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। খোদার দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতার মূল্য নেই। তিনি সর্ব প্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলাই বিরাট ও মহান।"

১৮। আর বিছানার উপর শয়ন করা অবস্থায় এ দোয়াটি পাঠ করবে। এ দোয়াটি ঋণ পরিশোধের জন্য খুবই ফল প্রসূ।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰةِ الْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِنِ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আর্দি ওয়া রাব্বাল্ আরশিল্ আজীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি সাইয়্যিন ফালিকুল্ হাব্বি অন্ নাওয়া, মুন্যিলুত্ তাওরাতি অল্ ইন্যীলি অল্ ফুরকানি। আউযু-বিকা মিনসার্‌রি কুল্লি সাইয়্যিন আন্তা আখিযুন বিনাসীয়াতিহী। আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়্যালু ফালাইসা কাবলাকা সাইয়্যুন ওয়া আনতাল আখিরু ফা লাইসা বা'দাকা সাইয়্যুন ওয়া আন্তাল্ জাহিরু ফা লাইসা ফাওক্বাকা সাইয়্যুন, ওয়া আন্তাল বাতিনু ফালাইসা দু'নাকা সাইয়্যুন, আনিক্‌জি আ'ন্নাদ দ্বাইনা ওয়াগ্ নিনা মিনাল ফক্‌রি।

"হে খোদা! আসমান-যমীনের পরওয়ারদিগার মহান আরশের মালিক, আমাদের এবং প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক। বীজ ও দানা থেকে চারার উন্মেষ সাধনকারী, তাওরাত, ইনযীল এবং কুরআনের নাযীল কর্তা, আমি সেই প্রতিটি বস্তুর অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আপনার আয়ত্বাধীন রয়েছে। হে খোদা আপনি আদি, আপনার পূর্বে কোন বস্তু ছিল না। আর আপনিই

অন্ত, আপনার পর আর কিছুই থাকবে না। একমাত্র আপনিই থাকবেন। আপনিই জাহের, আপনার উপর কিছুই নেই। আপনি বাতেন, আপনার গোপনীয়তার পর আর কিছু নেই। আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন আর আমার দরিদ্রতাকে ধনাঢ্যে পরিণত করুন।"

১৯। বিছানায় শয়নের পর এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে, কিন্তু দোয়া পাঠের পর সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَاءَ وَلَامَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ওয়া অজ্জাহাতু অজ্‌হী ইলাইকা ওয়া ফাওয়্যাদ্‌তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আল্‌জায়াতু জাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান, ইলাইকা লা মালজায়া ওয়ালা মান্‌জায়া, মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা আমান্‌তু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্‌যালতা ওয়া নাবীয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

"আল্লাহর নামে শয়ন করছি। আয় আল্লাহ! আমি আমার প্রাণকে আপনার হাতে সোপর্দ করছি। আর আমি আমার মুখমণ্ডলকে আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার সমুদয় সমস্যা আপনার উপর ন্যস্ত করছি। আপনার শাস্তির ভয় ও করুণা রহমতের আশায় আমি আপনাকে নিজ আশ্রয় স্থল মনোনিত করছি। আপনার রহমত ব্যতীত কোন ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল নেই। আর আপনি কিতাব ও নবী প্রেরণ করেছেন, আমি উভয়ের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করছি।"

২০। শয়নকালে সূরায় কাফিরুন পড়েও শয়ন করা যেতে পারে।

২১। শয়নের পূর্বে "মুসাব্বিহাত" অর্থাৎ কুরআনের ছয়টি সূরা পাঠের বিবরণও পাওয়া যায়। এরা হচ্ছে (ক) সূরায় হাদীদ। (খ) সূরায় হাসর। (গ) সূরায় সফ্‌ফা। (ঘ) সূরায় জুম্মা। (ঙ) সূরায় তাগাবুন। (চ) সূরায় আল আ'লা। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবী করীম (স) নিদ্রায় যাবার পূর্বে উক্ত সূরা কয়টি পাঠ করে নিতেন। তিনি হুজুর (স) বলেন যে, এ সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা এক হাজার আয়াতের চেয়েও উত্তম আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফজীলত পূর্ণ। এ সকল সূরা "সাব্বাহা" বা "ইউসাব্বিহু" শব্দ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে বলে আরবীতে এগুলোকে "মুসাব্বিহাতি" বলা হয়।

২২। শয়নের পূর্বে নিচের সূরাগুলো পাঠ করার নজীর হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। হাদিস শরীফে আছে, হুজুর পাক (স) এ সূরাগুলোর মধ্যে কোন একটি সূরা পাঠ না করা পর্যন্ত আরাম বোধ করতেন না। সূরাগুলো এরূপ—

(১) সূরায়ে আলিফ্ লাম, সিজ্‌দা। (২) সূরায় মূল্‌ক্। (৩) সূরায় আয্‌যুমুর।

২৩। সূরায় বাকারার শেষ তিন আয়াত পাঠ না করে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। হযরত আলী (রা) বলেন আমি বুঝি না যে, জ্ঞানীরা সূরায় বাকারার শেষ তিন আয়াত পাঠ না করে কিরূপে ঘুমাতে পারে।

২৪। হাদিস শরীফে আছে যে, বিছানায় শয়ন করে সূরায়ে এখ্‌লাস পাঠ করলে, মৃত্যু ব্যতীত সকল বস্তু থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

২৫। হাদিস শরীফে আছে যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করে কুরআনের একটি সূরা পাঠ করে, আল্লাহ তার হেফাজতের জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োগ করেন। তার ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত উক্ত ফেরেস্তা যাবতীয় কষ্টদায়ক বস্তু থেকে তাকে হেফাজত করে থাকে। সুতরাং বিছানায় বসে কুরআনের অন্ততঃ একটি সূরা পাঠ করা উচিত।

২৬। হাদিস শরীফে আছে যে, যখন কেউ শয়নের উদ্দেশ্যে বিছানায় যায়, তখন তার নিকট একজন ফেরেস্তা ও একটি শয়তান দ্রুত বেগে উপস্থিত হয়। ফেরেস্তা বলতে থাকে, হে আদম সন্তান! তুমি তোমার আরব্ধ কাজ কল্যাণের উপর শেষ করো। আর শয়তান বলে খারাপের উপর। অতএব, সে যদি আল্লাহর যিকির করে শয়ন করে, তখন সারা রাত ফেরেস্তা তার পাহারায় নিযুক্ত থাকে। শয়তানের খারাপ প্রভাব আর তার উপর বিস্তৃত হয় না।

স্বপ্ন দেখার পর পঠিত দোয়া

হাদিস শরীফে আছে যে, কোন লোক ঘুমে ভাল স্বপ্ন দেখলে জাগার সঙ্গেই আল্‌হামদুলিল্লাহ বলবে। আর তা তেমন লোকদের নিকট বলবে, যারা তার সঠিক তাবীর করতে পারে। আর দুঃস্বপ্ন দেখলে সজাগ হওয়া মাত্রই পার্শ্ব পরিবর্তন করে তিনবার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করবে, অথবা ফুঁক দিবে, আর তিনবার আউজু বিল্লাহিমিনাস শাইতানির রাজীম পাঠ করবে। এমন স্বপ্ন কাকেও না বললে ক্ষতির আশংকা থাকে না। এমনি ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা উত্তম।

ঘুমেরঘোরে ভীত হলে কিম্বা নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে পঠিতব্য দোয়া.

১। যদি কেউ ঘুমের মাঝে ভয়পায় বা অস্থিরতা অনুভব করে কিম্বা হঠাৎ নিদ্রা ভেঙ্গে যায় তবে এ দোয়াটি পড়বে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন গাজাবিহী ওয়া ই'কাবিহী ওরা সাররি ইবাদিহী ওয়ামিন হামাযাতিশ্ শায়াতীনা ওয়া আই ইয়াহ্‌দুরুন।

"আমি আল্লাহ্‌র গোশ্বা, আযাব, গজব ও তাঁর বান্দার অনিষ্ট এবং শয়তানদের ধোকা থেকে তাঁর পূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করছি। আর শয়তানকে আমা হতে দূর করার নিমিত্ত তাঁর আশ্রয় নিচ্ছি।

ফায়দা ঃ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর এবনুল আ'স (রা) এ দোয়াটি তাঁর শিশুদেরকে অক্ষরে-অক্ষরে শিক্ষা দিতেন। আর শিশুদের গলায় এর তাবিজ বেধে দিতেন।

২। অথবা, এমতাবস্থায় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَافَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّمَا ذَرَاءَ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا - وَمِنْ شَرِّفِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَّا رَحْمٰنُ -

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতিল্লাতী লাইউজা-বিযুহুন্না বাররুন ওয়ালা ফাজিরুন মিন সাররি মাইয়ান্‌যিলু মিনাস সামায়ি ওয়া ইয়া রুজু ফীহা, ওয়া মিন্ সাররি মাযারায়া ফীল আরদি ওয়ামা ইয়াখ্‌রুজু মিনহা ওয়ামিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়া ফি-তানিন্ নাহারি, ওয়া মিন সাররি তওয়ারিকুল্ লাইলি অন্‌নাহারি ইল্লা তরিকান ইয়াত্‌রুকু বিখাইরিন, ইয়া রহমানু!

"আমি আল্লাহর সে পূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহন করছি যা থেকে সৎ অসৎ কেউই বাঁচতে পারে না, আর আসমান থেকে, অবতীর্ণ, আসমানে বিচরণকৃত আর যমীনের ভিতর সৃষ্ট এবং যমীন থেকে উদগত সকল বস্তুর অনিষ্ট ও দুষ্টপ্রভাব থেকেও পানাহ চাচ্ছি। আর পানাহ চাচ্ছি দিবারাত্রির ফেৎনার দুষ্টতা আর দিবারাত্রি ঘটনাবলীর দুষ্ট থেকে। তবে যে ঘটনাবলী কল্যাণকর তা থেকে নয়। হে রহমানুর রাহীম। আমাকে এ সবের অনিষ্ট থেকে বাঁচাও।"

৩। হঠাৎ করে নিদ্রা ভেঙ্গে গেলে এ দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ وَاَنْ يَّطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাবয়ী ওয়ামা-আজাল্‌লাত্ ওয়া রাব্বাল আরদীনা ওয়ামা আকাল্লাত, ওয়া রাব্বাস্ শাইয়াতিনি ওয়া মা আদাল্লাত, কুন্‌লী জারান মিন সাররি খালকিকা আজ মাঈ'না আই ইয়াফ্‌রুতা আলাইয়্যা আহাদুন মিনহুম ওয়া আইইয়াত্‌গা আ'জ্জা জারুকা ওয়া তাবারাকাসমুকা।

"আয় আল্লাহ! সপ্ত আকাশ আর সে সব জীবের প্রতিপালক, যাদের উপর সপ্ত আকাশ ছায়া স্বরূপ রয়েছে। আর তিনি প্রতিপালক হচ্ছেন—সপ্ত যমীন এবং সে সব সৃষ্টজীবের, যাদেরকে যমীন ফুটিয়ে তুলছে, আর শয়তানদের এবং তারা যাদেরকে গোমরাহ করে থাকে, তাদের প্রতিপালকও আপনিই সুতরাং আপনার সৃষ্টি কুলের অনিষ্ট থেকে আমার আশ্রয়দাতা আপনি হন যেন, তাদের কেউ আমার উপর জুলুম ও অত্যাচার করতে না পারে। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিরাই কেবল নিরাপদে থাকে আপনার নাম সত্যিই বরকত পূর্ণ।"

৪। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَاَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ

قَيُّوْمٌ لَاتَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَهْدِيْ لَيْلِيْ وَاَنِمْ عَيْنِيْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা গারাতিন্ নুজুমু ওয়া হাদায়াতিল্ উয়ুনু। ওয়া আন্‌তা হাইয়্যুন্ কাইয়্যুমুন্; লাতা'খুজুকা সিনাতু' ওয়ালা নাওম। ইয়া হায়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, আহ্‌দী, লাইলী, ওয়া আনিম আ'ইনী।

"হে খোদা! আকাশের তারকারাজী বিদায় নিয়েছে, আর ভূ-পৃষ্ঠের চক্ষুসমূহ ও নিদ্রায় বিভোর। আর আপনিই সর্বদা জীবন্ত সত্বা, আর সকলের প্রতিষ্ঠা দানকারী আপনি অতন্দ্র ও বিনিদ্র। হে চিরঞ্জীব ও প্রতিষ্ঠিত সত্বা পরওয়ারদিগার। রাত্রটিকে আপনি আমার জন্য শান্তিদায়ক করে দিন আর আমার নেত্র যুগলকেও নিদ্রা দ্বারা ভরপুর করে দিন।

নিদ্রা থেকে উঠার পর পঠিত দোয়া

১। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবার পর এ দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ اِلَيَّ نَفْسِيْ وَلَمْ يُمِتْهَا فِيْ مَنَامِهَا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ـ وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী রাদ্দা ইলাইয়্যা নাফসী ওয়া লাম ইউমিত্‌হা ফী মানামিহা; আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী ইউম্‌সিকুস্ সামাওয়াতি অল আরদা আন্ তাযুলা; ওয়ালায়িন যালাতা ইন্ আমসাকাহুমা মিন আহাদিম্ মিম্ বা'দিহী ইন্নাহু কানা হালীমান্ গাফুরান। আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী ইউম্‌সিকুস্ সামায়া আন্ তাকায়া' আলাল্ আরদি ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইন্নাল্লাহা বিন্‌নাসি লারাউফুর রাহীম।

"সে মহান প্রভুর শত শুকরিয়া ও প্রশংসা—যিনি আমার প্রাণকে ঘুমন্তাবস্থায় মৃত্যু না ঘটিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে প্রশংসিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

জগতাধিপতি: শুকরিয়া, যিনি আকাশ-মাটিকে স্ব-স্থানে স্থিত রেখেছেন। যদি তাঁর নির্দেশে সে সরে যায়; নির্দেশের পর তাকে সরে যাওয়া থেকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না। আর যে আকাশকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত মাটির উপর পড়া থেকে বিরত রেখেছেন, মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল।"

২। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী ইউহ্‌য়ীল্ মাওতা ওয়া হুয়া আলা কুল্লি সায়্যিন ক্বাদীর।

"সেই মহান প্রভুর প্রশংসা করছি; যিনি মৃতকে জীবিত করে থাকেন, আর তিনি প্রতিটি বস্তুর উপরই ক্ষমতাশীল।"

৩। অথবা, এই দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাহিন্ নুশুর।

"সেই মহান পরওয়ারদিগারের প্রশংসা করছি যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করে তুলেছেন। মৃত্যুর পর তার পানেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

৪। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَاشَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَالُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَاتُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাআন্‌তা লা-শারীকা লাকা, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাগফিরুকা লিযামবী, ওয়া আস্ আলুকা রাহমাতাকা আল্লাহুম্মা যিদ্‌নী এলমান্ ওয়ালা তাযিগ কাল্‌বী বা'দা ইয্‌হাদাইতানী ওয়া হাবলী মিল্লাদুন্‌কা রাহমাতান্, ইন্নাকা আন্‌তাল্ ওয়াহ্‌হাব।

"আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আপনার কোন শরীক নেই, আপনি এ সব থেকে পবিত্র; হে খোদা আমি আপনার নিকট স্বীয় গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থী, আর আপনার করুণা প্রার্থী। আয় আল্লাহ! আমার এল্‌মকে বাড়িয়ে দিন, আর আমাকে হেদায়েত দানের পর আর গোমরাহ করবেন না। আপনি আমাকে আপনার দরবার হতে খাছ রহমত দান করুন। আপনিতো বিরাট দানশীল।"

৫। আর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্‌হার, রাব্বুস্‌সামা ওয়াতি অল্ আরদি ওয়ামা বাইনা হুমা-ল্ আযীযুল গাফ্‌ফার।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি প্রতাপশালী। আস্‌মান-যমীন এবং এর মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি সকলের উপর বিজয়ী প্রভাবশালী, মহান, ক্ষমাশীল।"

৬। নিদ্রা থেকে সজাগ হওয়া মাত্রই এ দোয়াটি পাঠ করবে। হাদিস শরীফে আছে যদি কেউ নিদ্রা থেকে জাগামাত্রই এ দোয়াটি পড়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তার প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে থাকেন। অতপর অজু করে দুই রাকাত (তাহীয়াতুল অজু) নফল নামায পড়লেও আল্লাহ তা কবুল করেন।

দোয়াটি এরূপ—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল্ হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন ক্বাদীর, আল হাম্দু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার অলাহাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও সমকক্ষহীন সব কিছু তারই মালিকানাধীন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য তিনি সকল দোষত্রুটি মুক্ত তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। আল্লাহই সবার বড় যাবতীয় ক্ষমতা তার তরফ থেকেই এসে থাকে।'

বিছানা থেকে উঠে শয়নের জন্য দ্বিতীয়বার বিছানা গ্রহণ অথবা, পার্শ্ব পরিবর্তন কালের দোয়া ও আমল

১। রাতে বিছানায় বসে পার্শ্ব পরিবর্তন কালে দশবার "বিসমিল্লাহ" দশবার সুবহানাল্লাহ" আর দশবার "আমান্তু বিল্লাহ ওয়া গাফারতু বিত্ তাগুতি" পাঠ করবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, রাত্রে শয়নের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন কালে এ আমল করলে যাবতীয় ভয়ের কারণ ও পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

২। রাত্রে কোন প্রয়োজনে বিছানা থেকে উঠে দ্বিতীয়বার শয়নের পূর্বে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল অথবা অন্য কাপড় দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নিয়ে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে শুয়ে পড়বে। কেননা, হাদিস শরীফে আছে যে নিদ্রা যাবার পর কোন কারণ বশতঃ বিছানা থেকে উঠে দ্বিতীয়বার শয়নকালে বর্ণিত নিয়মে বিছানা ঝেড়ে নিবে। কারণ এর মধ্যে তার অলক্ষ্যে বিছানায় কোন কষ্টদায়ক বস্তুর আগমণ হতে পারে; দোয়াটি এরূপ—

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ رَدَدْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা ওয়াজায়াতু জাম্বী ওয়াবিকা আরফাউহু ইন্ আমসাক্তা নাফ্সী ফারহামতা ওয়া ইন্ রাদাদ্তাহা ফাহ্ফাজহা বিমা তাহ্ফাজু বিহী আহাদাম মিন্ ইবাদিকাস্ সালিহীন।

"হে খোদা! তোমার পবিত্র নাম নিয়েই আমি বিছানা গ্রহণ করেছি। আর তোমার নাম নিয়েই তা থেকে উঠেছি; আমি আবার শয়ন করতে যাচ্ছি, যদি

তুমি আমার প্রাণ হরণ করে নাও, তবে তার প্রতি দয়া কর, অনুগ্রহ কর আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তবে তাকে এমনিভাবে হেফাজত করো যেমনি তোমার প্রিয়জনের জন্য করে থাকো।

তাহাজ্জুদের সময় উঠা এবং পায়খানায় যাতায়াতকালীন দোয়া ও আমল

১। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠলে বা পায়খানায় গেলে বিসমিল্লাহ সহ নিচের দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবুছি অল খাবায়িছি।

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কষ্টদায়ক এবং পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

২। পায়খানা থেকে বের হবার পর 'গোফরানাকা' পাঠ করবে।

৩। এরপর এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আয্হাবা আ'ন্নীল আযা ওয়া আফা'নী।

"যে মহান আল্লাহ তাআলা আমার কষ্টকে দূরীভূত করে সুস্থতা দান করেছেন, তার প্রতি হাজারো শুকরিয়া।"

অজু করার মধ্যে এবং পরে পঠিত দোয়া

১। অজু করতে বসে বিসমিল্লাহ সহ এ-দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ غْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফির্লী যাম্বী ওয়া ওয়াসসি'লী ফী দারী ওয়া বারিক্লী ফী রিয্কী।

"হে খোদা! তুমি আমার গুনাহরাশী মার্জনা কর। আমার ঘরে প্রসস্ততা দাও আর আমার রিযিকে বরকত দাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। অজু শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ৩ বার পড়বে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শালীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই ; তিনি এক ও অদ্বিতীয় আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৩। এর পর এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্‌য়া'লনী মিনাত তাওয়্যাবীনা, ওয়াজয়া'লনী মিনাল্ মুতাতাহ্‌হিরীন্।

"হে খোদা! আমাকে অধিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আর আমাকে অত্যাধিক পবিত্র লোকদের দলভুক্ত কর।

৪। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

"আয় আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

৫। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অজুর সময় নিচের দোয়াটি পড়লে তার জন্য ক্ষমাপত্র লিখে সীলমোহর করে এমনিভাবে রাখা হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত মোহর নষ্ট হবে না। অর্থাৎ ক্ষমার নির্দেশ বহাল থাকবে।

দোয়াটি এরূপ—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।

"হে খোদা! তুমি পবিত্র ও মহান, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি তোমার নিকট তওবা করিও তোমার ক্ষমা লাভার্থে ফরিয়াদ করি।

তাহাজ্জুদের জন্য উঠার ও নামাযের সময় পঠিত দোয়া

১। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে এ দোয়াটি পড়বে।

(١) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ ـ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ ـ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ (٢) اَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ (٣) وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ (٤) اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (٥) لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ (১) আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু। আন্‌তা কাইয়্যিমুস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি ওয়া মান্‌ফীহিন্না ওয়া, লাকাল্ হামদু আন্‌তা মালিকুস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি ওয়া মান্ ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হামদু। আন্‌তা নুরুস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আন্‌তাল্ হাক্ব ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্ব, ওয়া লিকাউকা হাক্বুন ওয়া কাওলুকা হাককুন্, ওয়াল্ জান্নাতু হাক্বুন, অন্ নারু হাক্বুন, অন্ নাবীয়্যুন হাক্বুন, ওয়া মুহাম্মাদুন্ হাক্বুন, ওয়াস্ সায়াতু হাক্বুন, আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়াবিকা আমান্‌তু, ওয়া আ'লাইকা তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া ইলাইকা আনাব্‌তু ওয়া বিকা খাসাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হাকামতু। (২) আন্‌তা রাব্বুনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর, ফাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরার্‌তু ওয়ামা আ'লানতু। (৩) ওয়া মা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল্ মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল্ মুয়াখ্‌খিরু। (৪) আন্‌তা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা। (৫) লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

(১) "হে খোদা! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, কেননা, তুমিই আসমান যমীন ও তার মধ্যস্থ সব সৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা। তোমার জন্যই আমাদের সমস্ত গুনগান, কেননা, তুমি আসমান-যমীন ও যাবতীয় সৃষ্টির বাদশাহ, আর যাবতীয় প্রসংশা তোমার কারণ, তুমিই আসমান-যমীন ও তার যাবতীয় সৃষ্টির মূল আলো। হে খোদা! তুমি চিরসত্য। তোমার ওয়াদা সত্য, কিয়ামতের দিন তোমার সাথে মিলনের কথাও অবধারিত। জান্নাত জাহান্নাম সত্য। তোমার সমগ্র নবীগণও সত্য। আর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়্যাত সত্য। আর কিয়ামতও সত্য। হে খোদা! তোমার সামনে আমি মাথানত করছি। আর তোমার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। আর তোমার উপরই আমি নির্ভর করে আছি। তোমার মধ্যেই আমি মনোনিবেশ করছি। আর তোমার দেয়া শক্তি দ্বারাই আমি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াই করেছি। আর তোমার দরবারেই ফরিয়াদী হয়ে দণ্ডায়মান। (২) তুমিই আমার রব, মৃত্যুর পর তোমার নিকটই আমাকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আমার প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কৃত পূর্বের ও পরের সকল গুনাহরাশী ক্ষমা কর। (৩) যে গুনাহর কথা আমার চেয়ে তুমি ভালরূপে অবগত তা মার্জনা কর; অগ্রগামী ও পশ্চাতপদকারী তুমিই। (৪) তুমিই আমার মাবুদ, তুমি ব্যতীত আমার আর কোন উপাস্য নেই। (৫) তোমার দয়া ব্যতীত কোন শক্তি আমার নেই।

২। আর তা পাঠ করবে—

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

যদি কেউ আল্লাহর গুনগান করে তিনি তা শুনে থাকেন। যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

"যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে আল্লাহ পবিত্র, তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও তাঁর প্রশংসা করছি।"

৪। শেষ রাত্রে উঠে অজু করে সূরায়ে আল্ ইমরানের শেষতম আয়াত দশটি পাঠ করবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

১। হাদিসে আছে ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামায।

২। ফরজ ব্যতীত তাহাজ্জুদ সহ যাবতীয় নামায ঘরে পড়াই ভাল।

৩। রাত্রিকালে নফল নামায দুই রাকাআত করে পড়তে হয়। এজন্যই তাহাজ্জুদও দু'রাকাআত করে পড়া উচিত। কিছু গ্রন্থে দিনের কথা থাকলেও সত্যিকারার্থে তা রাত্রের নফলের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৪। জনাব নবী করীম (স) তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে উঠে উপরোল্লেখিত দোয়াসমূহের মধ্য হতে ১নং ২নং ও ৩নং দোয়া পড়তেন আর উঠে বসা অবস্থায় সূরায়ে আল্ ইমরানের একটি আয়াত অথবা তার শেষের দশটি আয়াত পাঠ করতেন।

৫। অতপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে মেস্‌ওয়াক ও অজু করে এগারো রাকায়াত নামায পড়তেন। ফজরের আযান শেষ হলে ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নাত আদায় করে তিনি হুজরা থেকে বের হয়ে মস্‌জিদে প্রবেশ করে ফজরের নামাযের ইমামতী করতেন।

৬। তিনি কখনো শেষ রাতে ১৩ রাকায়াতও পড়তেন। তার ভিতর আট রাকায়াত তাহাজ্জুদের, দু'রাকায়াত নফল, আর তিন রাকায়াত বেতেরের নামায।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭। কখনো-কখনো রাত্রে এগারো রাকায়াত এমনরূপে পড়তেন যে, শেষের দু'রাকায়াতের সাথে আর এক রাকায়াত মিলিয়ে বেতর পড়ে নিতেন।

তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ করার সময় পঠিত দোয়া

১। তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে দশবার করে "আল্লাহু আকবার" "আলহামদু লিল্লাহ" "সুবহানাল্লাহ" আর "আস্‌তাগফিরুল্লাহ" পাঠ করবে।

২। আর দশবার এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুক্‌নীওয়া আ'ফিনী।

"হে খোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হেদায়াত দাও, হালাল রিযিক দাও, আর ঈমানের সাথে থাকার তাওফিক দাও।"

৩। আর দশবার এ দোয়াটি পড়বে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহি মিন দ্বীকিল মাকামি ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি।

"কিয়ামতের কঠিন আযাব থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৪। রাতে তাহাজ্জুদ আরম্ভ করতে এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জীবরাঈলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইস্‌রাফীলা, ফাতারাস্ সামাওয়াতি অল আরদি আলিমুল গাইবি আশ্‌শাহাদাতি আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা ই'বাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখ্‌তালিফুন, ইহ্‌দিনী লিমাখ্‌তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইয্‌নিকা ইন্নাকা তাহদী মান্ তাশাউ ইলা

সিরাতিম্ মুসতাকীম।

"হে খোদা! জীব্রাইল, মিকাইল ও ইস্‌রাফীলের পরওয়ারদিগার, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞাতা, যে সকল বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে তুমি তার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও। আর সত্যের ব্যাপারে জগতের সব মতবিরোধের ক্ষেত্রে আমাকে, তোমার রহমতের দ্বারা হেদায়াতের পথের পথিক করো। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছে করো সরল পথে চালিয়ে থাকো।"

বিতরের নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ নামাযের শেষে বিতর পড়াকালে প্রথম রাকাআতে সূরায়ে "আলা" পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাআতে সূরায়ে কাফিরুণ, তৃতীয় রাকায়াতে সূরায়ে এখলাস পাঠ করবে।

তাহাজ্জুদ ও বিতরের রাকাআতের বিবরণ

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে—

১। জনাব রাসূলে করীম (স) তিন রাকাআত বেতেরের নামাযে উপরোক্ত সূরাগুলো পাঠ করতেন।

২। হুজুর (স) তাহাজ্জুদের শেষ দু'রাকাআত আর বেতরের মধ্যবর্তী সময়ে এমনি উচ্চস্বরে সালাম ফিরাতেন যে, এর আওয়াজ শুনা যেত।

৩। অথবা, তিনি উচ্চস্বরে শুধু আখেরী রাকাআতেই সালাম ফিরাতেন।

৪। কখনো তাহাজ্জুদের দশ রাকাআতকে এক রাকায়াত দ্বারা বেতের বানিয়ে দিতেন। যার আট রাকাআত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাআত বিতর হতো।

৫। আবার কখনো তিনি মোট পাঁচ রাকায়াত পড়তেন যার ভিতর দু'রাআত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকায়াত বিতর থাকতো।

৬। আবার কখনো মোট সাত রাকাআত পড়তেন। যার চার রাকাআত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাআত বিতর।

৭। কখনো নয় রাকাআত পড়তেন, যার প্রথম ছয় রাকাআত তাহাজ্জুদ আর শেষ তিন রাকাআত হতো বিতরের নামায।

৮। অথবা, মোট এগারো রাকাআত পড়তেন, শেষের তিন রাকাআত বিতরের নামায। আর বাকীগুলো তাহাজ্জুদের নামায হতো।

৯। অথবা, এর চেয়েও তিনি অধিক পরিমাণ নামায পড়তেন। মোট কথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাধারণত তিনি আট রাকায়াত তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাআত বিতরের নামায পড়তেন। (৮+৩=১১)। আবার সুযোগ মতে দশ রাকাআত তাহাজ্জুদ তিন রাকাআত বিতর পড়তেন মোট তের রাকাআত হতো (১০+৩=১৩)। হাদিস শরিফে এমনিই উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদিসে রাকাআতের বিভিন্নতার কারণগুলো ঃ হুজুরের (স) সময় সুযোগ ও অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ঠ।

বিতিরের নামাযের দোয়া

১। বিতেরের আখেরী রাকায়াতে এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ ـ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ ـ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّلَيْتَ ـ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ـ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ـ

"হে খোদা! যাদেরকে তুমি সরল সহজ পথে পরিচালিত করেছ তাদের দলভুক্ত করে আমাকেও হিদায়েত দাও। আর যাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছ, তাদের দলভুক্ত করে আমাকেও ক্ষমা প্রদর্শন কর আর যাদের তুমি কৌশলী হয়েছো, তাদের জামায়াতে আমাকে সামিল করে তুমিও আমার কৌশলী হয়ে যাও! আমাকে যা কিছু তুমি দান করেছো তাতে বরকত দান করো, আমার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছ। তার দুষ্টতা থেকে আমাকে পরিত্রাণ দাও। নিশ্চয়ই সকলের উপরই তোমার হুকুম প্রজোয্য হয়ে থাকে, কিন্তু তোমার উপর কারো হুকুম প্রজোয্য হয় না। তুমি যার সাহায্যকারী হয়ে গেছ, সে কখনো অপমানিত হয় না। আর যাকে তুমি স্বীয় দুশমন বলে ঘোষণা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। তুমিই বরকত দানকারী। হে আমাদের পরওয়ারদিগার তুমিই সকলের উপর মহান গৌরবময় ও পবিত্র আমরা তোমার নিকট নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমার সামনে তাওবা করছি। হে খোদা! আমাদের নবীপাক (স)-এর প্রতি রহমত নাযিল করুণ।

২। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ـ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ـ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ ـ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লানা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা অল্ মু'মিনাতি অল্ মুসলিমীনা অল্ মুসলিমাতি, ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলুবিহিম ওয়াসলিহ যাতা বাইনাহুম, ওয়ান্‌সুরহুম্ আলা আদুব্বিকা ওয়া আদুব্বিহিম, আল্লাহুম্মাল্ আ'নিল্ কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দুনা আন্ সাবীলিকা ওয়া ইউকায্‌যিবুনা রুসূলাকা ওয়া ইউক্বাতিলুনা আওলীয়া আকা—আল্লাহুম্মা খালিফ বাইনা কালিমাতিহীম্ ওয়া ঝালযিল্ আকদামাহুম, ওয়া আনঝিল্ বিহীম বাসাকাল্লাজী তারুদ্দুহু আনিল কওমিল্ মুজরিমীন।

"হে খোদা! আমাদেরকে সমুদয় মুমীন-মুসলিম নর-নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর তাদের পারস্পরিক অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আর তোমার এবং তাদের দুশমনদের মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করো, হে খোদা! যে সকল কাফেররা লোকদেরকে তোমার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে আর তোমার রাসূলকে মিথ্যা জানে তোমার প্রিয়বান্দাদের সাথে লড়াই করে তাদের উপর তোমার অভিসাপ অবতীর্ণ করো। হে খোদা! তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দাও, তাদের পদস্খলন করে দাও, আর তাদের উপর তুমি এমন আযাব নাযিল করো, যা অপরাধী সম্প্রদায়ের থেকে আর ফিরত নেয়া না হয়।"

৩। দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়িনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়ানু'মিনু বিকা ওয়ানাতা ওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুছনী আলাইকাল্ খাইরা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লাউ ওয়া নাতরুকু মাইইয়্যাফ্জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী, ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস্য়া ওয়ানাহ্ফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল্ কুফ্ফারি মূল্ হিক্ব।

"হে খোদা! আমরা তোমার নিকট-ই সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আর তোমার সামনেই তাওবা করছি; আর তোমার প্রশংসা করছি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তোমার নাফরমানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি। তোমার জন্যই নামায পড়ছি ও সিজদা দিচ্ছি। তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি তোমার আযাবকে ভয় আর রহমতের আশা করছি! নিশ্চয়ই কাফেরদেরকে তোমার আযাব কষ্ট দেবে।

৪। বিতরের সালাম ফিরিয়ে নিচের দোয়াটি তিন বার পড়বে—

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ـ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ـ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসি। সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুসি। সুবহানা মালিকিল্ কুদ্দুসি রাব্বুল মালাইকাতি অর্রুহি।

"নিষ্কলংক বাদশাহ পবিত্র, সারে জাঁহানের নিষ্কলুষ বাদশাহ পবিত্র। সারে জাঁহানের বাদশাহ দোষত্রুটি থেকে মুক্ত তিনি সমূদয় সৃষ্টি জগতের পুতঃ পবিত্রতম বাদশাহ রূহ ও ফেরেস্তাদেরও পরওয়ারদিগার।" (প্রকাশ থাকে যে, তৃতীয়বার এ কালাম খুব উচ্চস্বরে পাঠ করবে।

৫। অতপর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ

مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ (اَنْتَ) كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা বিরিজাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বি মুয়া' ফাতিকা মিন ওকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিন্কা। লাউহসী ছানায়ান্ আলাইকা (আন্তা) কামা আছ্নাইতা আলা নাফ্সিকা—

"হে খোদা! আমি তোমার অসন্তুষ্টির থেকে বাঁচার জন্য তোমার সন্তুষ্টির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার শাস্তি থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যেও তোমার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি। আর তোমার আযাব থেকে তোমার কাছেই পানাহ নিচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসার হক আদায় করতে পারি না। নিশ্চয়ই তুমি তেমনি ও তদ্রূপ, যেমনি তুমি নিজের প্রশংসা নিজেই করেছো।"

ফজরের সুন্নাত নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদের পর ফজরের আযান শেষ হলে ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নাত সূরায়ে কাফিরুন আর এখলাস দ্বারা অথবা, প্রথম রাকয়াত নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা পড়বে।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা ওয়ামা উন্যিলা ইলা ইব্রাহীমা ওয়া ইসমাঈলা, ওয়া ইসহাকা, ওয়া ইয়াকুবা অল্ আছবাত। ওয়ামা উতিয়া মূসা, ওয়া ঈসা ওয়ামা উতিয়ান্ নাবীয়্যুনা মির্ রাব্বিহীম্ লানুফার্রিকু বাইনা আহদিম্ মিন্হুম্ ওয়া নাহ্নু লাহু মুসলিমূন—

"(হে খোদা!) তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আমাদের জন্য যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার উপর এবং হযরত ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াক্বব এবং আওলাদে ইয়াকুব (আ)-এর নিকট নাযিলকৃত সহীফাসমূহের উপরও ঈমান এনেছি যা মূসা (আ) এবং ইসা

pdf By Syed Mostafa Sakib

(আ)-এর উপর নাযিল করা হয়েছে তার উপরও এ ছাড়া অন্যান্য নবীগণ তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট হতে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন, তার উপরও আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এ সকল নবীগণের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য সৃষ্টি করি না। আর আমরাতো শুধু তারই অনুগত, যিনি এ সব নবীদেরকে তার বার্তাবাহক মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।"

আর দ্বিতীয় রাকায়াতে এ আয়াত পাঠ করবে—

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া আহলাল্ কিতাবি, তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িম্ বাইনানা ওয়া বাইনাকুম্ আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লাহা, ওয়ালানুশরিকা বিহী সাইয়্যাও ওয়ালা ইয়াত্তাখিজা বাজুনা বা'জান্ আরবাবাম্ মিন্ দুনিল্লাহ্ ফায়্যিন্ তাওয়াল্লাও ফাকুলূ আশ্হাদু বিআন্না মুসলিমুন।

"(হে নবী!) আপনি ঘোষণা করে দিন যে, হে আহলে কিতাবগণ (ইয়াহুদ-নাছারা)। এস আমরা এবং তোমরা এমন একটি বিষয়ের উপর একত্র হবো, যা তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে সমান (মর্যাদাপূর্ণ) আর তা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো এবাদত বন্দেগী করবো না এবং তার সাথে কাউকেও শরীক করবো না। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আমাদের ভিতর কাউকেও নিজেদের মাবুদ মনোনীত করবো না। এর পরও যদি তারা একথা থেকে ফিরে যায়, তবে আপনি বলেদিন যে, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আল্লাহ তাআলার (অনুগত) মুসলমান।

ফজরের সুন্নাৎ শেষ করে ঐ বৈঠকেই নিচের দোয়া তিনবার পড়বে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিব্রাঈলা ওয়া মিকাঈলা ওয়া ইসরাফীলা ওয়া মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আউযুবীকা মিনান্ নারি।

"হে জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফিল এবং মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিপালক। তোমার নিকট দোযখের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি।

এর পর সময় থাকলে ঐ স্থানেই কিবলা রুখ হয়ে ডান কাঁতে সুয়ে বিশ্রাম নিবে। জামায়াত আরম্ভ হলে তাতে শরীক হবে।

ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হবার বিবরণ

১। জামায়াতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্ (আল্লাহ তাআলার নামে তার উপর নির্ভর করে বের হচ্ছি) পড়ার পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نُزَلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন্ আন্ নাঝিল্লা আও নুযিল্লা আও নুদিল্লা আও নাজলিমা আও ইউজলামা আলাইনা আও নাজহালা আও ইউজ হালা আলাইনা।

"হে খোদা! আমাদের নিজের কারণে যেন নিজেদের বা অন্যের পদস্খলন না ঘটে, অথবা, আমার দ্বারা কারো প্রতি বা আমার উপর কারো দ্বারা জুলুম হওয়া, কিম্বা আমার দ্বারা অন্যের প্রতি বা আমার প্রতি অন্যের বর্বরতা প্রকাশ পাওয়া থেকে বাঁচার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।

২। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ التَّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল তাকালানু আলাল্লাহি।

"আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত কোন ক্ষমতা ও শক্তি পাওয়া যেতে পারে না। শুধু আল্লাহর উপরই নির্ভর"।

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

"আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি। আল্লাহর উপরই আমি নির্ভরশীল। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।"

৪। ঘর থেকে বের হতে আকাশের দিকে তাকিয়ে এ-দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ اُجْهَلَ عَلَىَّ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন আযিল্লা আও উজাল্লা আও আঝিল্লা আও উঝাল্লা আও আজলিমা আও উজলামা আও আজ্হালা আও উজহ্লা আলাইয়্যা।

"আয় আল্লাহ! আমি যেন নিজের বা অন্যের দ্বারা গোমরাহ্ না হই, অথবা, সরল পথকে নিজের বা অন্যের কারণে হারিয়ে না ফেলি; অথবা, আমার দ্বারা কারো প্রতি বা অন্যের দ্বারা আমার প্রতি মজলুম হওয়া কিম্বা, আমার দ্বারা কারো প্রতি অসদাচরণ হওয়া, বা অন্যের আমার প্রতি হওয়া অশ্লীল কাজ থেকে রেহাই পেতে আপনার আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি।"

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন—হুজুর (স) হুজরা থেকে ফজরের উদ্দেশ্যে বের হতে আকাশের দিকে তাকিয়ে এ দোয়াটি পড়তেন।

৫। নামাযের জন্য বেরিয়ে পথ চলাকালে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

(١) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا (٢) وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا (٣) وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا (٤) وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ (১) আল্লাহুম্মাজয়াল ফী কল্বী নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান্, ওয়া ফী সাময়ী নূরান, ওয়া আন্ ইয়ামিনী নূরান্ ওয়া আ'ন্ সিমালী নূরান্, ওয়া খালফী নূরান্, ওয়াজয়াল্লী নূরান (২) ওয়া ফী আ'সাবী নূরান, ওয়া ফী লাহামী নূরান্, ওয়া ফী দামী নূরান ওয়া ফী শায়'রী নূরান্, ওয়া ফী বাশারী নূরান। (৩) ওয়া ফী লিসানী নূরান্, ওয়াজয়ালফী নাফ্সী নূরান, ওয়া আজিম্লী নূরান্। (৪) ওয়াজ্য়া'লনী নূরান্।

"হে খোদা! আমার কলবে নূরের ঝলক সৃষ্টি করে দাও। আমার ডানে, আমার বামে সামনে-পিছে মোটকথা আমার আপাদ মস্তক সর্বত্র নূর পয়দা করে দাও। আর আমার মাংসপেশীতে, স্নায়ুতে ধমনীতে, রক্তে কেশরাজিতে, চামড়ায় এবং আমার জিহবায় ও অন্তর-আত্মায় নূর দান করে আলোকিত করে দাও। যখন তুমি বিরাটাকার নূরের ঝলক দান করো তখন আমার আপাদ মস্তক নূরানী করে দাও।

৬। অথবা এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল ফী কলবী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়াজ্ আ'ল ফী সাম্য়ী নূরান, ওয়াজ্ আ'ল্ ফী সাম্য়ী নূরান্, ওয়াজ আ'ল্ মিন খালফী নূরান্ ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়াজ আল মিন ফাওকী নূরান, ওয়া মিন্ তাহ্তী নূরান, আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরান।

" হে খোদা! তুমি আমার অন্তরে, জবানে, নূর দাও। আর আমার কর্ণে, দৃষ্টিতে নূর দাও আর তুমি আমার সামনে, পিছে, নীচে, সর্বত্র নূর দ্বারা আলোকিত কর। আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে নূর দান করো।"

মসজিদে প্রবেশ করার বিবরণ

১। মসজিদে প্রবেশ করার সময় এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহিল্ আজীমি, ওয়া বিঅজ্হিহীল্ কারীমি, ওয়া সুলতানিহীল্ কাদীমি, মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।

"আমি মহত্ত্ব গৌরব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমাশীল সত্তা ও চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছি; শয়তানের হাত থেকে।"

২। মসজিদে প্রবেশ করে দরূদ পাঠ করতঃ এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।

"হে খোদা! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ عَلَيْنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফতাহ্ লানা আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা ওয়া সাহ্হিল্ আলাইনা আব্ওয়াবা রিয্কিকা।

"হে খোদা! আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা উন্মুক্ত কর আর আমার জন্য রিযিকের পথ সহজ কর।

৪। অথবা, এ দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি অস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি।

"আল্লাহ তাআলার নামে এ মসজিদে পা রাখতেছি, আর নবী করীম (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি।"

৫। অথবা, এটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি।

"আমি আল্লাহ তাআলার নামে এবং নবী করীম (স)-এর সুন্নতের আনুগত্য করার উদ্দেশে মসজিদে প্রবেশ করলাম।

৬। আর ভিতরে বসে—আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদীন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

৭। পরিশেষে এ-প্রার্থনাটি পাঠ করে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী যুনূবী, ওয়াফতাহ্লী আবওয়াবা রহমাতিকা আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন।

"হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহরাশী ক্ষমা করে দিন। আর আপনার রহমতের দরওয়াজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আমাদের উপর আর আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের উপর আপনার করুণা ধারা বর্ষণ করুন।

মসজিদে আদব রক্ষার বিবরণ

মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত তাহ্ইয়াতুল অজুর নিয়তে নামায পড়ে বসবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তিকে হারানো বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ বা অনুসন্ধান করতে দেখলে বলবে—لَارَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ —লা-রাদ্দাহাল্লাহু আলাইকা খোদা যেন তোমাকে উক্ত বস্তু ফিরিয়ে না দেন।"

এরপর উক্ত লোকটিকে এ বলে বুঝিয়ে দিবে যে, এ ধরনের কাজের জন্য মসজিদ তৈরি হয়নি। অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, কোন লোককে মসজিদের ভিতর বেচা-কেনা করতে দেখলে لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ—লা-আরবাহাল্লাহু তিজারাতাকা (আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন মুনাফা না দেন এ বলে তাকে বুঝাবে যে, মসজিদে দুনিয়ার কাজ করা জায়েয নেই।)

মসজিদ থেকে বের হবার সময় পঠিত দোয়া

১। মসজিদ থেকে বের হতে দরূদ পাঠ করে এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'সিমনী মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।

" হে খোদা! আমাকে মরদুদ শয়তান থেকে বাঁচিয়ে রেখো।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। আর এ দোয়াও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা।

" হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি তোমার কৃপা প্রার্থী হচ্ছি।"

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি অস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহি।

"আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি। আল্লাহর নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

৪। আর এ দোয়াটি উচ্চারণ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফ্তাহ-লী আবওয়াবা ফাজলিকা।

"হে খোদা! তুমি আমার গুনাহরাশী মার্জনা করে দাও। আর তোমার দানের দরওয়াজাগুলো আমার জন্য উম্মুক্ত করে দাও।"

আযানের সময় এবং তার পরে পঠিত দোয়া ও আমল

১। হাদিস শরীফে আছে যে, আযানের কালিমা উনিশটি। (তা সবার জানা, তাই উল্লেখ করা হলো না) শুধু ফজরের আযানে "আচ্ছালাতু খায়রুম মীনান্ নাওম" অতিরিক্ত দু'বার বলা হয়ে থাকে।

২। মুয়াজ্জিনের বলা কালামসমূহ দ্বারাই শ্রোতাগণ আযানের জবাব দেবে।

৩। শুধু হাইয়্যা' লাচ্ছালাহ্ এবং হাইয়্যালাল ফালাহ বলার সময় জবাবে লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলবে।

হাদিসে আছে যে, আযানের সুহৃদ জবাব দাতা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

৪। অথবা, আশহাদু আল্ ... ইল্লাল্লাহ এর জবাবে নিম্নের দোয়াটি পড়বে। কেননা, হাদীসে আছে যে, আযানে পঠিত কালেমা তাওহীদের জবাবে দোয়াটি পড়লে তার গুনাহ মার্জনা করা হবে। আর যারা মুয়াজ্জিনের ন্যায় কালাম উচ্চারণ করে জবাব দিবে, তাদের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত। নবী করীম (স) কোন সময় আযানের ভিতর কালিমায়ে শাহাদাতের জবাবে শুধু আমি, আমি বলে জবাব দিতেন। উক্ত দোয়াটি এরূপ—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান অ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাজীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন্ রাসূলান ওয়া বিল ইস্লামি দ্বীনান।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) তার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাআলাকে আমার প্রতিপালক, হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আমার রাসূল ও পথপ্রদর্শক আর ইসলামকে আমার জীবন বিধান রূপে খুশীতে কবুল করলাম।"

৫। আযান শেষে দরূদ পড়ে পরে নিম্নের দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাম্মা রাব্বা হাজিহীদ, দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি অস্সালা তিল্ কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ অসীলাতা অল্ ফাজীলাতা ওয়াবয়া'ছ্হু মাকামাম্ মাহমুদা নিল্লাযী ওয়াদ্তাহু ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

"হে খোদা! এ পূর্ণ দাওয়াত ও উপস্থিত নামাযের মালিক। হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে অসিলা ও ফজিলত দান করো। আর তাকে সে মাকামে মাহমুদায় পৌছিয়ে দাও যা তুমি ওয়াদা করেছো। নিশ্চয় তুমি কখনো ওয়াদার খেলাফ করো না।"

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, "অসিলা" হচ্ছে জান্নাতের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান, আর তা আল্লাহ একজন খাস বান্দাকে দান করবেন, হুজুর (স) বলেন—আমি আশা করি সে খাছ বান্দা আমি।

তোমরাও এ বিশিষ্ট স্থানটি পাওয়ার উদ্দেশে আমার জন্য দেয়া করো। যারাই আমার জন্য এ উদ্দেশে দোয়াকারী অবশ্যই আমার শাফায়াত প্রাপ্ত হবে।

৬। অথবা, বর্ণিত নিয়মে আযানের পর এ দোয়াটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاجْعَلْهُ فِى الْاَعْلِيَيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِى الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'তি মুহাম্মাদানিল্ অসীলাতা অলফাজিলাতা অজ্ আ'লহু ফীল আ'লী'না দারাজাতাহু ওয়াফীল্ মুস্তাফীনা মাহাব্বাতাহু, ওয়াফীল্ মুকাররাবীনা যিক্‌রাহু।

"হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে "অসিলা" দান করে অধিক ফজিলত দান করো। আর তাঁকে উক্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করো আর তোমার পছন্দনীয় লোকদের অন্তরে তাঁর মুহাব্বত দাও এবং তোমার ফেরেস্তাদের মজলিসে তাঁর কথা স্মরণ করো।"

হাদিস শরীফে আছে—যে লোক মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দিবার পর উপরোক্ত "অসিলা"-এর দোয়াটি পড়বে কিয়ামতে তার জন্য শাফায়াত করা হুজুরের (স) জন্য ওয়াজীব হয়ে যাবে।

৭। অথবা, আযানের পর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّىْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহীদ্ দাওয়াতিল্ ক্বায়িমাতি অস্‌সালাতিল্ নাফিয়া'তি আলা মুহাম্মাদিন্ ওরদা আ'ন্নী রেদান্ লা-তাস্‌খাতু বা'দাহু।

"হে খোদা! এ চিরন্তন দাওয়াত (আযান) ও কল্যাণময়ী নামাযের মালিক! আপনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহমতের ধারা বর্ষিত করুন এবং আমার প্রতি এমন ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যান যেন, এর পর আর কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

হাদিস মতে যে লোক আযানের পর উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করবেন।

৮। অথবা, আযানের পর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে। হাদিসে আছে যদি কেউ কোন কঠিন মুসিবতে পড়ে যায়; তার উচিত আযানের সময়ের জন্য অপেক্ষা করা আর আযানের পর যদি নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ে স্বীয় বিপদ

দূরীকরণ ও মাকসুদ পূর্ণের জন্য দোয়া করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করে থাকেন। দোয়াটি এরূপ—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقْوٰى اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَاَمْوَاتًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহীদ দাওয়াতিস্ সাদিকাতিল্ মুস্তাজাবি, লাহা দাওয়াতিল্ হাক্কি ওয়া কালিমাতিত তাকওয়া, আহ্‌ইনা আলাইহা, ওয়া আমিত্‌না আলাইহা ওয়াব্‌য়া'ছনা আলাইহা অজয়া'লনা মিন খিয়ারি আহ্‌লিহা আহইয়াআন্ ওয়া আমওয়াতান্।

"হে খোদা! হে সত্য ও মকবুল দাওয়াত (আযান) ও কলেমায়ে তাকওয়ার মালিক! তুমি আমাদেরকে এই কলেমার উপর জীবিত রাখ, আর তার উপরই আমাদেরকে মৃত্যু করো। আর হাসরের দিন তার ভিত্তিতেই আমাদেরকে উঠাও; আমাদেরকে হায়াত-মউত (জীবন মরণ) উভয় অবস্থার সত্য পথের পথিক তাওহীদবাদীদের জামায়াতে সামিল করো।

আযান এক্বামতের মধ্যবর্তী সময় পঠিত দোয়া

১। হাদিস শরীফের বর্ণনা মোতাবেক এক্বামতে ১১টি শব্দ ব্যবহৃত হয় আর এক হাদিসে আছে যে, আযান এক্বামতের ন্যায়ই। পার্থক্য শুধু এই যে, এক্বামতে তারজী (উচ্চস্বরে পড়া) নেই আর দুবার শুধু "কাদ্‌কামাতিস্ সালাহ" বলতে হয়। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে—

২। আযান ও এক্বামতের মধ্যবর্তী সময়টি দোয়া কবুলের সময়। অতএব, এ সময় এটিও পরকালের মঙ্গল কামনা করে নিম্নের দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকাল আফওয়া অল্ আ'ফীয়াতা আলমুয়াফাতি ফীদ দুনিয়া অলআখিরাতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর প্রতিটি রোগ ব্যাধি ও দুনিয়া আখেরাতের আযাব থেকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

নামাযের দোয়ার বিবরণ

১। ফজরের নামাযের জন্য দাড়িয়ে এ দোয়া পাঠ করবে—

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا ـ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ ـ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَايَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ ـ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ ـ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

উচ্চারণ ঃ অজ্‌জাহ্‌তু অজ্‌হীয়া লিল্লাযী ফাতারাস্‌ সামাওয়াতি অল্‌ আর্‌দা হানিফাম্‌ মুসলিমান্‌ ওয়ামা আনা মিনাল্‌ মুশ্‌রিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল্‌ আলামীন। লা-শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমির্‌তু ওয়াআনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা-আন্‌তা রাব্বী ওয়া আনা আবদুকা জলাম্‌তু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিযাম্‌বী ফাগ্‌ফিরলী যুনূবী জামীয়া! ইন্নাহু লাইয়াগ্‌ ফিরুযযুনূবা

ইল্লা আন্‌তা ওয়াহদিনী লি আহ্‌সানিল্‌ আখ্‌লাক, লা-ইয়াহ্‌দী লিআহ্‌সানিহা ইল্লা আন্‌তা; ওয়াআসরিফ্‌ আ'ন্নী সাইয়্যিয়াহা, লা-ইয়াস্‌রিফু আন্নী সাইয়্যিয়াহা ইল্লা আন্‌তা, লাব্বাইকা ওয়া সাআ'দাইকা, অল্‌ খাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা ওয়া সার্‌রু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ও ইলাইকা তাবারাক্‌তা, ওয়া তাআলাইতা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

"আমি স্বীয় মুখমন্ডল সে মহান প্রভুর দিকে ফিরিয়েছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তারই অনুগত হচ্ছি। অংশীদারীদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, আমার নামায আমার ইবাদত আমার জীবন-মরণ সবকিছু সেই আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন অংশীদার নেই। তা করারই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি অনুগতদের মধ্যেই আছি। হে খোদা! তুমিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমিই আমার পরওয়ারদিগার; আমি তোমার বান্দা। আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি. আমি তোমার নিকট গুনাহের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার সমুদয়গুনাহ মার্জনা কর. কেননা তুমি ব্যতীত কেউই গুনাহ মার্জনা করতে পারে না। আমাকে নেক আমল আখলাকের পথে পরিচালিত কর! কেননা নেক আখলাক ও আমলের পথে তুমি ব্যতীত আর কেউ পরিচালিত করতে পারে না। আর অসৎ আমল আখলাককে তুমি আমার থেকে বিদূরিত কর। কেননা অসৎ আমল আখলাককে তুমি ব্যতীত কেউ বিদুরিত করতে পারে না। খোদা আমি উপস্থিত। আনুগত্যের জন্য আমি প্রস্তুত। আর সমুদয় কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। অকল্যাণ তোমার অভ্যাস বহির্ভুত। আমি তোমার দয়ায় জীবিত আছি আর তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছি। কল্যাণময় ও বরকতদাতা। তুমি মহান ও গৌরবময়। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

২। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বায়ি'দ্‌ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়ায়া কামাবায়া'দ্‌তা বাইনাল্‌ মাশ্‌রিকি অল্‌মাগ্‌রিবি। আল্লাহুম্মাগ্‌সিল্‌ খাতাইয়ায়া বিলমায়ি অছ্‌ছালজি অল বারাদি।

"হে খোদা! তুমি আমার এবং আমার গুনাহরাশির মধ্যে এমন বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যেমন তুমি মাশরিক্ ও মাগরিবের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রেখে দিয়েছো। হে খোদা! তুমি আমার গুনাহরাশিকে পানি, বরফ আর শিলা বৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও।"

৩। অতপর তাকবীরের পর এ দোয়া পাঠ করবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়াতাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

"হে খোদা! আমি তোমার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার গুণগান ও প্রশংসার সাথে। তোমার নাম বরকত পূর্ণ। আর তোমার মর্যাদা ও শান শওকত বিরাট ও মহান। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।

৪। তাকবীরের পর (নফল ও তাহাজ্জুদ বাদ) এ-দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্হাম্দুলিল্লাহি কাসীরান ওয়া সোবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা।

"আল্লাহ্ বিরাট ও মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—অগণিত প্রশংসা তাঁর। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

৫। অথবা, এ কালাম পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহ হামদান্ কাসীরান্ তাইয়্যিবান্ মুবারাকান্ ফিহি।

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; এমন প্রশংসা যা খুবই পবিত্র, খুবই বরকতময়।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬। আর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ ذَنْبِىْ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَنَقِّنِىْ مِنْ خَطِيْئَتِىْ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ مِنَ الدَّنَسِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনী ওয়া বাইনা যাম্বী কামা বায়া'দ্তা বাইনাল্ মাশরীকি অল মাগরিবি, ওয়া নাক্কিনী মিন্ খাতিয়াতী কামা নাক্কাইতাহ্ ছাওবা মিনাদ্ দানাসি।

"হে খোদা! তুমি আমার এবং আমার গুনাহর মধ্যে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি কর যেমনি মাশরীক ও মাগরিব-এর মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছো। আর আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনিভাবে পবিত্র করো, যেরূপ কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাকো।"

৭। আর এ-কালামও নিম্নের নিয়মে পড়বে বিশেষ করে রাতে নফল নামাযে তিনবার করে আল্লাহু আকবার আল্হামদুলিল্লাহ্ হামদান কাছিরা, সোবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসিলা, পাঠ করে দোয়াটি পড়বে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ.

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম, মিন্ নাফখিহী ওয়া নাফছিহী ওয়া হাম্যিহী।

"আমি আল্লাহর নিকট শয়তানের সৃষ্ট অহংকার, তার দূষিত ফুৎকার এবং ক্ষতিকর ভাবনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮। আর এ কালামও পাঠ করা যেতে পারে—

سُبْحَانَ ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ ঃ সুবহানা যীল মালাকুতি অল্ জাবারুতি অল্ কিব্রিয়ায়ি অল্ আজমাতি।

"আল্লাহ পবিত্র ও ত্রুটি মুক্ত। তিনি অসীম সাম্রাজ্য, ক্ষমতা, মহত্ত্ব ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিপতি।

৯। ইমামের সূরায়ে ফাতেহা পাঠ শেষ হতেই নীরবে আমীন বলবে। মাঝে মাঝে রাব্বিগফীরলী আমীন বলবে। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, (১) ইমামের ফাতেহার অলাদ্দোআল্লীন পাঠ শেষে মোকতাদীরা আমীন বললে আল্লাহ এ দোয়া কবুল করেন। (২) ইমামের আমীন বলার সাথে মোকতাদীগণও আমীন বলবে। এ সময় ফেরেস্তাগণও আমীন বলে থাকে। যাদের আমীন ফেরেস্তাদের আমীনের সাথে উচ্চারিত হবে আল্লাহ তাদের পিছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(৩) অপর এক হাদিসে আছে যে, জনাব নবী করীম (স) উচ্চ অথচ ক্ষীণস্বরে আমীন এমনিভাবে বলতেন যে, প্রথম কাতারের নিকটস্ত লোকেরা শুনতে পেতেন। (৪) অপর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, কখনো হুযুর (স) (শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে) তিনবার আমীন বলতেন।

রুকুর দোয়াসমূহ

১। নামাযের রুকুতে গিয়ে কমপক্ষে তিনবার এ তাসবী পাঠ করবে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ "(সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম) আমার মহান প্রভু পবিত্র।"

২। মাঝে মাঝে নফল নামাযের রুকুতে এ তাসবীহ পাঠ করবে—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ -

উচ্চারণ ঃ সোবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী।

"আয় আল্লাহ! তুমি পবিত্র! হে আমাদের প্রভু তোমারই গুণগান ও প্রশংসা। এলাহী। আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

৩। আর এ তাসবীহও পাঠ করা যেতে পারে—سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী) "আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তার জন্যই প্রশংসা।"

৪। আর রুকুতে গিয়ে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকায়াতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া খাসায়া লাকা সামযী,' ওয়া বাসারী, ওয়া মুখী ওয়া আজ্মী ওয়া আসাবী।

"হে খোদা! তোমার জন্যই আমি রুকু করছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছি, আর তোমার সামনেই আমার কর্ণ, চক্ষু, হাড় ও হাড়ের মগজ সবকিছু অবনত হয়ে আছে।

৫। আর এ তাসবীহ পাঠ করবে—

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি অর্রূহি।

"তুমি অত্যন্ত পবিত্র এবং তুমি ফেরেস্তাবর্গ ও রুহুল আমীন (হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর প্রভু।"

৬। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

رَكَعَ لَكَ سَوَادِىْ وَخَيَالِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ - اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ هٰذِهٖ يَدَاىَ وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ -

উচ্চারণ ঃ রাকায়া লাকা সাওয়াদী ওয়া খিয়ালী ওয়া আমানা বিকা ফুয়াদী। আবূয়ু বিনিয়া'মাতিকা আলাইয়্যা। হাজিহী ইয়াদায়া ওয়ামা জানাইতু আলা নাফ্সী।

"আমার দেহ আমার চিন্তাধারা সবকিছু তোমার পানে অবনত। আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, আর আমি আমার নিজের উপর তোমার যে নেয়ামত রয়েছে, অর্থাৎ হস্তযুগল তার স্বীকারোক্তি দিয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

৭। অথবা, এটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ -

উচ্চারণ ঃ সোবহানা যীল যাবারুতি অল্ মালাকুতি অল্ কিবরিয়ায়ি অল্ আজমাতি। "পুতঃপবিত্র তিনি! বিরাট ক্ষমতা, শক্তি, সাম্রাজ্য ও গৌরব মহত্ত্বের একচ্ছত্র মালিক তিনিই।"

রুকু হতে উঠার পরের দোয়া

১। রুকু থেকে দাঁড়াবার সময় সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন বলে দাঁড়াবে ২। এরপর বলবে রব্বানা লাকাল হামদ, আমাদের প্রভুর জন্য সকল প্রশংসা ৩। অথবা, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ (হে প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসা করছি) বলবে। ৪। অথবা, রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। (অর্থ ৩নং দেখুন) ৫। সুন্নাত ও নফল নামাযে রুকু থেকে উঠার পর এ দোয়া অতিরিক্ত পাঠ করবে।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাছীরান তাইয়্যিবান মোবারাকান ফীহি।

"হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। তোমার প্রশংসা খুব বেশি পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।"

৬। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ـ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ عَنِ الْوَسَخِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু মিল্য়াস্ সামাওয়াতি ওয়ামিল্য়াল্ আরদি ওয়া মিল্য়া মা শি'য়তা মিন্ সাইয়্যিম বায়া'দু। আল্লাহুম্মা তাহ্হিরনী বিছ্ছাল্জি অল্বারাদি অলমায়িল বারিদি। আল্লাহুম্মা তাহ্হিরনী মিনায্ যুনূবি অল্খাতাইয়া, কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াজু মিনাল্ ওয়াসাখি।

"হে খোদা! তোমার জন্য আসমান-যমীন ভরপুর এবং তার পর সেই বস্তু ভরে দেয়া পরিমাণ যা তুমি ইচ্ছে করো;—তোমার প্রশংসা করছি। হে খোদা! তুমি আমাকে বরফ দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা আর শীতল পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করে দাও। হে খোদা! তুমি; কাপড়কে যেমন ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে, অনুরূপে আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ـ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামদু মিলয়াস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্য়াল্ আরদি মা বাইনাহুমা অমিল আমা শি'তা মিন্ সাইয়্যিম্ বা'য়াদু; আহলুছ্ছানায়ি অল্মাজ্দি আহাক্কুন মা কালাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকাল আ'বদু, লা-মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মুয়'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ান্ফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্কাল্ জাদ্দু।

"হে আমাদের প্রতি পালক। তোমার জন্যই আসমান-যমীন আর তার ভিতরকার সব কিছু ভরপুর করে দেয়া পরিমাণ প্রশংসা আর এর পর যে বস্তু ভরে দেয়া পরিমাণ তুমি ইচ্ছে করো তৎপরিমাণ প্রশংসা তোমার—যে প্রশংসা মহত্ব ও গৌরবের মালিক তুমিই। তোমার শানে তোমার বান্দা যা কিছু বলেছে, তার চেয়ে তুমি আরো অধিক গুণগান পাবার যোগ্য আমরা সকলে তোমারই বান্দা। তুমি যা দান করবে, তা কেউই বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আর যা তুমি বন্ধ করে রাখবে, তা কেউই দিতে পারবে না। আর তোমার আযাব ও গজব থেকে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকেই তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে পারবে না।"

৮। অথবা, এ দোয়াটি ও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَاَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْمَجْدِ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْمَجْدِ مِنْكَ الْمَجْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামদু মিল্য়াস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্য়াল্ আরদি ওয়া মিলয়া মা বাইনাহুমা ওয়া মিলয়া মা শিয়্তা বায়'দু আহ্লুছ্ছানায়ি ওয়া আহলুল্ কিবরিয়ায়ি অল্ মাজ্দি লা-মানিয়া' লিমা আ'তাইতা, অলা'-ইয়ান্ফায়ু যাল্মাজদি মিন্কাল্ মাজ্দু।

সিজদার ভিতর পঠিত দোয়া

১। সিজদার ভিতর কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বীইয়াল আলা" (আমার মহান ও গৌরবময় প্রভু পবিত্র) পাঠ করবে।

অতপর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিজাকা মিন সাখাতিকা. ওয়া বিমুয়াফাতিকা মিন্ ওকুবাতিকা. ওয়া আউযুবিকা মিন্কা লাউহসী সানায়ান্ আলাইকা আন্তা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা।

"হে খোদা! নিশ্চয় আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে নাজাতের জন্য তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় নিচ্ছি। আর তোমার শাস্তি থেকে রেহাই পেতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় নিচ্ছি। তোমার যথাযথ প্রশংসা করার ক্ষমতা আমাদের নেই. তুমি তদ্রূপই যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজেই করছো।"

২। অথবা. এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوَرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়াবিকা আমান্তু ওয়া লাকা আসলামতু সাজাদা অজ্হীয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়্যারাহু ফাআহ্সানা

বিঃদ্রঃ—আট নম্বর দোয়াটি ভাষার দিক দিয়ে যৎকিঞ্চিত অন্যরূপ হলেও অর্থের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী দোয়াটির সাথে এর মিল রয়েছে। এজন্য এখানে অর্থ লিখা হলো না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুয়ারাহু ওয়া সাক্কা সাম্য়াহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহসানাল খালিক্বীন।

"হে খোদা! আমি তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, আর তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছি, আমার ললাট সেই পরওয়ারদিগারকে সিজদা করেছে,—যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দিয়েছেন। তিনি সত্যই বরকতপূর্ণ এবং তার সুন্দর সৃষ্টির নৈপুণ্যতা রয়েছে।

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

خَشَعَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَدَمِىْ وَلَحْمِىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهٖ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

"আমার কর্ণ, চক্ষু এবং আমার হাড় মাংস, শিরা-উপশিরা এক কথায়—আমার অস্তিত্বের আপদ মস্তক যা কিছু আছে। তারা সকলেই রাব্বুল আলামীনের সামনে সিজদাবনত।"

আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি অর্রূহ।"

৪। আর এ কালাম মুখে উচ্চারণ করবে—সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা। (হে আমাদের প্রতিপালক খোদা। তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা করা হচ্ছে।)

৫। অথবা, এ প্রার্থনা করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী যামবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু আউওয়্যালাহু, ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানীয়াতাহু ওয়া সির্রাহু।

"হে খোদা! তুমি আমার ছোট বড় পূর্বের পরের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।"

৬। আর এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ سَجَدَلَكَ سَوَادِىْ وَخَيَالِىْ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِىْ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَهٰذَا مَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ يَا

عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ اغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الْعَظِيْمَةَ اِلَّا رَبُّ الْعَظِيْمُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাজ্জাদা লাকা সাওয়াদী ওয়া খেয়ালী ওয়া'বিকা আমানা ফুয়াদী আবুয়ু বিনিয়ামাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া হাজা মা জানাইতু আলা নাফ্ছী ইয়া আজীমু ইয়া আজীমুগ্ ফিরলী। ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ ফিরুয্যুনুবাল্ আ'জীমাতা ইল্লা রাববুল আজীমু।

"হে খোদা! আমার দেহটিও যেমন তোমার দরবারে সিজদাবনত তেমনি আমার চিন্তাধারাও সিজদাবনত। আমার অন্তঃকরণ তোমার উপর ঈমান এনেছে। আমার উপর তোমার দেয়া নেয়ামতসমূহের কথা শুকরিয়া স্বরূপ স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমার আত্মার উপর যে অত্যাচার আমার দ্বারা হয়েছে তাও স্বীকার করছি। হে বিরাট করুণাময়ী। হে মহান ক্ষমাশীল। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা বিরাট বিরাট গুনাহসমূহ গৌরবময় মহান প্রভুর দ্বারাই ক্ষমা হতে পারে।

৭। আর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ.

উচ্চারণ ঃ সোবহানা যিল মুলকি অল মালাকুতি সোবহানা যিল ইজ্জাতি অল জাবারুতি সোবহানাল্ হাইয়্যিল্লাযী লা-ইয়ামূতু আউযু বি-আফয়্যিকা মিন ইক্বাবিকা। ওয়া আউযুবিকা বিরিজাকা মিন সাখাতিকা। ওয়া আউযুবিকা মিন্কা জাল্লা অজ্হুকা।

"দেশ ও সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান সম্মানিত ও বিরাট ক্ষমতার মালিকের। আর যিনি চিরন্তন জীবিত; যার কোন মৃত্যু নেই, সে অবিনশ্বর সত্তার ও পবিত্রতার বর্ণনা দিচ্ছি। আমি আশ্রয় নিচ্ছি তোমার আযাব থেকে রক্ষার জন্য তোমার ক্ষমার কাছে, তোমার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সন্তুষ্টির নিকট; তোমার গজব থেকে বাঁচার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য তোমার রহমতের ছায়াতলে তুমি আমাকে এ থেকে রক্ষা করো, তোমার সত্তা বিরাট, মহান ও গৌরবময়।

৮। অথবা, এ দোয়া দু'টি পাঠ করবে—

رَبِّ اَعْطِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আ'তি নাফ্সী তাক্ওয়াহা ওয়াযক্কিহা আন্তা খাইরুন মান্ যাক্কাহা আন্তা অলীয়্যুহা ওয়া মাওলাহা, আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী মা আস্রারতু ওয়ামা আয়'লান্তু।

"হে আমার প্রভু। তুমি আমার আত্মাকে পরহেজগারী দান করো। আর তাকে সমুদয় অপমানের হাত থেকে পবিত্র করো। তুমিই তার সব চেয়ে উত্তম পবিত্রতাকারী। তুমিই তার কৌশলী ও বন্ধু। হে খোদা! আমার গোপনে ও প্রকাশ্যে কৃত গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও।"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَّاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্য়াল্ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াজয়াল, ফী-সাম্য়ী নূরান্ ওয়াজ্য়াল ফী বাসারী নূরান্ অজ্য়াল্ আমামী নূরান্ অজ্য়া'ল্ খাল্ফী নূরান্। অজ্য়া'ল্ মিন্ তাহ্তী নূরান্ ওয়া আ'জিম্লি নূরান।"

"হে খোদা! তুমি আমার অন্তঃকরণ নূর দ্বারা জ্যোতিময় করে দাও। আর আমার কর্ণে ও চক্ষেও নূর সৃষ্টি করে দাও। আমার সামনে-পিছে উপরে-নীচে সর্বত্র নূর সৃষ্টি করে দাও। হে খোদা! আমাকে তোমার বিরাটকায় নূর দান করো।"

সিজ্দায়ে তেলাওয়াতের দোয়া

১। সিজদায়ে তেলাওয়াতের ভিতর কমপক্ষে তিনবার "সুবহানা রাব্বীইয়াল আলা" বলার পর বারবার এ কালাম পাঠ করবে—

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ بَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ সাজাদা অজ্হীয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়্যারাহু ওয়া শাক্কা সাময়া'হু বাসারাহু ওয়া বিহাওলিহী ওয়া কুয়্যাতিহী ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন।

"আমার মুখমণ্ডল সেই মহান পরওয়ারদিগারের জন্য সিজ্দা করছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। আর শুধুমাত্র স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি দ্বারা তাকে কান ও চক্ষু দান করেছেন। সুতরাং তিনি খুবই বরকতময় ও উত্তম সৃষ্টিকর্তা।

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاءُدَ عَلَيْهِ وَعَلٰى نَبِيِّنَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্তুব্লী ইন্দাকা বিহা আজ্রাও্ তদ্বাআন্নী বিহা বিয্রান্ ওয়াজয়া'লাহা লী ইন্দাকা যূখরাও ওয়া তাকাব্বাল্হা মিন্নী কামা তাকাব্বাল্তাহা মিন্ আব্দিকা দায়ুদা আলাইহি ওয়া আলা নাবীয়্যিনা সালাতু ওয়াস্সালাম।

"হে খোদা! তুমি এ সিজদাকে কবুল করে নাও। আর তার সওয়াব তোমার নিকট লিখে রাখো। আর তার অসিলায় আমার থেকে গুনাহের বোঝা উঠিয়ে নাও। আর এ সিজদাকে তুমি আমার জন্য তোমার নিকট সঞ্চিত ধন বানিয়ে রেখ। আর এ সিজদাকে আমার তরফ থেকে এমনভাবে কবুল করে নাও, যেমন—তুমি তোমার বান্দা হযরত দাউদ (আ)-এর থেকে কবুল করে নিয়েছিলে। তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আর বর্ষিত হোক আমাদের নবী পাকের প্রতি।

এ সিজ্দা নামাযের মধ্যে অথবা বাইরে যখনই করা হোক না কেন, তাতে "সুবহানা রাব্বী ইয়াল আলা" পাঠ করার পর তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে— يَا رَبِّ اغْفِرْلِىْ (ইয়া রাব্বিগ্ফিরলী) "হে পরওয়ারদিগার আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে লোক স্বীয় ললাট দ্বারা সিজদা করতঃ ইয়া রাব্বিগফিরলী পাঠ করে, সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করার পূর্বেই তার ক্ষমা প্রদর্শন হয়ে যায়।

উভয় সিজদার মাঝখানে বসার সময় পঠিত দোয়া

উভয় সিজদার মধ্যবর্তি বসার সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَارْفَعْنِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়ার্হাম্নী ওয়া আফিনী ওয়াহ্দিনী ওয়ারযুকনী ওয়াজ্বুরনী ওয়ারফায়'নী।

"হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে সহীহ ঈমান দান করুন। আর আমাকে হেদায়াত করুন এবং হালাল রিযিক দান করুন। আমাকে আপনি নিজেই অনুগত বানিয়ে দিন এবং আমাকে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করুন।"

কুনুতে নাযেলার বিবরণ

১। কোন সাধারণ বালা-মুসিবতের সময় যেমন— দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, মহামারী ও শত্রুর আক্রমণের সময় এ কুনুতে নাযেলা ফজরের নামাযের বা জোহরের নামাযের শেষ রাকায়াতে রুকুর পর পাঠ করবে। যদি ইমাম সাহেব পাঠ করেন, তবে মুক্তাদিগণ প্রত্যেক বাক্যের শেষে আমীন বলবে।

কুনুতে নাযেলা—

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّلَّيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহদিনী ফী-মান্ হাদাইতা ওয়া আ'ফিনী ফীমান্ আ'ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিকলী ফীমা-আ'তাইতা, ওয়াক্বিনী সাররা মা কাজাইতা, ফাইন্নাকা তাক্জী ওয়ালা ইউকজা আলাইকা, ওয়া ইন্নাহু লা-ইয়াযিল্লু মান্ অল্লাইতা, ওয়ালা ইয়াইয্যু মান্ আদাইতা, তাবারাক্তা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা, নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতূবু ইলাইকা সাল্লাল্লাহু আলান্ নাবীয়্যি।

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ عَلٰى عَدُوِّهِمْ ـ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَاتَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলানা ওয়া লিল্মু'মিনীনা অল্মু'মিনাতি অলমুসলিমীনা অলমুসলিমাতি ওয়া আল্লিফ্ বাইনা কুলুবিহিম্ ওয়াসলিহ যাতা বাইনাহুম, ওয়ান সুরহুম্ আলা আদুব্বিকা ওয়া আদুব্বিহিম। আল্লাহুম্মাল্য়ানিল্ কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দুনা আ'ন্ সাবীলিকা ওয়া ইউ কাজ্জিবুনা রুসুলাকা ওয়া ইউকাতিলুনা আওলিয়ায়াকা; আল্লাহুম্মা খালিফ্ বাইনা কালিমাতিহিম্। ওয়া যাল্যিল্ আক্দামাহুম্, ওয়া আনযিল বিহীম্ বায়'সাকাল্লাযী লাতারুদ্দুহু আনিল্ কওমিল্ মুজরি'মীন।

কা'দার মধ্যে আত্যাহিয়্যাতু পাঠের বিবরণ

১। নামায দু' রাকায়াত পড়ার পর যখন বসবে তখন এ আত্যাহিয়্যাতু পাঠ করবে—

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত দোয়া দুটির অর্থ বিতরের নামাযের বিবরণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, প্রয়োজন বোধে দেখে নিন।

اَلتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্যাহিয়্যাতু লিল্লাহি অস্ সালাওয়াতু অত্যাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আ'লাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

"সর্ব প্রকার মৌখিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। আর সমুদয় কায়িক ও কর্মময় ইবাদত এবং মালী ইবাদতও আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে আল্লাহর নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর আল্লাহর রহমত ও বরকতও বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর আর আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, আর হযরত মুহাম্মদ (স) তার প্রেরিত রাসূল।

২। আত্যাহিয়্যাতু বিষয় সম্বলিত হাদিসের কোন কোনটিতে বিসমিল্লাহ এবং বিল্লাহ শব্দ উল্লেখ রয়েছে সুতরাং আত্যাহিয়্যাতু পাঠের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ এবং বিল্লাহ শব্দ সংযোজন করে আরম্ভ করা উচিত।

৩। অথবা, এ আত্যাহিয়্যাতু পাঠ করবে—

اَلتَّحِيَاتُ الْمُبَارَكَةُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্যাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস্ সালাওয়াতুত্ তাইয়্যিবাতু লীল্লাহিস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন্ আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লহি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

"বরকত পূর্ণ মৌখিক ইবাদত আর পবিত্রতম দৈহিক ইবাদত সবই আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হে নবী! আপনার উপর সালাম রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আর শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।"

৪। এ আত্যাহিয়্যাতুটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَلتَّحِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ) وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্যাহিয়্যাতুত্ তাইয়্যিবাতু অস্সালাওয়াতু লিল্লাহি অস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন্ আশ্হাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (অহ্দাহু লা-শরীকালাহু) ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

"পবিত্রতম সকল মৌখিক ও দৈহিক ইবাদতসমূহ আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর আর আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন শরিক নেই। আর হযরত মুহাম্মদ (স) যে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এ সাক্ষ্যও আমি দিচ্ছি।"

৫। আর এ আত্যাহিয়্যাতুটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَلتَّحِيَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"সমূদয় মৌখিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য নিয়োজিত এবং সমূদয় আর্থিক ও দৈহিক ইবাদতও আল্লাহর জন্য। হে নবী। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আর বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং নেক বান্দাগণের উপর। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো উপাস্য হবার অধিকার নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) যে তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল, আমি তা মনে প্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৬। অথবা, ইচ্ছা হলে এ আত্যাহিয়্যাতুও পড়া যেতে পারে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرَ الْاَسْمَاءِ اَلتَّحِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি খাইরাল আসমায়ি, আত্যাহিয়্যাতুত্ তাইয়্যিবাতু আস্সালাওয়াতুল্লাহি, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান, আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আরসালাহু বিল হাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযিরাও ওয়া আন্নাস সায়াতা আতীয়াতুন লা-রাইবা ফীহা আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী ওয়াহ্দিনী।

"আল্লাহ তাআলার নাম দ্বারা বিশেষ করে সেই আল্লাহ শব্দ দ্বারা আরম্ভ করছি, যা সবচেয়ে উত্তম নাম। মৌখিক, আর্থিক, কায়িক সকল শ্রেণীর ইবাদতসমূহ আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত মাবুদ হবার কারো যোগ্যতা নেই। মাবুদ হবার বৈশিষ্ঠে তিনি

বিঃ দ্রঃ—আত্যাহিয়্যাতু সম্বলিত হাদিসের কোন কোন রেওয়ায়েতে অহ্দাহু লা-শারীকালাহু, শব্দ উল্লেখ নেই বলে তা বেরাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কতিপয় রেওয়ায়েতে অস্সালাওয়াতিল মূলকু উল্লেখ আছে। সুতরাং তাও উল্লেখ করে পড়া যেতে পারে।

একক, তার কোন শরীক নেই। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তাআলা তাকে সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। উক্ত দ্বীন গ্রহণকারীদের জন্য তিনি হচ্ছেন সুসংবাদদাতা, আর অমান্যকারীদের জন্য হচ্ছেন সতর্ককারী। কিয়ামত যে নিঃসন্দেহে সংঘঠিত হবে, তাতে আদৌ সন্দেহ নেই। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক। আর বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্ তাআলার পূণ্যবান বান্দাদের উপর। হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করুন আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।"

দরূদ শরীফের বিবরণ

১। নামাযের শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতুর পর এ দরূদ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদীন্ কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

"হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর আল আওলাদের প্রতি রহম করো, যেমন—তুমি হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর আল-আওলাদের প্রতি করেছো। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও গুণগান আর গৌরব ও মহত্বের মালিক। হে খোদা! তুমি যেমন ইব্রাহীম (আ) ও আলে ইব্রাহীমের প্রতি বরকত নাযিল করেছো, অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর আল-আওলাদের প্রতিও রহমত ও বরকত নাযিল করো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং গৌরব ও মহত্বের অধিকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। নিম্নের দরূদটি পূর্ণাংগ ও প্রসিদ্ধ এটাও পড়া যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক্ আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আ'লা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৩। নিম্ন লিখিত দরূদটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আযওয়াযিহী ওয়া যুর্‌রীয়্যাতিহী কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া রারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আযওয়াযিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে খোদা! হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও আল-আওলাদের প্রতি অনুরূপ রহমত নাযিল করুণ, যেরূপ নাযিল করেছেন হযরত ইব্রাহীমের উপর আর মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও আল-আওলাদের প্রতি অনুরূপ বরকত নাযিল করুণ, যেমন নাযিল করেছেন হযরত ইব্রাহীমের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসার যোগ্য এবং গৌরব ও মহত্বের অধিকারী।"

৫। অথবা, এ দরূদ পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আ'বদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা।

"হে খোদা! তুমি তোমার বান্দা ও তোমার রাসূলের প্রতি অনুরূপ রহমত নাযিল করো যেরূপ তুমি ইব্‌রাহীমের প্রতি নাযিল করেছো। আর মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদের (স) প্রতি অনুরূপ বরকত নাযিল করো, যেরুপ নাযিল করেছ ইব্রাহীমের প্রতি।

৬। এ দরূদটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔

বিঃ দ্রঃ—দরূদের তরজমা পূর্ববর্তী দরূদ শরীফের ন্যায়ই তবে শেষ বাক্যে আলা ইব্রাহীমের পর ওয়ালা আলি ইব্রাহীম নেই। তরজমার বেলায় তার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা।

"হে খোদা! যেরূপ ইব্‌রাহীম (আ) প্রতি রহমত নাযিল করেছো অনুরূপ মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাযিল করো আর বরকত নাযিল করো অনুরূপ যেমনি নাযিল করেছো ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর আল আওলাদের প্রতি।"

৭। নিম্ন লিখিত দরূদটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়াআলা আলি ইব্রাহীমা ফীল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

পূর্বের দরূদের তরজমার ন্যায়ই এর তরজমা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে (১) উভয় লাইনে আলি ইব্রাহীম রয়েছে। (২) শেষের লাইনে ফীল আলামীন (সারে জাহান) সংযোজন করা হয়েছে।

৮। এ দুরূদটিও পাঠ করা যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যিল্ উম্মীয়্যি কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে খোদা! তুমি নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তার আল-আওলাদের প্রতি অনুরূপ রহমত করো যেমন রহমত করেছ হযরত ইব্রাহীমের (আ) উপর। আর নবীয়ে উম্মীর প্রতি এমন বরকত নাযিল করো যেমন নাযিল করেছো হযরত ইব্রাহীমের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসার যোগ্য পাত্র এবং গৌরব ও মহত্বের অধিকারী।"

৯। নিম্ন লিখিত দরূদ শরীফটি পাঠ করার মত একটি দরূদ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা ওয়া বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহমত নাযিল করো এবং বরকত নাযিল করো তার আওলাদের প্রতি যেমনি নাযিল করেছো হযরত ইব্রাহীমের প্রতি বরকত ও রহমত নিশ্চয় তুমি প্রশংসার যোগ্য ও মহান।"

১০। অথবা, এ দুরূদটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা ওয়া বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে খোদা! তুমি যেরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি রহমত ও বরকত নাযিল করেছো, অনুরূপ রহমত ও বরকত নাযিল করো, হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তার আল আওলাদের প্রতি।"

১১। নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"এ দরূদটির তরজমা—৮নং দরূদ শরীফের মত প্রায়, ভাষার যৎকিঞ্চিত পার্থক্য আছে বটে,—মর্ম একই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হুজুর (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম করার নিয়মতো আমরা আত্যাহিয়্যাতুর ভিতর অবগত হয়েছি। এখন আমাদের নামাযে দরূদ পাঠ করতে হলে কি ধরনের দরূদ পাঠ করবো? আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। হুজুর নিশ্চুপ হয়ে রইলেন বর্ণনাকারী বলেন—হুজুরের অবস্থা দর্শনে আমাদের মনে হলো এ লোকটির হুজুরের নিকট আর প্রশ্ন না করাই ভাল। অতপর হুজুর (স) এরশাদ করেন—তোমাদের দরূদ পাঠ করতে ইচ্ছে হলে, এ দরূদটি পাঠ করো। অর্থাৎ উপরোক্ত দরূদটি তিনি শিখিয়ে দেন।

১২। হাদিস শরীফে আছে হুজুর (স) বলেন—যে ব্যক্তি আমার উপর এবং আহলে বাইতদের উপর দরূদ পড়ে সওয়াবের পাল্লাকে ভারি করতে ইচ্ছুক, তার উচিত নিম্নের দরূদটি পড়া—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্ নাবীয়্যিল উম্মীয়্যি ওয়া আয্ওয়াযিহী উম্মুহাতিল্ মু'মিনীনা ওয়া যুর্রীয়্যাতিহী ওয়া আহ্লি বায়তিহী কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

"হে খোদা! তুমি নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং আহলে বাইতদের প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণের প্রতি যাঁরা মুমীনদের মাতা স্বরূপ, আর তাঁর আ'ল আওলাদের প্রতি অনুরূপ রহম নাযিল করো, যেমন হযরত ইব্রাহীমের প্রতি নাযিল করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসা ও গুণগানের যোগ্য, তুমিই গৌরব ও মহত্বের মালিক।"

১৩। যে কোন দরূদ পড়াকালে নিম্নের দোয়াটি সংযুক্ত করে নেবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্যিল্হুল্ মাক্য়া'দাল্ মুকার্রাবা ইনদাকা ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি।

"হে খোদা! আপনি তাঁকে কিয়ামতের দিন নিজের নিকট খাছ জায়গায় স্থান দান করুন।"

হাদিসে আছে—যে ব্যক্তি হুজুর (স) প্রতি দরূদ পাঠ করত উপরোক্ত কালাম পাঠ করে, তার জন্য তাঁর সাফায়াত ওয়াজেব হয়ে যায়।

দরূদ শরীফের পর পঠিত দোয়া

১। নামাযের আখেরী বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠের পর সালাম ফিরাবার পূর্বে অন্তরে যে দোয়া করতে চায় তাই করবে। তবে, হুজুর (স) থেকে ও কোরআনে উল্লিখিত দোয়াসমূহ থেকে অবস্থা অনুযায়ী দোয়া পাঠ করার পর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি (তাবীজ) পাঠ করবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়ামিন আযাবিল্ কবরি, ওয়ামিন ফিৎনাতিল্ মাহ্ইয়া অল্মামাতি ওয়া মিন্ সার্রি ফিৎনাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি।

"হে খোদা! জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন-মরণের ফিতনা আর কানা দাজ্জালের ফেৎনা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

২। অথবা এ প্রার্থনা করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল্ কাব্রি ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল্ মাহ্ইয়া অল্মামাতি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি অল্মাগরামি।

"হে খোদা! আমি আপনার নিকট কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি; আর পানাহ চাচ্ছি, দাজ্জালের ফেৎনা, জীবন-মৃত্যুর ফেৎনা আর সর্ব প্রকার গুনাহ ও ঋণ থেকে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

৩। অথবা এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লান্তু ওয়ামা আস্রাফ্তু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল্ মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল্ মুয়াখ্খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! আমার বর্তমান ও অতীতের গুনাহরাশী আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যেকৃত গুনাহরাশী মার্জনা করো। আর আমি যে অপব্যয় করেছি, আর তোমার জানা আছে কিন্তু আমার নেই এমন গুনাহও ক্ষমা করো। তুমিই সামনে অগ্রসরকারী ও পিছনে রাখনে ওয়ালা। তুমি ব্যতীত আর কেউ মাবুদ হবার উপযুক্ত নয়।

৫। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্তু নাফসী জুল্মান কাছিরান্ ওয়া লা-ইয়াগ্ফিরুজ্ যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন্ ইন্দিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর রাহীম।

"হে খোদা! নিঃসন্দেহে আমি আমার আত্মার উপর খুব জুলুম করেছি। তুমি ব্যতীত কেউ গুনাহ্ মার্জনা করতে পারে না। সুতরাং তোমার খাছ রহমত দ্বারা আমার গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহম করো, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও রহমশীল।"

৫। অথবা, এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ۔ اَنْ تَغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা ইয়া আল্লাহুল আহাদুস্ সামাদুল্লাযী লামইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ, আন্ তাগ্ ফির্লী যুনূবী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর রাহীম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমি একক মুখাপেক্ষীহীন। তোমার কোন আওলাদ নেই। আর তুমি কারো সৃষ্ট নও। আর তোমার সমকক্ষও কেউ নেই। তুমি আমার গুনাহরাশী ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।

৬। উপরোক্ত দোয়াটির সাথে এ দোয়াটিও মিলিয়ে দিবে।

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা।

"হে খোদা! তুমি আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দাও।"

৭। অথবা, নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল্ কাবরে, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিৎনাতিল্ মাহইয়া অল মামাত।

"হে খোদা! জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, কানা দাজ্জালের ফেৎনা ও জীবন-মরণের ফেৎনা ইত্যাদি সকল প্রকার আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।

৮। আর এ-দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ۔ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ۔ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَا اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিনাল্ খাইরি কুল্লিহী মা আ'লিমতু মিন্হু ওয়ামা লাম আ'লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা গিন খাইরি মা সায়ালাকা বিহী ইবাদুকাস্ সালিহুন। ওয়া আউযুবিকা মিনসার্‌রি মা আ'যা মিনহু ইবাদুকাস সালিহুন। রাব্বানা আতিনা ফীদ্দুনিয়া হাসনাতাও ওয়াফীল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নারি। রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্ফিরলানা যুনূবানা ওয়াকিনা আযাবান্নারি। রাব্বানা আতিনা মা ওয়াদ্তানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্যিনা ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি ইন্নাকা লা-তুখ্ লিফুল্ মী'য়াদ।

"হে খোদা! আমি সমূদয় কল্যাণের জন্য;—চাই তা আমার জানা হোক বা অজানা হোক তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। হে খোদা তোমার নেকবান্দাগণ তোমার নিকট যে কল্যাণের প্রার্থী হতেন, আমিও তার প্রতিটি ও কল্যাণ ভালাইর জন্যে প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সে সকল অকল্যাণ ও দোষণীয় কাজ থেকে, যার অকল্যাণতা থেকে আশ্রয় চাইতো তোমার নেকবান্দাগণ। হে আমাদের পরওয়ারদিগার। আমাদেরকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানের সর্বপ্রকার কল্যাণ, ভালাই ও মঙ্গল দান করো। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের গুনাহরাশী মার্জনা করে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। হে আমাদের প্রভু। তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে যে সকল নেয়ামত দান করার ওয়াদা করেছো, তা সবই আমাদেরকে পূর্ণ করে দাও। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জিত করো না। নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নও।"

৯। নিম্ন লিখিত এস্তেগফারটি অবশ্যই পাঠ করবে। কেননা, এ হচ্ছে "সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার।" অর্থাৎ, তাওবা করার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খলাক্ তানী ওয়া আনা আব্দুকা; ওয়া আনা আ'লা আহ্দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্তাতা'তু; আউযুবিকা মিনসার্‌রি মা সানায়াতু, আবূয়ু লাকা বিনি'য়মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূয়ু বি-যাম্বী ফাগ্ফিরলী ইন্নাহু লা-ইয়াগ্ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! তুমিই আমার পরওয়ারদিগার। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে পয়দা করেছো; আমি তোমারই বান্দা। আমি আমার শক্তি অনুযায়ী তোমার এবাদত ও আনুগত্যের ওয়াদা অংগীকারের উপর দণ্ডায়মান আছি। আমি যে (খারাপ) কাজ করেছি। তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার উপর তোমার যে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আমি তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউ গুনাহরাশী ক্ষমা করতে পারে না।"

সালাম ফিরাবার পর পঠিত দোয়া

১। নামাযের সালাম ফিরাবার পর এ-কালাম পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু বি-ইয়াদিহীল খাইরু, ওয়া হুয়া আলাকুল্লি সাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফায়ু যাল্ জাদ্দি মিনকাল্ জাদ্দু।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। সবকিছু তার মালিকানাধীন। তাঁরই প্রশংসা সর্বত্র তিনিই জীবিত রাখেন তিনিই মৃত্যু করে থাকেন, তাঁর হাতেই সমুদয় ভালাই ও কল্যাণ নিহিত। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে খোদা তুমি যা কিছু দান করে থাকো, তাকে কেউই রুখে রাখতে পারে না। আর তুমি যা রুখে রাখো, তাও কেউ দিতে পারে না। আর কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তার ধনদৌলত তোমার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

২। অথবা, নিম্ন লিখিত কালামটি তিনবার কিম্বা কম পক্ষে একবার অবশ্যই পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলি সাইয়্যিন্ কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, তাঁর কোন সাথী নেই। এ সীমাহীন সাম্রাজ্য তারই মালিকানাধীন। তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

৩। আর তার পর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ ـ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحُسْنُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্ নি'মাতু ওয়া লাহুল্ ফাজ্লু ওয়া লাহুছ্ ছানাউল্ হাসানু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ্লিসীনা লাহুদ্ দ্বীন, ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরুন্।

"কোন কাজই আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত শক্তি সামর্থ ব্যতীত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমরা তাঁর উপাসনা ব্যতীত আর কারো ইবাদত বন্দেগী করি না। সকল নেয়ামতসমূহ তাঁরই প্রদত্ত। আর আমাদের উপর তাঁরই দয়া দাক্ষিণ্য, ফজল-করম অফুরন্ত। তার জন্য সমুদয়

সুন্দর প্রশংসা ও গুণগান। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তার দ্বীনের অনুগত—যদিওবা কাফেররা তা কারাপ মনে করে থাকে।

৪। অথবা, তিনবার এস্তেগফারের পর এ দোয়াটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালামু, ওয়ামিন্কাস্ সালামু, তাবারাক্তা ইয়্যা যাল জালালি অল্ ইক্রাম।

"হে খোদা! তুমিই শান্তিদাতা। তোমার তরফ থেকেই শান্তির সৌভাগ্য হয়ে থাকে, তুমি খুবই বরকত পূর্ণ। আর মহত্ব-গৌরবের অধিকারী তুমিই। আর তুমিই দান-দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহকারী।"

৫। এর পর তেত্রিশবার "সোবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ" তেত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" মোট নিরানব্বই বার আর এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হামদু পাঠ করবে।

৬। অথবা, উপরোক্ত কালাম প্রত্যেকটি এগারো বার করে মোট তেত্রিশবার পাঠ করবে।

৭। অথবা, দশবার করে উপরোক্ত কালাম তিনটি পাঠ করবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক (প্রত্যেক ফজর নামাযের পর) তেত্রিশবার "সোবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" আর তেত্রিশ বার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করে পরিশেষে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলাকুল্লি সাইয়্যিন কাদীর' তার গুনাহরাশী যদি সমুদ্রের তরঙ্গ পরিমাণও হয়, তবুও ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৮। অথবা, তেত্রিশবার "সোবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" আর চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে। কেননা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে নামাযে পঠিতব্য এমন কয়েকটি কালাম আছে যা প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর পাঠকারী ব্যক্তি কখনো কোন কাজে অকৃতকার্য হয় না। সে কালামগুলি হচ্ছে উপরোক্ত কালাম।

৯। প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর একশত বার করে "সোবহানাল্লাহ (১) "আল্লাহু আকবার" (২) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (৩) "আল-হামদুলিল্লাহ পাঠ

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবে। কেননা, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে লাক তাসবীহ (উপরোক্ত ১নং) একশত বার, তাকবীর একশত বার (উপরোক্ত ২নং) তাহলীল একশত বার (৩নং) আর (৪নং) একশত বার পাঠ করবে, তার গুনাহ সাগরের ঢেউ সমান হলেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন।

১০। এত অধিক পরিমাণ সম্ভব না হলে কমপক্ষে প্রত্যেক কালাম পচিশবার করে মোট একশত বার পাঠ করবে।

১১। অথবা, তেত্রিশবার "সোবহানাল্লাহ" তেত্রিশবার "আল্‌হামদু- লিল্লাহ" চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" আর দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মোট একশত দশবার পাঠ করবে।

১২। অথবা, শুধু আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার পাঠ করবে।

১৩। অথবা, একশত বার তাসবীহের কালাম (সোবহানাল্লাহ), একশত বার তাহমীদের কালাম (আলহামদুল্লিহ); আর একশত বার তাকবীরের কালাম (আল্লাহু আকবার) এবং এর পর একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করবে।

কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, সাগরের তুফানের সমপরিমাণ গুনাহ হলেও এ কালাম তা মিটিয়ে দিবে।

প্রত্যেক নামায বাদ আয়াতুল কুরছী অবশ্যই পাঠ করবে। (আয়াতুল কুরছী) এবং তরজমা পিছনের পৃষ্ঠায় দেখুন কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের বাদ যে লোক আয়াতুল কুরছী পাঠ করে, তার জান্নাতে প্রবেশ হবার জন্য তা ছাড়া আর কোনই প্রতিবন্ধকতা নেই যে, সে এখনো জীবিত তার মৃত্যু হয়নি। অপর এক হাদিসে দেখা যায় যে, সে লোক অন্য নামায পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার হেফাজতে থাকে।

১৪। প্রত্যেক নামাযের বাদ সূরায়ে ফালাক আর সূরায়ে নাছ অবশ্যই পাঠ করবে।

১৫। আর পরিশেষে এ প্রার্থনাটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ জুবনি, ওয়া আউযুবিকা মিন্ আন্ আরাদ্দা ইলা আরযালিল্ ওমরে। ওয়া আউযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ্ দুনিয়া, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল্ কাব্‌রি।

" হে খোদা! আমি আপনার নিকট কাপুরুষতা ও ভীরুতা থেকে নাজাত প্রার্থনা করছি! আর আমি আপনার নিকট অকর্মন্যতা এবং অতিশয় বৃদ্ধপনা থেকে এবং দুনিয়ার ফেৎনা ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকেও পরিত্রাণ কামনা করছি।"

১৬। আর এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে—

رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ يَا تَجْمَعُ عِبَادَكَ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বি ক্বিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাব্‌য়া'ছু ইবাদাকা ইয়া তাজ্‌মাউ ইনদাকা।

"হে আমার প্রভু! যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উত্থিত করবে, সেদিনের আযাব থেকে অথবা ময়দানে হাসরের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও।"

১৮। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্‌নী।

"হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো আমাকে সরল-সহজ পথ প্রদর্শন করো আর হালাল রিযিক দান করো।"

১৯। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِىْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জীবরাঈলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইস্রাফীলা আ'য়িযনী মিন হাররিন্ নারি ওয়া আযাবিল কাবরি।

"হে খোদা! জীবরীল মিকাইল ও ইস্রাফীলের পরওয়ারদিগার। তুমি আমাকে জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপ আর কবরের আযাব থেকে মুক্তি দাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০। আর এ প্রার্থনাটিও উচ্চারণ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরার্তু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল্ মুয়াখ্খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! আমার পূর্বাপরে কৃত গোপনে কৃত প্রকাশ্যেকৃত গুনাহবলী, আর আমার সীমাঅতিক্রম ও বে-ইনসাফীর গুনাহ এবং যে গুনাহ সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমি বেশি অবগত, সে সকল গুনাহরাশী তুমি ক্ষমা করে দাও। তুমি সামনে অগ্রসরকারী আর পশ্চাদাপসরণকারী। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।

২১। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'য়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক।

"হে খোদা! তোমার যিকির তোমার শোকর আর তোমার সুচারু ইবাদত করার জন্য আমাকে তাওফিক দানে সাহায্য করো।"

২২। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ ـ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَّكَ وَاَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি সাইয়্যিন আনা শাহীদুন ইন্নাকার রাব্বু অহ্দাকা লা-শারীকালাকা, আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বাকুল্লি সাইয়্যিন আনা শাহীদুন আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুকা ওয়া রাসূলুকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি সাইয়্যিন আনা শাহীদুন আন্নাল ইবাদা কুল্লাহুম ইখ্ওয়াতুন। আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি সাইয়িনিজ্য়ালনী মুখলিসান লাকা ওয়া আহলী ফী কুল্লি সা'য়াতিন ফীদ্দুনিয়া অল-আখিরাতি যালজালালি অল ইকরাম। ইসমা' ওয়াসতাজিব্ আল্লাহু আকবারুল আকবার হাস্বী আল্লাহু ওয়া নেয়'মাল অকীল। আল্লাহু আকবারুল আকবার।

"আমাদের এবং প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই সারা জাঁহানের একক পরওয়ারদিগার। তোমার কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ! হে প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক! আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) তোমার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। হে আল্লাহ! আমাদের এবং প্রত্যেকটি বস্তুর পরওয়ারদিগার তুমিই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার বান্দাগণ পরস্পর ভাই ভাই। আমাদের এবং প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক, হে খোদা! তুমি আমাকে এবং আমার আল-আওলাদ ও পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা তোমার খাঁটি বান্দা বানিয়ে রেখ। হে গৌরবময় ও পরকালের অধিকারী। তুমি আমার প্রার্থনা শুন এবং তা মঞ্জুর কর। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠর শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ঠ। তিনি উত্তম কৌশলী। আল্লাহ মহান ও সর্ব শ্রেষ্ঠ।"

২৩। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরি অল্ ফক্রি ওয়া আযাবিল কবর।

" হে খোদা! আমি কুফরী, দরিদ্রতা, আর কবরের আযার থেকে তোমার নিকট মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

২৪। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ـ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ (وَلَارَادَّ لِمَا قَضَيْتَ) وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসলিহলী দ্বীনিয়াল্লাযী জায়ালতাহু ইসমাতান্ আমরী, ওয়া আসলিহলী দুনিয়া আল্লাতী জায়ালতা ফীহা মায়া'সী আল্লাহুম্মা আউযু বিরিজাকা মিন সাখাতিকা, ওয়া আউযু বিআফবিকা মিন নিকমাতিকা, ওয়া আউযুবিকা মিনকা, লা-মানিয়া' লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা রাদ্দা লিমা কাজাইতা ওয়ালা ইয়ানফায়ু যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

"হে খোদা! দ্বীনের ব্যাপারে তুমি আমাকে এমনি সংশোধন কর যা তুমি আমার দ্বীন দুনিয়ার কাজ রক্ষার জন্য মাধ্যম করে রেখেছো। আর আমার দুনিয়াকেও শোধন কর যাতে তুমি আমার জীবিকা রেখে দিয়েছো। হে খোদা! তোমার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তোমার সন্তুষ্টি ও ক্ষমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি। আর পানাহ চাচ্ছি তোমার গযব থেকে। তুমি যা দান করো তা কেউ রুখতে পারে না, আর তুমি রুখলে কেউ দিতে পারে না। আর তোমার ফয়সালাকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। আর কারোর ধন-সম্পদ তাকে তোমার আযাব থেকেও রক্ষা করতে পারে না।"

২৫। আর এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَئِىْ وَعَمْدِىْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَايَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতায়ী ওয়া আ'মদী, আল্লাহুম্মাহদিনী লিসালিহিল আ'মালি অল্ আখলাকি লা-ইয়াহ্দী লি-সালিহা ওয়ালা ইয়াসরিফু সাইয়্যিয়াহা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সমস্ত গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও। আয় আল্লাহ! আমাকে নেক আমল আর সৎ চরিত্রের পানে হেদায়াত কর। কেননা সৎ কাজ আর সুন্দর চরিত্রের পানে তুমি ব্যতীত কেউই হেদায়াত দিতে পারে না। আর অসৎ কাজ ও অসৎ চরিত্রের থেকে তুমি ব্যতীত কেউই রুখে রাখতে পারে না।"

২৬। আর এ প্রার্থনাটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আউযুবিকা মিন আযাবিন্ নারি, ওয়া আযাবিল্ কবরি ওয়া মিন ফেৎনাতিল্ মাহইয়া অলমামাতি ওয়া মিন্ সার্‌রিল মাসীহিদ্ দাজ্জালি।

"হে খোদা! আমি জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, জীবন মরণের মহাপরীক্ষা এবং কানা দাজ্জাল থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

২৭। আর এ প্রার্থনাটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَايَاىَ وَذُنُوْبِىْ كُلَّهَا ـ اَللّٰهُمَّ انْعَشْنِىْ وَاَحْيِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ اِنَّهُ لَايَهْدِىْ لِصَالِحِهَا وَلَايَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতাইয়ায়া ওয়া যুনূবী কুল্লাহা, আল্লাহুম্মান্ আ'স্নী ওয়া আহ্ইনী ওয়ারযুক্নী অহদিনী লিসালি হিল্ আ'মালি অল্আখলাকি ইন্নাহু লা-ইয়াহ্দী লিসালিহিহা, ওয়ালা ইয়াসরিফু সাইয়্যিয়াহা ইল্লা আন্তা।

"হে খোদা! তুমি আমার সমুদয় ভুলত্রুটি ও গুনাহরাশী মার্জনা করে দাও। হে খোদা! তুমি আমাকে সমৃদ্ধি ও উন্নতি দান করে সুন্দর জীবন দান করো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর হালাল রিযিক দান করে সৎ চরিত্র ও নেক কাজের পানে পথ প্রদর্শন করো। নিঃসন্দেহে নেক কাজ আর সৎচরিত্রের পানে তুমি ব্যতীত কেউই হেদায়েত করতে পারে না। আর খারাপ কাজ ও কুচরিত্রের পথ থেকে তুমি ব্যতীত কেউই ফিরিয়ে রাখতে পারে না।"

২৮। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসলিহ্‌লী দ্বীনি ওয়া ওয়াস্যিয়'লী ফী দারী ওয়া বারিকলী ফী রিয্‌ক্বী।

"হে খোদা! দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে সংশোধন করে দাও। আর আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করো এবং রিযিকে বরকত দাও।

২৯। পরিশেষে এ দোয়াটি করবে—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ সোবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন। অলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

"(ওহে) তোমার পরওয়ারদিগার মান-সম্মান ও মহত্বের অধিকারী। তিনি সকল গর্হিত কথা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যা লোকেরা তার শানে বলে থাকে। সমগ্র রাসূলদের প্রতি সালাম; আর সারা জাঁহানের মালিক আল্লাহ তাআলার জন্যই সমুদয় প্রশংসা।"

৩০। নামায শেষে ডান হাত মাথায় রেখে নিম্ন দোয়াটি পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহীম আল্লাহুম্মা আয্‌হিব আন্নীল্ হাম্মা অল্‌হুয্‌না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

" সে মহান আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যিনি ব্যতীত আর কেউ বন্দেগীর উপযুক্ত নেই। তিনি খুবই মেহেরবান ও দয়ালু। হে খোদা! আমার থেকে সর্বপ্রকার চিন্তা ও অস্থিরতা দূর করে দাও।" হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, জনাব নবী করীম (স) নামায শেষ করেই ডান হাত মাথার উপর রেখে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করতেন।

ফজরের নামাযের পর পঠিত বিশেষ দোয়া

১। বিশেষ করে ফজরের নামাযের পর (নামাযের বৈঠকের ন্যায়) বসে কথা বলার পূর্বে দশ বা একশ' বার নিম্নের কালামটি পড়বে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ' লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল্ হামদু ইউহ্‌ই ওয়া ইউমিতু বিয়াদিহীল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক ও অংশীহীন। সব কিছুর মালিক তিনিই। আর যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি জীবন দিয়ে থাকেন, আর জীবন হরণও করে থাকেন, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

১। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা রিযকান তাইয়্যিবাওঁ ওয়া ইল্‌মান্ নাফিয়া'ওঁ ওয়া আমালাম্ মুতাকাব্বালান।

"হে খোদা! আমি আপনার নিকট হালাল রুজী আর কল্যাণময় ইলম এবং তোমার পছন্দনীয় আমলের জন্য তাওফীক প্রার্থনা করছি।

ফজর ও মাগরিবের পর পঠিত বিশেষ দোয়া

১। মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর দশবার নিম্ন দোয়াটি পড়বে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্ঈ ওয়া ইউমিতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

২। আর ঐ বৈঠকে বসেই কোন কথা না বলার পূর্বে আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্ নারি।" সাতবার পাঠ করবে।

চাশ্‌ত নামাযের পর পঠিত দোয়া

ফজরের নামাযের কমপক্ষে দু'ঘন্টা পর চাশতের নামায পড়তে হয়। নামায শেষে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা-উহাবিলু ওয়া বিকা উসাবিলু ওয়াবিকা উকাতিলু।

"হে খোদা! আমি তোমার সাহায্যে প্রত্যেকটি ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আর তোমার সাহায্যেই শত্রুকে আক্রমণ করি। আর তোমার সহায়তায় শত্রুর সাথে লড়াই করি।"

বিঃ দ্রঃ—এক নম্বর দোয়াটি তরজমা শুধু ফজরের নামাযের জন্য বিশেষ দোয়ার" তরজমার ন্যায়। সুতরাং এখানে দেয়া হল না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাওয়াত—যথা বিয়ের দাওয়াতের আদব ও দোয়া

পানাহার কিম্বা বিবাহের অলীমার দাওয়াতে উপস্থিত হলে পানাহার শেষে ঘরের এক কোনায় বসে দাওয়াতকারীর বরকতের জন্য কৃত দোয়ায় "বারাকাল্লাহু লাকুম" বলবে।

১। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মুসলমান পানাহারের দাওয়াত জানায়, সেখানে যেতে দ্বীনের দিকদিয়ে অসুবিধা না থাকলে দাওয়াত গ্রহন করবে।

২। বিশেষ করে বিবাহের দাওয়াত অবশ্যই গ্রহণ করবে।

৩। আর যদি রোযাদার হয়, (বা অসুবিধা থাকে) তবে দু'রাকায়াত নামায পড়ে দাওয়াতকারীর জন্য দোয়া করবে।

ইফ্‌তারের দোয়া

১। রোযা খোলার সময় নিম্ন লিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ যাহাবাজ জামাউ ওয়াবতাল্লাতিল্ উরূকু ওয়াছাবাতিল্ আজরু ইনশাআল্লাহ।

পিপাসা দূরীভুত হয়ে গেল। আর শীরা উপশীরারও তৃষ্ণা নিবারণ হলো, খোদা চাহে রোযার সওয়াব অবশ্যই হবে।

২। এর পর এ দোয়াটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা বি-রাহমাতিকাল্লাতী ওয়া সিয়াত কুল্লা সাইয়্যিন আনতাগফিরলী যুনুবী।

"হে খোদা! প্রত্যেকটি বস্তুর উপর যে তোমার রহমত পরিবেষ্টিত রয়েছে, আমি সে রহমত দ্বারাই তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার সমুদয় গুনাহরাশী মার্জনা করে দাও।"

৩। অন্যের বাড়ীতে ইফতার করার সময় নিম্ন লিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ.

উচ্চারণ ঃ আফ্‌তারা ইনদাকুমুস সায়িমুনা ওয়া আকালা তায়ামাকুমুল আবরারু ওয়া সাল্লাত্ আলাইকুমুল মালাইকাতু।

খানা খাওয়ার আদব ও দোয়া

১। খানা সম্মুখে উপস্থিত হলে বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দ্বারা নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া আরম্ভ করবে। একাকী খানা খাবে না সবে মিলে একত্রিত হয়ে খাবে। (ক) হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যে খানা বিসমিল্লাহি বলে খাওয়া হয় না, শয়তান তা দখল করে নেয়। (খ) অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খানা খাই সত্য কিন্তু তৃপ্তি বোধ করি না। হুজুর (স) উত্তর করলেন—হয়তো পৃথক-পৃথক খাও, তাই তৃপ্তি হয় না। সাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন, জ্বি-হ্যাঁ, আমরা পৃথক-পৃথক ভাবে খেয়ে থাকি। হুজুর (স) উত্তর করলেন—তোমরা একত্রিত হয়ে বিসমিল্লাহ বলে খাবে, আল্লাহ তোমাদের খানার বরকত দেবেন। (গ) একজন ইয়াহুদী রমনী হুজুরকে (স) মারার জন্য একটি বকরী ভুনা করে এর সাথে বিষ মিশিয়ে হুজুরকে (স) হাদিয়া দিয়েছিল। হুজুর (স) সাহাবায়ে কেরামদের সাথে একত্রে খেতে দিলেন আর সবাইকে বিস্‌মিল্লাহ বলে খাবার জন্য হুকুম দিলেন। সুতরাং যারা উক্ত গোশত খেলেন, তাঁদের কারুর কোন ক্ষতি হয়নি।

কোন দাওয়াতে উত্তম খানা পরিবেশন করা হলে বিসমিল্লাহি ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহ (আল্লাহ তাআলার নাম এবং তার দেয়া বরকতের সাথে আমরা খানা খাচ্ছি) বলে খাওয়া আরম্ভ করবে। পরিশেষে এ দোয়া পড়বে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَرْوَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ.

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আশবানা ওয়া আরওয়ানা ওয়া আনয়ামা আলাইনা ওয়া আফজালা।

হাদিস শরীফে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে, এক সময় জনাব নবী করীম (স) হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা) সহ সাহাবী আবুল ইয়াসানের বাড়ীতে দাওয়াতে গেলেন। সেখানে তাঁরা খেজুর, ভুনা গোশত ও শীতল পানি পান করলেন। খাওয়া শেষে হুজুর (স) বললেন—এ হচ্ছে সে নিয়ামত যে সম্পর্কে কিয়মতের দিন তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। কথাটা সাহাবাদের নিকট কঠিন বোধ হলো। তাই হুজুর পূনঃ বললেন এধরনের খানা খাবার পূর্বে বিসমিল্লাহি ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহ পড়ে নিবে আর তৃপ্ত হবার পর উপরোল্লেখিত দোয়া পাঠ করে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে। সুতরাং তোমাদের এ শোকরগুজারী তোমার জন্য এ নেয়ামতের বদলা হয়ে যাবে।

যদি খানা খাবার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করতে স্মরণ না থাকে। তবে খানার মধ্যে (বা পরে) যখনই স্মরণ হবে বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু (আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করছি ও শেষ করছি) পাঠ করবে। কেননা হাদিস শরীফে এ দোয়া পাঠের হুকুম দেয়া হয়েছে।

কুষ্ঠরোগী অথবা সংক্রামক ব্যাধি বিশিষ্ঠ রোগীর সাথে বসে খানা খাওয়ার সময় পঠিত দোয়া

কোন লোক কুষ্ঠ রোগী বা সংক্রামক ব্যাধির রোগীর সাথে একত্রে বসে খানা খাওয়ার সময় এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ছিক্বাতান, বিল্লাহি ওয়া তাওয়াক্কুলান আলাইহি।

"আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল করে তোমার সাথে খানা খেতে আরম্ভ করছি।"

সাধারণত খানা খাবার সময় পঠিত দোয়া

১। খানা খেতে বসার সময় এ দোয়া পাঠ করে খানা ভক্ষণ শুরু করবে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত্‌য়িমনা খাইরাম মিনহু।

"হে খোদা! এ খানার ভিতর বরকত দাও। আর তার থেকে সুস্বাদু ও ভাল খাদ্য আহার করাও।"

২। দুগ্ধ পান্ করার সময় এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া যিদনা মিনহু।

" হে খোদা! এ দুগ্ধে তুমি বরকত দান কর, আর তার চেয়ে আরো বেশি দান কর।"

যাবতীয় বস্তু পানাহার শেষ করে আলহামদু লিল্লাহ বলবে। কেননা হাদিস শরীফে রয়েছে, যে পানাহার শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী হন।

খানা খাবার পর পঠিত দোয়া

১। খানা খাবার শেষে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসিরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দায়িন, ওয়ালা মুস্তাগনীন আনহু, রাব্বানা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ তাআলার শত শত শুকরিয়া ও প্রশংসা, তিনি পবিত্র ও বরকতময়, এ খাদ্য যথেষ্ট হতে পারে না, আর তাকে বিদায় অভিবাদন জানানো যায় না। আর তার থেকে বেপরওয়াও হওয়া যায় না। হে প্রতি পালক। তুমি আমার শুকরিয়াকে কবুল করো।

২। অথবা, এ দোয়াটি পড়বে ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مَكْفُوْرٍ ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাক্‌ফীয়্যিন ওয়ালা মাকফূরিন।

"সেই মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া—যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে খানা দিয়েছেন এবং পরিতুষ্ট করেছেন। এ খানাকেই যথেষ্ট বলা যেতে পারে না যে, আর প্রয়োজন বারবে না। আর তার নাশুকরীও করা যায় না।

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লা হিল্লাযী আতয়ামানা ওয়া সাকানা ওয়া জায়ালানা মিনাল মুসলিমীন।

"সেই মহান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।

৪। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهٗ وَجَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতয়ামা ও সাকা ওয়া সাওয়্যগাহু ওয়া জায়া'লা লাহু মাখরাজান।

"সেই মহান প্রভুর প্রশংসা যিনি পানাহার করিয়েছেন। আর উপযুক্ত মত তা হজমকরার ব্যবস্থা করে তা বের হবার পথও বানিয়ে দিয়েছেন।"

৫। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতয়ামানী হাযাত্ তায়া'মা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুয়্যাতিন।

"আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, যিনি আমাকে এ খানা আহার করিয়েছেন। আর আমার ক্ষমতা ও শক্তি ব্যয় ব্যতিরেকেই তা আমাকে দান করেছেন।"

৬। খানা খাওয়া শেষে হাত ধৌত করার সময় এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَاَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَبْلَانَا ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُكَافَاءٍ وَلَا مَكْفُوْرٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقٰى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسٰى مِنَ الْعُرْىِ وَهٰذَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمٰى وَفَضَّلَ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

অর্থ ঃ যে আল্লাহ তাআলা নিজে কিছু খাননা বরং নিজ বান্দাদেরকে খাইয়ে থাকেন সে মহান প্রভুর শত শুকরিয়া। তিনি আমাদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করেন এবং পানাহার দানে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর অনুগ্রহ করেছেন সর্ব প্রকার উত্তম নেয়ামত দান করে। সে মহান প্রভুরই শত প্রশংসা যে নেয়ামতকে বিদায় অভিবাদন জানানো যায় না এবং তার প্রতিদানও দেয়া যায় না আর করা যায় না তার না শুকরিয়া। আর তার অমুখাপেক্ষীও হওয়া যায় না। যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উদর পূর্তি করে পানাহার করিয়েছেন আর শরীর আবৃত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ দিয়েছেন, গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। অন্ধতা থেকে বাঁচিয়ে ঈমানী দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন, আর অগণিত সৃষ্টির উপর যার উল্লেখযোগ্য দান রয়েছে,—সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই আমাদের আন্তরিক শুকরিয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭। অথবা এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَشْبَعْتَ وَاَرْوَيْتَ فَهَنِّئْنَا وَرَزَقْتَنَا فَاَكْثَرْتَ وَاَطَبْتَ فَزِدْنَا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসবায়া'তা ওয়া আরওয়াইতা ফাহান্নি'না ওয়া রাযাক্তানা ফাআকছারতা ওয়া আতাব্তা ফাযিদনা।

"হে খোদা! তুমিই উদর পূর্তি করে দিয়ে পরিতুষ্ট করে দিয়েছ সুতরাং আমাদের জন্য সুন্দররূপে তা হজম করার শক্তি দাও। আর তুমিই আমাদেরকে অগণিত উত্তম রিযিক দান করেছ। সুতরাং তুমিই আরো বেশি রিযিক দান করো।"

দাওয়াত কারীদের জন্য দোয়া

১। মেজবান দাওয়াত কারীদের জন্য খাওয়া শেষে এ দোয়া করবে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম ফাগফিরলাহুম ওয়া আরহামহুম।

"হে খোদা! তুমি একে যে রিযিক দান করেছো, তাতে আরো বরকত দাও। আর একে মার্জনা করে দাও এবং এর প্রতি রহম করো।"

২। অথবা এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আতয়ি'ম্ মান আতায়া'মানী ওয়াছ্কি মান সাকানী।

"এলাহী! যে ব্যক্তি আমাকে খানা খাইয়েছে তাকে তুমি খানা দান করো, আর যে আমাকে পান করিয়েছে, তাকেও তুমি পান করাও।"

বস্ত্র পরিধানের দোয়া

১। যখন কোন বস্ত্র পরিধান করবে, তখন এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ ۔ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরি মা-হুয়া লাহু ওয়া আউযুবিকা মিন সার্‌রিহী ওয়া সার্‌রি মা-হুয়া লাহু।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট তার কল্যাণকারীতা, আর যে উদ্দেশ্যে তা করা হয়েছে, তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তার অনিষ্টতা এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য তা হচ্ছে, তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

নতুন বস্ত্র পরিধানের দোয়া

১। নতুন কাপড় পরার সময় তার নাম উল্লেখ করে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ ـ اَسْئَالُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল্ হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা সুনিয়া লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন সাররিহী ওয়া সাররি মা সুনিয়া লাহু।

"হে খোদা! তোমার শত সহস্র প্রশংসা তুমিই আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছ, আমি তার কল্যাণকারীতা, আর সে কল্যাণ যে জন্য তা তৈয়ার করা হয়েছে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর তার অনিষ্টতা এবং যে জন্য তার তৈয়ার করা হয়েছে, তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

২। এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুয়্যাতিন।

"যে মহান প্রভু আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যাতিরেকেই তা আমাকে দান করেছেন সেই জাল্লা জালালুহুর শতকোটি শুকরিয়া।"

হাদিসে আছে, এ দোয়া পড়ে নতুন কাপড় পরলে তার সকল গুনাহ মাফ হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَرِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ حَيَاتِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উয়ারীয়াবিহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী হায়াতী।

"সে মহান প্রভুর প্রশংসা ও শুকরিয়া যিনি আমাকে নতুন কাপড় পরিয়ে শরীর আবৃত করার ও সৌন্দর্য বর্ধন করার সুযোগ দিয়েছেন।"

অপরকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে পঠিত দোয়া

১। অন্য জনকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে তার জন্য এ দোয়া করবে— تبلى ويخلف الله পরিধান করে ছিড়ে ফেল, আল্লাহ তোমাকে আরো দেবেন।

২। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَبْلِ وَاخْلِقْ ثُمَّ ابْلِ وَاخْلِقْ ثُمَّ ابْلِ وَاخْلِقْ ـ

উচ্চারণ ঃ আব্‌লি ওয়াখ্‌লিক ছুম্মাবলি ওয়াখলিক ছুম্মাবলি ওয়াখলিক।

"পরিধান করো এবং পুরান করে ফেল, পরিধান করো এবং পুরান করে ফেল, আবার পরিধান করো এবং পুরান করে ফেল।

কাপড় খুলে ফেলার সময় দোয়া

কাপড় খোলার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলবে। কেননা হাদিসে আছে যে, বিস্‌মিল্লাহ জ্বীন ও ইনসানের চক্ষুর সামনে পরদা সৃষ্টি করে।

এস্তেখারার দোয়া

১। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দু'রাকাত নফল পড়ে নিম্ন দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ

وَتَعْلَمُ وَلَااَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ ـ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ ـ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ হে খোদা! আমি তোমার এলমের দ্বারা সর্ব প্রকার শুভাশুভ ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার কুদরাতের দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতার প্রার্থনা জানাচ্ছি। কেননা তুমিই সর্ব কাজের শক্তি রেখে থাকো। আমি কোন কাজেরই ক্ষমতা রাখি না। তুমি সব কিছু জানো, আমি কিছুই জানিনা। তুমিই সমুদয় গোপন তথ্যের খবর ভালরূপে পরিজ্ঞাত। হে খোদা! তুমি যদি জানো যে, এ কাজ দ্বীন দুনিয়ার দিক দিয়ে পরিণতির দিক দিয়ে অথবা আমার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের দিকদিয়ে কল্যাণময়ী হবে, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। সহজ করে দাও এবং তার ভিতর বরকত দান করো। আর যদি তোমার জানা থাকে যে, এ কাজ আমার দ্বীন দুনিয়া ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা আমার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের দিকদিয়ে কল্যাণকর নয়, তবে এ কাজকে আমার থেকে দূরে রাখো। আর আমাকেও তা থেকে দূরে রাখো। আর যেখানে যে কাজ আমার জন্য কল্যাণ কর হয়, তা আমাকে করার তাওফীক দাও। আর উক্ত কাজ করার জন্য আমাকে তার প্রতি রাজী ও সম্মত রাখো।

হাদিস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, উপরোক্ত দোয়ার ভিতর هذا الامر এর স্থানে আকাঙ্খিত কাজের নাম উল্লেখ করবে। আর কোন কোন বর্ণনায় ان هذا الامر এর পরিবর্তে ان كان هذا الامر উল্লেখ করা হয়েছে। আর ثم ارضنى به এর পরিবর্তে ورضنى به উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে فى دينى এর পরিবর্তে فى معادى উল্লেখ রয়েছে।

২। অথবা ان هذا الامر -এর পর শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে।

خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَخَيْرًا لِّىْ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ خَيْرًا لِّىْ فَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ وَرَضِّنِىْ بِقُدْرَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ খাইরাঁল্লী ফী দ্বীনি ওয়া খাইরাল্লী আকিবাতি আমরী ফাক্‌দিরহু লী ফীহি, ওয়ায়্যিন কানা গাইরা যালিকা খাইরাল্লী ফাকদিরলিয়াল্ খাইরা হাইসুমা কানা ওয়া রাদ্দিনী বিকুদ্‌রাতিকা।

"এ কাজ যদি আমার জন্য আমার দ্বীন দুনিয়ার দিকদিয়ে, কল্যাণময়ী হয়, আর আমার পরিণতির দিকদিয়ে যদি শুভ হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও। তার ভিতর বরকত দান করো। আর যদি তা ব্যতীত অপর কিছু আমার জন্য ভাল হয়, তবে আমার কল্যাণ ও ভালাই যেখানে নিহিত আছে, যে কাজে আছে, তা আমার জন্য নির্ধারণ করো। আর আমাকে সিদ্ধান্তের উপর রাজী থাকার তাওফীক দাও।

৩। অথবা এ দোয়াটির সাথে পরিশেষে লা হাওলা ওয়ালাকুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ সংযোজন করে নিবে।

৪। অথবা পরে এ কালাম পাঠ করবে اشتقدر بقدرتك (আসতাকদিরু বিকুদরাতিকা)

وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَايَمْلِكُهُمَا اَحَدٌ سِوَاكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্‌য়ালুকা মিন ফাজলিকা ওয়া রাহমাতিকা ফাইন্নাহুমা বিয়াদিকা লা ইয়ামলিকুহুমা আহাদুন সিওয়াকা।

"আমি তোমার নিকট তোমার দান ও রহমতের জন্য প্রার্থনা করছি। কেননা, এ দু'টি একমাত্র তোমার হাতেই রয়েছে। তুমি ব্যতীত আর কেউই তার মালিক নয়।"

পরিশেষে عاقبة امرى (আ'কিবাতি আমরী) এর পর এ কালাম পাঠ করবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَوَقِّهِ وَسَهِّلْهُ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذَالِكَ خَيْرًالِّىْ فَوَفِّقْنِىْ
لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ـ

উচ্চারণ ঃ ফাওক্কিহু ওয়া সাহ্যিলহু, ওয়া ইনকানা গাইরু যালিকা খাইরান লী ফা ওয়াফফিক্কনী লিল খাইরি হাইছু কানা।

"অতএব তুমি তা করার পথ সহজ করে দাও এবং ক্ষমতা দান কর। আর এ ছাড়া আর আমার জন্য কিছু কল্যাণময়ী হলে সে কল্যাণ যেখানেই থাকুক না কেন, আমাকে তা করার ক্ষমতা দাও।

বিবাহের জন্য এস্তেখারা

কোন নর নারীকে বিবাহ করার বা দেয়ার ইচ্ছে হলে প্রথমেই প্রস্তাব না পাঠিয়ে ওজু করতঃ সম্ভাব্য পরিমাণ নামায পড়ে হামদ-ছানা, তাসবীহ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে পাঠ করে নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়বে কেননা, হাদিসে আছে যে, আল্লাহর নিকট এস্তেখারা করা মানুষের জন্য সৌভাগ্যের কথা। আর আল্লাহর নিকট এস্তেখারা না করা তার জন্য দুর্ভাগ্যের কথা।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَاِنْ رَاَيْتَ اَنَّ فِىْ فُلَانَةٍ ـ خَيْرًا لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاٰخِرَتِىْ فَاقْدِرْهَا لِىْ وَاِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا
مِّنْهَا فِىْ دِيْنِىْ وَاٰخِرَتِىْ فَاقْدِرْهَا لِىْ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! তুমিই প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। আমি কোন বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান নই। তুমি সব কিছুই অবগত আমি কিছুই অবগত নই। নিশ্চয়ই তুমিই গায়েব সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং তুমি যদি জান যে, অমুক নারীটি আমার দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতের দিকদিয়ে, কল্যাণময়ী হবে, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও। আর এ ছাড়া অন্য কোন নারী যদি আমার দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতের দিকদিয়ে শুভ হয়, তবে তাকেই আমার জন্য নির্ধারণ করো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিবাহের খুৎবাহ

১। কাহারো বিবাহ পড়াবার সময় নিম্নলিখিত খুৎবা পাঠ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ
اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ ـ وَاَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ ـ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ ـ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا
اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ يَا اَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ
اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

"সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য আমরা তার প্রশংসা করি, তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তার দরবারে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আর স্বীয় মানবিক বৃত্তি নিচয়ের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ঠতা এবং খারাপ কাজ থেকে আল্লাহ তাআলার পানাহ চাচ্ছি। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত করে থাকেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি (তার কারণে) পথভ্রষ্ট করে থাকেন, তাকে কেউ হেদায়াতের পথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে লোকেরা। তোমরা নিজেদের সেই

প্রতিপালককে যথাসাধ্য ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করে তার সংগীকে (স্ত্রী) তার থেকেই পয়দা করেছেন। আর এদের থেকেই (স্বামী-স্ত্রী) অগণিত নর-নারী সৃষ্টি করে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করে রেখেছেন। আর তোমরা সে মহান আল্লাহ তাআলার আযাবকেও ভয় করো, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে কাজ নিয়ে থাকো। আর আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের অধিকার হরণ (হক নষ্ট) থেকে দূরে থাকো। মনে রেখে! আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তাআলাকে যেরূপ ভয় করা উচিত ঠিক সেরূপ ভয় করো, আর মুসলমান না হয়ে মরো না। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, আর জবান দ্বারা সঠিক ও সুসভ্য বাক্যালাপ করতে থাকো তা করা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমল দুরস্ত করে দিবেন। আর তোমাদের গুনাহরাশীও ক্ষমা করে দিবেন। যে আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূলের বাধ্যগত হয়েছে, নিশ্চয় সে বিরাট সাফল্য অর্জন করে নিয়েছে।

২। ওয়া রাসূলাহুর পর হতে এ দোয়াটি পড়া যেতে পারে—

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ـ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهُ شَيْئًا ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা এ রাসূলকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মুমীনদেরকে খোশ খবর আর কাফেরদেরকে সতর্ক করানোর উদ্দেশ্যে দ্বীনে হক্ক দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত হয়েছে সে হেদায়েত পেয়েছে। আর যে অবাধ্য ও নাফরমানী করেছে, সে নিজের ক্ষতি নিজেই ডেকে আনবে। আল্লাহ তাআলার বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না।"

৩। আর উক্ত বিবাহ মজলিসে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে দোয়া করবে—

وَنَسْأَلُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُّطِعُهٗ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهٗ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهٗ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهٗ فَاِنَّمَا نَحْنُ بِهٖ وَلَهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ নাস্‌য়ালুল্লাহা আইইয়াজ্ য়ালানা মিম্মান ইউতি'হু ওয়া ইউতি'উ রাসূলাহু ওয়া ইয়াত্তাবিউ রিজওয়ানাহু ওয়া ইয়াজতানিবু সাখাতাহু ফাইন্নামা নাহ্নু বিহী ওয়া লাহু।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে এ প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাদেরকে সে সকল লোকদের মধ্যে সামিল করে নেন, যারা আল্লাহ তাআলার এবং তাঁর রাসূলের অনুগত ও বাধ্যগত এবং তাঁর ইচ্ছারও অনুগামী আর তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকে। কেননা আমরাতো তাঁরই উপর ঈমান এনেছি; আর তাঁরই আনুগত্য মেনে নিয়েছি।

বর কনের জন্য দোয়া

১। সদ্যবিবাহিতদেরকে দেখলে তাদের কল্যাণ কামনায় এ দোয়াটি পড়বে।

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ ـ

উচ্চারণ ঃ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামায়া' বাইনাকুমা ফীখাইরিন।

"মোবারকবাদ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও বরকত নাযিল করুন। আর সুখ সাচ্ছন্দে খুশী খোশহালীতে তোমাদেরকে দাম্পত্য জীবন যাপন করার ক্ষমতা দিন। আমীন।"

২। অথবা, শুধু بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ বারাকাল্লাহু আলাইকা পাঠ করবে।

"তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক।

মেয়ে ও জামাতার জন্য দোয়া

১। বিয়ের পর নিজ মেয়েকে জামাতার বাড়িতে প্রথম বিদায়কালে তাকে এক বাটি পানি আনতে বলবে। অতপর উক্ত পানিতে নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ে দম করে উক্ত পানি প্রথমে মেয়ের মাথায় ও শেষে পিঠে ছিটিয়ে দিবে। অনুরূপে জামাতার হাতেও পানি আনিয়ে ঐ দোয়াটি পড়তঃ দম করে তার মাথায়, বুকে ও পৃষ্ঠদেশে ছিটিয়ে বিদায় দেবে। দোয়াটি এরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী উয়িযুবিকা ওয়া যুর্‌রীয়াতাহা মিনাস্ শাইতানির রাজীম।

"হে খোদা! নিশ্চয় আমি এ মেয়েকে আর তার সন্তান সন্ততিগণকে মরদুদ শয়তানের থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত ফাতিমাকে (রা) প্রথম বিদায় অভিবাদন

হুজুর (স) কন্যা ফাতিমা (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ দানের পর তাদের বাসর ঘরে ঢুকে ফাতিমা (রা)-এর নিকট অল্প পরিমাণ পানি চেয়ে পাঠালেন। হযরত ফাতিমা (রা) একটি কাঠের পিয়ালায় করে পানি এনে হুজুর (স)-এর সামনে উপস্থিত করলে তিনি পিয়ালাটি হাতে নিয়ে এক কুলি পানি মুখে নিয়ে আবার তা পেয়ালায় ঢেলে দিলেন। অতপর ফাতিমাকে সম্মুখে ডেকে এনে তার বুকে ও মাথায় ঐ পানি ছিটিয়ে এ দোয়াটি পড়লেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

অতপর হুজুর (স) তাঁর দিকে পিঠ ফিরাতে বলে অবশিষ্ট পানি ফাতিমার (রা) পিঠে ছিটিয়ে দিলেন।

এর পর হযরত আলী (রা)-কে তাঁর নিকট আসতে বললেন। হযরত আলী (রা) বলেন-হুজুর (স)-এর এ ডাকের উদ্দেশ্য বুঝে আমিও

এক পিয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করলাম। হুজুর আমাকে নিকটে ডাকলে আমি তাঁর অতি নিকটে গিয়ে দাড়ালাম হুজুর (স) ঐ কালাম পাঠ করেই পিয়ালার ভিতর কুলি করে আমার মাথা ও সিনায় ছিটিয়ে দিলেন এবং পিঠ ফিরাতে বলে আবার ঐ কালাম পাঠ করে পিয়ালার ভিতর কুলী করতঃ আমার দুই কাঁধের মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—যাও স্বীয় স্ত্রীর নিকট চলে যাও।

ফুলশয্যার (বিবাহের প্রথম) রাত্রে পঠিত দোয়া

প্রথম বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট গেলে অথবা গোলাম ক্রয় করলে, তার ললাটের চুল ধরে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

বিঃ দ্রঃ জামাতার জন্য এ দোয়া পাঠ কালে উয়িযুহু আর যুররিয়াতাহু পাঠ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন সাররিহা ওয়া সাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট এর খায়ের বরকত (কল্যাণ করুণা ও শুভাশুভ) আর তার সৃষ্টিগত স্বভাবের কল্যাণ ও উপকারিতার; যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আমি প্রার্থী হচ্ছি। আর তার অনিষ্টতা এবং তার সৃষ্টিগত স্বভাব যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্টতা এবং ক্ষতির দিকটি হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

নতুন সওয়ারী খরিদ করার পর পঠিত দোয়া

নতুন কোন সওয়ারীর জানোয়ার খরিদ করা হলে তার পেশানীর উপর হাত রেখে উট হলে তার চুটের উপর হাত রেখে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা মিন খাইরিহা ওয়া খাইরি মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউজুবিকা মিন সাররিহা ওয়া সাররি মা জাবালতাহা আলাইহি।

"হে খোদা! আমি এর এবং এর স্বভাবের উৎকৃষ্ট ও কল্যাণের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর তার অনিষ্ট এবং তার স্বভাবের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

নতুন গোলাম (বা চাকর) খরিদ বা রাখার পর পঠিত দোয়া

যখন কোন চাকর-চাকরানী রাখবে, তখন এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ طَوِيْلَ الْعُمْرِ كَثِيْرَ الرِّزْقِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিকলী ফীহি ওয়াজ আলহু তাবীলাল উমরে কাছীরার্ রিয্‌কে।

" হে খোদা! তুমি আমার জন্য এর ব্যাপারে বরকত দান করো, আর এর বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি করে দাও।"

প্রকাশ থাকে যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) গোলাম খরিদ করার সময় উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতেন।

স্ত্রী সহবাসের দোয়া

স্ত্রী সহবাসের সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাক্‌তানা।

" আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদের উভয়কে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাও। আর আমাদেরকে যে সন্তান-সন্ততি দান করবে তাদেরকেও শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করো।

ধাতু স্খলনের সময় পঠিত দোয়া

সহবাসের শেষ মুহূর্তে ধাতু স্খলনের সময় এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانَ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাজ্‌য়াল লিশ্‌শায়তানা ফীমা রাযাকতানী নাছিবা।

"হে আল্লাহ! আমাকে যে সন্তান-সন্ততি তুমি দান করবে, তাকে শয়তানের সকল প্রকার দখল ও প্রভাব থেকে মুক্ত রেখো।"

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার জন্য দোয়া ও আযান

শিশু মাতৃগর্ভে থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই তাদের কর্ণে আযান শুনাবে এবং স্বীয় কোলে শয়ন করিয়ে খেজুর অথবা কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে অথবা পানির সাথে মিশ্রিত করে তার মুখে এবং মাথার তালুতে লাগিয়ে দিবে অতপর তার জন্য কল্যাণ ও খায়ের বরকত কামনা করে দোয়া করবে। আর সপ্তম দিনে শিশুর নাম রেখে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে তার নামে আকিকা দিবে। কেননা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স) শিশুর কর্ণে আযান শুনান, তার মুখে ও তালুতে মিষ্ট দ্রব্য দিয়ে সপ্তম দিনে নাম রাখা মাথা মুণ্ডান এবং আকিকা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিশুর জন্য তাবীজের ব্যবস্থা

শিশুকে সর্বপ্রকার বালা মুসিবত, বদ নজর জ্বীন-ভূতের আছর ও রোগব্যাধি থেকে হেফাজতের জন্য নিম্নলিখিত তাবিজটি গলায় দিবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি কুল্লি শায়তানিও ওয়া হাম্‌মাতিও ওয়ামিন শাররি কুল্লি আ'ইনিন লাম্মাতিন।

"আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণ কালামের আশ্রয় নিচ্ছি সর্বপ্রকার শয়তান বিষাক্ত বালা মুসিবতের অনিষ্টতা এবং বদ্ নজরের অনিষ্টতা থেকে।

সর্ব প্রথম শিশুকে কি শিক্ষা দিবে?

১। শিশু ভালরূপে যখন কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখন সর্বপ্রথম কালেমা তায়্যেবা—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, শিক্ষা দিবে।

২। তার পর নিম্নলিখিত কুরআন পাকের আয়াতটি মুখস্ত করাবে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ কুলিল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্যাখিয্ অলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু শারীকুন ফীল মুলকে ওয়া লামইয়াকুন লাহু অলিয়্যুন মিনায্ যুল্লে ওয়া কাব্বিরহু তাক্‌বীরা।

"আপনি বলেদিন যে, সমগ্র প্রশংসা সে আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি কাউকেও স্বীয় সন্তান মনোনীত করেন নি। আর উভয় জগতে তার কোন অংশীদারও নেই। সে দুর্বল নয় যে তার কোন সাহায্যকারী থাকবে সুতরাং তার খুব বেশি বেশি মহত্ব ও গৌরব বর্ণনা করো।"

শিশুকে নামায পড়ান পৃথক বিছানায় শয়ন করান, আর তার বিবাহের বয়োঃসীমা ও হেদায়েত

শিশুকে সাত বছর বয়সের সময় থেকে নামায পড়াবে। নামায না পড়তে চাইলে তাকে শাস্তি দিবে। আর নয় বছর সময় হতে তাকে শয়ন করতে পৃথক বিছানা দিবে। আর সতের বছরের সময় তার বিবাহ দিবে। হাদিসে আছে যে,

হুজুর (স) প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের শিশুদের ব্যাপারে উপরোক্ত কার্যাবলীর হেদায়েত দিয়ে তা করার জন্য হুকুম জারী করেছেন।

জওয়ান হওয়া ও বিবাহ দিবার পর

শিশু রোযা-নামাযে যখন পাবন্ধ হয়ে যাবে এবং জওয়ান হয়ে নিজ ঘর-বাড়ি ও সংসারী করতে আরম্ভ করবে, তখন তাকে সামনে বসিয়ে বলবে—

لَاتَجْعَلَكَ اللّٰهُ عَلٰى فِتْنَةٍ আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমার জন্য যেন দুনিয়া আখেরাতে ফেৎনার বস্তুতে পরিণত না করেন!"

মুসাফিরকে বিদায় দেবার সময় পঠিত দোয়া

১। বিদেশ যাত্রীকে বিদায়কারীগণ করমর্দন করে এ দোয়াটি পড়ে বিদায় দেবে ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আস্তাওদিয়ুল্লাহ দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা।

"আমি তোমার দ্বীন আমানতদারী ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম।

পরিশেষে আচ্ছালামু আইলাকা বলে বিদায় করবে। অনেক লোক হলে আছালামু আলাইকুম বলবে।

২। আর বিদায় গ্রহণকারী এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاتَخِيْبُ وَدَائِعُهُ يَالَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ۔

উচ্চারণ ঃ আস্তাওদিউ কাল্লাহাল্লাযী লা-তাখিবু ওয়াদায়িহু অথবা লা-তাজীউ ওয়াদায়িউহু।

"আমি তোমাদেরকে সে আল্লাহ তালার কাছে সোপর্দ করছি, যার নিকট আমানত সোপর্দ করা হলে তা কখনো বিনষ্ট হয় না।"

৩। কোন সফর যাত্রী নসীহত চাইলে জবাবে তাকে একথা বলবে ঃ

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ۔

উচ্চারণ ঃ আলাইকা বিতাক ওয়াল্লাহি ওয়া তাকবীরি আ'লা কুল্লি শরফিন।

"সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নাও। আর প্রত্যেকটি উচ্চস্থানে উঠাবার পর আল্লাহ তাআলার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নিবে।

৪। আর সে যখন চলে যাবে, তখন তার জন্য এ দোয়াটি পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আতবিলাহুল বুয়দা ওয়া হাব্বিন আলাইহিস্ সাফারা।

হে আল্লাহ! সুস্থ ও সাবলীলতার সাথে একে পথ অতিক্রম করার তাওফীক দাও; এবং এ সফরকে তার জন্য সহজ করে দাও।

৫। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرْلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔

উচ্চারণ ঃ যাওয়্যাদাকাল্লাহুত তাক্ওয়া ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াস্সার লাকাল খাইরা হাইছু মা-কুন্তা।

"তোমার তাক্ওয়া পরহেজগারীকে আল্লাহ তাআলা তোমার সম্বল করে দিন। আর তোমার গুনাহরাশী মার্জনা করে দিন এবং তুমি যেখানেই থাকোনা কেন, তোমার জন্য খায়ের ও বরকত লাভ করা সহজ করে দিন।"

৬। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

جَعَلَ اللّٰهُ التَّقْوٰى زَادَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ۔

উচ্চারণ ঃ জায়ালাল্লাহুত তাক্ওয়া যাদাকা ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ওজ্জাহা লাকাল খাইরা হাইছুমা তাওয়াজ্ জাহ্তা।

"আল্লাহ তাআলা তাক্ওয়া পরহেজগারীকে তোমার সম্বল, তোমার গুনাহ রাশিকে মার্জনা, আর তুমি যেখানেই থাকোনা কেন, তোমার জন্য খায়ের ও বরকত লাভ করা সহজ করে দিন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফেরদের সাথে লড়াইর জন্য সৈন্য প্রেরণের আদব ও দোয়া

১। কোন লোককে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা কালে সর্ব প্রথম আল্লাহকে ভয় করে চলার ও অধিনস্তদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নসীহত করে এ নির্দেশ দিবে।

اِغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ ـ اُغْزُوْا وَلَا تَغْلُوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَاتَمْثِلُوْا وَلَاتَقْتُلُوْا وَلِيْدًا ـ

উচ্চারণ ঃ উগযু বিসমিল্লাহি ফী সাবিলিল্লাহি ক্বাতিলু মান কাফারা বিল্লাহি, উগযু ওয়ালা তাগুল্লু ওয়ালা তাগদিরু, ওয়ালা তামছিলু ওয়ালা তাকতুলু অলীদান।

"আল্লাহ তাআলার নামে আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করো। যারাই আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ বলে স্বীকার করে না, তাদের সাথে লড়াই করো। গনীমতের সম্পদ খিয়ানত করো না। কারো সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করো না। আর কারোর নাক-কান কাটবে না। আর কোন শিশুকেও হত্যা করবে না।"

হাদিসে আছে যে, হুজুর (স) সাহাবাগণকে যখন বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখন তাদের প্রতি এরূপ নির্দেশ জারী করতেন।"

২। অথবা তাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ নামা জারী করবে—

اِنْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَاتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَّلَاطِفْلًا وَلَاصَغِيْرًا وَلَاامْرَاَةً وَّلَاتَغْلُوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্‌তালিকু বিস্‌মিল্লাহি ওআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি ওয়া লাতাকতুলু শায়খান ফানিয়ান ওয়ালা তিফলান ওয়ালা সগীরান ওয়ালা ইমরায়াতান ওয়ালা তাগুল্লু ওয়াজুম্মু গানায়িমাকুম। ওয়া আসলেহু ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনীন।

"আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে রওয়ানা হও। আর তার সাহায্য সহানুভূতি এবং আল্লাহর রাসূলের দ্বীনের উপর কায়েম থেকে লড়াই করো। লড়াইর মধ্যে কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, করবে না কোন দুধ পানির শিশু, কম বয়স্ক বালক ও অবলা নারীকে হত্যা। আর গনীমতের সম্পদে খেয়ানত করবে না। বরং গনীমতের সমুদয় ধন-সম্পদ একস্থানে জমা রাখবে। বন্টনের পর নিজ নিজ অংশ নিয়ে নিবে। তোমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও ব্যবহার সহানুভূতিশীল ও ভাল রাখবে। মনে রেখ! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎ ও ভাল ব্যবহার ও আদান প্রদানকারীকে মহব্বত করবেন।"

হাদিস শরীফে আছে যে, হুজুর (স) কোথাও সৈন্য প্রেরণ কালে পরিচালক ও বাহিনীর লোকদের প্রতি উপরোক্ত হেদায়েত জারী করতেন।"

৩। বিদায়ের পর কিছু দূরে এগিয়ে তাদের জন্য এ দোয়া করতেন ঃ

اِنْطَلَقُوْا عَلٰى بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعِنْهُمْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্‌তালিকু আ'লা বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা আয়ি'ন হুম।

"আল্লাহর নামে চলো, হে খোদা! তুমি এদেরকে সাহায্য করো।"

হাদিস শরীফে আছ যে হুজুর (স) যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তাদের সাথে কিছু দূর গিয়ে উপরোক্ত দোয়া করতেন।

সৈন্য বাহিনীর প্রধান বা মুসাফিরের জন্য দোয়া

১। সৈন্য বাহিনীর পরিচালক বা মুসাফিরের যাত্রাকালে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসুলু ওয়া বিকা আহুলু ওয়া বিকা আসীরু।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্যেই আক্রমণ করবো। তোমার মাধ্যমেই রণকৌশল গ্রহণ করবো এবং তোমার সাহায্যের ভিত্তিতেই সফর শেষ করবো।

২। শত্রু দ্বারা হঠাৎ কোন ক্ষতির কারণ ঘটলে সূরায় কুরাইশ পড়বে। সূরাটি নিম্নরূপ ঃ

لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ লিইলাফি কুরাইশিন ইলাফিহীম রিহলাতাশ শিতায়ি অস্‌সাইফি। ফাল ইয়াবুদু রব্বা হাযাল বাইতিল্লাযী আতয়ামাহুম মিন্ জুয়েও ওয়া আমানাহুম মিন খাওফ।

"কুরাইশদেরকে আনন্দিত রাখার জন্য এবং তাদেরকে আনন্দিত রাখার উদ্দেশ্যেই শীত ও গ্রীষ্ম কালে সফরের ব্যবস্থা। সুতরাং তাদের উচিত এ কাবা ঘরের সেই মহান পরওয়ারদিগারের ইবাদত করা, যিনি তাদেরকে ভূক্ষা ও পিপাসাতুর অবস্থায় পানাহার করিয়ে থাকেন। আর ভয় ভীতির সময় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকেন।"

হযরত আবুল হাসান কমবিনী (রহ) বলেন—সূরা কুরাইশ প্রতিটি ক্ষতি কারক বস্তু থেকে নিরাপত্তা বিধানকারী এক পরিক্ষিত আমল।

সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তন কালে পঠিত দোয়া

১। সফর গমনেচ্ছুক ব্যক্তি সাওয়ারীতে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ বলবে। আর সওয়ার শেষে আলহামদু লিল্লাহি বলে এ দোয়াটি পড়বে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা। ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন।

"সে মহান সত্বা অতি পবিত্র, যিনি এ সওয়ারীকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন। আমরা তাকে কিছুতেই অনুগত করে রাখতে পারতাম না। আমরাতো আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকটই ফিরে যাবো।

২। অতপর তিনবার করে আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে।

৩। আর এ এস্তেগফারটি পাঠ করবে ঃ

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফসী ফাগফিরলী ইন্নাহু লাইয়াগ ফিরুয্ যুনুবা ইল্লা আন্‌তা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

৪। অথবা, সওয়ারীতে বসে তিনবার আল্লাহু আকবার বলে এ আয়াত পড়বে।

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন্‌কালিবুন।

"সেই মহান প্রভু পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য এ সওয়ারীকে অনুগত করে দিয়েছেন। একে অনুগত রাখা আমাদের ক্ষমতা দ্বারা হতো না। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারেই প্রত্যাবর্তন করবো।

৫। অতপর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ۔ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌য়ালুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা অত্‌তাক ওয়ামীনাল আ'মালে মাতার্‌দা। আল্লাহুম্মা হাব্বিন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াআত্‌বি আন্না বুয়দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফীস্ সফরি অনখলীফাতু ফীল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিও ওয়াছায়িস্ সাফারি ওয়া কাবাতিল মুনজারি ওয়া সূইল মুনকালাবি ফীল মালি ওয়াল আহলি অল অলাদি।

"হে খোদা! এ সফরে নেকী পরহেজগারী, আর যে আমল আপনার পছন্দনীয় তার তাওফিক কামনা করে দরখাস্ত করছি। হে খোদা! এ সফরকে

আমার জন্য সহজ করে দাও। আর তার দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা দাও। হে খোদা। তুমি সফরে আমার সঙ্গী এবং ঘর বাড়িতে আমার স্থলাভিষিক্ত তুমিই। হে খোদা। আমি আপনার নিকট সফরের দুঃখ কষ্ট আর কষ্টদায়ক দৃশ্য এবং আমার স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ততি ধন-সম্পদ ও কষ্টদায়ক বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৬। সফর থেকে ফেরার পর বর্ণিত দোয়া পাঠান্তে এ কালাম পড়বে ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা লি রাব্বিনা হামিদুনা।

"আমি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি, আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছি। করছি স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রশংসা ও গুণগান।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবী করীম (স) সফরে গমণের সময় এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তন কালে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতেন।

৭। অনুরূপ সাহাদত আঙ্গুলী আকাশের পানে উঠিয়ে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ ـ اَللّٰهُمَّ ازْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমার সাথী। আর তুমি বাড়ি ঘরে আমার স্থলাভিষিক্ত রক্ষক। হে আল্লাহ! তুমি তোমার কল্যাণকে এ সফরে আমার সাথে রাখো, আর তোমার নিজ হেফাজতে আমাকে প্রত্যাবর্তন করে দাও। হে আল্লাহ! যমীনের ব্যবধানকে অতিক্রম করার তওফীক দাও। আর সফরকে আমার জন্য সহজ করো। হে আল্লাহ! সফরের দুঃখ কষ্ট এবং কষ্টদায়ক প্রত্যাবর্তন থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

হাদিস শরীফে আছে যে, প্রত্যেকটি উটের চুটের উপর একটি করে শয়তান থাকে। সুতরাং তাতে আরোহণ কালে আল্লাহর নাম নিয়ে সওয়ার হবে। কেননা আল্লাহ এতে তোমাদেরকে সওয়ার করিয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সফরে থাকাকালে পঠিত দোয়া

১। সফরে থাকাকালে নিম্নলিখিত প্রার্থনা পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ كَابَةِ الْمَنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِىْ الْاَهْلِ وَالْمَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়াছায়েস্ সাফারে ওয়া কাবাতিল মুনকালাবি অলহাওরি বায়া'দাল কাওরি ওয়া দাওয়াতিল মাজ্‌লুমি ওয়াসূয়িল মুন্‌যারে ফীলআহ্‌লি অলমালি।

"আয় আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট থেকে, এবং ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসা থেকে। আর উন্নতির পর অবনতির হাত থেকে, মাজলুমের বদদোয়া থেকে এবং পরিজনের কষ্টদায়ক দৃশ্য থেকে।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَلَاغًا يُبَلِّغُ خَيْرًا وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ـ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِلَنَا الْاَرْضَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি এমন সাফল্য চাচ্ছি, যা কল্যাণ ও সৌন্দর্য বহন করে আনবে। অর্থাৎ তার পরিণতি শুভ হবে। আর তোমার খাছ রহমত এবং সন্তুষ্টিরও প্রার্থনা জানাচ্ছি। তোমার হাতেই সমুদয় কল্যাণ ও খায়ের বরকত নিহিত। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমার একমাত্র সাথী আর আমার বাড়ি ঘরেও তুমিই আমার স্থলাভিষিক্ত রক্ষক। হে আল্লাহ! এ সফরের দূরত্বকে অতিক্রম করার ক্ষমতা দিয়ে তা আমার জন্য সহজ করে দিন। হে মাবুদ! সফরের দুঃখ -কষ্ট

এবং প্রত্যাবর্তনের বেদনাদায়ক দৃশ্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস সাহিবু ফীস সাফরি অল খলীফাতুফীল আহলি, আল্লাহুম্মা আসহাবনা ফী সাফারিনা ওয়াখলুফনা ফী আহলিনা।

"হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমার সাথী। আর ঘরে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত। হে মাবুদ! আমার সফরে তুমি আমার সাথী হয়ে যাও। আর আমার বাড়ি ঘরেরও তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার রক্ষক হয়ে যাও।"

৪। (ক) সফরে থাকাকালে কোন উচ্চ স্থানে উঠলে "আল্লাহু আকবার" আর নিম্নস্থান থেকে অবতরণের সময় "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করবে।

(খ) খোলা ময়দানে ভ্রমণরত অবস্থায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (গ) সওয়ারীর জানোয়ার হুচট খেলে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করবে—এ চারটি হেদায়েত হুজুর (স)-এর বর্ণিত হাদিস থেকে উদ্ধৃত।

নৌ সফরের দোয়া

নৌকায় বা জলযানে সফর কালে নৌকাডুবি হতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর হচ্ছে তাতে চড়ার সময় নিচের দোয়াটি পাঠ করা।

(١) بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمِ (٢) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ـ وَالْاَرْضِ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتِ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রাহীম। (২) ওয়ামা কাদরুল্লাহি হাক্কা কাদরিহী। অল আরদা জামীয়ান কাবজাতুহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি অস্‌সামাওয়াতি মাতবীয়াতুন বিইয়ামিনিহী সুবহানাল্লাহি তাআলা আম্মা ইউশরিকুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"(১) আল্লাহ তাআলার নামেই নৌকা খুলে দিলাম এবং নজর করলাম নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমতাশীল ও দয়ালু। (২) আল্লাহ তাআলার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল ঐ সকল কাফেররা তা করেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র যমীন তার হাতের মুঠায়ে থাকবে। আসমানকে গুটিয়ে ডান হাতে রাখবে। আসলে আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র মহান ও গৌরবময়।"

সফরে প্রয়োজনের সময় সাহায্য প্রার্থনার দোয়া ও আমল

১। সফর কালে সওয়ারীর জানওয়ার পালিয়ে গেলে উচ্চস্বরে বলবে—

اَعِيْنُوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আইউনূ ইয়া ইবাদাল্লাহি রাহিমা কুমুল্লাহ।

"হে খোদার বান্দাগণ! সাহায্য করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

২। যদি কোন সাহায্যকারীকে ডাকতে হয়, উচ্চস্বরে বলবে—

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ ـ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ ـ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ী'উনী, ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ীউনী ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ী'উনী।

"হে খোদার বান্দাগণ। আমাকে সাহায্য করো, হে খোদার বান্দাগণ। আমাকে সাহায্য করো। হে খোদার বান্দাগণ। আমাকে সাহায্য করো।

৩। সফরে কোন উচ্চস্থানে পৌছলে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَّلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাস সারফু আলা কুল্লি সারফিন ওয়া লাকাল হামদু আলা কুল্লি হালিন।

"হে খোদা! সমগ্র কৌলিন্য ও আভিজাত্যের উপর তোমারই কৌলিন্য ও আভিজাত্য। সর্বাবস্থায় তোমারই প্রশংসা ও গুণগান।

৪। যে শহরে যেতে ইচ্ছুক সে শহর চোখে পড়তেই এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ ـ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ ـ وَمَا اَضْلَلْنَ ـ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ـ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ

অর্থ ঃ হে সপ্ত আসমান আর সে সকল সৃষ্টির প্রতি পালক আল্লাহ তাআলা যাদের উপর আসমান ছায়া স্বরূপ ব্যপৃত হয়ে আছে। হে সপ্ত যমীন ও সে সকল সৃষ্টির পরওয়ারদিগার যাদেরকে নিজ যমীনের ভিতর থেকে গজিয়ে উঠিয়েছেন। আর সমুদয় শয়তান এবং সে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক; যাদেরকে সে পথভ্রষ্ঠ করেছে। আর বায়ু এবং সে সকল বস্তুর প্রতিপালক, যাদেরকে সে দূষিত করে তুলেছে। আমরা তোমার নিকট এ শহরের এবং তার বাসিন্দাদের কল্যাণ ও শুভাশুভ কামনা করে দরখাস্ত করছি। আর এ শহর ও শহরের বাসিন্দা এবং যা কিছু তার ভিতর রয়েছে, তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অন্য বর্ণনায় নিম্ন দোয়াটি উপরোক্তটির সাথে মিলিয়ে পড়ার কথাও পাওয়া যায়।

اَسْئَالُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ

উচ্চারণ ঃ আসয়ালুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা-ফীহা ওয়া আউযুবিকা মিনশার্‌রি হা ওয়া শাররি মা-ফীহা।

"আমি তোমার নিকট এ বস্তীর আর যা কিছু তার ভিতর বর্তমান রয়েছে তার কল্যাণ ও খায়র-বরকতের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তার এবং তার ভিতর যা কিছু আছে; সকলের অনিষ্টতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫। উক্ত বস্তী বা শহরে প্রবেশ করার সময় তিনবার "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা"—("হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এ শহর বা বস্তীতে থাকাকালে তোমার খায়র-বরকত দান করো।") পাঠ করে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِىْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মার যুকনা জানাহা ওয়া হাব্বিবনা ইলা আহলিহা ওয়া হাব্বিব সা-লিহী আহলিহা ইলাইনা।

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এ বস্তীর বা শহরে উপকৃত বস্তু দান করো এবং বস্তীবাসিদের অন্তরে আমাদের মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং এর নেক্কার বাসিন্দাদের মহব্বত আমাদের নসীব করো।"

৬। যখন কোন স্থানে গিয়ে অবস্থান করবে, তখন এ দোয়া পড়বে ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিনসাররি মা খালাকা।

"আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি প্রত্যেকটি বস্তুর অনিষ্টতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ তাআলার পূর্ণ কালামের আশ্রয় নিচ্ছি।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন স্থানে অবস্থানকালে উপরোক্ত কালাম পড়লে তথা হতে ফিরা পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি হবে না।

৭। সফরে পথ চলাকালে যদি কোন স্থানে এসে রাত্র হয়ে যায় এবং সেখানেই অবস্থান করতে হয়, তবে সে স্থানের যমীনকে সম্বোধন করে বলবে।

يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ ـ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَمَا وَلَدَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া আরদু রাব্বী ওয়া রাব্বুকিল্লাহু। আউযু বিল্লাহি মিন সাররিকি ওয়া সাররিমা খালাকা ফীকে ওয়া সাররিমা ইয়াদ্দেবু আলাইকে।

আউযুবিল্লাহি মিন আসাদেও ওয়া আসওয়াদা ওয়া মিনাল হাইয়্যাতে অল আ'করাবি ওয়া মিন সাররি সাকেনীয়িল বলাদি ওয়ামিন অলিদেন ওয়ামা অলাদা।

"হে যমীন! আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা আর তোমার প্রতিপালক ও আল্লাহ তাআলা। আমি সেই মহান আল্লাহ তাআলার নিকটই তোমার এবং তোমার ভিতর সৃষ্ট বস্তুর এবং তোমার উপর বিচরণকৃত জন্তুর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় নিচ্ছি। আর আশ্রয় নিচ্ছি, জঙ্গলের কাল নাগিনী সর্প এবং সর্ব প্রকার সর্প বিচ্ছু ও শহরবাসিদের অনিষ্টতা থেকে। আর পিতা-পুত্রের অনিষ্টতার হাত থেকে।"

৮। প্রথম রাত্রে উচ্চস্বরে এ কালামগুলো উচ্চারণ করবে ঃ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهٖ وَحُسْنِ بَلَاءِهٖ عَلَيْنَا ـ رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ সামিয়া' সামিউন বিহামদিল্লাহি ওয়া নিয়'মাতিহী ওয়া হুসনি বালায়িহী আলাইনা, রব্বানা সাহিবনা ওয়া আফজিল আলাইনা আ'য়িযাম বিল্লাহি মিনান্ নারি।

"সকল শ্রবণকারী শুনে নিয়েছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং তাঁর দানও পুরস্কারের কথা আর আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহের বিবরণ। হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের এ সফরে সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় আমাদের সাথী হয়ে যাও। দোযখের আগুন থেকে নাজাত দিয়ে আমাদের প্রতি তোমার দান ও পুরস্কার দ্বারা অনুগ্রহ করো।

৯। সফরে থাকাকালে সময় সময় (১) সূরা কাফেরুন (২) সূরা ফাতাহ (৩) সূরা ইখলাছ (৪) সূরা ফালাক (৫) ও সূরা নাছ পাঠ করবে। প্রত্যেক সূরা বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করে তার দ্বারাই শেষ করবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে যে, একদা হুজুর (স) হযরত জাবের বিন মুত'আম (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন—হে জাবের। যখন তোমরা সফরে যাও, তখন তোমাদের সাথীদের রূপ আকৃতির চেয়ে উত্তম সম্বল তোমাদের হোক, এটা কি মনে প্রাণে চাও না? জাবের (রা) উত্তরে বলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি এটাই চাই। তখন হুজুর (স) উল্লেখিত পাঁচটি সূরার নাম বলে দিয়ে তা বিস্‌মিল্লাহর সাথে আরম্ভ করে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করেই শেষ করতে বলে দিলেন। হযরত জাবের (রা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেন—আমি সম্পদশালী ছিলাম। কিন্তু সফরে গেলে আমার অবস্থা খুবই খারাপ এবং সম্বলের দিকদিয়ে আমাকে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হতো। হুযুর (স) যখন থেকে আমাকে এ সূরাগুলো পাঠ করতে বলেন, আমি তার পর থেকেই সফরে তা পাঠ করে এমন সুফল পেতাম যে সফর থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খুব আনন্দ ফুর্তি ও আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতাম।

১০। সফরে একাকী ও নির্জনে থাকাকালে আল্লাহর ধ্যান এবং তাঁর যিকির এর মধ্যে মশগুল থাকবে। আর সকল প্রকার খারাপ চিন্তা নিজ থেকে দূরে রাখবে। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, মুসাফির সফরে থাকা কালে আল্লাহ তাআলার ধ্যান ও যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ফেরেস্তা সাথী করে দেন। আর যারা শরীয়াত গর্হিত কাজে ব্যাপৃত থাকে, তাদের পিছনে লাগিয়ে দেন শয়তানকে।

হজ্জের সফরের দোয়া

১। হজ্জের সফরে ইহরাম বাঁধার স্থানে সওয়ারী পৌছলে আলহামদু লিল্লাহি সুবহানাল্লাহি আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে—

তালবীয়াহ্

২। আর এহরাম বাঁধার সময় এ দোয়া (তালবীয়াহ) পাঠ করবে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা অন্ নিয়ামাতা লাকা অলমুলকা লা-শারীকা লাকা।

"হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আল্লাহ আমি হাজির। নিশ্চয় সমুদয় প্রশংসা ও অনুগ্রহ তোমারই। আর রাজত্বও তোমার। তোমার কোন শরীক নেই।

৩। আর এরূপেও পাঠ করা যেতে পারে।

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা লাব্বাইকা ওয়া সায়া'দাইকা অলখাইরু বিয়াদিকা লাব্বাইকা অররাগবাউ ইলাইকা অল আমালু লাব্বাইকা।

"আমি হাজির (খোদা) আমি হাজির খোদা! তোমার আনুগত্য ও হুকুম পালন করার জন্য আমি প্রস্তুত। প্রত্যেকটি কল্যাণ ও শুভাশুভ তোমার হাতেই। আমি উপস্থিত, তোমার পানেই আমি অনুরাগিত। আর আমার আমলও তোমার জন্য। আল্লাহ! আমি উপস্থিত।"

৪। কখনো কখনো এরূপে পাঠ করবে—

لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ۔

উচ্চারণ ঃ লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্কি লাব্বাইকা।

"আমি হাজির হে সত্য সঠিক মাবুদ! আমি হাজির।"

তালবীয়াহর পরে পঠিত দোয়া

১। তালবীয়াহ পাঠ করার পর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ غُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْنِىْ مِنَ النَّارِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা গুফরানাকা ওয়া রিজওয়ানাকা আল্লাহুম্মা আয়'তিক্‌নী মিনান্‌নারি।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমাকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করছি। আর তোমার সন্তুষ্টিও কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।"

তাওয়াফ করার সময় পঠিত দোয়া

১। কা'বা তাওয়াফকালে রোকনে পৌছেই "আল্লাহু আকবার" বলবে।

২। উভয় রোকনের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ রোকনে "হজরে আসওয়াদ" আর রোকনে ইয়ামানী ভিতর নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করবে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

অর্থঃ "হে আমাদের প্রতি পালক! দুনিয়া আখেরাতের সর্বস্থানে আমাদেরকে সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ দান করো, আর জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। উপরোক্ত আয়াত 'হাজরে আসওয়াদ' এবং 'হাতীম' এর মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করবে। আর পাঠ করবে তাওয়াফের মধ্যে। আর এটি "হাজরে আসওয়াদ" ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে বসেও পাঠ করবে।

তাওয়াফের পর পঠিত দোয়া

১। তাওয়াফের ভিতর বা রোকনে হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে বসে আল্লাহ তাআলার নিকট এ প্রার্থনা জানাবেঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ۔ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কিন্নিয়'নী বিমা রাজাকতানী ওয়া বারিকলী ফীহি ওয়াখলুফ আলাকুল্লি গায়িবাতিল্ লী বিখাইরিন।

"হে আল্লাহ! আমাকে তুমি যে রিযিক দান করেছ, তাতে তুষ্ট থাকার ক্ষমতা দাও। আর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো। আর আমার পরিবারবর্গ যারা আমার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে তাদের প্রতি খায়র-বরকত দান করে আমার স্থলে তুমিই তাদের রক্ষক হও।

২। আর এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শরীকালাহু। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদির।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তার কোন শরীক নেই, তারই একমাত্র রাজত্ব এবং সমুদয় প্রশংসাও তার, আর তিনিই প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

তাওয়াফ শেষ হবার পর পঠিত দোয়া

তাওয়াফ শেষে "মাকামে ইবরাহীমের" নিকট গিয়ে এ আয়াত পড়বেঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى۔

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাখিজু মিন মাকামি ইবরাহীমা মুসল্লা।

"আর মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানিয়ে নাও।"

আর হাজর আসওয়াদকে বায়তুল্লাহ শরীফ ও নিজের মধ্যবর্তী স্থানে রেখে অর্থাৎ এদের উভয়কে সামনে রেখে দু'রাকায়াত তাওয়াফের নামায পড়বে। প্রথম রাকায়াত সূরা ফাতিহা সহ সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকায়াত সূরা ফাতিহা সহ সূরা ইখলাস দ্বারা সমাধা করবে। অতপর হাজর আসওয়াদকে এসে চুম্বন করবে।

সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোর বিবরণ

মাসজিদে হারাম হতে বের হয়ে যখন "সাফা" পাহাড়ের পানে রওয়ানা হবে, তখন তার নিকটে পৌছে কুরআনের এ আয়াত পড়বে ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাস্ সাফা অল্মারওয়াতা মিন শায়ায়িরিল্লাহ!

"নিশ্চয় সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তাআলার পবিত্রতম স্থান ও নিদর্শনসমূহের অন্যতম।"

এর পর এ কালাম উচ্চারণ করবে ঃ

اَبْدَاَ بِمَا بَدَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

উচ্চারণ ঃ আবাদায়া বিমা বাদায়াল্লাহু আ'জ্জা ওয়া জাল্লা।

"আমি সেই সাফা থেকেই আরম্ভ করছি যেখান থেকে মহান ও গৌরবময় আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামীন শুরু করেছেন।

২। উপরোক্ত কালামটি পড়তে পড়তে "সাফা পাহাড়ে উঠলে বায়তুল্লাহ নজরে পড়তেই বলবে—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু-আকবার।

৩। অতপর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদুইউহয়ী ওয়াইউমিতু ওয়াহুয়া আ'লাকুল্লি সাইয়্যিন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু আন্জাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু। ওয়া হাযামাল আহযাবা অহদাহু।

"আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই। আর সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য। তিনি জীবিত করে থাকেন, আর মৃত্যুও দিয়ে থাকেন। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আর তিনি তার বান্দা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সাহায্য সহানুভূতি করেছেন। আর পরাজিত করেছেন, কাফেরদের।"

এর পর ইচ্ছে মত আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতঃ উপরোক্ত কালাম তিনবার পড়ে "মারওয়া" পাহাড়ে যাবার উদ্দেশ্যে সাফা থেকে অবতরণ করবে। যখন ময়দানে এসে দণ্ডায়মান হবে, তখন ময়দানে দৌড়াবে ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করাকালে দৌড় বন্ধ করবে। মারওয়ার উপর বসে ঐ আমলই করবে, যা সাফা পাহাড়ে করা হয়েছে।

৪। "সাফা" পাহাড়ে উঠে তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলে এ দোয়া পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই. তিনি একক, তাঁর কোন সাথী নেই। সমগ্র রাজত্ব তাঁরই, আর সমুদয় প্রশংসাও তাঁর জন্য। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

এমনিভাবে সাতবার "সাফা মারওয়ায়" আরোহণ ও অবতরণ করবে। মধ্যবর্তী ময়দানে দৌড়াবে। আর সেখানে একুশ বার আল্লাহু আকবার. সাতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু পড়বে। পরিশেষে নিজ খুশীমত ময়দানে বসে আল্লাহর নিকট মাকসুদ পূরণার্থে দোয়া করবে।

৫। আর সাফা পাহাড়ের উপরে বসে এ দোয়াও পাঠ করা যেতে পারেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ

لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - وَاِنِّىْ اَسْئَالُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ - وَاَنَا مُسْلِمٌ -

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি একথা ঘোষণা করেছ যে, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করো না। আমি তোমার নিকট এ প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমি আমাকে যেরূপ ইসলাম ও ঈমানের দৌলত দ্বারা সম্মানিত করেছ, অনুরূপ তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। এমন কি মুসলমান অবস্থায়ই আমাকে মৃত্যু দান করো।"

৬। সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এ প্রার্থনাও করা যায় ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বীগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আন্তাল আয়ায্যাল আকরামু।

"হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সকলের উপর বিজয়ী প্রভাবশালী এবং সর্বাধিক দাতা।"

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত দোয়াসমূহ সেই নিয়ম পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যেরূপ হযরত নবী করীম (স) থেকে হাদিস শরীফে উদ্ধৃত।

আরাফাতের ময়দানে যাবার পথে পঠিত দোয়া

১। আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলে পথে সর্বদা তালবীয়াহ ও তাকবীর পাঠ করতে থাকবে।

২। আরাফাতের দিন সব চেয়ে পঠিত উত্তম দোয়া হচ্ছে নিম্নরূপ।

কেননা, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন— আরাফাতের দিন আমি এবং আমার পূর্বেকার নবীগণ যে সকল উত্তম কালাম পাঠ করতাম, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কালাম হচ্ছে অতি উত্তম কালাম।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন সাথী নেই, সমগ্র সম্রাজ্যের রাজত্ব তাঁরই। আর তাঁরই জন্য সমুদয় প্রশংসা। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

৩। উপরোক্ত কালাম পাঠ করার পর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا - اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِىْ النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজয়াল ফী ক্বালবী নুরাও, ওয়াফী সামঈ নূরাও ওয়াফী বাসারী নূরান আল্লাহুম্মাশরাহলী সদরী ওয়া ইয়াস্যিরলী আমরী। ওয়া আউযুবিকা মিন ওয়া সাবিসেস্ সদরি ওয়া সাতাতিল আমরি ওয়া ফেৎনাতিল কবরি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সাররি মা-ইয়ালিজু ফীল লাইলি ওয়া সাররি মাইয়ালিজু ফীন্ নাহারি ওয়া সাররে মা-তাহ্ব্বু বিহীর্ রিয়াহি।

"হে খোদা! আমার হৃদয়ে কর্ণে ও চক্ষে তোমার নূর সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমার অন্তঃকরণের বন্ধাত্বা দূর করে তা খুলে দাও। আর দুনিয়া আখেরাতের সকল কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। শয়তান কর্তৃক অন্তরে অছওয়াছা প্রদান থেকে, কাজের ভিতর ব্যাকুলতা ও চিন্তা থেকে এবং মৃত্যুর পর কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আমি পানাহ চাচ্ছি। আর পানাহ চাচ্ছি সে সকল প্রত্যেকটি বস্তুর অনিষ্টতা থেকে যা রাত্রে ও দিনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সকল প্রত্যেকটি বস্তু যা বায়ু তার সঙ্গে করে নিয়ে এসে থাকে, তার অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আরাফাতের ময়দানে

১। জিলহজ্বের নবম তারিখে আরাফাতে উপস্থিতির পর অধিক পরিমাণে তালবীয়াহ পড়তে থাকবে। কেননা তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

২। আরাফাতে তালবীয়াহ পাঠের পরই এ কালামটি পড়বে, اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ নিঃসন্দেহে পরকালীন শান্তিই আসল শান্তি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

১। আরাফাতে জোহারের সময় জোহর ও আসর একত্রে আদায় করে সেখানেই অবস্থান করবে এবং হাত উঠিয়ে এ কালামটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى ـ وَاغْفِرْلِىْ فِى الْاٰخِرَةِ الْاُوْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদু, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদু, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু আল্লাহুম্মাহদিনী বিল হুদা ওয়া নাক্কেনী বিত্তাকওয়া। ওয়াগফিরলী ফীল আখেরাতিল উলা!

"আল্লাহ সবার বড়, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য আল্লাহ বিরাট ও মহান, তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা নিবেদিত। তিনি ব্যতীত আর মাবুদ নেই, তিনি একক ও অংশীদারহীন সমগ্র রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্যই। হে আল্লাহ! তুমি তোমার হেদায়েতের নূর দ্বারা আমাকে পথ দেখাও। আর আমার ভেতর পরহেজগারী দান করে আমাকে গুনাহ থেকে পরিস্কার করো এবং পরকালে আমার প্রতি ক্ষমাশীল হও।

২। অতপর হাত নামিয়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করা পরিমাণ সময় নিশ্চুপ থেকে পুনঃহাত তুলে পূর্ববৎ আমল করবে।

মুযদালেফায় অবস্থান

১। আরাফাতের ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর যখন মুযদালেফার পানে রওয়ানা হবে, তখন মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে মিলিয়ে পড়ে নিবে। রাত্রে বিশ্রাম করার পর ফজরের নামাযের বাদ কেবলার দিকে ফিরে বসে তাকবীর; তাহলীল ও কলেমা পাঠে মশগুল হবে। (অর্থাৎ যে সকল কালাম ও দোয়াসমূহ আরাফাতের ময়দানে বসে পাঠ করা হয় তা করবে।) আর সেখান থেকে এশরাকের নামাযের পর মিনার পানে চলে আসবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। মুযদালেফায় অবস্থানের সময় নিম্নলিখিত তালবীয়াহ অবশ্যই পাঠ করবে।

পাথর টুকরা নিক্ষেপের সময়

১। মিনা বাজার কুরবানী করার পর দিন অর্থাৎ এগারো তারিখ পাহাড়ের উপর পাথর টুকরা নিক্ষেপের সংকল্প নিয়ে যখন যমরায় দুনিয়া অর্থাৎ মিনার নিকটতম টিলার উপর আসবে, তখন সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কঙ্কর নিক্ষেপের পর বা সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলবে।

২। অতপর কিছু সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে এসে কিবলার পানে মুখ ফিরে দু'হাত তুলে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করবে।

৩। অতপর জমরাহে অস্তা। অর্থাৎ মধ্যবর্তী টিলার উপর সাতটি পাথর টুকরা আল্লাহু আকবার বলে নিক্ষেপ করার পর উত্তর দিকে সামনে অগ্রসর হয়ে কেবলার পানে ফিরে অধিক সময় হাত উঠিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে।

৪। অতপর জমরাহে ওক্‌বার উপর ময়দান থেকেই আল্লাহু আকবার বলে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু জমরাহে ওকবার নিকট অবস্থান বা বিলম্ব করবে না।

৫। জমরাহে ওক্‌বার উপর কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য ময়দানে প্রবেশ করে সেখান থেকেই কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। সেখানে তা নিক্ষেপের পর আর বিলম্ব করবে না।

৬। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে বিলম্ব না করে নিচের দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজয়ালহু হাজ্জানু মাবুরুরান ওয়া যানবান মাগফুরান।

"হে খোদা! আমার এ হজ্জকে পবিত্র ও তোমার গ্রহণীয় হজ্জ বানিয়ে দাও। আর তাকে প্রত্যেকটি গুনাহ মার্জিত হবার অছিলা করে দাও।"

৭। জমরায় ওক্‌বা ব্যতীত সকল টিলার নিকট-ই বিলম্ব করে খুশিমত দোয়া করবে। কিন্তু কোন দোয়া নির্দিষ্ট করে নিবে না।

মিনায় কুরবানী করার সময়

১। মিনায় কুরবানী করার সময় বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে কুরবানী করবে। আর জানওয়ারের মাথার উপর পা রেখে ছুরি পরিচালনা করবে। আর এ নিয়াত পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী ওয়ামিন উম্মাতিম মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

"হে খোদা! আমার তরফ থেকে আর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের তরফ থেকে এ কুরবানী কবুল করে নাও।"

২। অতপর এ দোয়া পাঠ করে জানওয়ার জবেহ করবে—

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নী অজ্‌জাহতু অজহীয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি অলআরদা আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন লা-শারিকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমিন, আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা, বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।"

"নিশ্চয় আমার মুখমণ্ডল সেই মহান আল্লাহ তাআলার পানে ফিরিয়ে দিয়েছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বীনে ইবরাহীমের উপর কায়েম আছি। আর আমি কখনো মুসরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায আমার কুরবানী, আর আমার জীবন-মরণ সব কিছু পরওয়ারদেগারে আলমের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার কোন সাথী নেই, আর তারাই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে খোদা এ কুরবানী তোমার তরফ থেকে তোমার জন্যই নিবেদিত। আল্লাহ তাআলার নামে জবেহ করছি, আল্লাহ সব চেয়ে বড় ও মহিয়ান গরীয়ান।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে জনাব রাসূলে করীম (স) হযরত ফাতেমা (রা)-কে বললেন— হে ফাতিমা! তোমার কুরবানীর কাছে গিয়ে দাড়াও। আর তার জবেহ অনুষ্ঠান অবলোকন করো। কেননা তার রক্তের প্রথম ফোটা যমীনে পতিত হবার সময়ই তোমার কৃত সমুদয় গুনাহরাশী ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এ আয়াত—

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্না সালাওয়াতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা-শারীকা লাহু অবিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়্যালুল মুসলিমিন।

(অর্থাৎ আমার নামায কুরবানী; আর আমার জীবন মরণ এক কথায় সবকিছু সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই; আমাকে তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি পূর্ণরূপে অনুগত ও বাধ্যগত একজন মুসলিম) পাঠ করবে। এ কথা শুনে এ হাদিসের বর্ণনাকারী এ'মরান বিন হোসাইন (রা) বলল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সওয়াব কি একমাত্র আপনার এবং আহলে বায়েতদের (আপনার পরিবার পরিজনের) জন্যই—? হুজুর (স) এরশাদ করলেন—না শুধু কেবল আমাদের জন্যই নয় বরং সমগ্র মুসলমানদের জন্য এ সওয়াব।"

৩। কুরবানীর জন্তু যদি উট হয়, তবে যমীনে সয়ন করার পরিবর্তে পা বেধে দাড়া করিয়ে বলবে—আল্লাহু আকবার "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।" আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা।

অতপর বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে নহর করবে। (অর্থাৎ বল্লম বর্শা গলদেশের লম্বাস্থানে নিক্ষেপ করবে।)

আকীকার জানোয়ার জবেহ করার সময়

আকীকার জানোয়ার জবাই করতে হলে কুরবানীর পশু জবেহ করার ন্যায় দোয়া পাঠ করে জবেহ করবে। শুধু উক্ত দোয়ার সাথে বিস্‌মিল্লাহি আকীকাতু ফালান উচ্চারণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফালান শব্দের স্থানে ছেলে বা মেয়ের নাম উল্লেখ করবে।

কাবা ঘরে প্রবেশের সময়

১। মক্কা শরীফে এসে তাওয়াফে যিয়ারতের পর কাবা ঘরে প্রবেশ হলে তার প্রত্যেক কোণায় গিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে। আর বের হবার পর কাবা ঘরের সামনে দাড়িয়ে দু'রাকায়াত নামায পড়বে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, বিদায় হজ্জের সময় জনাব নবী করীম (স) কাবা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। প্রবেশকালে হযরত আসামা বিন যায়েদ, ওসমান বিন তালহা আর হযরত বিলাল (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ হুজুর (স)-এর সঙ্গী ছিলেন। হুজুর (স)-এর প্রবেশ-এর পর কাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দোয়া হলো। হুজুর (স) বেশ কিছু সময় তার ভিতর কাটিয়ে দিলেন। (অত্র হাদিসের বর্ণনাকারী বলেন) হুজুর (স) কাবা ঘর থেকে বের হয়ে আসলে আমি হযরত বিলাল (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, জনাব রাসূলে করীম (স) ভিতরে থাকা কালে কি করলেন। হযরত বিলাল (রা) জবাব দিলেন—একটি খাম্বা বামদিকে দুটি ডানদিকে এবং তিনটি খাম্বা পিছনে রেখে নামায পড়েছেন। সে যুগে কাবা ঘর ছয়টি খাম্বার উপর নির্মিত ছিল।

২। হযরত আসামা (রা) থেকে আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে করীম (স) কাবাঘরে প্রবেশ করে হযরত বিলালকে (রা) দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিলে তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। সে যুগে কাবা ঘরের ছয়টি খাম্বা ছিল। হুজুর (স) সামনে অগ্রসর হয়ে সে খাম্বা ছয়টির মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন, যা কাবার (বন্ধকৃত) দরওয়াজার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। হুজুর (স) সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন। আর আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পাঠে মশগুল হয়ে পরিশেষে তার দরবারে দোয়ার ভিতর মাগফেরাত কামনা করে উঠে দাড়ালেন। সেখান থেকে কাবা ঘরের পিছনের অংশের সামনে এসে তাঁরা স্বীয় চেহারা মোবারক ও গণ্ডদেশ তার উপর রেখে দিয়ে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ করে দোয়া ও মাগফেরাতের ভিতর মশগুল হলেন। অতপর ঘুরে ঘুরে কাবা ঘরের প্রতিটি কোণায় কোণায় ঘুরে তার পানে মুখ ফিরিয়ে তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করলেন। অতপর হামদ ও সানা পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল হলেন। এরপর বাহিরে এসে কাবা ঘরের দরওয়াজার সামনে দাড়িয়ে দুই রাকায়াত নামায আদায় করে সেখান থেকে চলে এলেন।

আবে যমযম পান করার সময়

১। তাওয়াফের দুই রাকায়াত নামায শেষ করে যমযম কুয়ার নিকটে এসে কাবা ঘরের পানে ফিরে দাড়িয়ে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতঃ তিনবার পেট ভরে পানি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পান করবে। পান করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলবে। হাদিসে আছে যে, হুজুর (স) এরশাদ করেন—আমাদের এবং মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুনাফিকদের আবে যমযম পেটভরে পান করে না। আমরা তা পেট ভরে পান করি।

আর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, জনাব হুজুর (স) এরশাদ করেন—যমযম কুয়ার পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সে উদ্দেশ্যের জন্যেই তা উপকারী প্রমাণিত হয়ে থাকে। যদি তোমরা তা আরোগ্য লাভের নিয়াতে পান করো, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আরোগ্যতা দান করবেন। আর যদি কোন শত্রু বা বালা মুসিবৎ থেকে রক্ষা পাবার নিয়াতে পান করো, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করবেন। আর তোমরা নিজেদের পিপাসা নিবারণের জন্য পান করলে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে দিবেন।

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) যখন আবে যমযম পান করতেন, তখন নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে নিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা এলমান নাফেয়ান ওয়া রিযকাও ওয়াসেয়াও ওয়া শেফায়াম মিনকুল্লি দায়িন।

"হে খোদা! আমি আপনার নিকট উপকারী এলম আর অপরিমিত রিযিকের জন্য প্রার্থনা করছি। আর মুক্তি প্রার্থনা করছি সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধির হাত থেকে।"

লেখক বলেছেন—ঈমাম আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রা) যমযম কুয়ার নিকট এসে কেবলার পানে ফিরে পিয়ালা হাতে নিয়ে এ কথা বললেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ ابْنَ اَبِى الْمَوَالِ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرْ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَهٰذَا اَشْرَبُهُ لِعَطْشَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَرِبَ۔

"হে খোদা! আমার নিকট ইবনে আবুল মওলা মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির আর তিনি হযরত জাবের (রা)-এর উদ্ধৃত্তি দিয়ে বলেন যে, হযরত রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—আবে যমযম যে উদ্দেশ্যে পান করা হয়, সে উদ্দেশ্যের জন্যই তা উপকারী ও ফলপ্রসু। আর আমি এ আবে যমযম কিয়ামতের দিনের পিপাসা নিবারনের জন্য পান করছি। অতপর সে আবে যমযম পান করে নিলেন।

লেখক বলছেন আমার মতে এ হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের থেকে এ হাদিসটির বর্ণনাকারী সুয়াইদ বিন সাঈদ একজন বিশ্বস্ত লোক। ইমাম মুসলিম (র) তার কিতাবেও এ হাদিসটিকে স্থান দিয়েছেন। আর ইবনে মুবারকের সায়খ আবুল মওলাও একজন বিশ্বস্ত হাদিস সংকলক ইমাম বোখারী তার কিতাবেও এ লোকের সংকলিত হাদিস গ্রহণ করেন। খোদার শুকুর যে, এ হাদিসটি পূর্ণ বিশুদ্ধ হাদিস। এর ভিতর আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যুদ্ধ ও যুদ্ধযাত্রার সময় পঠিত দোয়া

১। যদি কাফেরদের সাথে জেহাদ করার উদ্দেশ্যে সফরে বের হতে হয়, অর্থবা শত্রুর সাথে লড়াইর ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয়, তখন এ দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা আদুদী ওয়া নাছীরী, বিকা আহুলু ওয়াবিকা আছুলু ওয়াবিকা উকাতিলু।

"হে খোদা! তুমিই আমার শক্তির বাহু। আমার সাহায্যকারী তুমিই। আমি তোমার সাহায্যেই যুদ্ধের বুহ্য রচনা করে থাকি। আর তোমারই সাহায্যের উপর নির্ভর করে আক্রমণ পরিচালনা করছি। আর তোমার মদদেই লড়াই করছি।

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

رَبِّ بِكَ اُقَاتِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বি বিকা উকাতিলু ওয়া বিকা উসাবিলু ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিকা।

"হে পরওয়ারদিগার! তোমার সাহায্যেই লড়াই করছি আর তোমার সাহায্যেই আক্রমণ পরিচালনা করছি। তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তিই কার্যকরী নয়।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِىْ وَاَنْتَ نَاصِرِىْ وَبِكَ اُقَاتِلُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা আদুদী, ওয়া আন্তা নাছেরী ওয়া বিকা উকাতেলু।

"হে খোদা! তুমিই আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী। আর তোমার উপর নির্ভর করেই আমি লড়াই করছি।"

শুধু যুদ্ধের খুৎবা ও দোয়া

১। সিপাহীগণ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন সেনাপতি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। দ্বিপ্রহরের পর তিনি সিপাহীদের সামনে দাঁড়িয়ে এ ভাষণ দিবেন—"হে বিজয়ী সৈনিকবৃন্দ! শত্রুর সাথে লড়াই করার আশা পোষণ করো না। বরং আল্লাহ তাআলার দরবারে তার জন্য কল্যাণ, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। হ্যাঁ, যদি তাদের সাথে ময়দানে মুকাবিলা করতেই হয়, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে তলওয়ারের ছায়াতলেই বেহেস্ত।" অতপর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمَجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ـ

"হে কিতাব অবতীর্ণকারী, বাদল পরিচালনাকারী ও শয়তানী বাহিনীকে পরাজয়কারী খোদা! এ দুশমনদেরকে হারিয়ে দাও। আর তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য করো।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারিয়ুল হিসাবি আহযিমিল আহযাব, আল্লাহুম্মা আহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

"হে কিতাব অবতীর্ণকারী, খুব শীঘ্র হিসাব নিকাশকারী। এ শত্রুবাহিনীকে হারিয়ে দাও। হে খোদা! তাদেরকে পিছ পা হটিয়ে দাও। আর তাদের মধ্যে অনুকম্পন সৃষ্টি করে দাও।

শত্রু শহরে অবতরণের সময়

মুসলিম বাহিনী যখন শত্রু শহরের নিকট গিয়ে উপনীত হবে, তখন উক্ত বাহিনীর সিপাহসালার আল্লাহু আকবার খারিবাতি। এখানে খারিবাত শব্দের পর (অমুক) যে শহরে প্রবেশ করবে সে শহরের নাম উল্লেখ করবে। এর পর তিনবার তা পাঠ করবে।

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না ইযা নাযালনা বিসাহাতি কওমিন, না-সায়া সাবাহুল মুনযিরীন।

'আমরা যখন কোন শত্রু বাহিনীর এলাকায় প্রবেশ করি, তখন খোদার ইচ্ছায় নিশ্চিয় ভীত সন্ত্রস্ত লোকের প্রভাত অশুভ হয়।"

কোন শত্রু সম্প্রদায়ের দ্বারা ভীত হয়ে পড়ার সময়

শত্রু বাহিনী দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হবার ভয় হলে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'য়ালুকা ফী নুহুরিহীম ওয়া নাউজুবিকা মিন সুরুরিহীম।

"হে খোদা! আমরা তাদের সাথে মুকাবিলার সময় তোমাকে ঢাল বানাচ্ছি। আর তাদের অনিষ্টতা হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হবার সময় পঠিত দোয়া

চতুর্দিক থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হলে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাছতুর আওরাতিনা, ওয়া আমিন রওয়াতিনা।

"হে খোদা! আমাদের দুর্বলতাকে গোপন করে রাখুন। আর আমাদের ভয় ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহত হবার সময় পঠিত দোয়া

লড়াইর ময়দানে আহত হলে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে।

শত্রু সৈন্য পিছু হটে যাবার সময় পঠিত দোয়া

আল্লাহ তাআলার সাহায্যে শত্রু বাহিনী পিছু হটে গেলে তখন সিপাহসালার তার সিপাহীদেরকে কাঁতারবন্দী করে পিছনে দাড়া করিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতঃ এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ـ كُنْهُ لَاقَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَابَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ـ وَلَاهَادِىَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ ـ وَلَامُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ ـ وَلَامُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ ـ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لَايَحُوْلُ وَلَايَزُوْلُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ ـ اَللّٰهُمَّ عَائِذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا ـ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَامَفْتُوْنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ ـ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ـ اِلٰهَ الْحَقِّ اٰمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! তোমার জন্যই সমুদয় প্রশংসা নিবেদিত। তুমি তোমার নিয়ামত যাকে দান করে সচ্ছল বানিয়ে দাও, তাকে কেউ অসচ্ছল করে দিতে পারে না। আর যাকে তুমি অসচ্ছল করো তাকেও কেউ সচ্ছল করে তুলতে পারে না। যাকে তুমি তার কার্যকলাপের দরুণ পথ ভ্রষ্ট করো, তাকে কেউ হেদায়েতের পথে আনতে পারে না। আর যাকে তুমি তোমার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করো, তাকে তা দান করার জন্য আর কেউই নেই। আর তুমি কিছু দান করলে, তা কেউ রুখতে পারে না। আর যাকে তুমি দুরে রাখো। তাকে কোন লোকই নিকটতম করতে পারে না। আর তুমি যদি নিকট কিছু করে নাও, তবে তা কেউ দুরেও রাখতে পারে না। হে খোদা! আমাদেরকে তোমার রহমত, বরকত, দান অনুগ্রহ ও রিযিক অপরিমিত করে দাও। হে খোদা! আমি তোমার নিকট সেই চিরন্তন নেয়ামতের জন্য প্রার্থনা করছি, যা অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। হে খোদা! আমি ভয়ভীতির দিন তোমার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। হে খোদা! তুমি আমাদেরকে যা কিছু দান করেছ, আর যা কিছু দান করোনি, তার সকলের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে খোদা! ঈমানের প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আর আমাদের অন্তরের নিভৃত কোণে তা সুন্দর পাথরের ন্যায় বসিয়ে দাও। আর কুফর বদকারী, নাফরমানীকে আমাদের অপছন্দনীয় ও ঘৃণীত করে দিয়ে আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সামিল করে দাও। হে করুণাময়। আমাদেরকে তুমি ঈমান ও ইসলামের উপর মওত দিয়ে নেককারদের মধ্যে মিলিয়ে নাও। হে খোদা! আমরা যেন লজ্জিত ও ফেৎনা ফাসাদের মধ্যে নিপতিত না হই। হে খোদা! তোমার রাসূলদেরকে যে সকল কাফের মিথ্যা জানে আর তোমার রাস্তা থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে, তাদের প্রতি তুমি আযাব নাযিল করো, তাদেরকে ধ্বংশ করে দাও। হে চিরন্তন সত্য উপাসক! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল করে নাও।

নও মুসলিমের জন্য দোয়া

জিহাদের সফরে থাকা কালে যদি কোন অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তবে নিম্ন লিখিত দোয়াটি তাকে শিখিয়ে দিবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী, অহদিনী ওয়ারযুকনী।

"হে খোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহমত করো আমাকে হেদায়েতের পথের পথিক করো, আর আমাকে তোমার রিযিক দান করো।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর

জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে কোন উচ্চস্থানে উঠলে নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু-আকবার ধ্বনী দিবে। আর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ سَائِحُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ـ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন সাথী নেই। আমাদের মালিকানা, তারই, আর সকল প্রশংসাও তারই জন্য নিবেদিত। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা জিহাদের সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি, আর তওবা করছি, নিজেদের দোষ ত্রুটি থেকে। আমরা স্বীয় পরওয়ারদিগারের উপাসনাকারী, সিজদাকারী আর তার পথেই সফরকারী। আর স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগানকারী। আল্লাহ তাআলা তার অংগীকার সত্যরূপে প্রমাণিত করে দিয়েছেন এবং তার বান্দাদেরকে সাহায্য করে সম্পূর্ণরূপে তার শত্রু বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছেন।"

শহরের নিকটে পৌছার সময়

নিজ শহরের নিকটে গিয়ে পৌছলে প্রবেশ না করা পর্যন্ত নিয়মিত এ কালাম পাঠ করতে থাকবে—

اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আয়িবুনা, তায়িবুনা, লিরব্বিনা হামিদুন।

"আমরা জিহাদের সফর হতে ফিরে এসেছি, আমরা আমাদের দোষত্রুটি থেকে তাওবা করছি, আর ইবাদত করছি ও প্রশংসা করছি আমাদের পরওয়ার-দিগারের।"

ঘরে প্রবেশের সময়

১। ঘরে প্রবেশ করার সময় এ কালাম পাঠ করতে করতে প্রবেশ করবে—

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ তাওবান তাওবান লিরব্বিনা আওবান লা-ইউগাদিরু আলাইনা হাওবান।

"আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট তাওবা করছি। আর তার জন্যই আমরা প্রত্যাবর্তন করছি। তিনি আমাদের কোন গুনাহই অবশিষ্ট রাখেন নি।"

২। অথবা, এ কালাম পাঠ করবে—

اَوْبًا اَوْبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

উচ্চারণ ঃ আওবান আওবান লিরব্বিনা তাওবান লা-ইউগাদিরু আলাইনা হাওবান।

"আমরা জিহাদী সফর থেকে ফিরে এসেছি ফিরে এসেছি আমরা আমাদের গুনাহ থেকে। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাওবা করছি। যিনি আমাদের গুনাহরাশী রাখবেন না, সব মার্জনা করে দিবেন।"

যে কোন চিন্তা ও অস্থিরতার সময় পঠিত দোয়া

১। যদি কোন ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট চিন্তা, হয়রানী ও পেরেশানীর শিকারে পতিত হয়, তবে নিম্ন লিখিত দোয়া তার পাঠ করা উচিত—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজীমুল হালীম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুছ ছামাওয়াতে অল আরদে ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

"সে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, যিনি হচ্ছেন বিরাট ও মহান আর চরম ধৈর্যশীল। তিনিই মহান আরশের মালিক! তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি হলেন আসমান যমীনের প্রতি পালক, আর সম্মানিত আরশের মালিক"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি খুব ধৈর্যশীল ও দানশীল। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন মহান আরশের মালিক। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। আর মহান আরশের মালিক।"

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল আজীম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল কারীম।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন উপাসক নেই, যিনি হলেন অতিশয় মহান ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন মহান আরশের পরওয়ারদিগার।"

অতপর যে দুঃখ-কষ্ট চিন্তা অস্থিরতা এসে পড়েছে তা দুরীভূত হবার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করবে।

৪। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন অসীম ধৈর্যশীল ও অগণিত দানশীল। তিনি পবিত্র, আল্লাহ তাআলা হলেন সেই বরকত দানকারী যিনি আরশে আজীমের রব। সমুদয় প্রশংসা একমাত্র রব্বুল আলামীনের জন্যই নিবেদিত।"

৫। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ ـ

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। যিনি হলেন অসীম ধৈর্যশীল আর অপরিসীম দানশীল। আল্লাহ তাআলা হলেন মহান পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান আর আরশে আজীমের মালিক। সমগ্র প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্য বিশেষরূপে নিবেদিত, তিনি হলেন তামাম জাহানের পরওয়ারদিগার। হে খোদা! আমি তোমার বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

ফায়েদা ঃ লেখক বলছে যে, এ দোয়াটি একটি বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট দোয়া। ইবনে আছেম তার পুস্তক "কিতাবুদ দোয়ার" ভিতর এটিকে উল্লেখ করেন।

৬। আর এ দোয়াটাও অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাকবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়'মাল ওয়াকীল।

"আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট, যিনি খুবই ভাল ওয়াকীল।

অথবা—

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাসবীয়াল্লাহু ওয়া নিয়'মাল ওয়াকীল।

"আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট, যিনি হলেন খুব সুন্দর কৌশলী ও কর্ম সম্পাদনকারী।"

৭। নিম্ন লিখিত দোয়াটি কমপক্ষে তিনবার অবশ্যই পাঠ করবে—

اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আল্লাহু রব্বী, লা উসরিকা বিহী শাইয়্যান।

"আল্লাহ তাআলাই আমার পরওয়ারদিগার। তার সাথে কোন বস্তুকে আমি শরীক করি না।

অথবা, এমনিভাবে পড়বে—

اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু রাব্বী লাউশরিকা বিহি শাইয়্যান।

"আল্লাহ তাআলাই আমার প্রতিপালক। তার সাথে আমি কাউকেও শরীক করি না।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮। অথবা উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়্যান, আল্লাহু, আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়্যান।

৯। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

"আমি সেই চিরন্তন জীবিত মহান আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করে রয়েছি, যার মৃত্যু নেই। আর সমগ্র প্রশংসা সে মহান প্রভুর জন্য, যিনি কাউকেও নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেননি। আর স্বীয় মালিকানায়ও কাউকেও শরীক করেননি। আর তিনি দুর্বলও নন যে, তার কোন সাহায্যকারী হবে। সুতরাং তার গৌরব ও মহত্ব খুব বেশি পরিমাণে বর্ণনা করো।"

১০। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ ـ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইনিন, ওয়া আসলেহলী শানী কুল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

"এলাহী! আমি তোমার রহমতের আশা পোষণ করছি। সুতরাং চক্ষের পলকের জন্যও তুমি আমাকে আমার নফছের কাছে সোপর্দ করো না। আর আমার সকল কাজ তুমি ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।

১১। অথবা, খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে এ প্রার্থনা করবে—

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বি রাহমাতিকা আসতাগিছু।

"হে চিরন্তন জীবিত স্বত্তা! হে সৃষ্টিজগতকে প্রতিষ্ঠাকারী ও আয়ত্তাধীনকারী। আমি তোমার রহমতের জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছি।"

১২। সিজদায় গিয়ে "ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম" বার বার পাঠ করবে।

১৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ্বালিমীন।

"আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ মাবুদ হবার উপযুক্ত নয়। তোমার স্বত্বা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মুসলমান বিশেষ মাকসুদ হাছিলের জন্য উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা জানায়, তবে আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা কবুল করে থাকেন।

যে কোন প্রকার বালা মুসিবতে পঠিত দোয়া

যে কোন বালা মুসিবতের সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন লোক কোন প্রকার বিপদ আপদ বা চিন্তায় পড়ে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার বালা মুসিবত দূর করে সুখ শান্তি দান করে থাকেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ - مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ - عَدْلٌ فِىَّ قَضَائُكَ - اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ - سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهٖ عِلْمَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ - رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ -

অর্থ ঃ এলাহী, আমি তোমার বান্দা। আর তোমার বান্দা ও বান্দীরই পুত্র আমি, আমার কিসমত তোমারই হাতে। আমার বেলায় তোমার হুকুম প্রযোজ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত আমার বেলায় পূর্ণ ন্যায়ানুগ। তোমার বিখ্যাত সেই নাম যাহা যা তুমি নিজে রেখেছ এবং কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছ অথবা তুমি তোমার মাখলুকের কাউকেও জানিয়ে দিয়েছ, কিম্বা তোমার গুপ্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে তা সংরক্ষিত রেখেছ, তার অসিলা দিয়ে আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি যে, তুমি পবিত্র কুরআনে করীমকে আমার অন্তর উজ্জীবিতকারী আর চক্ষের নূর করে দাও এবং আমার চিন্তা ও অস্থিরতা দূরীভূত হবার মাধ্যম করে দাও।"

২। যে কোন দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা, রোগ, ব্যাধিতে নিপতিত হলে অধিক পরিমাণে এ কালাম পড়বে—

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ।

"কোন ক্ষমতা ও শক্তিই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কার্যকর নয়।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত কালামটি নিরানব্বইটি রোগের দাওয়া বিশেষ, যার ভিতর সব চেয়ে ছোট ব্যাধি হলো চিন্তা।

৩। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট চিন্তা ও অসুস্থতায় নিচের এস্তেগফারটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাগফিরুকা মিন কুল্লি যানবিন, ওয়া আতূবু ইলাইকা।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার গুনাহ থেকে মাগফেরাত চাচ্ছি, তওবা করছি।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নিয়মিত অধিক পরিমাণে এ এস্তেগফার পড়লে আল্লাহ প্রত্যেকটি মসিবত ও চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন। আর পাঠকারীকে ধারণাতীতভাবে রিযিক দান করবেন।

৪। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য আযানের সময় পঠিত দোয়া ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখে নিন।

৫। কোন বালা মুসিবত দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকলে বা মুসিবতে পড়লে নিয়মিত অধিক পরিমাণে নিচের দোয়া পড়বে—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا -

উচ্চারণ ঃ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়মাল ওয়াকীল, আলাল্লাহি তাওয়াক্কাল না।

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি খুবভাল কর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ তাআলার উপরই আমরা নির্ভর করে আছি।"

হাদিস শরীফে দোয়াটি বালা মুসিবতকালে পাঠের নির্দেশ রয়েছে।

৬। মুসিবতে পতিত হলে নিম্নলিখিত দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاَجِرْنِىْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِىْ مِنْهَا خَيْرًا ـ

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা! আর অবশ্যই আমরা তার পানে ফিরে যাব। হে খোদা! আমি তোমার দরবারে আমার এ মুসিবতকে পেশ করছি। তুমি আমাকে এ মুসিবতে সওয়াব দান করো, আর তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম নেয়ামত দান করো।"

কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দ্বারা ভীতি প্রদর্শণকালে পঠিত দোয়া

১। কোন ব্যক্তি থেকে ভয় ভীতি সৃষ্টি হলে এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক ফিনাহু বিমা শি'তা।

ফায়েদা ঃ উপরোক্ত দোয়াটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস থেকে গৃহীত। আবু নাঈম তা আল মুস্তাখরেজু আলা সহীহিল মুসলিমে বর্ণনা করেছেন।

২। কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ভীতি সঞ্চারিত হলে নিচের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَءُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম ওয়া নাদরাউবিকা ফী নুহুরিহিম।

"হে খোদা! আমি তাদের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আর তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকেই প্রতিরোধ রূপে গ্রহণ করছি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা, এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আজয়ালুকা ফী নুহুরিহীম, ওয়া আউজুবিকা মিন শুরুরিহীম।

"হে খোদা! আমি আপনাকে তাদের মুকাবিলায় ঢাল হিসাবে মনোনীত করছি। আর তাদের অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"

কোন শাসক বা জালেম থেকে ভীত হলে পঠিত দোয়া

১। কোন শাসক জালেম দ্বারা ভীত হলে, তিনবার এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا ـ اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّىْ جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। আল্লাহ তাআলাই তাঁর সমুদয় সৃষ্টি জগত থেকে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহ তাআলা তার থেকেও শক্তিশালী যাকে আমি ভয় করি। আমি সেই আল্লাহ তাআলারই আশ্রয় নিচ্ছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আর যিনি তার হুকুম ছাড়াই আসমানকে যমীনের উপর ভেঙ্গে পড়াকে রুখে রেখেছেন। হে খোদা! আমি তোমার অমুক বান্দা, তার ফৌজ ও লোক লস্কর, অনুগামী ও খেদমতগার জ্বীন হোক বা মানুষ হোক, তাদের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। হে খাদা! এদের সকলের অনিষ্টতা থেকে আমার আশ্রয় দানকারী হয়ে যাও। তোমার প্রশংসা ও গুণগান খুবই মহত্বপূর্ণ ও গৌরবময়। আর তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী সর্বদাই বিজয়ী হয়ে থাকে। তুমি ব্যতীত আর কেউই ইবাদতের উপযুক্ত নয়।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা আন ইয়াফরুতা আলাইনা আহাদুম মিনহুম আও আই ইয়াতগা।

"হে খোদা! বআমার উপর যারা জুলুম অত্যাচার করে তাদের থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَافِنِىْ وَلَاتُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَىَّ بِشَيْءٍ لَّا طَاقَةَ لِىْ بِهٖ ـ

"হে খোদা! হে জীবরীল, মিকাইল, ইস্রাফীল এবং হযরত ইবরাহীম ইসমাঈল, ইসহাক (আ)-এর মাবুদ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর তোমার সৃষ্টির ভিতর কোন বস্তু আমার উপর এমনভাবে চাপিয়ে না দাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই।

৪। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ حُكْمًا وَّاِمَامًا ـ

উচ্চারণ ঃ রাজীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়াবিল ইসলামে দ্বীনান। ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবীয়্যান, ওয়াবিল কুরআনি হুকমান ওয়া ইমামান।

"আমি খুশীচিত্তে আল্লাহ তাআলাকে আমার প্রভু, ইসলামকে আমার দ্বীন, হযরত মুহাম্মদ (স) আমার নবী, আর কুরআনকে মিমাংসাকারী এবং আমার পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করলাম।"

শয়তান ও জ্বীন থেকে ভয়ের সময় পঠিত দোয়া

শয়তান, জ্বীন ও ভূত-প্রেত দ্বারা ভীত হলে এ দোয়া পড়বে।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ النَّافِعِ ـ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

التَّامَّةِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ ـ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَاَ وَّمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا ـ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ـ

অর্থ ঃ "আমি সেই মহান আল্লাহ তাআলার আশ্রয় নিচ্ছি। যিনি খুব দানশীল ও মহান উপকারী। আর সে সমগ্র কালামের নিকট আশ্রয় নিচ্ছি, যার বাইরে নেক ও বদ বলতে কিছু নেই; সে সকল বস্তুর অনিষ্টতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, চতুর্দিকে বিস্তৃত করেছেন। আর উদাহরণহীন করে তৈয়ার করেছেন। আর সে সকল প্রত্যেকটি বস্তুর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় নিচ্ছি, যা আল্লাহ তাআলা যমীনের বুকে বিচ্ছুরিত করে রেখেছেন এবং তা যমীন থেকে বের হয়ে থাকে। আর দিবা-রাত্রের ফেৎনার অনিষ্টতা থেকে এবং প্রত্যেকটি রাত্র আগমনের সময়কার অনিষ্টতা থেকে তবে যে রাত্র কল্যাণ ও বরকত নিয়ে আসে সে রাত্র নয়, তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে সীমাহীন দয়ালু! আমার প্রতি অনুগ্রহ করো।"

জনশূন্য স্থানে ভূত-প্রেত ও জ্বীন দ্বারা আক্রান্ত হবার সময়ের আমল

জঙ্গল ময়দান বা জনশূন্য স্থানে জ্বীন, ভূত ও শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হলে, উচ্চস্বরে আযান দিয়ে আয়াতুল কুরসী পড়লে তারা ক্ষতি করতে পারবে না।

ঘাবড়ে যাবার সময় পঠিত দোয়া

নিজের মধ্যে ভয়-ভীতি অনুভব করলে নিচের দোয়াটি পড়বে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গজাবিহী, ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়ামিন হামাযাতিশ শায়াতীন ওয়া আই ইয়াহদুরুন।

"আমি আল্লাহর কালামের আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর গজব, তার বান্দাদের অনিষ্টতা এবং শয়তানের দ্বাগা ও তার আমার নিকট আসা থেকে।"

কোন বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হবার সময় পঠিত দোয়া

কোন লোক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লে হাসবীয়াল্লাহু ওয়া নিয়'মাল ওয়াকীল পড়বে।

ইচ্ছার পরিপন্থী কোন বস্তু আসতে দেখার সময় পঠিত দোয়া

যদি কোন লোকের মনের ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন বস্তু এলে বা কাজ হলে এমন বলা চাই না, যে আমি অমন কাজ করলে এমন হতো না। বরং বলবে, তাকদীর বা আল্লাহর যা মর্জি ছিল তাই হয়েছে।

কোন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ার সময় পঠিত দোয়া

কোন কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়লে বা বাধাগ্রস্থ হলে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ـ وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-সাহলা ইল্লা মাজায়ালতাহু সাহলান ওয়া আন্তা তাজয়ালুল হুযনা সাহলান ইযা শি'তা।

"হে খোদা! তোমার সহজকরণ ব্যতীত কোন কাজই করা সহজ নয়। তুমি ইচ্ছা করলে শীলাভূমিও সমতল করে দিতে পারো।"

সালাতুল হাজতের তরীকা ও দোয়ার বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে বিশেষ কোন বস্তু পাবার ইচ্ছা থাকলে বা কোন লোকের নিকট বিশেষ কোন কাজ থাকলে, তার জন্য দু'রাকায়াত সালাতুল হাজতের নামায পড়বে। অতপর আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা এবং রাসূলে করীমের (স) প্রতি দরূদ পাঠ করে নিচের দোয়া পড়বে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَسْئَالُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ـ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ـ لَاتَدَعَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হালীমুল কারীম। সোবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আজীম। আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আসয়ালুকা মাওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযায়িমি মাগফিরাতিকা অল ইসমাতা মিন কুল্লি যামবিন অল গণীমাতা মিন কুল্লি বাররিন, অচ্ছালামাতা মিন কুল্লি ইছমিন, লাতাদ'য়লী যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওয়ালা হাজাতান হিয়া লাকা রেজান, ইল্লা কাজাইতাহা, ইয়া আরহামার রাহিমীন।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দানশীল। আল্লাহ তাআলা পবিত্র যিনি আরশে আজীমের পরওয়ারদিগার। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য হে খোদা! আমি তোমার দরবারে তোমার রহমতের উপকরণের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তোমার মাগফিরাত যাতে করে দৃঢ় ও মজবুত হয়, এমন চরিত্রের দানের এবং প্রত্যেক গুনাহ থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আর প্রত্যেকটি নেককারের নেয়ামতের ও প্রত্যেকটি নাফরমানী থেকে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। হে খোদা! আমার কোন গুনাহ বিনা ক্ষমায় ছেড়ে দিওনা। আর আমার চিন্তা ও অস্থিরতা বিদুরীভূত না করে রেখে দিওনা। আর আমার এমন কোন হাজত ও প্রয়োজন, যা তোমার মর্জি মোতাবেক হয়ে থাকে তা পূর্ণ করা ব্যতিরেকে রেখে দিওনা। হে রহমানুর রহীম আমার প্রার্থনা কবুল কর।"

২। অথবা, উপরি বর্ণিত নিয়মে নামায পড়ে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আর তোমার পানেই মনোনিবেশ করছি, তোমার নবী হযরত মুহাম্মদ (স) অসিলায় আপনার পরওয়ারদিগারের পানে স্বীয় হাজত ও প্রয়োজন পূরণার্থে মনোনিবেশ করছি। আর তা পূরণ করার জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। হে খোদা! আমার বেলায় হুজুর (স)-এর সুপারিশ কবুল করে নাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরআন হেফজ করার আমল ও দোয়া

১। কোন ব্যক্তি যদি কুরআনে করীম হেফজ করার ইচ্ছা রাখে তবে জুম্মার রাত্রে সম্ভব হলে শেষ রাত্রে নিদ্রা থেকে উঠবে। শেষ রাত্রে উঠা সম্ভব না হলে মধ্য রাত্রে উঠবে। তা নাহলে রাত্রের প্রথম অংশে উঠে চার রাকায়াত নামায পড়বে। যার প্রথম রাকায়াতে সূরায় ফাতেহা ও ইয়াসীন আর দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরায় ফাতিহা ও সূরায় হা-মিম, দুখানা পাঠ করবে। তৃতীয় রাকায়াতে ফাতিহা সহ সূরায়ে সিজদা আর চতুর্থ রাকায়াত ফাতিহাসহ তাবারাকাল মূলক দিয়ে সমাধা করবে। সালাম ফিরাবার পর আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতঃ নবী করীম (স)-এর নামে দরূদ পাঠ করবে। আর অন্যান্য নবীদের প্রতি দরূদ পাঠ করতঃ সকল মুমিন নর নারীদের মাগফেরাত কামনান্তে নিচের দোয়াটি পড়বে। এরূপ তিন জুম্মা, পাঁচ জুম্মা অথবা সাত জুম্মা ধরে আমল করলে খোদার ইচ্ছায় দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِىْ ـ وَارْحَمْنِىْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَايَعْنِيْنِىْ ـ وَارْزُقْنِىْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّىْ ـ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ ـ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تَلْزَمَ قَلْبِىْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِىْ وَارْزُقْنِىْ اَنْ اَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِىْ يُرْضِيْكَ عَنِّىْ ـ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَاتُرَامُ ـ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِىْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِىْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِىْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِىْ فَاِنَّهُ لَايُعِيْنُنِىْ عَلَى

الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَايُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থ " হে খোদা! যত সময় ধরে তুমি আমাকে জীবিত রাখো গুনাহ থেকে দূরে রেখে আমার প্রতি তোমার করুণারাশি বর্ষণ করো, আর অনুরূপকারী কাজের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে আমাকে বেঁচে থাকবার তাওফীক দিয়ে রহম করো। আর যে কাজ দ্বারা আমি তোমার সন্তুষ্টি পাবো, তার ভিতর আমাকে বুৎপত্তি ও কর্মদক্ষতা দান করো। হে খোদা! তুমিই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গৌরব ও মহত্বের অধিকারী, আর এমন সম্মানের মালিক যা ধারণার অতীত। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। হে খোদা! হে রহমান! তোমার সত্বার নূরের অসিলা দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমি যেরূপ আমাকে তোমার কিতাবের এলেম দান করেছ, অনুরূপ আমার অন্তরকে তোমার কিতাব হেফজ করার ক্ষমতা দাও। আর আমাকে এ কিতাব এমন পন্থায় তেলাওয়াত করার তাওফীক দাও, যে পন্থায় তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে খোদা! তুমিই আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তুমি এমন গৌরব, মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী যার ধারণাও করা যায় না। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। হে খোদা! হে রহমান! তোমার গৌরব ও মহত্বের নূরের অসিলা দিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমি তোমার কিতাবের নূরের দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করে দাও। আর তা আমার যবানের উপর জারি করে দাও। আর আমার কলবের অস্পষ্টতা তা দ্বারা দূর করে দাও। আর আমার ছীনাকে তা দ্বারা প্রশস্ত করে দাও আর আমার শরীরকে তার নূর দ্বারা বিধৌত করে ফেল। কেননা তুমি ব্যতীত আমাকে কেউ সত্যের জন্য সাহায্য করতে পারে না। তুমি আমাকে সত্য দান করতে পারো। সমুদয় ক্ষমতা ও শক্তি মহান আল্লাহ তাআলারই সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন—সেই মহান সত্তার নামে শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে সত্যবাদী নবী করে প্রেরণ করেছেন, এই (উপরি বর্ণিত নিয়মের) দোয়া কখনো কোন মু'মিনের বিফলে যায় না।

তওবার তরীকা ও দোয়া

কোন ভুলত্রুটি বা গুনাহ সংঘটিত হতেই আল্লাহর নিকট তওবা করা উচিত। তাই আল্লাহর পানে মনোনিবেশ করে হাত উঠিয়ে বলবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আতুবু ইলাইকা মিনহা লা-আরজিউ ইলাইহা আবাদান।

"হে খোদা! আমি এ গুনাহ থেকে তোমার নিকট তওবা করছি। আর তোমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, এমন গুনাহ আর করবো না।"

হাদিসে আছে যে, এ ধরনের তওবা করলে—পুনঃ সে পাপ না করার শর্তে তাকে ক্ষমা করা হবে।

তওবার নামায

১। যদি কোন লোক গুনাহ করে বসে, তবে ততক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়ে গুনাহ মার্জনার উদ্দেশ্যে সুন্দররূপে গোসল করত অথবা ওজূ করত তওবার নিয়তে দু'রাকায়াত নামায পড়বে। এরপর এ গুনাহর জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা করবে। হাদিস শরীফে আছে যে, এ নিয়মে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে অবশ্যই মাফ করা হবে।

২। ভুলে জঘন্য পাপ করে বসলে তিনবার নিচের দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা, আওসাউ মিন যুনুবী, ওয়া রাহমাতুকা আরজা ইন্দী মিন আমালী।

"হে খোদা! তোমার ক্ষমা আমার গুনাহর তুলনায় অনেক অধিক প্রশস্ত। আর আমি আমার আমলের তুলনায় তোমার রহমতের অধিক আশা পোষণ করে থাকি।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হুজুর (স)-এর খেদমতে ক্রন্দনরত অবস্থায় হায় আমার গুনাহ হায় আমার গুনাহ বলতে বলতে এসে উপস্থিত হলো। হুজুর (স) তাকে উপরোক্ত দোয়াটি শিখিয়ে পাঠ করতে বললেন। লোকটি তাঁর এ হুকুম মোতাবেক দোয়া করলেন। হুজুর (স) তাকে পুনঃ দ্বিতীয় বার এর পর তৃতীয় বার একইভাবে দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশ দিলে, লোকটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও তা পাঠ করলো। অতপর হুজুর (স) বললেন—উঠে যাও; তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

৩। কমপক্ষে দিনে একবার ও রাতে একবার তওবা করে নিবে। (১) কেননা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা রাত্রি বেলায় তাঁর রহমতের হস্ত এ জন্য প্রসারিত করে থাকেন, যেন দিনের গুনাহ থেকে তওবা

করা হয়। এমনিভাবে দিনের বেলায় রাত্রের কৃত গুনাহরাশি মার্জনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর রহমতের হস্ত সম্প্রসারিত থাকে। আর তা সূর্যোদয় পর্যন্ত বর্তমান থাকে। (২) এমনিভাবে একটি লোক হুজুর (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ গুনাহ করে বসলে তা কি করা হয়? হুজুর উত্তর করলেন তা তার আমল নামায় লিখে দেয়া হয় লোকটি আবার বললো তওবা করা হলেও কি তা আমল নামায় থেকে যায়? হুজুর উত্তরে বলেন—তা তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেয়া হয়। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, যদি সে দ্বিতীয়বার ঐ গুনাহ করে বসে? হুজুর (স) জবাব দিলেন আবার তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, সে যদি আবার তওবা এস্তেগফার করে? হুজুর (স) জবাব দিলেন—আবার তার তওবা কবুল করে নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া হয়। স্মরণ রেখো। আল্লাহ তাআলা তওবা ও মাগফেরাতের বেলায় থেমে যান না। তোমরাই থেমে যাও। তোমরাই থেমে যাও।

দুর্ভিক্ষের সময়ের দোয়া ও এস্তেসকার নামায

১। অনাবৃষ্টির কারণে দেশময় যখন দুর্ভিক্ষের কালোছায়া নেমে আসে, তখন দু' জানু হয়ে বসে নিচের দোয়াটি পড়া উচিত।

يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا ـ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া রাব্বী ইয়া রাব্বী, আল্লাহুম্মা আছকিনা আল্লাহুম্মা আছকিনা আল্লাহুম্মা আছকিনা-আল্লাহুম্মা আগিছনা আল্লাহুম্মা আগিছনা আল্লাহুম্মা আগিছনা।

"হে পরওয়ারদিগার! হে পরওয়ারদিগার! হে খোদা! তুমি আমাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও। হে খোদা! তুমি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে দাও। হে খোদা! মেঘ বর্ষণ করো, মেঘ বর্ষণ করো, মেঘ বর্ষণ করো।"

২। মসজিদ, দেশ ও সমাজের ইমামদের উচিত অতি প্রত্যুষে বস্তীর লোকজন নিয়ে মহল্লা ও বস্তির বাইরে বের হয়ে সূর্যোদয়ের কিছু সময় পর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে "আল্লাহু আকবর" তাকবীর পাঠ করা এবং আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ করার পর নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করা—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ - وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ - اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ - وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ -

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আর রহমানির রাহীম, মালিকী ইয়াওমিদ্দীন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াফআলু মাইউরীদ আল্লাহুম্মা আনতাল্লাহু লাইলাহা ইল্লা আনতাল গানীয়্যু ওয়া নাহ্নুল ফুকারা; আনযিল আলাইনাল গাইছা ওয়াজায়াল মাআনযালতা আলাইনা কুয়্যাতান ওয়া বালাগান ইলাহীন।

"সমগ্র প্রশংসা সেই গৌরবময় মহান প্রভুর জন্য, যিনি সারে জাহানের প্রতি পালক সীমাহীন দয়াশীল ও অত্যাধিক মেহেরবান। আর বিচারের দিনের মালিক। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি যা চান, তাই করেন। ইলাহী! তুমিই মাবুদ। তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। তুমি ধনী, সমৃদ্ধশালী, মুখাপেক্ষিহীন। আর আমরা গরীব দরিদ্র ও অপরের মুহতাজ। তুমি আমাদের উপর তোমার মেঘমালা বর্ষণ করো। আর যে মেঘমালা তুমি বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য একটি দীর্ঘ সময়সীমা পর্যন্ত রুজী রোজগার ও জীবন ধারণের মাধ্যম করে দাও।"

এর পর আসমানের দিকে দু'হাত এমনরূপে উত্তোলন করবে, যেন দুই বোগল পরিদৃষ্ট হয় অতপর কেবলার পানে ফিরে স্বীয় চাদর উলটিয়ে দিবে। (অর্থাৎ উপরের অংশ নিচে আর নিচের অংশ উপরে, ডান দিকের অংশ বামদিকে, বামদিকের অংশ ডান দিকে উঠিয়ে দিবে) এবং হাত উত্তোলন থাকা অবস্থায়ই মানুষের পানে মুখ ফিরিয়ে মিম্বর থেকে নিচে নেমে এসে দুই রাকায়াত এস্তেসকার নামায আদায় করবে।

৩। আর নিচের এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُّرِيًا مُّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ رَائِثٍ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আছকিনা গাইছান মুগীছান মারীয়ান মুরীয়ান। নাফেয়ান গাইরা দররেন, আজেলান গাইরা আজেলেন রায়াইছেন।

"হে খোদা তুমি আমাদের উপর এমন বর্ষা বর্ষণ করো যে, ফরীয়াদকারীগণের যেন সুন্দর পছন্দনীয় নতুন সৃষ্টিকারী, আর কল্যাণময় ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপকারী হতে পারে। আর এ বর্ষা যেন কোনরূপ ক্ষতিকারক ও অত্যাধিক বর্ষণ অথবা বিলম্বের বর্ষণ না হয়।"

৪। আর নিচের এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে।

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আছকে ইবাদাকা ওয়া বাহায়েমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়াহই বালাদাকাল মাইয়্যেতা আল্লাহুম্মা আনযিল আলা আরদেনা যীনাতাহা ওয়া ছাকানাহা।

"হে খোদা তুমি তোমার বান্দাদেরকে ও চতুষ্পদ জীব-জন্তুদের পিপাসা নিবারণ করে দাও। আর তোমার রহমত চতুর্দিক বিচ্ছুরিত করে দাও। মৃত প্রাণহীন বস্তিকে শস্য শ্যামল ও সবুজ করে তোল। আর আমাদের যমীনের উপর বসন্তের সকল সৌন্দর্য আনয়ন করে দাও।"

৫। আর নিম্নলিখিত এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ ضَاحَتْ حِبَالُنَا وَاَغْبَرَّتْ اَرْضُنَا وَهَامَتْ دَوَابُّنَا مُعْطِىَ الْخَيْرَاتِ مِنْ اَمَاكِنِهَا وَمُنْزِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَعَادِنِهَا وَمُجْرِىَ الْبَرَكَاتِ عَلٰى اَهْلِهَا بِالْغَيْثِ الْمُغِيْثِ اَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ فَنَسْتَغْفِرُكَ لِلْحَامَّاتِ ذُنُوْبِنَا وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ عَوَّامِّ خَطَايَانَا - اَللّٰهُمَّ فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَّاَوْصِلْ بِالْغَيْثِ وَاكْفِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا وَيَعُوْدُ عَلَيْنَا غَيْثًا عَامًّا طَبَاقًا عَبَقًا مُجَلِّلًا غَدَقًا حِصْبًا رَاتِعًا مُّمْرِعَ النَّبَاتِ -

"হে খোদা! আমাদের পাহাড় বিশুষ্ক ও অনাদ্রতায় পরিণত হয়েছে। আর আমাদের যমীন নির্জলা হয়ে তার ধুলি উড়ছে। আমাদের গো মহিষগুলো

পিপাসায় কাতরে মরছে। হে কল্যাণ দানকারী ও মেঘমালা থেকে রহমত বর্ষণকারী। প্রতিক্ষিত বর্ষা দ্বারা তার প্রাপক লোকদের উপর রহমত ও বরকতের স্রোত বহনকারী! একমাত্র তুমিই আছ—যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে। আর তুমিই মহান ক্ষমাশীল। সুতরাং তোমার সমীপেই আমরা বিরাট গুনাহরাশি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাধারণ গুনাহ থেকে করছি খালেছ তওবা। হে খোদা! আমাদের জন্য মুষলধারায় বর্ষা বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করো, অতিশীঘ্র বর্ষা পাঠিয়ে দাও। বিশেষ করে তোমার আরশের নিম্নদেশ থেকে এমন বর্ষা বর্ষণ করো, যা আমাদের জন্য কল্যাণময় ও উপকারী প্রমাণিত হয়। আর সমুদয় ভূখণ্ডের উপর বিস্তৃত হয়ে যেন বর্ষার স্রোতধারা বয়ে দেয় এবং তা যেন ফলে ফুলে শস্য শ্যামল রূপে সু-শোভিত হবার উপকরণে পরিণত হয়।"

হাদিস শরীফে দেখা যায় যে, কোন এক দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা) বর্ষার জন্য দোয়া করতে গিয়ে শুধু এস্তেগফার করেই (নামায না পড়ে) প্রার্থনার কাজ শেষ করেছিলেন।

বর্ষার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাবার দোয়া

১। আকাশে মেঘমালার আগমণ হতে দেখলে এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَّافِعًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি মা-উরছেলা বিহী, আল্লাহুম্মা সাইবান নাফিয়ান।

"হে খোদা! তোমার নিকট আমরা সে বস্তুর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা এ মেঘমালার সাথে আগমণ করে থাকে। হে খোদা! এ বর্ষাকে আমাদের জন্য খায়র বরকত আর উপকারীতামূলক বর্ষায়ে পরিণত করে দাও।"

বর্ষা না হওয়াটা যদি দেশের পক্ষে উপকারী হয়, এমতাবস্থায় আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ না হয়ে যদি তা সরে যায়, তখন আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে।

৩। আর বর্ষা হতে থাকলে তিনবার "আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান নাফেয়ান (অর্থাৎ, হে খোদা! অত্যাধিক বর্ষণকারী ও আমাদের কল্যাণকারী বর্ষা বর্ষণ করো) তিনবার পাঠ করবে।

অথবা—আল্লাহুম্মা ছাইবান নাফেয়ান, (হে খোদা! কল্যাণময় ও উপকারীতামূলক বর্ষা বর্ষণ করো) তিনবার পাঠ করবে।

অধিক বৃষ্টির কারণে ক্ষতি হলে পঠিত দোয়া

অত্যাধিক বর্ষার দরুন দেশের ক্ষতি হলে, এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا ـ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা, আল্লাহুম্মা আলাল আকামে অলআজামে আজজিরাবে অলআওদিয়াতে ওয়া মানাবিতিস শাজারে।

"হে খোদা! আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অর্থাৎ আমাদের বস্তির চতুষ্পার্শ্বে এবং আমাদের উপর বর্ষা বর্ষণ থামিয়ে দাও। হে খোদা! পাহাড়ে জঙ্গলে নদী নালায়, মাঠে, ঘাটে আর শস্যভূমিতে বর্ষণ করো।"

মেঘ গর্জন ও বিজলী চমকানোর সময়

১। মেঘমালার গর্জনের ভয়ানক আওয়াজ শুনে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তাকতুলনা বিগাজাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বি-আযাবিকা, ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা।

"হে খোদা! তোমার গজব নাযিল করে আমাদেরকে মেরো না, আর তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না। তা করার পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করো।

২। আর এ আয়াতটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ সোবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রায়াদু বি হামদিহী, অল মালাইকাতু মিন খিফাতিহী।

"সেই মহান সত্ত্বা পুতঃ পবিত্র, যার তাসবীহ ও হামদ পাঠ করে থাকে রয়াদ ফিরিস্তা সকল ফিরিস্তাই তার ভয়ে হামদ-সানা ও তাসবীহ পাঠ করে থাকে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘূর্ণিঝড় ও তুফানের সময়

১। ঘূর্ণিঝড় আসলে পর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'জানু হয়ে বসে হাটুর উপর হাত রেখে নিম্ন লিখিত দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلْتَ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلْتَ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা খায়রাহা, ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরছিলাত বিহী, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরছিলাত বিহী।

"হে খোদা! আমি এ ঘূর্ণিবায়ুর কল্যাণ ও বরকত, আর তার ভিতর যা কিছু আছে তার কল্যাণ ও বরকত এবং যা কিছু সাথে করে নিয়ে এসেছে, তার কল্যাণ ও বরকতের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এ ঘূর্ণিবায়ুর অনিষ্টতা তার ভিতর যা কিছু আছে, তার অনিষ্টতা এবং যা সাথে করে নিয়ে এসেছে, তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

২। আর এ দোয়াটিও পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَاتَجْعَلَهَا رِيْحًا ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَاتَجْعَلْهَا عَذَابًا ـ

"হে খোদা! তুমি তাকে খায়ের বরকত ও কল্যাণময়ী বায়ু করে দাও। আর তাকে ধ্বংসকারী ঝড়ে পরিণত করো না। হে খোদা তাকে তোমার আযাব ও গজবে পরিণত না করে তোমার রহমত বানিয়ে দাও।"

৩। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে যদি অন্ধকারও ঘনিয়ে আসে, তবে সূরায় ফালাক ও সূরায় নাস পাঠ করবে—

৪। আর এ সময় এ প্রার্থনাটিও করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ ـ

"হে খোদা! এ ঘূর্ণিবায়ুর বরকত ও কল্যাণ, আর তার ভিতর যা কিছু আছে তার খায়ের বরকত এবং তাকে যা কিছু হুকুম করা হয়েছে, তার বরকত ও কল্যাণের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এ ঘূর্ণি বায়ুর অনিষ্টতা এবং তার ভিতর যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"

৫। অথবা, এ প্রার্থনা জানাবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন খাইরে মা উমিরতা বিহী, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররে মা উমেরতা বিহী।

"হে খোদা! এ ঘূর্ণিবায়ুকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি তার কল্যাণকারীতার প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং তার অনষ্টিতার দিকটি হতে পানাহ চাচ্ছি।"

৬। আর আল্লাহুম্মা লাকহান—লা-আকিমান (হে খোদা। তাকে বন্ধ্যা না বানিয়ে বর্ষা বর্ষণকারীতে পরিণত করো) পাঠ করবে।

মোরগ, গাধা ও কুকুরের আওয়ায শুনে পঠিত দোয়া

১। মোরগের ডাক শুনে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট তোমার ফজল ও নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা করছি।"

২। আর গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পাঠ করবে।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় পঠিত দোয়া

চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় অধিক পরিমাণে তাকবীর পাঠ করবে। আর কুসুফ খুসুফ-এর নিয়াতে নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে। (কুসুফ ও কুসুফের নামাযের নিয়ম নামাযের মাসয়ালার কিতাব দেখে নিন।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নতুন চাঁদ দেখে পঠিত দোয়া

১। নব চাঁদ দেখলে সাথে সাথে "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার" বলে নিচের দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলমান্নে অল ঈমানে অস্‌সালামাতে অল ইসলামে অত্‌তাওফীকে লিমা তুহিব্বু ওয়া তারজা রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহু।

"হে খোদা! এ চন্দ্রকে তুমি ঈমান, বরকত, শান্তি, নিরাপত্তা ইসলাম এবং তোমার পছন্দনীয় প্রত্যেকটি কাজের ক্ষমতা দান করে আমাদের সামনে প্রতিভাত করো। হে চন্দ্র তোমার আমার উভয়েরই পরওয়ারদিগার আল্লাহ তাআলা।"

২। আর তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে—

هِلَالَ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ.

"হে কল্যাণময় ও বরকতময় হেদায়েতের চন্দ্র হচ্ছে এ আল হিলাল। হে খোদা! আমি এ মাসের খায়ের, বরকত এবং তাকদীরের কল্যাণ ও শুভাশুভের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর পানাহ চাচ্ছি তার অনিষ্টতা থেকে।"

৩। অথবা, এ প্রার্থনাটি করবে—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهٗ وَنَصْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَفَتْحَهٗ وَنُوْرَهٗ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মার যুকনা খাইরাহু ওয়া নাছারাহু ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া ফাতাহাহু ওয়া নুরাহু ওয়া নাউযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা বায়া'দাহু।

"হে খোদা! এ নব মাসের কল্যাণ ও বরকত, সাহায্য, সহানুভূতি, বিজয়, সাফল্য এবং এ মাসের নূর আমাদেরকে দান করো। এ মাসের এবং তার পরবর্তী কালের অনিষ্টতা থেকে আমরা তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

চন্দ্রের দিকে অবলোকনের সময় পঠিত দোয়া

চন্দ্রের পানে তাকানোর সময় এ দোয়া পাঠ করবে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিন শাররি হাযাল গাছেকে।

"আমি এ অস্তমিত চন্দ্রের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।"

শবে কৃদরের চাঁদ দেখার সময়

শ'বে কৃদরের চন্দ্র দেখার সৌভাগ্য হলে এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুয়্যান তুহিব্বুল আ'ফুওয়া ফা'য়াফু আ'ন্নী।

"হে খোদা! নিশ্চয় তুমি সীমাহীন ক্ষমাশীল। আর ক্ষমা-করা তুমি পছন্দ করে থাকো। সুতরাং আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

আয়না দেখার সময়

১। আয়নার ভিতর স্বীয় চেহারা দর্শনকালে এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা হাস্‌সানতা খালকী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।

"হে খোদা! আমার আকৃতিকে তুমি সুন্দর করে বানিয়েছ। সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কামা হাস্‌সানতা খালকী ফা-আহসেন খুলুকী, ওয়া হাররেম ওয়াজহী আলান্‌নারি।

"আয় আল্লাহ! যেরূপ আমার আকৃতিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, অনুরূপ আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও। আর আমার চেহারাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। অথবা, এ দোয়া পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ وَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ وَزَانَ مِنِّىْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِىْ ـ

অর্থ ঃ "আমি সেই মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার প্রশংসা করছি, যিনি আমার আকৃতিকে সঠিক রূপে তৈয়ার করেছেন। আর খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আমার চেহারা। আর অন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছেন তিনি। আমার বেলায় দিয়েছেন তার সঠিক রূপ।"

৪। অথবা নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَوّٰى خَلْقِىْ فَعَدَّلَهٗ وَصَوَّرَ صُوْرَةَ وَجْهِىْ فَاَحْسَنَهَا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "সেই মহান প্রভুর শুকরিয়া, যিনি আমার আকৃতিকে যথোপযুক্ত সঠিক রূপ দিয়ে বানিয়েছেন। আর খুব সুন্দর কর্ম নিপুনতার সাথে আমার চেহারা সৃষ্টি করেছেন। আর (তার জন্য আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ হলো যে) তিনি আমাকে মুসলমান করে সৃষ্টি করেছেন।"

সালাম দেয়া ও জওয়াবের তরীকা

১। কাকেও সালাম করতে হলে আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু—বলবে।

২। আর কারো সালামের জবাব দিতে হলে—"ওয়া আ'লাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"—বলে জবাব দিবে।

৩। আর কোন বিধর্মী বা অমুসলিমকে সালাম বা তার জবাব দিতে হলে—আ'লাইকা বা আলাইকুম (অর্থাৎ তোমার তোমাদের উপর হোক (যাহোক) বলবে।

৪। কোন লোকের নিকট অন্য কোন লোকের দ্বারা সালাম পৌছাতে হলে বলতে হবে—আলাইকা, ওয়া আলাইহিস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অর্থাৎ তোমার আর তার—উভয়ের উপরই আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আর তোমরা উভয়ই সুখে থাকো।

হাঁচি ও তার জবাবে পঠিত দোয়ার বিবরণ

১। হাঁচি দিবার পর এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহ বা আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লিহাল।

"আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া বা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর শুকরিয়া।

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলার অগণিত এমনি পবিত্র প্রশংসা করছি, যার ভিতর এমন অপরিমিত বরকত নাযিল হোক, যাতে আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হন ও পছন্দ করেন।

৩। অথবা, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলবে। (সমস্ত প্রশংসা সারে আলমের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।)

৪। হাঁচি দাতা আলহামদু লিল্লাহ বলার পর জবাবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক) বলবে।

৫। হাঁচি দাতার জবাবে তার জন্য এ দোয়া করবে—

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়াহদী কুমুল্লাহ, ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।

"আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়াত করুন, আর তোমার অবস্থা দুরস্ত করে দিন।"

৬। অথবা, জবাবে এ দোয়া করবে—

يَغْفِرُ اللّٰهُ لِىْ وَلَكُمْ يَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং তোমাকে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। বা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।"

৭। অথবা, জবাবে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ـ

অর্থ ঃ "আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা তার রহমত বর্ষণ করুন। আর আমাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দিন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮। হাঁচি দাতা অমুসলিম হলে তার জন্য এ দোয়া করবে—

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ۔

উচ্চারণ ঃ ইয়াহদী কুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।

"আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়েত দান করুন, আর তোমাদের অবস্থা ঠিক করে দিন।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে লোক প্রত্যেকটি হাঁচির পরপর আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল পাঠ করবে, তার কখনো চোয়ালের দন্ত মাড়িতে এবং কর্ণে কোন রোগ ব্যাধি হবে না।

কর্ণের ভিতর ঝন ঝন শব্দ হলে পঠিত দোয়া

কর্ণের ভিতর যখন ঝন ঝন শব্দ অনুভূত হলে জনাব রাসূলে করীমকে (স) স্মরণ করে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। আর নিচের দোয়াটি পড়লে খোদার ইচ্ছায় ঝনঝন শব্দ দুরীভূত হবে।

ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَكَرَنِىْ۔

উচ্চারণ ঃ যাকারাল্লাহু বেখাইরিম মান যাকারানী।

"যে লোক আমাকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তাআলাও তাকে কল্যাণকারীতার সাথে স্মরণ করবে।"

সুসংবাদ শুনে শুকরিয়া জ্ঞাপনের দোয়া

কোন লোক সুসংবাদ শুনতে পেলে আলহামদু লিল্লাহ বা আলহামদু লিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। কিম্বা শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে একটি সিজদা করবে।

নিজের বা অপরের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভাল অবস্থা দেখে পঠিত দোয়া

নিজের বা অপরের সম্পদ সন্তানের সুখ সমৃদ্ধি ও ভাল অবস্থা অবলোকন করে "আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফীহি" এ দোয়া পড়বে।

ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি বর্ধিত হবার দোয়া

কোন লোক স্বীয় বিষয় সম্পত্তি ও ধন-সম্পদের বৃদ্ধিকরণ কামনা করে, তবে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা, ওয়া রাসূলিকা ওয়া আলাল মুমিনীনা অল মুমিনাত অল মুসলিমীনা অল মুসলিমাত।

"হে আল্লাহ! তোমার রাসূল ও বান্দা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি রহমত নাযিল করো। আর রহমত নাযিল করো মুমিন ও মুসলিম নর-নারীদের প্রতি।"

কোন মুসলমানকে হাসতে দেখার সময় পঠিত দোয়া

কোন এক মুসলমান ভাইকে খুশীতে হাসতে দেখলে اَضْحَاكَ اللّٰهُ سِنَّكَ (আদহাকাল্লাহু সিন্নাকা) পড়ে দোয়া করবে।

"আল্লাহ তাআলা তোমাকে সর্বদা খুশী খোশালীতে রাখুন।"

কারো সাথে মহব্বত করার তরীকা

১। কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মহব্বত ও বন্ধুত্ব স্থাপন করলে তাকে এ বলে দিবে—ইন্নী উহিব্বুকা ফীল্লাহ।" অর্থাৎ আমি তোমাকে এক মাত্র আল্লাহর জন্য মহব্বত করি।

২। এ কথার জবাবে উক্ত বাঞ্ছিত লোকটি বলবে—আহব্বা কাল্লাজী আহ্‌বাবৃতানী লাহু। অর্থাৎ তোমাকে সেই মহান আল্লাহ তাআলা তার ভালবাসা ও মহব্বতের বাঁধন দ্বারা বেঁধে নিন, যার জন্য তুমি আমাকে মহব্বত করছ।

মাগফিরাতের জন্য দোয়ার জবাবে দোয়া

কোন লোক যদি "গাফারাকাল্লাহু লাকা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে মার্জনা করে দিন এ দোয়া করে, তবে তার জবাবে "ওয়ালাকা" অর্থাৎ তোমাকেও মার্জনা করে দিন এ দোয়া করবে।

কুশল জিজ্ঞাসাবাদের তরীকা

কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে কাইফা আস্‌বাহতা। (শরীর কিরূপ আছে) তখন তার জবাবে বলবে—আলহামদুলিল্লাহি ইলাইকা। অর্থাৎ আমি তোমার সামনেই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

কারো ডাকের জবাবে সাড়া দেয়ার তরীকা

কেউ ডাক দিলে জবাবে লাব্বাইকা (আমি উপস্থিত) বলে সাড়া দিবে।

উপকারীর জন্য দোয়া

কেউ কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন অথবা উপকার করলে তার জন্য "জাযা কাল্লাহু খাইরান।" (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলবে।

হাদিস শরীফে আছে, যদি কোন লোক কারো উপকার ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের সময় উপরোক্ত দোয়া করে, তবে উপরোক্ত লোকটির প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের হক আদায় হয়ে যায়।

কারো ধন-সম্পদ ও কুরবানের জবাবে

কোন মুসলমান তার ধন-সম্পদ ও আল আওলাদ সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য পেশ করলে জবাবে بَارَكَ اللّٰهُ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ "বারাকাল্লাহু ফী আহলিকা ওয়া মালিকা।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদের বরকত দান করুন।

ঋণ আদায়ের সময় পঠিত দোয়া

যখন কোন ঋণ গৃহীতার থেকে ঋণের সম্পদ উসূল করে নিবে, তার জন্য এই দোয়া করবে—

اَوْفَيْتَنِىْ اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আওফাইতানী আওফাল্লাহু বিকা।

অর্থাৎ তুমি আমার ঋণ সম্পূর্ণরূপে যখন আদায় করে দিলে, তখন তোমাকে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ প্রতিদান দান করুক।"

অথবা—"ওয়াফাল্লাহু বিকা" অথবা "আওফাকাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহও তোমার সাথে তার ওয়াদা পূর্ণ করুক।

কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার সময়

কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখলে নিম্নের দোয়া পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী তাতিম্মুস্ সালিহাত।

"সমগ্র প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্য নিবেদিত, যার নিয়ামতের বদৌলতে নেক কার্যাবলী পূর্ণ হয়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন অপছন্দনীয় বস্তু দেখার সময়

কোন অপছন্দনীয় বস্তু অবলোকন করলে আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লিহাল, (সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া) এ কালাম পাঠ করবে।

আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা তার কোন বান্দাকে নেয়ামত দান করলে তিনবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন বান্দা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে প্রথমবার আলহামদু লিল্লাহ বললে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় হয়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার আলহামদু লিল্লাহ বললে, আল্লাহ তাআলা তাকে শুকরিয়া আদায় করার জন্য পূর্ণ সওয়াব দান করে থাকেন। আর তৃতীয়বার আলহামদু লিল্লাহি বললে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহরাশী মার্জনা করে দিয়ে থাকেন।

২। অথবা নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলবে। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোন বান্দা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করলে সে যে নেয়ামত পেয়েছে, তার চেয়ে অধিক ও উত্তম নেয়ামত আল্লাহ তাআলা তাকে দান করে থাকেন।

ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার সময় পঠিত দোয়া

১। কোন লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে উক্ত ঋণ থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাজলিকা আম্মান সিওয়াকা।

"হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম থেকে রক্ষা করো; আর তোমার দান দক্ষিণা, বদান্যতা ও অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত কোন বস্তুর মুখাপেক্ষী করো না।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ الدَّعْوَةِ

الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَهَا اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ فَارْحَمْنِىْ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مِنْ سِوَاكَ.

অর্থ ঃ "হে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা বিদূরীতকারী এবং মজবুর ও অপারগ লোকদের প্রার্থনা কবুলকারী আল্লাহ! তুমি দুনিয়া আখেরাতে বিরাট দয়াশীল ও অনুগ্রহকারী, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করো। তুমিই এ সময় আমার প্রতি তোমার এমন খাছ রহমত নাযিল করো, যার দ্বারা তুমি ব্যতীত আর কারো কাছে যেন আমার মুখাপেক্ষী হতে না হয়।"

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

অর্থ ঃ "সারা জাহানের মালিক। হে আল্লাহ! যাকে ইচ্ছে তুমি রাজ্য দান করো, আর যার থেকে ইচ্ছে তা ছিনিয়ে নিয়ে যাও। তুমিই যাকে খুশী সম্মানিত করো, আর যাকে ইচ্ছে করো তুমি অপমান। সর্ব প্রকার কল্যাণই তোমার হাতে নিহিত। নিশ্চয় তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট দয়াশীল ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত দান করো, আবার যাকে ইচ্ছে এতদুভয় স্থানের নেয়ামত থেকে করো বঞ্চিত। তুমি আমার প্রতি তোমার খাছ রহমত নাযিল করো। তোমার রহমত ব্যতীত আর কারোর নিকট মুখাপেক্ষী করো না। বরং আমাকে সাবলম্বী, স্বনির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষহীন করো।"

কোন কাজ করতে গিয়ে অসমর্থ হওয়ার সময় বা অধিক শক্তি লাভের জন্য পঠিত দোয়া

১। যখন কোন লোক কোন কাজ করতে গিয়ে অসমর্থ হয়ে পড়ে অথবা অধিক শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করতে চায়, তখন তার উচিত নিদ্রা যাবার সময়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ আর তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করা।

২। অথবা, এর মধ্যে কোন একটি কালামকে চৌত্রিশবার আর অপর দু'টিকে তেত্রিশবার করে পাঠ করবে।

৩। অথবা, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উল্লেখিত কালাম তিনটি দশবার করে আর নিদ্রার সময় তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ আর চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়বে।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত হবার সময় দোয়া

১। কোন ব্যক্তি শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত হলে অধিক পরিমাণে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানের রাজীম পড়বে। আর যথা সম্ভব কুমন্ত্রণাদায়ক কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।

২। অথবা, "আমানতু বিল্লাহ" পাঠ করবে।

৩। অথবা, নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ে বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে।

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আহাদুন, আল্লাহুস সামাদু, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ।

"আল্লাহ তাআয়ালা এক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, আর তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তার সমকক্ষ কিছুই নেই।"

৪। অতপর আর এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ فِتْنَتِهِ.

অর্থ ঃ "আমি মরদুদ শয়তান এবং তার ফেৎনা সৃষ্টি থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।

যদি এই ওয়াসওয়াসা ইবাদত অনুষ্ঠানের মধ্যে সৃষ্টি হয় যেমন অজু নামায ইত্যাদি, তবে আউজু বিল্লাহি মিনাস শাইতনের রাজীম পাঠ করার পর বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে। কেননা হাদিসে উল্লেখ আছে যে, যে শয়তান মানুষের মনে এ ধরনের ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে, তার নাম হলো "খুনযাবুন" তাকে আউজু বিল্লাহ পাঠ করে বাম দিকে থুথু ফেলে বিতাড়িত করতে হয়।

ক্রোধ বিদূরিত করার তরীকা

যদি কোন ব্যক্তির মনে যে কোন কারণ বশত ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তখন "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পাঠ করে নিবে। কেননা, হাদিস মতে ক্রোধের সময় আউজুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দূর হয়।

খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক্য দূর করার তরীকা

কোন লোকের অশ্লীল কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হলে অধিক পরিমাণে তার এস্তেগফার পাঠ করা উচিত। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন—আমি আমার মুখ থেকে নিঃসৃত খারাপ কথা ও অশ্লীল বাক্য সম্পর্কে হুজুর (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে হুজুর (স) আমাকে বললেন—তুমি নিয়মিত এস্তেগফার পাঠ করো না কেন? সুতরাং তখন থেকে আমি দিনে একশত বার করে এস্তেগফার পাঠ শুরু করি।

মজলিসের আদব

কোন মজলিসে গিয়ে উপনীত হলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলবে। অতপর ইচ্ছে হলে সেখানে বসবে। সেখান থেকে উঠাকালে সালাম জানিয়ে বিদায় নিবে।

মজলিসের কাফফারা

১। কোন মজলিসে খারাপ আলাপ-আলোচনা হতে থাকলে গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য তথা হতে বিদায়ের পূর্বে তিনবার এ দোয়া পড়বে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

"আল্লাহ তাআলা সমগ্র দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে খোদা! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর মনোনিবেশ করছি তোমার পানে।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

মজলিসে কি হওয়া উচিত?

যদি কোথাও সভা-সমিতি, আলোচনা বৈঠক, সিম্পোজিয়াম বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে (কিছু না কিছু) আল্লাহ তাআলার যিকির, রাসূল করীম (স)-এর নামে দরূদ পাঠ অবশ্যই হওয়া উচিত। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন জামায়াত বা দল কোন মজলিস ও সভা সমিতিতে একত্র হয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির না করে এবং নবী করীম (স)-এর নামে দরূদ পাঠ না করে, তবে সে মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ক্ষতি ও অনিষ্টতার কারণে পরিণত হবে। সুতরাং এখন তাদেরকে মার্জনা করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ারাধীন।

বাজারে যাবার সময় পঠিত দোয়া

১। বাজারে যাবার সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহই ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা-ইয়া-মুতু বিয়াদিহীল খাইরু। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন সাথী নেই। সমগ্র রাজত্বের মালিকানা তাঁরই। তাঁর জন্যই সমগ্র প্রশংসা নিবেদিত। তিনিই সকলকে জীবিত ও মৃত্যু করে থাকেন। তিনি নিজে চিরন্তন জীবিত। কখনো তাঁর মৃত্যু নেই। সমগ্র কল্যাণ তাঁর হাতেই নিহিত। আর তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবানও বটে।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কোন লোক বাজারে পা রাখার সময় উপরোক্ত প্রশংসা সূচক দোয়া পাঠ করে নিলে তার আমলনামায় আল্লাহ তাআলা দশ লাখ নেকী লিখে দেন। আর তার আমলনামা থেকে দশ লাখ গুনাহ কেটে দেন আর দশ লাখ পরিমাণ তার মর্যাদা ও সম্মান বাড়িয়ে দেন আর জান্নাতে তৈরি করেন তার জন্য সুরম্য মহল।

২। বাজারে প্রবেশ করার সময় অথবা বাজারের দিকে যাবার সময় এ দোয়া পাঠ করবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরা হাজি হীছ ছুকে, ওয়া খাইরা মাফীহা, ওয়া আউজুবিকা মিন সাররিহা ওয়া সাররি মাফীহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আন্ উসিবা ফীহা ইয়ামীনান ফাজিরাতান আও সাফকাতান খাছিরাতান।

"আল্লাহ তায়ালার নামে পথচলা আরম্ভ করছি। হে খোদা! তোমার নিকট এ বাজারের এবং তার ভিতর যা কিছু আছে তার কল্যাণ ও বরকতের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তার এবং তার ভিতরকার বস্তুগুলোর অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আর মিথ্যা কসম করা এবং কোনরূপ ক্ষতিকারক আদান-প্রদান থেকেও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৩। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ও দোকানদার বাজার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরআন পাকের দশটি আয়াত পাঠ করবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স) ব্যবসায়ীদেরকে সম্বোধন করে বললেন— হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তোমরা কি এ কাজ করতে অসমর্থ যে, বাজার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরআনে কারীমের দশটি আয়াত পাঠ করে নিবে। আর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি আয়াতের পরিবর্তে দশটি নেক আমলনামায় লিখে দিবেন।

মৌসুমের প্রথম ফল দেখে পঠিত দোয়া

মৌসুমের প্রথম ফল অবলোকন করে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বিক লানা ফী ছামারিনা। ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা। ওয়া বারিকলানা ফী সায়িনা, ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

"হে আল্লাহ! আমাদের ফলফলাদীর ভিতর আমাদের শহরে আমাদের বড় পাল্লার (পরিমাপের যন্ত্র) ও ছোট পাল্লার ভিতরও রহমত বরকত দান করুন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন লোককে দুঃখ ব্যাধিতে পতিত দেখলে পঠিত দোয়া

যদি কেউ কোন লোককে দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-ব্যাধির মধ্যে নিপতিত দেখতে পায়, তখন চুপে চুপে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন লোক কাউকেও দুঃখ-কষ্ট এবং রোগ ব্যাধির মধ্যে নিপতিত দেখে এ দোয়া পাঠ করে, সে জীবনভর ঐ দুঃখ ও রোগ-ব্যাধি থেকে হেফাজতে থাকবে। দোয়াটি এরূপ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আ'ফানী মিম্মাইব তালাকা বিহী। ওয়া ফাদ্দালানী আ'লা কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফজীলান।

"যে মহান প্রভু আমাকে এ দুঃখ কষ্ট থেকে ক্ষমা করেছেন, যার মধ্যে তোমাকে নিপতিত রেখেছে, তাঁর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর তিনিই বহু সৃষ্টিকুলের উপর আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

কোন বস্তু চাকর ও জীবজন্তু হারিয়ে গেলে পঠিত দোয়া

কোন বস্তু চাকর বা জীবজন্তু হারিয়ে গেলে এ দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ وَهَادِىَ الضَّلَالَةِ اَنْتَ تَهْدِىْ مِنَ الضَّلَالَةِ اُرْدُدْ عَلٰى ضَالَّتِىْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাদ্দাদ্দাল্লাতি ওয়া হাদিয়াদ্ দালালাতি আনতা তাহদী মিনাদ্দালালাতি। উরদুদ আলাইয়্যা দাল্লাতী বিকুদরাতিকা ওয়া সুলতানিকা। ফাইন্নাহা মিন আতায়িকা ওয়া ফাদলিকা।

"হে খোদা! তুমিই হারানো বস্তু প্রত্যার্পণকারী আর পথভ্রষ্টকে পথ প্রদর্শনকারী। তুমিই পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে থাকো। তুমি তোমার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা আমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে এনে দাও। কেননা উক্ত বস্তু তোমারই প্রদত্ত। আর তা আমার প্রতি তোমারই দান ও অনুগ্রহের অংশ।"

২। অথবা, অজুর সাথে দু'রাকাআত নামায পড়ার মধ্যে আত্যাহিয়াতু পাঠ করার পর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ يَا هَادِىَ الضَّالِّ وَرَادَّ الضَّالَّةِ اُرْدُدْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ بِعِزَّتِكَ وَسُلْطٰنِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলার নামের সাথে প্রার্থনার সূচনা করছি। ভ্রষ্টের পথ প্রদর্শক, হারানো বস্তু প্রত্যাপর্ণকারী। তুমি তোমার শক্তি ক্ষমতা ও কুদরত দ্বারা আমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে এনে দাও। কেননা, তা তোমারই দেয়া ফজল ও নিয়ামতের অংশ বিশেষ।"

• অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের কাফ্ফারা

১। কোন বস্তু দ্বারা কখনো অশুভ লক্ষণ নির্ণয় করবে না। ঘটনাচক্রে এরূপ হয়ে পড়লে কাফ্ফারা স্বরূপ এ দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-খায়রা ইল্লা খাইরুকা ওয়ালা তাইরা ইল্লা তাইরুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

"এলাহী! তোমার কল্যাণ ও খাইর বরকত ছাড়া আর কোন কল্যাণ ও খাইর বরকতের অস্তিত্ব নেই; তোমার কুলক্ষণ নির্ণয় ব্যতীত আর কোন কুলক্ষণ নির্ণয়ের অর্থ নেই; আর তুমিই একমাত্র মাবুদ। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।

২। কোন অশুভ নির্ণয়ের বস্তু দেখতে পেলে এ দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ لَايَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-ইয়াতী বিল হাসানাতি ইল্লা আন্তা ওয়ালা ইয়াজহাবু বিছছাইয়্যিয়াতি ইল্লা আন্তা। ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

"হে খোদা! তুমি ব্যতীত আর কেউ ভাল ও নেক বস্তু আনয়ন করতে পারে না। আর খারাপ বস্তুও তুমি ব্যতীত কেউ দূরীভূত করতে পারে না। আর সকল শক্তি ক্ষমতাই তোমার সাহায্য ব্যতীত অর্থহীন।"

বদ নজর লাগার সময় পঠিত দোয়া

১। যদি কারো উপর বদনজর লেগে যায়, তবে নবী করীম (স)-এর নিম্নলিখিত পবিত্র কালাম দ্বারা তাকে ঝাড়বে। আল্লাহর ইচ্ছায় বদ নজর দূরীভূত হবে। কালাম এরূপ—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা এযহাব হার্‌রাহা ওয়া বারদাহা ওয়া ওয়াসাবাহা।

"আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! এ বদ নজরের উষ্ণতা, শীতলতা এবং এর দুঃখ-কষ্ট সব কিছু দূরীভূত করে দাও।"

২। অতপর লোকটিকে 'কুম্ বিইজ্‌নিল্লাহ' বলে দাঁড়াতে বলবে।

জীব জন্তুর বদ নজর লাগলে তার দোয়া

চতুষ্পদ জন্তুর উপর বদ নজর হলে সে আছর দূর করতে ডান নাকে চারবার, বাম নাকে তিনবার এ দোয়া পড়ে ফুঁক দিবে।

لَابَأْسَ اَذْهِبْ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ ـ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَايَكْشِفُ الضُّرَّ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-বায়াসা আযহিবিল বাসা রাব্বুননাসি এসফি আনতাশশাফী লা-ইয়াকশিফুদ দুররু ইল্লা আন্‌তা।

"কোন ভয় নেই! হে মানুষের পরওয়ারদিগার! দুঃখ-দুর্দশা ও রোগ-ব্যাধি দূর করে দাও। আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি ব্যতীত কেউই দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারে না।"

জ্বীন-ভূতের আছর দূরীভূত করার দোয়া

জ্বীন-ভূতের আছর হলে উক্ত আছর দূরীকরণের জন্য রোগীকে সামনে বসিয়ে কুরআনের এগার আয়াত ও তিনটি সূরা পাঠ করে তার শরীরে দম করবে, আছর নষ্ট হয়ে যাবে। আয়াত এরূপ—

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ

১। উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আর রাহমানের রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাইন, ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন্ আমতা আলাইহিম গাইরীল মাগদুবি আলাইহিম অলাদ্‌দায়াল্লীন। আমীন।

(٢) الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ط الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ـ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

২। উচ্চারণ ঃ আলিফ, লাম, মীম। যালিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফীহে, হুদাল্‌লিল মুত্তাকীন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গাইবি ওয়া ইউকিমুনাস, সালাতা, ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। অল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা, ওয়ামা উনযিলা মিন কাবলিকা ওয়াবিল আখিরাতিহুম ইউকিনুন। উলাইকা আলা হুদামমির রব্বিহিম, ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন।

(٣) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

৩। উচ্চারণ ঃ ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ। লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহীম।

(٤) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

৪। উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লা-তায়াখুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফীস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফীল আরদি—মানযাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিমওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাঈইয়্যিম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমাশায়া ওয়াসিয়া কুরসীয়্যুহুস্‌সামাওয়াতি অল আরদি ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা, ওয়াহুয়াল আলীউল আযীম।

(٥) لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ـ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ـ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا ـ وَغْفِرْلَنَا ـ وَارْحَمْنَا ـ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫। উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মাফীস্‌সামাওয়াতি ওয়ামা ফীল আরদি, ওয়া ইন তুবদু মাফী আনফুসিকুম আওতুখফুহু ইউহাসিবকুম বিহীল্লাহ। ফাইয়াগফিরু লিমানইয়্যাশাউ, ওয়া ইউআয্যিবু মানইয়্যাশাউ অল্লাহু আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর। আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী অল্‌ মুমিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি, ওয়া মালাইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রাসূলিহী, লানুফাররিকু বাইনা আহদিম মির রুসুলীহ, ওয়া ক্বালু সামিয়্‌'না ওয়া আতা'য়না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর, লাইউকাল্লিফুল্লাহু লাফছান ইল্লা উছয়াহা লাহা মা কাসাবাত, ওয়া আলাইহা মাকতাসাবাত। রাব্বানা লাতুআখিয্‌না ইন্নাসিনা আও আখ্‌তা'য়না। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামাল্‌তাহু আলাল্লাযীনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালাতু হাম্মিলনা মা-লা-তাকাতালানা বিহ, ওয়া'ফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ার হাম্‌না আন্‌তা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।

(٦) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

৬। উচ্চারণ ঃ শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লাইলাহা ইল্লাহুয়া অল্‌ মালাইকাতু ওয়া উলুল ইলমি কায়িমান্‌ বিল কিস্‌তি লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল আযীযুল হাকীম।

(٧) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ط ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ط وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۔ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

৭। উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকুমুল্লাজী খালাকাস্‌ সামাওয়াতি অল আরদা ফী-সিত্তাতি আইয়্যামিন। ছুম্মাছতাওয়া আলাল আরশি ইউগশীল লাইলান নাহারা ইউতলুবুহু হাছীছান, অশ্‌শামছা অল কামারা, অননুজুমা মূসাখ্‌খিরাতিন বিআমরিহী, আলা লাহুল খালক্‌ অল্‌ আমরু, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন।

(٨) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۔ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۔ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۔ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۔

৮। উচ্চারণ ঃ ফাতায়ালাল্লাহুল মালেকুল হাক্কু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া রব্বুল আরশিল কারীম। ওয়ামা ইয়াদয়ু' মায়াল্লাহি ইলাহান আখারা লা-বুরহানা লাহু বিহী ফাইন্নামা হিসাবুহু ইনদা রাব্বিহী, ইন্নাহু লা-ইউফলিহুল কাফেরুন, ওয়া কুররব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া আন্‌তা খাইরুর রাহিমীন।

(٩) اَلصّٰٓفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۔ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۔ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ۔ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۔ يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى ۔ وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۔

৯। আস্‌সাফফাতি সাফ্‌ফান, ফায্‌যাজিরাতি যাজরান! ফাত্‌তালিয়াতি যিকরান ইন্না ইলাহুকুম লা-ওয়াহিদ। রাব্বুস সামাওয়াতি অল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া রাব্বুল মাশারিকি। ইন্না যাইয়্যানস সামায়াদ্‌ দুনিয়া বিযিনাতিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফযাম মিন কুল্লি শায়তানিম্‌ মারেদিন লা-ইয়াসমাউনা ইলাল মালায়িল আলা, ওয়া ইয়াকযাফুনা মিন কুল্লি জানিবিন দুহূরান, ওয়া লাহুম আযাবুন ওয়াসিব। ইল্লামান খাতাফাল খাতাফাতাফা আতাবাউহু, শিহাবুন ছাকিব। ফাসতাফতিহীম আহুম আসাদ্দু খালকান আম্মান খালাকনা ইন্না খালাকনা হুম মিন তীনিল লাযিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(١٠) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ـ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

১০। উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলিমুল গাইবি অশ্ শাহাদাতি হুয়ার্‌রাহমানুর রাহীম। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আল মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মুমিনুল মোহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু। সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারীউল মুসাব্বিরু, লাহুল আসমায়ুল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মাফীস্ সামাওয়াতি অল আরদি ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম।

(١١) وَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ـ وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ـ

১১। উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্নাহু তায়ালা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্তাখাজা সাহিবাতান ওয়ালা অলাদান, ওয়া ইন্নাহু কানা ইয়াকুলু সাফীহুনা আলাল্লাহি সাতাতা।

সূরা তিনটি এই—

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ط لَمْ يَلِدْ ـ وَلَمْ يُوْلَدْ ط وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

১। উচ্চারণ ঃ কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লামইয়ালিদ, ওয়া লামইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুঁওয়ান আহাদ।

(٢) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ط مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ط وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ط وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

২। উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাকি, মিন সাররি মা খালাকা, ওয়ামিন সাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব। ওয়ামিন সাররিন নাফ্‌ফাছাতে ফীল উকাদ ওয়া মিন সাররি হা-সিদীন ইয়া হাসাদ।

(٣) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ط مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

৩। উচ্চারণ ঃ কুল আউযু বিরাব্বিন নাসি, মালিকিন্ নাসি ইলাহীন নাসি। মিন সাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফীসুদুরিন্ নাসি, মিনাল জ্বিন্নাতি ওয়ান্ নাসি।

পাগলের চিকিৎসা

কোন লোকের মাথা খারাপ হলে, পাগল হলে, একাধারে তিন দিন সকালে-সন্ধ্যায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে তার উপর দম করবে। আর সূরা শেষ হবার সময় প্রত্যেক বারই মুখের থুথু বা লালা তার মাথার উপর ঢেলে দেবে। আল্লাহর রহমতে পাগলপনা দূর হয়ে যাবে।

সাপ বিচ্ছুর কামড়ের তদবীর

১। কোন লোককে বিষধর জীবজন্তু যথা সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করলে তার উপর সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে দম করবে।

২। আর যে স্থানে দংশন করেছে। সেখানে লবণ ও পানি মিশ্রিত করে লাগিয়ে দেবে। আর সূরা কাফিরুন, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করে তার উপর দম করবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় নামাযের মধ্যে নবী করীমকে (স) বিচ্ছুতে দংশন করেছিল। হুযুর (স) নামায শেষ করে উঠে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বললেন—বিচ্ছুর উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। ওরা নামাযীকেও ছাড়ে না আর ছাড়ে না বেনামাযীকে। অতপর হুযুর (স) লবণ ও পানি আনিয়ে দংশন স্থানে মালিশ করার সাথে সাথে উপরে উল্লেখকৃত সূরা তিনটি পাঠ করতে লাগলেন।

৩। অথবা, নিম্নলিখিত কালাম পাঠ করে দংশন স্থানে দম করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ سَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٍ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি সাজ্জাতুল কারনিয়্যাতুন, মিলহাতুন বাহরিন।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (স)-এর খেদমতে সাপ বিচ্ছুর দংশনের বিষ করার নিমিত্ত উপরোক্ত কালামটি পেশ করলে, হুজুর তাদেরকে তা পাঠ করে দম করার জন্য অনুমতি দিলেন। আর তিনি বললেন—এটা জ্বীনদের অংগীকারের মধ্যে একটি অংগীকার বিশেষ।

বিদগ্ধ ব্যক্তির জন্য দোয়া

যদি কোন লাক আগুনে বিদগ্ধ হয়, তবে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে তার উপর দম করবে—

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ـ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشَافِىَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আযহিবিল বায়াছা রাব্বান্‌নাসি। ইশফি আন্‌তাশ্‌ শাফী লা-শাফীয়া ইল্লা আন্‌তা।

"দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান করুন। তুমিই আরোগ্য করে থাকো। তুমি ব্যতীত আরোগ্য দানকারী আর কেউ নেই।"

আগুন নির্বাপিত করার দোয়া

ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ইত্যাদি স্থানে আগুন লাগলে উচ্চঃস্বরে "আল্লাহু আকবার" বলবে। আর তা নির্বাপিত করার চেষ্টা করবে। লেখক (র) বলেন—এ আমল পরিক্ষিত—

বিঃ দ্রঃ প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াত ও সূরাগুলোর অর্থ যদি কারো জানার আগ্রহ থাকে, তবে তরজমা কৃত কুরআন দেখে নিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পেশাব বন্ধ হয়ে যাবার সময় পঠিত দোয়া

যদি তলপেটে পাথুরী কিম্বা অন্য কোন কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ ـ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ ـ وَاغْفِرْلَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَانَ اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

অর্থ ঃ "আমাদের প্রভু আল্লাহ তাআলা। ওহে আমাদের প্রতিপালক তোমার নাম পবিত্র। আসমান ও যমীনের উপর সমভাবে তোমার হুকুম প্রযোজ্যমান। আসমানে তোমার রহমত যেরূপ বর্ষিত হচ্ছে অনুরূপ যমীনের বুকেও তা সাধারণভাবে বর্ষণ করো। আমাদের গুনাহরাশি ও ভুলত্রুটি মার্জনা করে দাও। তুমি পবিত্র লোকদের পরওয়ারদিগার। সুতরাং তোমার নিজস্ব আরোগ্যের ভাণ্ডার থেকে এ রোগীর উপর আরোগ্যতা ও রহমত অবতীর্ণ করো।

ফোড়া পাচড়া ও যখমের জন্য পঠিত দোয়া

কোন লোকের ফোড়া, পাচড়া অথবা শরীরের কোথাও যখম হয়ে গেলে স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলী মাটির উপর রেখে নিম্ন দোয়াটি পড়ে উঠাবে, খোদা চাহে উক্ত রোগ ভাল হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةَ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ـ

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আমাদের যমীনের মাটি আমাদের ভিতরকার এক লোকের থুথুর সাথে। আমাদের প্রভুর নির্দেশে আমাদের রোগ দূরীভুত হয়ে যাক।"

অথবা, উইশফা ছাকীমুনা বেইযনি রব্বিনা পাঠ করবে।

হাত পা অনড় হয়ে যাবার তদবীর

হঠাৎ করে হাত পা অনড় হয়ে অনুভূতিহীন হয়ে পড়লে অথবা, ঝি ঝি দিয়ে গেলে, যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাস তার নাম উচ্চারণ করবে, খোদার ফজলে তৎক্ষণাত অনড়তা দূরীভূত হবে।

দৈহিক দুঃখ কষ্টের জন্য দোয়া

যদি কোন লোকের দৈহিক কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট বেদনা ইত্যাদি থাকে, তবে উক্ত স্থানে ডান হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার পর নিম্নলিখিত দোয়া বারবার পাঠ করবে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী, মিন সাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু।

"আমি এ দুঃখ-কষ্টের অনিষ্টতা যাকে আমি ভয় করছি, তার থেকে আল্লাহ তাআলা এবং তার কুদরতের নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"

২। অথবা, সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ ـ

"আমার যে দৈহিক কষ্ট হচ্ছে তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলার ইজ্জত ও কুদরতের ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছি।"

৩। অথবা, বেদনাস্থলে হাত রেখে সাতবার এ দোয়া পড়বে।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ ـ

"আমার দৈহিক যে কষ্ট হচ্ছে তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলার ইয্যাত আর প্রত্যেকটি বস্তুর উপর তার যে কুদরত বিরাজমান রয়েছে, তার ছায়া তলে আশ্রয় নিচ্ছি।

৪। ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিন, পাঁচ অথবা সাতবার এ দোয়া পড়ে হাত উঠিয়ে নেবে। এরূপে কয়েকবার আমল করবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَّجْعِىْ هٰذَا ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন সাররি মা আজিদু মিন অজইয়ে হাযা।

"এ দুঃখ-কষ্টের অনিষ্ট থেকে, যা আমার বর্তমান বেদনার কারণ এ থেকে আল্লাহর নাম ও কুদরতের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছি।"

৫। অথবা, রোগী নিজেই সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করে নিজের উপর দম করবে।

চক্ষু রোগের জন্য দোয়া

কারো চক্ষু উদিত হলে, ফড়কিলে বা পানি ঝরলে কিম্বা যে কোন রোগ দেখা দিলে সে ব্যক্তি নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ وَارِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَأْرِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মাত্তিইনী বিবাছরী, ওয়াজয়ালহু ওয়ারিছা মিন্নী, ওয়া আরিনী ফীল আদুববি ছায়ারী ওয়ানছুরনী আলা মান জালামানী।

"হে খোদা! আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি দ্বারা উপকৃত করো। আর একে আমার ওয়ারিস অর্থাৎ স্মরণীয় স্মৃতি করে দাও। আর আমার শত্রুর জীবনেই আমার প্রতিশোধ আমার চক্ষু দ্বারাই অবলোকন করাও। আর আমার প্রতি যারা জুলুম করে, তাদের উপর আমাকে সাহায্য করো।"

জ্বরের জন্য পঠিত দোয়া

কোন লোকের জ্বর হলে এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল কাবীরি, আউযুবিল্লাহিল আজীমি, মিন সাররি কুল্লি ইরকিন্ নায়ারিও ওয়ামিন সাররি হাররিন নারি।

"মহান প্রভুর দেয়া প্রত্যেকটি তরাঙ্গায়িত শীরার অনিষ্টতা আর জাহান্নামের স্ফীত আগুনের জ্বালা যন্ত্রণার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে তার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"

রোগের তীব্রতা আর জীবন থেকে হতাশার সময়

১। কঠিন রোগে নিপতিত হয়ে বাঁচার আশা থেকে নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য দোয়া না করে এ দোয়া করবে—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহইনী মা কানাতিল হায়াতু, খাইরাল্‌লী ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা কানাতিল ওফাতু খাইরাল্‌লী।

"আয় আল্লাহ! যতক্ষণ জীবনে বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তখন আপনার দরবারে উঠিয়ে নিন।"

রোগী সেবার সময় পঠিত দোয়া

১। কোন রোগীর অবস্থা পরিদর্শন বা সেবার উদ্দেশে গেলে প্রথমতঃ তার নিকট এ কথা বলবে—লা-বায়াছা তুহুরুন ইনশায়াল্লাহ। লা-বায়াছাতুহুরুন ইন্‌শায়াল্লাহ।

অর্থাৎ, ভাববার কোন কারণ নেই। এ রোগ তোমার জাহের-বাতেনকে পবিত্র করে দিবে। ঘাবরাবে না। খোদার ইচ্ছায় তোমার এ পীড়া দ্বারা সর্বপ্রকার পবিত্রতা অর্জন হবে।

২। শাহাদত অঙ্গুলিতে মুখের লালা লাগিয়ে তা এমনরূপে মাটিতে রাখবে যেন অংগুলিতে মাটি লেগে যায়। অতপর উক্ত মাটি রোগীর শরীরে অথবা ক্ষতস্থানে কিম্বা বেদনার জায়গায় লাগিয়ে দিবে। আর নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়তে থাকবে—

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمِنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا يَا بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা, ওয়ারীকাতু বায়াজিনা ইউশ্‌ফা সাকীমিনা বিইযনি রব্বানা ইয়া বিইযনিল্লাহ।

"আল্লাহর নামে যমীনের মাটি আর আমাদের মধ্যে কোন একজনের মুখের লালা দ্বারা আরম্ভ করছি। আমাদের পীড়া আমাদের পরওয়ারদিগারের হুকুমে দূর হয়ে যাবে।

৩। অথবা, রোগীর শরীরে ডান হাত ঘুরিয়ে এই দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ ـ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ ـ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের প্রতিপালক! এ পীড়াকে আরোগ্য করে দাও। তুমিই একমাত্র আরোগ্যদানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্য দান করতে পারে না। এমন আরোগ্য দান করো যে, আর যেন ব্যাধি বলতে কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।"

৪। অথবা, এ দোয়া পড়বে— .

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُّؤْذِيْكَ ـ وَشَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে আমি তোমার উপর দম করছি সে বস্তু থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য, যা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আর প্রত্যেক মানুষ এবং হিংসুকের হিংসুক চক্ষুর অনিষ্টতার জন্যও তোমার উপর আল্লাহর নামে দম করছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে তোমার উপর আমি দম করছি।"

৫। অথবা, তিনবার এ দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيْكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহ তাআলার নামে তোমার উপর দম করছি। আল্লাহ তাআলাই তোমাকে আরোগ্য করবেন। সে সকল প্রত্যেকটি ব্যাধি থেকে যা তোমার ভিতর রয়েছে। আর তোমাকে নাজাত দিবেন, তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ঝাড় ফুককারী রমনীদের অনিষ্টতা থেকে এবং প্রত্যেক হিংসুকের হিংসা থেকে।

৬। অথবা, তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّشْفِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আরকিকা মিন কুল্লি দায়িন, ইউশফিকা মিন সাররি কুল্লি হাসিদিন ইযা হাসাদা, ওযামিন কুল্লি যী আইনিন।

"আমি আল্লাহর নামে দম করছি। আল্লাহ তাআলা তোমাকে হিংসুকেরা যখন হিংসা করতে থাকবে, তখন তার অনিষ্টতা ও বদনজরের অনিষ্টতা এবং প্রত্যেকটি ব্যাধি থেকে তোমাকে আরোগ্য দান করবেন।"

৭। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْيَمْشِىْ لَكَ اِلٰى جَنَازَةٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসফি আবদিকা ইয়ান কাউলাকা আদুয়্যান, আও ইয়ামশী লাকা ইলা জানাযাতি।

"হে খোদা! তুমি তোমার এ বান্দাকে আরোগ্য দান করো যেন সে আরোগ্য লাভ করে তোমার কোন দুশমনকে আহত করতে পারে। অথবা কমপক্ষে তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেন কোন জানাযায় অংশ নিতে পারে।"

৮। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ يَا اَعْفِهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আশফিহী, আল্লাহুম্মা আ'ফিহী ইয়া আয়ফিহী।

"হে খোদা! এ রোগীকে আরোগ্য দান করে সুস্থ সবল করে তোল।"

৯। রোগীর নাম উচ্চারণ করে এ দোয়া পাঠ করবে—

يَا فُلَانُ شَفَى اللّٰهُ سَقَمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَكَ فِىْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ ـ

"হে অমুক (নাম)! আল্লাহ তাআলা তোমার রোগকে দূরীভূত করুক। তোমার গুনাহরাশি ক্ষমা করে দিক। আর মউত পর্যন্ত তোমার শরীর ও ধর্মকে সুস্থ সবল রাখুন।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০। অথবা, সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে—

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ـ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আসআলুল্লাহাল আজীমু। রাব্বাল আরশিল আজীমি আন ইয়াশফিকা।

"আমি আল্লাহ তাআলার দরগাহে তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের মালিক! সে যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন।"

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি এমন রোগীর সেবা করতে যায়, যার মৃত্যু এখনো এসে উপনীত হয়নি। সে যদি উল্লিখিত প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাআলা এ রোগীকে এ ব্যাধি থেকে অবশ্যই মুক্তি দিবেন।

১১। অথবা, এ দোয়া করবে—

يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ اِشْفِ فُلَانًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হালীমু ইয়া কারীমু ইশফি ফুলানান (ফুলানান এর স্থানে রোগীর নাম নিবে।)

" হে ধৈর্যশীল! হে দয়ালু ও ক্ষমাশীল! অমুককে আরোগ্য দান করুন।"

হাদিস ঃ একটি লোক হযরত আলী (রা)-এর নিকট এসে খবর দিলেন—হুজুর! অমুকের অসুখ হয়েছে। তিনি বললেন—সে লোক আরোগ্য লাভ করুক তাতে তুমি কি খুশী? লোকটি জবাব দিলো—জী হ্যাঁ, আমি যারপর নেই খুশী হবো, তখন তিনি বললেন—এ দোয়া (উপরোল্লেখিত) পাঠ করো, সে ভাল হয়ে যাবে।

রুগ্ন অবস্থায় রোগীর নিজের জন্য পঠিত দোয়া

১। রুগ্ন ব্যক্তি রোগাগ্রস্ত অবস্থায় চল্লিশবার নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্ জ্বালিমীন।

"তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র নিশ্চয় আমি জালেমদের মধ্যে একজন।"

হাদিস ঃ যে মুসলমান রুগ্ন অবস্থায় নিজে উপরোক্ত আয়াত চল্লিশবার পাঠ করবে, সে যদি এ রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সে চল্লিশ জন শহীদের সওয়াব পাবে। আর সুস্থ হলে, তার সমূদয় গুনাহরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

২। রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিম্নলিখিত দোয়াটিও পাঠ করতে পারে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই! আল্লাহ সবচেয়ে বিরাট ও মহান। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক। আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউই নয়। তিনি একক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর, আর প্রশংসাও তাঁর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আর কোন শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত কার্যকরী হতে পারে না।"

হাদিস ঃ রোগাক্রান্ত অবস্থায় যদি কোন লোক উপরি বর্ণিত দোয়া পাঠ করতে থাকে, আর ঐ রোগে সে যদি মারা যায়, তবে দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

শহীদ ও মদীনা শরীফে মৃত্যুর জন্য পঠিত দোয়া

১। আল্লাহ তাআলার দরবারে শহীদ হবার জন্য কায়মনো বাক্যে খুব আগ্রহের সাথে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মারযুকনী সাহাদাতান ফী সাবীলিকা ওয়াজয়াল মাওতী বিবালাদি রাসূলিকা।

"আয় আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শহীদ হবার সৌভাগ্য দান করো। আর তোমার রাসূলের শহরে মৃত্যু দান করো"

হাদিস ঃ ১। কায়মনে খোদার পথে শাহাদাত কামনা করলে বাহ্যিকরূপে শহীদ না হলেও তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস ঃ ২। যারা একান্ত আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাহর রাহে শহীদ হবার নিমিত্ত প্রার্থনা করবে, তাদের মৃত্যু যদি বিছানার উপর থাকতেও হয়, তাদেরকে শহীদানের পদমর্যাদায় উন্নীত করে দেয়া হবে।

হাদিস ঃ ৩। খোদার রাহে নিহত হবার জন্য খাঁটি মনে দোয়া করলে যদি স্বাভাবিকভাবেও মৃত্যু হয়, কিম্বা অন্য লোক কর্তৃক নিহত হয়, সর্বাবস্থায়ই তাকে শহীদের সওয়াব দান করা হবে।

মৃত্যু সময় পঠিত দোয়া

১। কোন লোকের মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছে একথা অনুধাবন করতে পারলে কেবলার পানে মুখ করে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়ালহিকনী বিররফীকিল আ'লা।

"হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে রফীকিল আলার (আম্বিয়া ও নেককারদের সঙ্গে) মিলিত করুন।"

২। আর এ কালাম পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ইন্না লিলমাউতি সাকারাতিন।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই নিশ্চয় মৃত্যুর আযাব সত্য।"

৩। আর আল্লাহ তাআলার নিকট এ প্রার্থনা করতে থাকবে—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা গামযাতিল মাওতি ওয়া সাকারাতিল মাউতি।

"আয় আল্লাহ! মৃত্যুর জ্বালা-যন্ত্রণা আর রূহ্ কবজের দুঃখ-কষ্টের বেলায় আমাকে সাহায্য করো।"

হাদিস ঃ আল্লাহ তাআলা তার ফেরেস্তাদের নিকট বলেন—আমার মুমিন বান্দা আমার নিকট সর্ব প্রকার কল্যাণ ও রহমত পাবার অধিকারী। কেননা,

আমি যখন তার দু পাশের মধ্যবর্তী স্থান থেকে তার রূহ কবজ করছি, এ বেদনা বিধূর মর্মান্তিক মুহূর্তেও সে আমার প্রশংসায় মশগুল। সুতরাং এ দোয়া পড়তে থাকা একান্ত কর্তব্য।

মৃত্যু ব্যক্তির প্রতি উপদেশ

মৃত্যুব্যক্তির নিকটে যারা উপস্থিত থাকবে, তারা তাকে কলেমায় তায়্যেবা ও কলেমায় শাহাদাত পাঠ করার জন্য বারবার তালকীন দিতে থাকবে। আর তারা নিজেরাও তা এ·নিয়াতে পাঠ করবে যেন মৃত্যু শয্যাগ্রস্ত ব্যক্তি শুনে পাঠ করতে পারে।

হাদিস ঃ যে ব্যক্তির মুখে আখেরী কালাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (কলেমায় তায়্যেবা) হবে, সে অবশ্যই বেহেস্তে দাখিল হবে।

মৃত্যু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকজনের জন্য পঠিত দোয়া

যারা মৃত ব্যক্তির নিকটে থাকবে তারা তার রূহ কবজের পর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে, আর এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَّارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ - وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ - وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْلَهٗ فِيْهِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লিফালানিন (লিফালানিনের স্থানে মৃত ব্যক্তির নাম হবে) ওয়া আরফা দারাজাতাহূ ফীল মাহদীয়াইন। ওয়াখলুফহু ফী আকিবিহী ফীল গাবিরীন। ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু ইয়া রাব্বাল আলামীন। ওয়াফসাহ লাহু ফী কবরিহী, ওয়া নাব্বির লাহুফীহি।

"হে খোদা! অমুক ব্যক্তিকে (এখানে মৃত ব্যক্তির নাম দিবে) ক্ষমা করে দিন। আর তাকে হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা দান করুন। আর তার রেখে যাওয়া লোকদের মধ্যে আপনি তার স্থলাভিষিক্ত মুরুব্বী হয়ে যান এবং আমাদের ও তার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে রব্বুল আলামীন তার কবরকে প্রশস্ত করে আপনার নূর দ্বারা জ্যোতিময় করে তুলুন।"

হাদিস ঃ মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকেরা তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। তারা যখন উল্লেখিত দোয়া পাঠ করে, তখন ফেরেস্তারা তাদের দোয়ার সাথে আমীন বলে থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত্যু ব্যক্তির পরিবার বর্গের জন্য দোয়া

১। মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রত্যেকটি লোক এ দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلَهٗ وَاعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়া লাহু, ওয়াকিবনী মিনহু উকবাইয়ান হাসানাতান।

"হে খোদা! তুমি আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করে দাও। আর তার মৃত্যুর জন্য আমাকে উত্তম প্রতিদান করো।"

২। মৃত্যু ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য সূরায় ইয়াসিন পাঠ করবে—

৩। আর মৃত লোকটি ইন্তেকালের কারণে যারা বিপদে নিপতিত হয় তারা এ দোয়া পাঠ করবে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا -

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলিফ লী খাইরাম মিনহা।

"নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। আর আমরা তার নিকটেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে খোদা! আমার এ বিপদে আমাকে প্রতিদান দান করো; আর তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

শিশুর মৃত্যুতে পঠিত দোয়া

১। যদি কারো নাবালেগ শিশু সন্তান মারা যায়, তবে সে আলহামদু লিল্লাহি আলাকুল্লি হাল আর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এ দোয়া পাঠ করবে।

হাদিস ঃ যখন কোন মুসলমানের নাবালেগ শিশুর মৃত্য হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের নিকট বলেন—তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করে নিয়ে এসেছ? ফেরেশতারা জবাব দেন জি-হাঁ আমরা তার রূহ কবজ করে নিয়ে এসেছি। আল্লাহ বলেন—তোমরা তার অন্তরের ফুল ছিড়ে নিয়ে এসেছ। ফেরেশতারা তখনও পূর্ববৎ জবাব দিলে আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন—আমার বান্দা তার স্নেহের সন্তানের মৃত্যুর [illegible] কি বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন—সে আলহামদু [illegible]হ এবং ই[illegible] ওয়া[illegible]

ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন—যাও আমার এ বান্দার জন্য জান্নাতের ভিতর একটি মহল তৈয়ার করো, আর উক্ত মহলের সামনে "বায়তুল হামদ" নাম লিখে একটি ফলক ঝুলিয়ে দাও।

সমবেদনা প্রকাশকারীদের জন্য দোয়া

মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি সববেদনা জ্ঞাপন আর তাদের শোক সন্তপ্ত অন্তরকে সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে যখন যাবে, তখন পরিবার বর্গকে গিয়ে প্রথম সালাম দিবে। আর তাদেরকে এ কথা বলে সান্তনা দিবে।

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔

উচ্চারণ ঃ ইন্নালিল্লাহি মা আখাজা, ওয়ালিল্লাহি মাআ'তা, ওয়া কুল্লি ইনদাহু বি আজালিন মুসাম্মান, ফালতাসবির অলতাহসিব।

সমবেদনা জ্ঞাপনকারী পত্রের বিষয় বস্তুর বিবরণ

যদি কোন লোকের মৃত্যুতে তার পরিবারবর্গ ও শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি পত্রের মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে হয়, তবে নিম্ন লিখিত হযরত মা'য়াজবিন জাবাল (রা)-এর পুত্রের মৃত্যু ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলে করীম (স) কর্তৃক সমবেদনা জ্ঞাপন সম্বলিত প্রেরিত চিঠির বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে পত্র লিখবে।

হযরত মা'য়াজ বিন জাবালের পুত্রের মৃত্যুতে জনাব রাসূলে করীম (স) সমবেদনা জ্ঞাপন করে যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তা নিম্নরূপ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ سَلَامٌ عَلَيْكَ ؛ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَعَظَّمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ ـ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلِيْنَا وَاَوْلَادَنَا مِنْ مَّوَاهِبِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْهَنِيَّةَ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةُ نُمَتَّعُ بِهَا اِلٰى اَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ وَيَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَعْلُوْمٍ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَيْنَا الشُّكْرَ اِذَا اَعْطٰى وَالصَّبْرَ اِذَا ابْتَلٰى فَكَانَ ابْنُكَ مِنْ مَّوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيَّةِ وَاعَوَرِيِّهِ الْمُسْتَوْدِعَةِ مَتَّعَكَ بِهٖ فِىْ غِبْطَةٍ وَّسُرُوْرٍ وَقَبَضَهٗ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرِنِ الصَّلٰوةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَ فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطْ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا وَّمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَاءَنْ قَدْ وَالسَّلَامُ۔

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর তরফ হতে মায়ায বিন্ জাবালের নামে। আসসালামু আলাইকুম!

আমি তোমার সামনে সেই মহান আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই! আর আমাকে এবং তোমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তওফীক দান করেছেন। তা নিশ্চিত যে, আমার মনপ্রাণ, ধন-সম্পদ আল আওলাদ পরিবার পরিজন সন্তান-সন্ততি সবকিছু আল্লাহ তাআলার দেয়া দান। আর তা আমাদের কাছে উদ্ধারস্বরূপ রেখে দেয়া যাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় সূচী পর্যন্ত আমাদেরকে উপকৃত ও লাভবান হবার সুযোগ দিয়েছেন। আবার তা তিনি সময় সূচীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে নিয়ে যেতে থাকেন। অতপর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যখন তিনি তা দান করেন তখন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর যখন নিয়ে যান তখন ধৈর্য্য ধারণ করা।

তোমার ছেলে ও খোদাই প্রদত্ত পছন্দনীয় নেয়ামত ও উদ্ধার দেয়া মালামালসমূহের ভিতর একটি দান ছিল। তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে আশা-আকাঙ্খা ও আনন্দস্ফুর্তির রূপে অনেকটা উপকৃত ও লাভবান করেছেন। আর এমন বিরাট সওয়াব ও রহমত মাগফেরাত ও হেদায়েতের বিনিময় তা তোমার থেকে এ শর্তে নিয়ে নিছেন যে, তুমি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে।

সুতরাং তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো। দেখো তোমার ক্রন্দন ও আহাজারী যেন তোমার প্রতিদানকে নষ্ট না করে দেয়, যাতে করে পরিশেষে তোমার লজ্জিত হতে হয়। স্মরণ রাখবে! ক্রন্দন আফসুস তোমার নিকট কিছুই ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে না। আর তোমার দুশ্চিন্তাও দূরীভূত করতে পারবে না। যা হবার তা হয়েই যাবে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ফেরেস্তাদের সমবেদনা

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনাব রাসূলে করীম (স)-এর ওফাতের পর ফেরেস্তাগণ হুজুর (স)-এর আহলে বাইত ও সাহাবাদের প্রতি নিম্নলিখিত ভাষায় সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন। সুতরাং এভাষা ব্যবহার করেও সমবেদনা প্রকাশ করা যেতে পারে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ؟

اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّخَلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِا لِلّٰهِ فَثِقُوا وَاِيَّاهُ فَارْجُوا فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ ـ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

"আচ্ছালামু আলাইকুম! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই প্রত্যেকটি বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে থাকো। আর তার নিকটই আশা পোষণ করো। কেননা সত্যিকারের বঞ্চিত ব্যক্তি তিনিই যে, সওয়াব ও প্রতি দান হতে বঞ্চিত হয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে শান্তি রহমত বরকত নাযিল হোক।

হযরত খিযির (আ)-এর সমবেদনা জ্ঞাপন

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, জনাব নবী করীম (স)-এর ইন্তেকালের দিন সুন্দর চেহারা বিরাটকায় আকৃতি এবং মাথায় পাকা চুল বিশিষ্ট একজন লোক এসে মানুষের ভীড় ঠেলে জানাযার খাটের নিকটে এলো এবং খুব ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে অশ্রুধারা বহিয়ে দিল। সাহাবায় কেরামদের পানে ফিরে নিম্নলিখিত ভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করলো। হযরত আবু বকর ও আলী (রা) বলেন—এ লোকটি ছিলেন হযরত খিযির (আ)। সুতরাং হযরত খিযির (আ)-এর ভাষা ব্যবহার করেও সমবেদনা প্রকাশ করা যেতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اِنَّ فِى اللّٰهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ وَّخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاِلَى لِلّٰهِ فَاَكِيْبُوا وَاِلَيْهِ فَارْغَبُوا وَنَظَرُهُ اِلَيْكُمْ فِى الْبَلَاءِ فَانْظُرُوا ـ فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يُجْبَرْ ـ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাই প্রত্যেক মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দিয়ে থাকেন। আর তিনিই প্রত্যেকটি হাত ছাড়া লোক বস্তু এবং ধ্বংসকৃত বস্তু ও ব্যাধির বিনিময় প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার পানে মনোনিবেশ করো। তার পানেই চেয়ে থাকো। এ মহান পরীক্ষার সময় তোমাদের পানেই তার দৃষ্টি রয়েছে সুতরাং তোমাদের সওয়াব যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, সে দিকে খেয়াল রেখো। কেননা বিপদগ্রস্ত আসলে সে ব্যক্তিই যাকে সওয়াব ও প্রতিদান না দেয়া হয়।"

মৃত ব্যক্তিকে অথবা জানাযার খাটে উঠাবার সময়

যারা মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে মশারীর ভিতর শয়ন করাবে অথবা যারা জানাযার খাটে উঠাবে তারা সকলে বিস্‌মিল্লাহ বলে উঠাবে।

জানাযার নামাযের দোয়া

১। জানাযার নামাযের ভিতর দরূদ ও সালাম পাঠ করার পর নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا اِلَى رَحْمَتِكَ وَاَصْبَحَتْ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَاَهْلِهَا اِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهٖ وَاِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْلَهٗ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকা, কানা ইয়াশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা অহ্‌-দাকা লা-শারীকা লাকা। ওয়া ইয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা, আসবাহা ফাকীরান ইলা রাহমাতিকা, ওয়া আসবাহতা গাণীয়ান আন আযাবিহী, তাখাল্লা মিনাদ দুনিয়া, ওয়া আহলিহা, ইনকানা যাকীয়্যান ফাযাক্কিহী, ওয়ায়িন কানা মুখ্বতিয়ান ফাগফিরলাহু। আল্লাহুম্মা লাতাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বায়াদাহু।

"আয় আল্লাহ! এ তোমার বান্দা এবং তোমার দাসীর ছেলে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তুমি একক তোমার কোন সাথী নেই। আর হযরত মুহাম্মদ (স) তোমার বান্দা ও রাসূল। এখন এ তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। আর তুমি তাকে শাস্তিদানের বেলায় নির্ভীক ও বেপরওয়া। এখন সে দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত। যদি এ বেগুণাহ হয়ে থাকে, তবে তাকে আরো পবিত্রময় করো। আর গুণাহগার হলে তাকে ক্ষমা করে দাও। হে খোদা! আমাদের বিলাপ ও ক্রন্দনের মধ্যে নিপতিত করে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা, আর এর পর আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টও করো না।"

২। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ـ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ـ

"হে খোদা! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। তার প্রতি তোমার করুণা ধারা বর্ষণ করো। তার প্রতি দয়া সুলভ আতিথেয়তা প্রদর্শন করো। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। আর তার গুনাহরাশী সাধারণ পানি, বরফের পানি ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা এমনভাবে ধৌত করে ফেল, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে ধোলাই করে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে! আর দুনিয়ার ঘর থেকে তার উত্তম ঘর তার পরিবারবর্গের চেয়ে উত্তম পরিবারবর্গ এবং তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেহেস্তে দাখিল করো; আর কবর আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দাও।"

৩। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ـ وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ ـ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লানা লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ও সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছানা ওয়া সাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়্যাইতাহু মিন্না ফা-আহইহী আলাল ইসলাম। ওমান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বায়া'দাহু।

"হে খোদা! আমাদের জীবিত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, উপস্থিত অনুপস্থিত সকল লোককে ক্ষমা করে দিন। এলাহী! আমাদের মধ্যে যাদেরকে তুমি জীবিত রাখতে চাও, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে তুমি মৃত্যু করতে চাও, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু করো। হে খোদা! এ মৃত্যু ঘটনার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বনের সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না। অ এর মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করো না।"

৪। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَّتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا ـ

"হে খোদা! তুমিই তার পরওয়ারদিগার। আর তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ, খোদা। তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য হেদায়েত করেছ। আর তুমিই তার রূহ কবজ করে নিয়েছ। আর তুমিই তার জাহের বাতেন সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

আমরা তোমার নির্দেশ মতেই সুপারিশ করছি যে, তুমি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দাও।"

৫। অথবা, এ দোয়াটি পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهٗ ـ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ ـ

"হে খোদা! অমুকের পুত্র অমুক, (এখানে মৃত ব্যক্তির নাম নিবে) তোমার জিম্মাদারী তোমার আশ্রয় ও হেফাযতে রয়েছে। সুতরাং তুমি তাকে কবরের পরীক্ষা আর জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। তুমি ওয়াদা পূরণকারী এবং প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। অতএব তুমি তাকে মার্জনা করে দাও এবং তার প্রতি রহম করো। নিশ্চয় তুমি মহান ক্ষমাশীল ও বিরাট দয়াবান।"

৬। অথবা, এ দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اِحْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْنِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ـ

"হে খোদা! তোমার বান্দা ও তোমার বান্দীর ছেলে তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। আর তাকে শাস্তিদানের ব্যাপারে তুমি নির্ভীক ও বেপরওয়া। যদি এ নেককার হয়, তবে তার নেককাজের সওয়াব ও প্রতিদান অধিক করে দাও। আর এ গুণাহগার হলে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।"

৭। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَاغْفِرْ لَهٗ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ لَاتَفْتِنَّا بَعْدَهٗ ـ

"হে খোদা! এ তোমার বান্দা ও বান্দীর সন্তান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) তোমার বান্দা ও রাসূল। তুমিতো আমার চেয়ে এর অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত। যদি এ নেককার হয়ে থাকে, তবে তাকে তার নেকের প্রতিদানে অধিক কল্যাণ দান করো। আর গুনাহগার হলে তাকে ক্ষমা করে দাও। তার মৃত্যুর কারণে ধৈর্য্য অবলম্বনের সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, এর (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করো না।"

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পঠিত দোয়া

১। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাবার সময় এ দোয়া পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

"আল্লাহ তাআলার নামে এবং রাসূলে (স)-এর সুন্নাতের উপর (মিল্লাতের উপর) দাফন করছি।"

২। অথবা, এ দোয়াটি পাঠ করবে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়ালা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

"আল্লাহর নামে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমে আমরা তাকে জনাব নবী করীম (স) -এর মিল্লাতের উপর দাফন করছি।

৩। অথবা, নিম্ন লিখিত দোয়া পাঠ করবে—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এ যমীনের মাটি থেকেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। আর ঐ মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে নিবো। আবার তা থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাকে উত্থিত করবো। আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে আর রাসূলে করীম (স) মিল্লাতের উপর তোমাকে দাফন করছি।"

দাফনের পর পঠিত দোয়া

১। মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য সমাপন করে কবরের নিকট দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে এ কথা বলবে—

اِسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْئَلُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইস্তাগফিরুল্লাহ লিআখীকুম, ওয়া সালুলাহুত তাছবীয়াতা ফাইন্নাহুল আনা ইউসআলু।

"তোমরা তোমাদের ভাইর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর মুনকীর-নকীরের সওয়ালের জবাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দোয়া করো। কেননা এখনই তার নিকট সওয়াল করা হবে।"

২। দাফনের পর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে সূরায় বাকারার প্রথম রুকু, আলিফ, লা-ম্ মীম যালিকাল কিতাবু, হতে উলাইকা হুমুল মুফলিহুন পর্যন্ত, আর আখেরী রুকু আমানার রাসূলু হতে ফানছুরনা আলাল কওমিল কাফিরীন পর্যন্ত পাঠ করবে।

কবর যিয়ারতের দোয়া

১। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবর স্থানে গিয়ে এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ـ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম আহলাদদীয়ারি মিনাল মুমিনীনা অল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশায়াল্লাহু বিকুম লালাহিকুন নাস আলুল্লাহু লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়্যাতা, আন্তুম লানা ফারাতুন ওয়া নাহনু লাকুম তাবায়ুন।

"হে কবর বাসী মুমীন মুসলিম! তোমাদের প্রতি সালাম। নিশ্চয় আমরাও অনতিবিলম্বে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমরা আমাদের আগেই চলে আসলে, আমরাও তোমাদের পশ্চাতে আসতেছি।

২। অথবা, এই দোয়া পাঠ করবে—

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ ـ

"হে কবরের অধিবাসী মুমিন মুসলমানবৃন্দ! তোমাদের প্রতি সালাম! আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্বে যারা গিয়েছে আর পরে যারা যাবে সকলের প্রতি রহম বর্ষণ করুক। নিশ্চয় আমরাও অতিশীঘ্র তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো।

৩। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَتَاكُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ

"হে মুমীনদের বস্তীতে বসবাসকারী তোমাদের সামনে সেই আযাব ও সওয়াব উপস্থিত, যা আগামী দিনে মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা হয়েছিল। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে অতিশীঘ্র মিলিত হবো। তা আমাদের সামনেও এসে উপস্থিত হবে।

৪। অথবা, এ দোয়া পাঠ করবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ

"হে মুমীন সম্প্রদায়ের বস্তীর অধিবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম। আমরাও যে খোদার ইছায় তোমাদের সাথে অতিশীঘ্র মিলিত হবো। তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।"

৫। অথবা, এ দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম, ওয়া আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি।

"হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিন, আর তোমাদেরকেও দিন তোমরা আমাদের পূর্বেই চলে এসেছ, আমরাও তোমাদের পিছনে পিছনে আসছি।"

সাধারণ যিকির ও তার ফজীলত

১। যে যিকির; স্থান কাল পাত্র ও বিশেষ কোন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সে যিকির হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর যিকির। এ যিকির সাধারণ যিকির; যে কোন সময় যে কোন স্থানে আর যে কোন উদ্দেশ্যে তা করা যেতে পারে। সুতরাং যখনই সময় হয় সুযোগ হয়, সম্ভাব্য তার যিকির করবে।

হাদিস ঃ (১) যে যিকির কোন কারণ সময় ও স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তা হচ্ছে যিকিরে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু। তাহাই সবচেয়ে অত্যাধিক ফজীলতপূর্ণ যিকির। অপর এক হাদিসে তাকে সবচেয়ে অধিক সওয়াবের যিকির বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিস ঃ (২) অপর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, জনাব নবী করিম (স) এরশাদ করেছেন—কিয়ামতের দিন আমার সাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে অধিক লাভবান হবেন ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা মনে প্রাণে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলেছে।

হাদিস ঃ (৩) জনাব নবী করীম (স) আর একস্থানে বলেছেন যে লোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলেছেন, তার অন্তরে যদি সষ্য পরিমাণ ও ইমানের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর যে লোক এ কলেমা পাঠ করেছে তার অন্তরে যদি একটি গম পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তবে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। আর যে লোক এ কলেমা পাঠ করার পর তার অন্তরে বিন্দু বিসর্গ পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; তাকেও দোযখ থেকে বের করা হবে।

হাদিস ঃ (৪) অপর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, যে লোক আন্তরিকতার সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে ঈমান এনেছে, যদি অবৈধ পন্থায় নারী ধর্ষণ করে। অথবা, অপরের মাল চুরি করে, তবুও অবশ্যই বেহেস্তে প্রবেশ করবে। এমনিরূপ হুজুর (স) দু'বার বললেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস ঃ (৫) জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন—তোমরা নিজেদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো। সাহাবায় কেরাম জিজ্ঞেস করলেন—অধিক পরিমাণে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করতে থাকো।

হাদিস ঃ (৬) আল্লাহ তাআলার নিকট পৌছতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে কোন বস্তুই বাঁধা দান করতে পারে না। অর্থাৎ তার দ্বারা অতিশীঘ্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা যায়।

হাদিস ঃ (৭) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' যিকির কোন গুণাহকেই থাকতে দেয় না। (সব নষ্ট করে দেয়) আর মর্যাদার দিকদিয়ে কোন আমলই তার সম পর্যায় নয়।

হাদিস ঃ (৮) যদি সপ্ত আসমান ও সপ্ত স্তর যমীনকে দাড়ি পাল্লার একদিকে রাখা হয়, আর অপরদিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুকে রাখা হয়, তবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর দিকটিই অধিক ভারী হবে।

হাদিস ঃ (৯) যখনই কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে, তখন তাহার জন্য আসমানের দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়, এবং তা আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যায়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

কলেমায় তাওহীদের ফজীলত

দিনের ভিতর যত বেশি পরিমাণে পারা যায়, কমপক্ষে একবার নিম্নলিখিত কলেমায়ে তাওহীদ পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ لَاشَرِيْكَ لَهُ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়্যিন কাদীর।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয় তার কোন সাথী নেই সমগ্র রাজত্ব তার, আর প্রশংসাও তার প্রাপ্য তিনিই জীবিত রেখে থাকেন এবং মৃত করে থাকেন। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান।"

হাদিস ঃ (১) এ কলেমা যে ব্যক্তি দশবার পাঠ করবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের মালিক হবে, যিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদ হতে (আরবীয়দের মধ্যে) চার ব্যক্তিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

হাদিস ঃ (২) আর যে লোক একবার পাঠ করবে সে ঐ লোকের ন্যায় সওয়াব পাবে, যিনি (যে কোন সম্প্রদায় থেকে) একটি গোলাম মুক্তি করেছেন।

হাদিস ঃ (৩) আর একশত বার পাঠ করা হলে, দশটি গোলাম মুক্ত করার সম পরিমাণ সওয়াব সে পাবে এবং তার আমল নামায় একশত নেকী লিখে দেয়া হবে। আর একশত গুনাহ তা হতে কেটে ফেলা হবে। আর এ কলেমা শয়তানের দাগাবাজী থেকে রক্ষা পাবার ক্ষেত্রে ঢাল স্বরূপ হবে। এছাড়া যে লোক তা অধিক পরিমাণে পাঠ করবে তার চেয়ে উত্তম আমল কিয়ামতের দিনে কেউই উপস্থিত করতে পারবে না।

হাদিস ঃ (৪) এ কলেমাটি হচ্ছে সেই কলেমা, যা হযরত নূহ (আ) তার ছেলেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। (কিন্তু সে এর থেকে কাজ না নেয়ার পরিণতিতে তুফানে ধ্বংস হয়ে গেল) সুতরাং সপ্ত আসমান যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় এ কলেমাকে রাখা হয়, তবে কলেমার ওজন বেশি হয়ে যাবে। আর সমুদয় আসমান যদি একত্রে গোলাকৃত হয়, তবে কলেমা তার ভারশক্তি দ্বারা তাকে মিলিয়ে নিবে।

২। আর অধিক পরিমাণে এ কলেমা পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

"আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ বিরাট ও মহান। কোন শক্তিই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কার্যকরী নয়।

হাদিস ঃ (১) দু'টি কালাম, একটি হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর অপরটি হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার'। এর প্রথমটি আরশের চেয়েও যে কত ভারী হবে, তা আল্লাহই জানেন। আর দ্বিতীয়টির সাওয়াব দ্বারাই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ভরে দেয়া হয়।

হাদিস ঃ (২) উপরোক্ত কালাম দু'টির সাথে 'লাহাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আজীম' কে মিলিয়ে যে লোক পাঠ করবে, তার ভুলত্রুটি ও গুনাহরাশীর জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে—যদি তার গুনাহ সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ের সমানও হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কলেমায়ে শাহাদতের ফজীলত

১। হাটা-চলা, উঠা-বসা ও কাজ-কর্মের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে নিম্নলিখিত কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আসহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, আর হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।"

হাদিস ঃ (১) জনাব রাসূলে করীম (স) বলেছেন—যে ব্যক্তি মনে প্রাণে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর হযরত মুহম্মদ (স) তার প্রেরিত রাসূল, দোযখের আগুন আল্লাহ তাআলা তার জন্য হারাম করে দিবেন। একথা শুনে হযরত মাআয বিন জাবাল (রা) জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষের নিকট এ হাদিসটি বর্ণনা করবো না। যাতে করে তারা খুশী হয়? হুজুর (স) বলেন—তুমি তা মানুষের নিকট বললে তারা তার উপরই নির্ভর করে থাকবে। (নেক কাজ করবে না, ফলে নেক কাজের সওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে।) সুতরাং হযরত মাআয (রা) দ্বীনের সত্য কথা গোপন করার ভয়ে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এ হাদিসটি বর্ণনা করলেন।

২। অথবা, নিম্নলিখিত কলেমায়ে শাহাদতটি পাঠ করবে—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

"আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মানুষের প্রভু বলতে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।"

হাদিস ঃ "কাগজের পাতা" শীর্ষক নামীয় বিখ্যাত হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে পাতার উপর কলেমায় শাহাদত আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লিখিত থাকবে, তা আমলনামার

সেই নিরানব্বইটি দফতরের চেয়ে ওজনের দিক দিয়ে অধিক ভারী হবে, যার প্রশস্ততা ও দীর্ঘতা হচ্ছে দৃষ্টির শেষ সীমারেখা পর্যন্ত।*

৩। অথবা, এ কলেমা শাহাদতটি পাঠ করবে—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَاَنَّ النَّارَ حَقٌّ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) তার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। আর হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তোমার বান্দা এবং তোমার দাসীর ছেলে এবং তিনি আল্লাহ তাআলার সেই কলেমা (হুকুম) যা হযরত মরীয়ামের নিকট পাঠান হয়েছিল। আর তিনি তোমার ফুকিত আত্মাও আর আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, বেহেস্ত দোযখ বাস্তব ও সত্য।"

হাদিস ঃ উপরোল্লেখিত কলেমায় শাহাদতটি যে ব্যক্তি পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের আটটি দরওয়াজার যে কোনটা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার দান করবেন।

---

* এ হাদিসটির বিশদ বিবরণ হচ্ছে এই—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন—জনাব রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেন—আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের থেকে এক ব্যক্তিকে তার দরবারে ডাকবেন। আর তার বিরুদ্ধে আমলনামার নিরানব্বইটি বিরাট বিরাট এমন দফতর উপস্থিত করা হবে, যা দৃষ্টির শেষ সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। অতপর আল্লাহ তাআলা বলবেন—তোমার বদ্ আমলের এই যে, বিরাটকায় ফিরিস্তী তার ভিতর তুমি কোনটাকে অস্বীকার করো যে, আমি অমুক গুনাহ করিনি! অথবা আমার নিয়োগকৃত ফেরেস্তা তুমি যে গুনাহ না করেছ তা লিখে দিয়ে বা কম বেশি করে তোমার উপর জুলুম করেছে? তখন উক্ত লোকটি উত্তরে বলবে—হে পরওয়ার দিগার। আমি তার ভিতর কোনটিই অস্বীকার করি না। আর আমার প্রতি জুলুমও হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমার নিকট তোমার এক নেকী গচ্ছিত আছে, তা ওজন করে দেখ। কেননা সাধারণভাবে আজ আর কারো প্রতি অবিচার করা হবে না।

সুতরাং এমন একটি কাগজ বের করা হবে, যার উপর আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লেখা রয়েছে। তখন উক্ত লোকটি এ সাধারণ কাগজটি দেখে বলবে—হে খোদা! এতবড় বিরাটকায় দফতরের সামনে এক টুকরা কাগজের কি মূল্য থাকতে পারে? তা ওজন করায় কোনই লাভ নেই। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—না তাকে অবশ্যই ওজন করতে হবে। আজ তোমার প্রতি আর অবিচার করা হবে না। অতএব নিরানব্বইটি আমলের দফতর এক পাল্লায় রাখা হবে আর ঐ নেক আমলের সাধারণ কাগজটি রাখা হবে অপর পাল্লায়। ওজনের পর দেখা যাবে যে, ঐ সাধারণ কাগজটির পাল্লাটি অত্যাধিক ভারীর কারণে নিচে নেমে গেছে। আর অপরগুলো উঠে গেছে উপরের দিকে। কেননা আল্লাহ তাআলার তাওহীদের সামনে কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাযা, মিশকাতের মতে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। অথবা, এ কলেমা শাহাদতটি পাঠ করবে—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنِ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ওয়া আন্না ঈসা আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু ওয়া ইবনি আমাতিহী, ওয়া কালিমাতুহু আলকাহা ইলা মারীয়ামা, ওয়া রূহুম মিনহু। অল জান্নাতু হাক্কুন অন্‌নারু হাককুন

হাদিস ঃ উপরোক্ত কলেমাটি মনে-প্রাণে যে লোক পাঠ করবে, আর তার মর্মানুযায়ী আমল করবে, তার আমল যাই থাকুকনা কেন, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। অথবা জান্নাতের আটটি দরওয়াজার যে কোন দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার দান করবেন।

৫। অথবা, নিম্নলিখিত কলেমাটি পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهٗ ـ

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তার কোন সাথী নেই। তিনি তার সৈন্য বাহিনীকে বিজয় দান করে সম্মানিত করেছেন। আর স্বীয় বান্দা মুহাম্মাদকে (স) ও সাহায্য সহানুভূতি করেছেন। সুতরাং তিনি নিঃসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় শত্রু সৈন্যদের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এখন আর এর পর কিছুই নেই।

৬। আর এ কলেমাটিও পাঠ করবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَبِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ لَاحَوْلَ

وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাবীরান, ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকিম। আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী।

"আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সৃষ্টি জীবের আর কোন উপাস্য নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সব চেয়ে বিরাট ও মহান। তার চেয়ে আর কেউ কোন দিক দিয়ে বড় নয়। আল্লাহ তাআলার জন্যই অগণিত প্রশংসা নিবেদিত। সারে জাঁহানের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা সমস্ত দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত। কোন ক্ষমতা ও শক্তিই তার সাহায্য ব্যতীত ফলপ্রসু নয়। তিনি সকলের উপর প্রভাবশালী ও বিজয়ী এবং মহান বিজ্ঞানী। হে খোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করো, আর তোমার সরল সহজ পথের পানে আমাকে হেদায়াত করো।"

হাদিস ঃ একজন বেদুঈন লোক জনাব নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন জিনিস শিখিয়ে দিন যা আমি পাঠ করবো। তখন হুজুর (স) উপরোক্ত কলেমা ও দোয়া তাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন।

তাসবীহ ও তাহমীদের ফজীলত

১। অধিক পরিমাণে নিম্নলিখিত তাসবিহটি পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

"আল্লাহ তাআলা (সমস্ত দোষ ত্রুটি হতে) পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান তারই জন্য নিবেদিত।

হাদিস ঃ (১) যে ব্যক্তি একবার আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও তাহমীদ (সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করবে। তার আমলনামায় দশটি নেকি

বিঃ দ্রঃ—প্রকাশ থাকে যে, ৩নং কলেমা ও ৪নং কলেমার অর্থ একই শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ৩নং কলেমায় "হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তাআলার রাসূল" একথাটা তার ভিতর নেই আর ৪নং কলেমায় একথাটা রয়েছে। সুতরাং ৪নং কলেমার অর্থ করার সময় "হযরত ঈসা আল্লাহ তাআলার বান্দা" এ কথার পরে তিনি তার রাসূলও এ কথা মিলিয়ে পাঠ করলেই হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখে দেয়া হবে। আর যে লোক দশবার পাঠ করবে, তার আমলনামায় একশটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে। আর একশত বার পাঠ করলে এক হাজার নেকি লিখা হবে আর এর অধিক পাঠ করলে (ঐ হিসাব অনুযায়ী) আরো অধিক তার আমলনামায় স্থান পাবে। দিনের বেলা একশত বার তাসবীহ পাঠ করলে, তার গুনাহ যদি সমুদ্রের তরঙ্গ মালার পরিমাণও হয়, তবুও তার আলমনামা থেকে কেটে মার্জনা করে দেয়া হবে।

হাদিস ঃ (২) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" তা হচ্ছে সেই মহান ফজীলতপূর্ণ কলেমা, যা আল্লাহ তাআলা তার ফেরেস্তাদের জন্য নির্বাচন করে দিয়েছেন।

হাদিস ঃ (৩) এ কালাম হচ্ছে সেই বরকতময় কালাম যা হযরত নূহ (আ) তার ছেলেকে পাঠ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা তাহাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের ইবাদত ও তাসবীহ। আর তার বরকতেই সৃষ্টি কুলকে রিযিক দান করা হয়ে থাকে।

হাদিস ঃ (৪) যে ব্যক্তি এ কালাম একবার পাঠ করবে, বেহেস্তে তার জন্য একটি গাছ রোপন করা হবে।

হাদিস ঃ (৫) যদি কোন লোকের মনে (দুঃখ-কষ্ট রোগ-ব্যাধি অথবা ভয়-ভীতির কারণে) এমন ভয়ের উদ্রেক হয় যে রাত্রটি তার অশান্তিতে কেটে যায়। অথবা যদি কাহারো ধন-সম্পদ খরচ করতে মনে কষ্ট হয়, কিম্বা দুশমনের সাথে লড়াই করতে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে থাকে, এ সকল লোকদের জন্য এ বিবিধ প্রকার খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত তাসবীহ তাহমীদ পাঠ করা উচিত। কেননা তোমাদের আল্লাহর পথে একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করার চেয়ে এই কলেমা পাঠ করা আল্লাহ তাআলার নিকট অতি উত্তম ও অধিক পছন্দনীয় কাজ।

২। অথবা, নিম্নলিখিত তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করবে—

سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।

"আমার পরওয়ারদিগার পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তার জন্যই।"

হাদিস ঃ আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কালাম হলো "সোবহানা রাব্বী ও বিহামদিহী।"

৩। অথবা, এ কালাম পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহিল আজীম।

"আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও মহান।"

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত কালাম পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষের চারা রোপন হয়ে যাবে।

৪। অথবা, এ কালাম পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহিল আজীম ওয়া বিহামদিহী।

"মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা (সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও) পবিত্র। আর সমুদয় প্রশংসা ও গুণগান মাত্র তার জন্যই নিবেদিত।"

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত তাসবীহ ও তাহমীদ একবার পাঠ করবে, তার জন্য বেহেস্তের ভিতর একটি খেজুর গাছ লাগিয়ে দেয়া হয়। কেননা—এ তাসবীহ হচ্ছে সৃষ্টি জগতের জন্য ইবাদত স্বরূপ। আর তার বরকতেই তাদের মধ্যে রিযিক বন্টন করা হয়ে থাকে।

৫। অথবা, নিম্নলিখিত কালাম পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আজীম।

"আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর সমুদয় প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য নিবেদিত। মহান আল্লাহ তাআলা সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

হাদিস ঃ এমন দু'টি কালাম রয়েছে যা, মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ। কিন্তু মিযানের পাল্লায় তা খুবই ভারী এবং রহমানুর রাহীম আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় সে কালাম দু'টি হচ্ছে— "সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।" সোবহানাল্লাহিল আজীম।

৬। উপরোক্ত কালামের সাথে নিম্নলিখিত কালামগুলোও মিলিয়ে পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী; সুবহানাল্লাহিল আজীম, আস্তাগফিরুল্লাহিল আজীম, ওয়া আতুবু ইলাইহি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগানের সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও মহান। পবিত্রতা বর্ণনা করছি, মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার। আমরা প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আর তার দরবারে সমস্ত গুনাহ হতে তাওবা করছি।"

হাদিস ঃ যে লোক এ কালাম চারটি পাঠ করবে, তা যে ভাবে পাঠ করবে ঠিক অনুরূপই লিখা হয়ে আরশের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তার কোন গুনাহই এ লেখাকে মুছে ফেলতে পারবে না। শেষ বিচারের দিন যখন উক্ত লোকটি আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবে, তখনও তা যেরূপে পাঠ করেছিলে ঠিক সেইরূপে মহর করা অবস্থায় পাবে।

৭। অথবা, কম পক্ষে তিনবার নিম্নলিখিত তাসবীহ পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمٰتِهٖ ـ

"আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা তার প্রশংসার সাথে, তার সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ, তার মর্জি অনুযায়ী, তার আরশের ওজন পরিমাণ এবং তার কালামের লিখিত কালির পরিমাণ বর্ণনা করছি।"

হাদিস ঃ একদিন জনাব রাসূলে করীম (স) উম্মুল মুমেনীন হযরত "আওবীরীয়া" (রা) -এর হুজুরা থেকে অতি প্রত্যুষে ফজরের নামায শেষে বাহিরে বের হয়ে পড়লেন। তখন আওবীরীয়াহ (রা) জায়নামাযের উপর বসে তাসবীহ তাহলীল পাঠ করার মধ্যে মশগুল ছিলেন। হুজুর (স) চাশত নামায পড়ে তার নিকট এসে দেখলেন যে, সে সেই জায়নামাযের উপরই উপবিষ্ট ও তাসবীহ তাহলীল পাঠে মশগুল। তখন হুজর (স) বলেন—আমি তোমাকে যে ভাবে তাসবীহ তাহলীল পাঠ করতে দেখে গিয়েছি সেইভাবে এখনো তুমি তাসবীহ তাহলীল পাঠে মশগুল আছো? সে উত্তর করলো জি-হ্যাঁ। অতপর হুজর (স) এরশাদ করলেন—তোমার নিকট থেকে যাবার পরে আমি শুধু চারটি কালাম পাঠ করেছি। সূর্যোদয় পর থেকে এতক্ষণ যাবত তোমার পঠিত সমুদয় তাসবীহ তাহলীলের সাথে ওজন করা হলে, তার ওজন অনেক বেশি হবে। সে কালাম হলো এ (উপরোল্লেখিত)—

৮। অথবা, নিম্নলিখিত নিয়মে তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهٖ ـ
سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمٰتِهٖ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رِضٰى نَفْسِهٖ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِدَادَ كَلِمَتِهٖ ـ

পবিত্রতা করছি বয়ান সৃষ্টির সমান।
তোমার মর্জি মত হে রহমান।
আরশের ওজন সম আল্লাহ সোবহান।
তব কালামের কালি সম করছি বয়ান।
প্রশংসা আছে কত তব সৃষ্টি পরিমাণ।
বয়ান করছি তাহা মর্জি মত হে সোবহান।
গুণগান তব আরশের ওজন সমান।
করছি আমরা তবো কালামের কালি পরিমাণ।

৯। অথবা, নিম্নলিখিত নিয়মে তাসবীহ তাহমীদ ও তাহলীল তাকবীর পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আদাদা খালকিহী ওয়া রিজা নাফছিহী, ওয়া যীনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।

"আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করছি। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তাআলা মহান ও বিরাট; কোনদিক দিয়ে তাঁর চেয়ে কেউ বড় নয়। তার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ আরশের ওজন পরিমাণ এবং তার কালামের কালির ওজনের পরিমাণ প্রশংসা গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

১০। অথবা, এমনিভাবে এ চারিটি কালাম পাঠ করবে—

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ (٢) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ (٣) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ (٤) وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هُوَ خَالِقٌ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনিভাবে এ চারিটি কালাম 'আল্লাহু আকবারের' সাথে আর 'আলহামদু লিল্লাহির' সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' সাথে এবং লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাহ বিল্লাহির সাথে পাঠ করবে—

"আসমানের ভিতর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ তার গুণগান বর্ণনা করছি। আর করছি গুণগান বর্ণনা যমীনের ভিতর তার সৃষ্টি সম পরিমাণ। আর আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী পরিমণ্ডলে সৃষ্টির যা কিছু আছে তার সংখ্যা পরিমাণ এবং আল্লাহ তাআলা যা কিছু সারে জাঁহানে সৃষ্টি করেছেন। তার সংখ্যা পরিমাণ তার প্রশংসা গুণগান ও পবিত্র বর্ণনা করছি।"

হাদিস ঃ (১) একদিন জনাব রাসূলে করীম (স) একজন সাহাবীর বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে কতটি ফলের আটি বা পাথরের কঙ্কর সামনে নিয়ে তা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করছে। হুজুর (স) বলেন—এর চেয়ে কি তোমাকে আমি তাসবীহ পাঠের উত্তম ও সহজ পথ বলে দিব না? সে পথ হলো এই নিয়মে (উল্লেখিত) তাস্‌বীহ পাঠ করবে।

হাদিস ঃ (২) আর একদিন হুজুর (স) উম্মুল মুমেনীন হযরত সুফীয়া (রা) নিকট গিয়ে দেখেন যে, চার হাজার ফলের আটি সামনে নিয়ে তা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করছে। তা দেখে হুজুর (স) বলেন—আমি যতক্ষণ দাড়িয়ে আছি তার চেয়ে অধিক (সওয়াব বিশিষ্ট) তাসবীহ আমি পাঠ করে ফেলেছি। সে তখন বলল—আমাকেও তা বলে দিন। সুতরাং হুজুর (স) তখন উপরোল্লেখিত তাসবীহ তাকে পাঠ করার নিয়ম বলে দিলেন।

১১। অথবা, নিম্নলিখিত নিয়মে তাসবীহ পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ـ وَسُبْحَانَ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَىْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَىْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ ـ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَىْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَىْءٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ ـ

"আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তার সৃষ্টি কূলের সংখ্যা পরিমাণ আর তার সৃষ্টি কূলকে পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং প্রত্যেকটি বস্তু পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ তার পবিত্রতা বর্ণনায় আমরা পঞ্চমুখ আল্লাহ তাআলার কিতাব যে সকল বস্তুগুলো পরিবেষ্টন করে আছে তার সংখ্যা পরিমাণ এবং তা পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

আল্লাহ তাআলার জন্যই তার সৃষ্টি কূলের সংখ্যার পরিমাণ তার সৃষ্টি কূলকে পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ প্রশংসা নিবেদিত। আর প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং তা পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি। আল্লাহ তাআলার সেই প্রত্যেকটি বস্তুর পরিমাণ যা, তার কিতাব পরিবেষ্টন করে আছে ও তা পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই।

হাদিস ঃ কোন এক সময় জনাব নবী করীম (স) হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন—হে আবু দারদা! আমি কি তোমাকে সেই আমলের কথা বলে দিব না, যা তোমার রাত্র হতে দিন পর্যন্ত এবং দিন হতে আরম্ভ করে রাত্র পর্যন্ত এবং দিন হতে আরম্ভ করে রাত্র পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকিরের চেয়ে অতি উত্তম আমল! অতপর হুজুর উপরোল্লেখিত কালাম পাঠ করতে তাকে তালীম দিলেন।

১২। অথবা, নিম্নলিখিত নিয়মে তাস্‌বীহ্ তাহমীদ পাঠ করবে—

এমনিভাবে সুবহানাল্লাহির পরিবর্তে "আল হামদু লিল্লাহ" বলে তাহমীদ পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ ـ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهٗ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ ـ

এমনিভাবে সুবহানাল্লাহির স্থলে আলহামদু বসিয়ে পাঠ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আমি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সৃষ্টি কূলের সংখ্যা পরিমাণ। আর বর্ণনা করছি সৃষ্টিকূল পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ। আসমান যমীনের যা কিছু আছে তার সংখ্যার পরিমাণ এবং তা পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর সেই সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ, যা তার কিতাবে বর্ণিত রয়েছে এবং উক্ত বস্তুগুলো পরিপূর্ণ করা পরিমাণ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা করছি। আর পবিত্রতা বর্ণনা করছি প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যা এবং তা পরিপূর্ণ করে দেয়া পরিমাণ। (আলহামদু লিল্লাহ শব্দ বসিয়ে যখন পাঠ করবে, তখন সর্বস্থানে তার অর্থ হবে আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।)

হাদিস ঃ একবার জনাব নবী করীম (স) হযরত আবু ইমামা (রা)-কে বলেন—আমি কি তোমাকে তোমার রাত্রভর ও দিনভর আল্লাহ তাআলার যিকির করার যে সওয়াব হয় তার চেয়ে অধিক সওয়াব। অথবা, ফজীলতপূর্ণ বস্তুর কথা বলে দিব না? সুতরাং তা হলো এ (উপরোল্লিখিত নিয়মে পঠিত যিকির)।

১৩। অথবা "আল্লাহু আকবার" দশবার "সুবহানাল্লাহ" দশবার আর "আল্লাহুম্মাগফিরলী" দশবার এ নিয়মে পাঠ করবে।

হাদিস ঃ হযরত আবূ রাফে (রা) পত্নী উম্মে সালমা (রা) একবার জনাব রাসূলে করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু কালাম শিখিয়ে দিন, যা আমি সহজে মুখস্ত করে নিয়ে পাঠ করতে পারি। অত্যাধিক লম্বা কালাম বলবেন না। তখন হুজুর (স) এরশাদ করলেন—তুমি দশবার "আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে তার জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন—এ কালাম আমার জন্য। আর দশবার "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করবে। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন—তাহাও আমার জন্য পাঠ করা হয়েছে। আর দশবার পাঠ করবে "আল্লাহুম্মাগফিরলী" (আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো) এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এ ভাবে তুমি দশবার পাঠ করলে আল্লাহ তাআলাও উপরোক্ত নিয়মে দশবার জবাব দিবেন। সুতরাং ইন্‌শাআল্লাহ তোমার গুনাহরাশী অবশ্যই মার্জনা হয়ে যাবে।

১৪। নিম্নলিখিত নিয়মেও তাসবীহ তাহমীদ পাঠ করা যেতে পারে।

سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী, সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।

বিঃ দ্রঃ এ হাদিসটির কতিপয় বর্ণনায় সুবহানাল্লাহির স্থলে আলহামদু লিল্লাহ এবং তার পর সুবহানাল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কোন বর্ণনায় শুধু আলহামদু লিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ উল্লেখ আছে, আল্লাহু আকবার নেই।

"আমার প্রতিপালক (ভুলত্রুটি থেকে) পবিত্র। তার জন্যই সকল প্রশংসা নিবেদিত। আমার পরওয়ারদিগার (সমুদয় দোষ ত্রুটি ও অংশীবাদীদের পোষিত ধারণা থেকে) মুক্ত পবিত্র। আর সমুদয় গুণগান ও প্রশংসা তার জন্য।"

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সবচেয়ে উত্তম ও ফজীলতপূর্ণ কালাম হলো সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী, সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।

১৫। অথবা, শুধু সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে।

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, শুধু আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করলে আমলনামার পাল্লা সওয়াবে ভরপুর হয়ে যায়; আর সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ ও পড়লে আসমান যমীনের মধ্যবর্তী পরিমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দিয়ে থাকে।

১৬। অথবা, এরূপে পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

"আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং সমুদয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র তার জন্য নিবেদিত। তিনি ব্যতীত সৃষ্টিকূলের আর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তাআলাই সব চেয়ে বড় ও মহান।"

হাদিস ঃ (১) (উপরোক্ত) এ কালাম চারটি আল্লাহ তাআলার নিকট অতি প্রিয় কালাম অতএব তার ভিতর যেটার দ্বারা ইচ্ছা আরম্ভ করতে পারো।

(২) পবিত্র কুরআনে করীম এর পরেই সবচেয়ে উত্তম ও ফজীলত পূর্ণ কালাম হচ্ছে এ কালাম। আসলে এগুলোও কুরআনের কালামের অংশ বিশেষ কালাম।

(৩) এ উপরোক্ত কালাম চারটি যে লোক পাঠ করবে, তার জন্য উক্ত কালামের এক একটি হরফের প্রতিদানে দশটি নেকী দান করা হবে।

(৪) আর এক হাদিসে রাসূলে করীম (স) বলেন—আমার নিকট এ চারটি কালাম পাঠ করা সে সকল বস্তুর এত পছন্দনীয়, যার উপর সূর্য্যোউদয় হয়। অর্থাৎ দুনিয়া এবং তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের চেয়ে অধিক প্রিয়।

(৫) যে ব্যক্তি এ কালামগুলো পাঠ করবে, তার জন্য প্রত্যক হরফের বদলে দশটি করে নেকী আমলনামায় লিখা হবে।

(৬) অন্য একটি বিবৃতিতে জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—আমি এ কালামগুলো পড়াকে দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে অধিক পছন্দ করে থাকি।

(৭) আর এক হাদীসে আছে যে, বেহেস্তের মাটি অতি উত্তম মাটি আর তার পানিও খুব সুমিষ্ট। তার যমীন খালি থাকে। সেথায় চারা হয়ে থাকে এ চারটি কালাম সুতরাং যে যত বেশি পরিমাণে পাঠ করবে, বেহেস্তের মাটি ততো বেশি শস্য শ্যামল হয়ে উঠবে।

(৮) আর এক হাদিস মতে জানা যায় যে, তার প্রত্যেকটি কালামের পরিবর্তে পাঠকের জন্য বেহেস্তে একটি করে চারা লাগান হয়ে থাকে।

(৯) জনাব নবী করীম (স) হাদিসের ভিতর আর একটি বিবৃতিতে এরশাদ করেন যে, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঢাল সংগ্রহ করে দাও। অর্থাৎ এ কালামগুলো পাঠ করতে থাকো। কেননা, এ কালামগুলোই ডানে বামে সামনে পিছনে চতুর্দিক দিয়ে রক্ষা করার জন্য এসে দাঁড়াবে আর ঐগুলোই হচ্ছে সর্বশেষ নেকী।

(১০) অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) আর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা সদকার সামিল।

সালাওয়াতুত্ তাস্‌বীহর বিবরণ

১৭। যে নামাযে এ চারটি কালাম সুবহানাল্লাহি আলহামদু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার তিন শত পাঠ করা হয়ে থাকে, তাকেই সালাতুত্ তাস্‌বীহর নামায বলা হয়।

হাদিস ঃ জনাব নবী করীম (স) তাঁর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রা)-কে এ নামাযের ফজীলত সওয়াব ও নিয়ম কানুন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,—হে চাচা! হে আব্বাস! আমি কি আপনাকে এমন দশটি উপঢৌকন ও দশটি নেয়ামত দান করবো না? অর্থাৎ দশটি কথা বলে দিব না, যা আপনি আমল করলে আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের পরের নতুন পুরান, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ্যেকৃত অপ্রকাশ্যেকৃত ছোট বড় সকল প্রকার গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন? অতপর হুজুর (স)-এ ভাবে চার রাকাআত নামায পড়লেন প্রত্যেক রাকায়াতে সূরায় ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন আয়াত পাঠ করার পর পনেরবার সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পাঠ করলেন। অতপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ্ পাঠ করার পর দশবার এ কালাম চারটি পাঠ করলেন। তারপর রুকু থেকে উঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় দশবার এ কালাম পাঠ করলেন। তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ পাঠ সমাধা করে দশবার এ কালাম পাঠ করলেন। আবার সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে আল্লাহু আকবার বলার পর বসা অবস্থায় দশবার এ কালাম পাঠ করলেন। আবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ সমাধা করত এ কালাম দশবার পাঠ করলেন। অতপর সেজদা থেকে উঠে আল্লাহু আকবার বলার পর দণ্ডায়মান হবার পূর্বে বসে বসে দশবার এ কালাম পাঠ করলেন। এ সর্বমোট পচাত্তর বার পাঠ করা হলো। এ নিয়মে হুজুর (স) চার রাকায়াত নামায পড়ে দেখিয়ে বললেন যে, যদি সম্ভব হয়, তবে দৈনিক একবার এ নামায পড়বে। তা সম্ভব না হলে প্রত্যেক জুম্মার দিন জুম্মার নামাযের পূর্বে পড়বে। তা করতে না পারলে প্রত্যেক মাসে একবার পড়বে। প্রত্যেক মাসে না হলে প্রত্যেক বছর একবার পড়বে। দুর্ভাগ্যবশত তাও হয়ে না উঠলে জীবনে একবার অবশ্যই এ নামায পড়ে নিবে।

১৮। অথবা, উপরোক্ত কালাম চারটির সাথে আর একটি কালাম সংযোজন করে নিম্নলিখিত রূপে পাঠ করবে।

(١) سُبْحَانَ اللّٰهِ (٢) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (٣) وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (٤) وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (٥) وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি আলহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলীয়্যিল আজীম।

"(১) আল্লাহ তাআলা পবিত্র (২) তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা নিবেদিত (৩) তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই (৪) আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ও মহান (৫) কোন শক্তি ও ক্ষমতাই তার সাহায্য ব্যতীত কার্যকরি নয়।"

হাদিস ঃ (১) এ কালামগুলো হচ্ছে বেহেস্তের স্মরণীয় নেকীর ভাণ্ডার। আর এর দ্বারা মানুষের গুনাহরাশী এমনভাবে ঝরে পড়ে যে, যে রকম শীতের মৌসুমে বৃক্ষ থেকে পত্ররাজী আপন থেকে ঝরে পড়ে।

(২) এ কালামগুলো যারা কুরআন পাঠ করতে না পারে, তাদের জন্য যথেষ্ট।

১৯। উপরি বর্ণিত কালাম পাঁচটির সাথে নিম্নলিখিত দোয়াটি সংযোজন করে পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ. وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আজীম। আল্লাহুম্মারহামনী ওয়ার যুকনী ওয়াআফিনী ওয়াহদিনী।

"আল্লাহ তাআলা পবিত্র, সমুদয় প্রশংসা তার জন্যই। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন মাবুদও নেই। তিনি সব চেয়ে বড় ও মহান। আর কোন শক্তি ও ক্ষমতাই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া লাভ করা যায় না। হে খোদা! আমার প্রতি রহম করুন! আর আমাকে রিযিক দান করুন। আর আপনি আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং সরল সহজ পথে হেদায়াত দিন।"

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে করীম পাঠ করতে পারে না। তার স্থলে তার জন্য এ কালাম গুলোই যথেষ্ট। যে লোক নিয়মিত ভাবে তা পাঠ করার অভ্যাস করে নিবে। সে তার হস্তকে আল্লাহ তাআলার রহমত বরকত ও প্রাচুর্য দ্বার পরিপূর্ণ করে ফেলবে।

২০। উল্লেখিত দোয়া ব্যতীত উপরোক্ত কালাম চতুষ্ঠয়ের সাথে তাবারাকাল্লাহু সংযোজন করে নিম্নরূপে পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া তাবারাকাল্লাহু।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র। সমুদয় প্রশংসা তার জন্য। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি হলেন সব চেয়ে বড় ও বিরাট আর আল্লাহ তাআলা বরকতময় ও প্রাচুর্যশীল।

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মে এ কালাম পাঠ করবে তার জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োজিত হয়ে যান। সে উক্ত কালাম নিয়ে ডানার নীচে করে উর্ধ মার্গে উড়তে থাকে। ফেরেস্তাদের যে মজলিশের নিকট দিয়ে সে যেতে থাকে, সে মজলিশের ফেরেস্তারা তার জন্য মাগফেরাত করতে থাকে আর উক্ত কালাম পাঠকের তরফ থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে হামদ ও গুণগানের উপঢৌকন স্বরূপ পেশ হয়ে থাকে।

২১। অথবা, নিম্নলিখিত পন্থায় উক্ত কালাম পাঠ করবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস ঃ (১) আল্লাহ তাআলা তার কালামসমূহের মধ্য থেকে (উপরোক্ত) চারটি কালামকে নির্বাচিত করে নিয়েছেন যে, সোবহাল্লাহি পাঠ কর, তার জন্য আমলনামায় বিশটি নেকী লিখা হয়। আর তা থেকে বিশটি অসৎ কাজ মুছে ফেলা হয়, আর আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করলে অনুরূপ বিশটি নেকী লিখা হয় এবং বিশটি বদ আমল কেটে দেয়া হয়। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার পাঠ করলেও তার জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়, আর যদি কোন ব্যক্তি খালেছ দেলে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন বলে তার জন্য আমলনামায় ত্রিশটি নেক লেখা হয় এবং তা থেকে ত্রিশটি বদ আমল কর্তন করে দেয়া হয়।

(২) আর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, কোন এক সময় জনাব রাসূলে করীম (স) সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের প্রত্যেকেই কি তোমরা দৈনিক ওহুদ পাহাড় সম পরিমাণ নেকী আমল করতে অপারগ। সাহাবাগণ উত্তর করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কাজ কে করতে পারে? তখন হুজুর (স) উত্তর দিলেন—তোমরা সকলেই করতে পার। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কোন আমল, যা করলে ওহুদ পাহাড় সমান নেক হয়? তখন হুজুর (স) এরশাদ করলেন—সুবহানাল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলহামদু লিল্লাহ আর আল্লাহু আকবার ওহুদ পাহাড়ের চেয়ে (সওয়াবের দিক দিয়ে) অনেক বড়।

(৩) আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, একশতবার সোবহানাল্লাহ পাঠ হযরত ইসমাইল (আ)-এর আওলাদ থেকে (অর্থাৎ আরবদের মধ্যে হতে) একশত গোলাম আযাদ করার সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব। আর একশতবার আলহামদু লিল্লাহ পাঠ একশত জীন ও লাগাম পরিহিত সেই সাওয়ার ঘোড়ার সমপরিমাণ, যা জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করা হয়। আর আল্লাহু আকবার পাঠ করা আল্লাহ তাআলার নিকট তার কবুলকৃত এমন এমন একশত উটের বহরের সমপরিমাণ, যাদের গলায় কোরবানীর হার (অলঙ্কার) ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করায় যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল সওয়াবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

(৪) আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে জনাব নবী করীম (স) বলেন, আহ্ আহ্ পাঁচটি বস্তু এমন আছে, যা আমলনামার পাল্লায় (মিযানে) কতই না ভারী ও ওজনশীল হয়ে থাকে তার প্রথমটি হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দ্বিতীয়টি হলো সোবহানাল্লাহ তৃতীয়টি হলো আলহামদু লিল্লাহ, চতুর্থটি হলো আল্লাহু আকবার। আর পঞ্চমটি মুসলমানের মৃত সেই নাবালেগ শিশু। যার মৃত্যুর পর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) আর এক হাদিসে জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—তোমরা সোবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আল হামদুলিল্লাহ পাঠ করে আল্লাহ তাআলার গৌরব ও মহত্ব প্রকাশ করতে থাকো। তোমাদের এ কালাম আল্লাহ তাআলার আরশের চতুর্দিকে এমন দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে যে, তার ঘুর্ণিয়নের ঝংকার শুনে মনে হয় যে মৌমাছির গুনগুন রব ঝংকারিত হচ্ছে। আর এমনিভাবে এ কালামগুলো পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি কি তা পছন্দ করো না যে, এমনিভাবে সর্বদা হতে থাকুক। অথবা তা সর্বদা স্মরণ হতে থাকুক।

(৬) জনাব নবী করীম (স) আরো বলেছেন যে, অধিক পরিমাণে উত্তম স্মরণীয় বস্তু রেখে যাও। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, সোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আর লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাকো। তা তোমাদের জন্য একদিন স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত হবে।

লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহির ফজীলত

লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি একটি বিশেষ ফজীলতপূর্ণ ও বরকতময় কালাম। সুতরাং তা অধিক পরিমাণে পাঠ করা উচিত।

হাদিস ঃ (১) হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাকো। কেননা এ হচ্ছে জান্নাতের গোপন ভাণ্ডারের মধ্যে একটি অন্যতম ভাণ্ডার।

(২) অপর এক হাদিসে জান্নাতের দরওয়াজাসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম দরওয়াজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) আর এক হাদিসে তাকে জান্নাতের চারা বৃক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) এর পূর্বে একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কালাম এমন এমন নিরানব্বইটি রোগের দাওয়া বিশেষ, যার ভিতর সর্বছোট রোগ হলো দুঃখ-কষ্ট চিন্তা ও অস্থিরতা।

(৫) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিস আছে যে, তিনি (বর্ণনাকারী) একদিন জনাব নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে তার মুখ থেকে লা-হাওয়া ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বের হয়ে পড়লো। তা শুনে তখন হুজুর (স) বলেন—তার অর্থ কি তুমি বলতে পারো! সে উত্তর দিল—আল্লাহ তাআলা এবং তার রাসূলই এ বিষয় ভাল জ্ঞান রাখেন। অতপর হুজুর (স) বলেন তার অর্থ হচ্ছে এই—আল্লাহ তাআলার হেফাজত ব্যতীত তার কোন লোকেই তার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার

ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও তাওফীক দান ব্যতীত কোন লোকের পক্ষে তার আনুগত্য করার শক্তি নেই।

৬। আর নিম্নলিখিত দোয়াটিও বেহেস্তের ধন ভাণ্ডারের মধ্যে বিরাট একটি ভাণ্ডার।

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি।

"আল্লাহ তাআলার সাহায্য সহানুভূতি ও তাওফিক ব্যতীত কোন শক্তি ক্ষমতাই ফলপ্রসু নয়। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তার গজব থেকে আশ্রয় নেয়ার কোনই স্থান নেই।"

রাজীতু বিল্লাহ এর সওয়াব ও ফজীলত

দিনের বেলায় সময় সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি এ কালাম পাঠ করবে, তার জন্য বেহেস্ত পাওয়া অপরিহার্য (ওয়াজীব) হয়ে যায়। সুতরাং এ কালাম আমাদের মাঝে মাঝে পাঠ করা উচিত। কালাম এরূপ—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً يَا نَبِيًّا ـ

উচ্চারণ ঃ রাজীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান্, ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলান ইয়া নাবীয়্যান।

"আল্লাহ তাআলা আমার রব হওয়ায়, ইসলাম আমার দ্বীন হওয়ায় হযরত মুহাম্মাদ (স) আমার নবী ও রাসূল হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে খুশী ও সন্তুষ্ট আছি।"

আল্লাহ তাআলার সাথে অংগীকার করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ اِنْ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি অল আরদি আলিমিল গাইবি, অস সাহাদাতি ইন্নী আ'হাদু ইলাইকা ফী হাজিহীল হায়াতিদ্ দুনিয়া, আন্নী আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা অহদাকা লা-শারীকা লাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। ফাইন্নাকা ইনতাকিলনী ইলা নাফসী তুকাররিবনী মিনাস সাররি ওয়া তুবায়িদনী মিনান খাইরি ওয়া ইন্নী ইন আছিকু ইল্লা বি-রাহমাতিকা। ফাজয়াল লী ইন্দাকা আহাদান তুয়াফ্ফীহি ইয়াওমাল কিয়ামাতি, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ।

"হে খোদা! আসমান যমীনের পরওয়ারদিগার! তুমিই গোপন ও প্রকাশ্য তথ্যের মহা জ্ঞানী। তোমার নিকট এ পার্থিব জগতে ওয়াদা দিতেছি যে, আমি আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমি (সত্বা ও গুনাবলীর দিক দিয়ে) একক। তোমার আর কোন অংশীদার নেই আর হযরত মুহাম্মাদ (স) তোমার বান্দা ও রাসূল। তোমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ এজন্য হয়েছি যে, তুমি যদি আমাকে কুপ্রবৃত্তির নিকট (নফসে আম্মারা) সোপর্দ করো, তবে তার অর্থ হবে, আমাকে নেক কাজের থেকে সরিয়ে দিয়ে অসৎ কাজে নিকটবর্তী করে দেয়া; (সুতরাং, তুমি এমন করোনা) এজন্যই আমি তোমার রহমত ছাড়া আর কিছুর উপর নির্ভর করি না। সুতরাং, তুমিও আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হও যে কিয়ামতের দিন তুমি ওয়াদা পূর্ণ করে আমাকে বেহেস্তে দাখিল করাবে। আমরা জানি নিঃসন্দেহে তুমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করো না।"

হাদিস ঃ যে লোক আল্লাহ তাআলার সাথে উপরোল্লিখিত অংগীকারে আবদ্ধ হবে তার উপর অটল অচল হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার নিকটস্থ ফেরেস্তা বর্গকে ডেকে বলবেন—আমার এ বান্দা আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিল তোমরা তা পুরা করো। সুতরাং আল্লাহ তাআলা খুশী হয়ে তাকে বেহেস্তে দাখিল করিয়ে দিবেন। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত সহীল (রা) বলেন—আমি কাসেম বিন আবদুর রহমানের নিকট বললাম যে এ হাদিসটি আমার নিকট এমনভাবেই বর্ণনা করেছে। তখন হযরত কাসেম

(রা) বললেন—(এর ভিতর আশ্চর্য হবার আছে কি) আমার ঘরের প্রত্যেকটি পরদানশীল প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা ঘরে বসে এ দোয়া পাঠ করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করার নিয়ম

আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা করে যদি কেউ নৈকট্য অর্জন করত চায়, তবে নিম্নরূপে তা করবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারজা।

"সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এমন প্রশংসা যা পবিত্র বরকতময় প্রাচুর্যশীল, আর আমাদের প্রভু যেরূপ চান ও পছন্দ করেন। সেরূপ তার অগনিত প্রশংসা।"

হাদিস ঃ একটি লোক হুজুর (স)-এর খেদমতে এসে বসে গেলেন এবং উল্লেখিত হামদ পাঠ করলেন, তখন হুজুর (স) এরশাদ করলেন—সেই মহান সত্বার নামে শপথ (কছম) করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, যে লোকই এ হামদ পাঠ করবে, তা দেখার জন্য ও দশজন ফেরেস্তা আগ্রহের সাথে দৌড়িয়ে আসবেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারবেন না যে, কি পরিমাণ সওয়াব বা কিরূপে তা লিখবে? তখন তা আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হলে, আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমার বান্দা যেরূপ পড়েছে সেরূপে লিখে রাখ। তার প্রতিদান আমি নিজেই দিব।

এস্তেগফারের ফজীলত

যেহেতু ইতিপূর্বে আমার পাঠকদের সামনে সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের কথা পেশ করেছি। তথাপিও আবার এখানে তা পাঠকবর্গের সুবিধার্থে উল্লেখ করেছি, যাতে করে অধিক পরিমাণে তা পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্‌তাতায়তু আউযুবিকা মিন সাররি মা সানায়তু আবুউ বিনিয়মাতিকা আলা, ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ইন্নাহু লাইয়াগফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আন্‌তা।

"হে খোদা! তুমিই আমার পরওয়ারদিগার। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি তোমারই বান্দা। আমার শক্তি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা অংগীকারের উপর দণ্ডায়মান আছি। আমার কৃত সমুদয় কার্যাবলীর অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে যে নেয়ামত দান করেছ, আমি তার স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আর স্বীকারোক্তি দিচ্ছি স্বীয় গুনাহরাশীর। সুতরাং তুমি আমার গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ব্যতীত আর কাহারই গুনাহ মার্জনা করার ক্ষমতা নেই।"

হাদিস ঃ (১) জনাব নবী করীম (স) বলেন—আমি দিনের বেলা সত্তর বার, আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করে থাকি।

(২) আর একটি হাদিসে জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—তোমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে যত অধিক পারো তওবা করো। কেননা আমি খোদ নিজেই দৈনিক একশতবার তওবা করে থাকি।

(৩) আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন লোক গুনাহ করার সাথে সাথেই তওবা ও এস্তেগফার করে নেয়, তবে তার আর গুনাহর উপর হটকারিতা ও জেদ করা হয় না—যদিও বা সে সত্তরবার তওবা করার পর গুনাহ করে বসে।

(৪) হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (স) বলেন—নবুয়াতের দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকার কারণে আমার কলবের উপরও অলসতার পরদা পড়ে যায়। আর এ জন্যই আমি দৈনিক একশতবার আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা ও এস্তেগফার করে থাকি

(৫) আর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, জনাব রাসূলে করীম (স) বলেন—সেই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারীর (কাদেরে মতলক) নামে শপথ (কসম) করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা এত অধিক পরিমাণে গুনাহ করো যে, আসমান যমীন তোমাদের গুনাহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, অতপর

আল্লাহর নিকট যদি ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবে অবশ্যই তোমাদের গুনাহরাশী তিনি ক্ষমা করবেন। আর সেই মহান পবিত্র সত্বার নামে যার হাতে মুহাম্মাদের (স) প্রাণ—শপথ করে বলছি যে, ধরে নাও যে, তোমাদের থেকে আদৌ কোন প্রকার গুনাহই প্রকাশ পায়নি; তবে আল্লাহ এমন জাতি আবার সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

(৬) অপর হাদিসে রাসূলে আকরাম (স) বলেন—সেই মহান সত্বা, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামের কসম করে বলছি যে, ধরে নাও যদি তোমরা আদৌ কোন গুনাহই না করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে তোমাদের স্থলে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদের দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পায়। আর তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তিনি তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

(৭) যে কোন লোকই আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(৮) যারা কিয়ামতের দিন স্বীয় আমলনামা দ্বারা খুশী হতে চায়, তাদের উচিত অধিক পরিমাণে তওবা ও এস্তেগফার করা।

(৯) যখনই কোন মুসলমান গুনাহ করে বসে, সে গুনাহ আমলনামায় লেখার জন্য ফেরেস্তাগণ তিন ঘড়ি যাবৎ (বাহাত্তর মিনিট) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। যদি এ সময়ের ভিতর সে উক্ত গুনাহ থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করে, তখন তার উক্ত গুনাহ ফেরেস্তরা আমলনামায় লিখেন না। আর এ গুনাহের জন্য কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহীও করতে হবে না; এবং তার জন্য তাকে আযাবও দেয়া হবে না।

হাদিস ঃ (১০) অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান একবার আল্লাহ তাআলার নিকট বলল—হে খোদা! তোমার ইজ্জত ও মহত্বের কছম করে বলছি—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শ্বাস থাকবে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বনী আদমকে গোমরাহ করতে থাকবোই। তখন আল্লাহ তাআলা তার পাল্টা জবাবে বললেন, আমার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ করে বলছি—তারা যখন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেই থাকবো।

হাদিস ঃ (১১) ইতিপূর্বে তওবার অধ্যায়ে বর্ণিত লোকটির ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, যে লোক হুজুর (স) এর খেদমতে এসে—হায় আমার গুনাহ, হায় আমার গুনাহ বলে অনুতাপ প্রকাশ করতেছিল। তখন হুজুর (স) তাকে বললেন, তুমি তওবা করো না কেন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস ঃ (১২) যখনই কোন দিন কিরামুন কাতেবীন (আমলনামা লেখার জন্য নিয়োজিত ফেরেস্তাদ্বয়) কোন বান্দার আমলনামা আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করেন; আর আল্লাহ তাআলা যখন উক্ত আমলনামার প্রথমে ও শেষে এস্তেগফার লেখা দেখেন তখন আল্লাহ তাআলা বলেন—এ আমলনামার মধ্যে (অর্থাৎ প্রথম ও শেষে এস্তেগফারের মধ্যে) যত গুনাহ লিখিত আছে আমি তা মার্জনা করে দিয়েছি।

হাদিস ঃ (১৩) হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যখন কোন লোক সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাত কামনা করে; তখন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন-মুসলিম নর-নারীর কল্যাণে মাগফেরাত কামনার প্রতিদানে তাকে একটি করে নেকী দান করেন।

হাদিস ঃ (১৪) যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নিয়মিত এস্তেগফার করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসিবত থেকে রেহাই পাবার জন্য পথ খুলে দেন। "দুঃখ কষ্টের সময় পঠিত দোয়া" এ বিষয় সূচীতে অনুসন্ধান করুন।

হাদিস ঃ (১৫) "শয়নকালে পঠিত দোয়া" এ বিষয় সূচীর অধীনে এ হাদিসটি পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যে লোক মুমিন নর-নারীর জন্য প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হাদিস ঃ (১৬) "তওবার নামাযের" বিষয় সূচীর অধীনে সে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে হুজুর (স) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক গুনাহ করলে তার কি করা হয়? হুজুর (স) উত্তর দিলেন, আমলনামায় লেখা হয়। লোকটি আবার বলল, যদি সে তওবা এস্তেগফার করে তখন কি হয়? হুজুর (স) উত্তর করলেন—তখন তা মার্জনা করে আমলনামা থেকে বাদ দেয়া হয়।

হাদিস ঃ (১৭) আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে সম্বোধন করে বলেন, হে বনী আদম! তোমরা যতই গুনাহ করো না কেন, আমার কাছে দোয়া করে মাগফেরাতের আশা করলে আমি তোমাদেরকে মার্জনা করবো। এ ব্যাপারে আদৌ কোন পরওয়াই আমি করি না। হে বনী আদম! যদি তোমাদের গুনাহ আসমানের উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছায় তবুও তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিব।

হে বনী আদম। তোমার গুনাহ যদি এত বেশি পরিমাণ হয় যে, তা দ্বারা যমীন ভরপুর হয়ে যায়, আর তুমি যদি এ অবস্থায় এসে আমার নিকট উপস্থিত হও যে, আমার সাথে কাউকেও শরীক করোনি, তবে আমি যমীনভরা ক্ষমার ভাণ্ডার নিয়ে অবশ্যই তোমার জন্য এগিয়ে আসবো।

হাদিস ঃ (১৮) যখন কোন বান্দা গুনাহ করার পর লজ্জিত হয়ে বলে হে খোদা! আমি গুনাহ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন তার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের সামনে বলেন, আমার বান্দার কি এ বিশ্বাস আছে যে, তার এমন কোন প্রভু নেই যে, তার গুনাহ মার্জনা করতে পারে এবং তার জন্য তাকে পাকড়াও করতে পারে? সুতরাং উক্ত বান্দা এ তওবা ও অংগীকারের উপর খোদার যতদিন ইচ্ছা হয় প্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার যখন কোন গুনাহ করে লজ্জিত হয়ে বলে—হে আমার পরওয়ারদিগার! আমিতো এ আর একটি পাপের কাজ করে ফেলেছি, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেস্তাদের সামনে বলেন—আমার এ বান্দার এ বিশ্বাস আছে যে, তার এমন একজন প্রভু আছেন, যিনি তার গুনাহ ক্ষমাও করতে পারেন। তোমরা শুনে রাখো আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুতরাং খোদার যতদিন ইচ্ছা সে গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে। আবার যখন গুনাহ করে বলে খোদা। আমি গুনাহ করে ফেলেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেস্তাদের সামনে অনুরূপভাবে বলেন যে, আমার বান্দার এ বিশ্বাস আছে যে, তার একজন পরওয়ারদিগার আছে যিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আর তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। তোমরা শুনে রাখো আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। জনাব নবী করীম (স) তিন বার এ বান্দার গুনাহ ও তওবা করার উল্লেখ করার পর বলেন, এমনিভাবে যার ইচ্ছা সে করতে পারে। অর্থাৎ গুনাহের পর তওবা ও এস্তেগফার করবে।

(১৯) আর একটি হাদিসে এ কথা উল্লেখ আছে যে, যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার উল্লেখ থাকবে, তার জন্যই সুসংবাদ।

(২০) ইতিপূর্বে এ হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হুজুর (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার মুখ থেকে অশ্লীল বাক্য নিঃসৃত হবার কথা উল্লেখ করলে হুজুর (স) তাকে বললেন—তুমি কি এস্তেগফার করার সংবাদ রাখো না? অর্থাৎ এস্তেগফার দ্বারাই এ বদ অভ্যাস দূরীভূত হতে পারে।

তাওবা ও এস্তেগফারের নিয়ম

১। অধিক পরিমাণ আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করবে।

২। খুব আন্তরিকতার সাথে অর্থের দিকে ধ্যান করে তিনবার অথবা পাঁচবার নিম্নলিখিত রূপে পাঠ করবে।

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, ওয়া আতুবু ইলাইহি।

"আমি সেই আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও (আসমান যমীনকে) স্থির রাখনে ওয়ালা। আমি তার সামনেই তাওবা করতেছি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদিস ঃ যে ব্যক্তি উল্লেখিত কালাম খাঁটি মনে পাঠ করে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে যদি জিহাদের ময়দানের পিছন থেকে পালিয়েও আসে, তবু তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

একটি বর্ণনায় আছে যদি তার গুনাহ সমুদ্রের তরঙ্গরাশী পরিমাণও হয় তুবও মার্জনা করা হবে আর এক বর্ণনায় এ কথাটি তিনবার আর এক বর্ণনায় পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। আর নিম্নলিখিত কালামগুলো পাঠ করেও তওবা এস্তেগফার করা যেতে পারে।

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফিরলী ওয়াআতুব ইলাইয়্যা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যাবুর রাহীম।

"হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমার তাওবা কবুল করে নাও। নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী ও মেহেরবান।"

হাদিস ঃ (১) একজন সাহাবা (রা) বলেন—আমরা জনাব নবী করীম (স)-এর যবান থেকে উপরোক্ত কালাম এক এক মজলিশে একশত বার করে শুনে শুনে নিতাম।

(২) হযরত রবী বিন খুদাইম (রা) কতই না সুন্দর কথা বলেন যে, তোমাদের কাহারোই আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি এমন করে পাঠ করা উচিত নয় যে, তা দ্বারা তোমার গুনাহ হয় এবং উক্ত তওবা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বরং আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াতুবু ইলাই পাঠ করা উচিত।*

গ্রন্থকার (র) বলেছেন—আমাদের কতিপয় আলেমদের মতে এ নিয়মে এস্তেগফার করা যে মিথ্যা (যেমন রবী) (র) বলেন তার অর্থ এই নয় যে, ইহা সত্যই গুনাহের কাজ। কেননা যখন কোন লোক অলস অন্যমনস্ক হয়ে ক্ষমা চায়, অন্তরের সাথে তার সাথে তার কোনই সম্পর্ক থাকে না, তখন এ অন্য মনস্কতা, আন্তরিকতা শূন্যতা গুনাহের সামিল। আর তার শাস্তি হলো দোয়া কবুলের

* (১) আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি (আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি) আর (২) আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াতুবু আলাইয়া (হে খোদা আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার তওবা কবুল করে নাও) এ দুটি কালামের অর্থের বিরাট ব্যবধান রয়েছে। প্রথম কালামটিতে ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করার কথা বিবৃত হয়েছে। যদি এটি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তবে তা ঠিক ও সত্যই। আর সামঞ্জস্য না থাকলে তা মিথ্যা হয়ে থাকে। এজন্যই প্রত্যেকটি খবরের ভিতরই সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে। আর এখানেও তার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কাউকেও দেখানোর জন্য বা শুনানোর জন্য বলা হয়ে থাকে, আসলে তা ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা উদ্দেশ্য না হয়, অথবা এমনি মুখ থেকে বলা হয়েছে, এহেন অবস্থায় তা বলা মিথ্যা বলার সামিল হবে। আর দ্বিতীয় কালামটিতে কোন খবর মূলক কথা নেই; বরং আল্লাহ তাআলাকে ডাকা এবং তাঁর কাছে তওবা কবুল করার প্রার্থনা করা হচ্ছে। মানুষ যখন কাউকে ও ডেকে তার নিকট কিছু চায় তখন তার দৃষ্টি তার পানেই নিবদ্ধ থাকে। এজন্যই প্রথম কালামটির চেয়ে দ্বিতীয় কালামটি দ্বারা এস্তেগফার করা উত্তম।

নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকা রবীর (র) কথার অর্থ ইহাই। যেমন হযরত রাবেয়া বসরী (র) বলেছেন—আমাদের এস্তেগফার খোদ বহু এস্তেগফারের মোহতাজ। (কেননা আমরা মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ বললেও আমাদের মন এবং খেয়াল অন্যদিকে থাকে।) কিন্তু যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা আতুবু ইল্লাল্লাহ্ বলে আর দেলের দ্বারা তওবা করে না; তা যে মিথ্যা হবে, তাতে আদৌ সন্দেহ নেই। কেননা তা বাস্তবতার পরিপন্থী।

এখন কথা হচ্ছে তওবা ও মাগফেরাত প্রার্থনা করে দোয়া করা। তা আন্তরিকতার সাথে না হলেও হতে পারে যে, হয়তো সে দোয়া কবুল হবার সময়ই উক্ত দোয়া করেছে, আর তা কবুল হয়ে গেছে যেমন, মাশহুর কথা আছে যে, যে ব্যক্তি সর্বদা দরওয়াজা নাড়তে থাকে, সে দরওয়াজা কখনো না কখনো খুলে যাবেই। আর সে ভিতরেও প্রবেশ করবে।

আমাদের এ কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয় জনাব নবী করীম (স)-এর সেই হাদিস থেকে যে, তিনি একই মজলিশে একশতবার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করতেন। এ ছাড়া অপর এক হাদিসে আছে যে, এক ব্যক্তি খুব আন্তরিকতার সাথে কায়মনে একবার অথবা তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি পাঠ করলো আর তার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা কবুল হয়েছে বলে তিনি হুকুম দিলেন—যদিওনা সে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে এসে থাকে, এ হাদিস দ্বারাও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

গ্রন্থকার বলেন—এখানে এস্তেগফার ও তওবা করার উভয় নিয়মই তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। এখন যে নিয়ম তোমাদের কাছে ভাল মনে হয় তাহাই গ্রহণ করো।

গ্রন্থকার আবার বলেন—"কিতাবুল যুহুদ" পুস্তকে হযরত লোকমান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার ছেলেকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন—তোমার মুখ ও জিহবাকে আল্লাহুম্মাগফিরলী (আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলার জন্য অনুগত বানিয়ে নাও। কেননা আল্লাহ তাআলার এমন কিছু সময় আছে, যে সময় তিনি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা ফিরিয়ে দেন না। চাই প্রার্থনাকারী মুখ দ্বারা প্রার্থনা করুক বা অন্তর দ্বারা করুক।

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের ফজীলত

১। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীরই দৈনিক কুরআন শরীফ থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই পাঠ করা উচিত। কেননা—(১) হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—কুরআনে করীম তেলাওয়াত করতে থাকো। কেননা, কুরআনেই কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশ করতে আসবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত আছে আল্লাহ তাআলা বলেন—যে ব্যক্তিকে কুরআনে করীমের (তেলাওয়াত বা শিক্ষাদান মুখস্তকরণ অথবা তার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-গবেষণাকরণ, তার তরজমা তফসীরকরণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে নিমগ্ন থাকার কারণে) আমার যিকির ও আমার নিকট দোয়া করা থেকেও বিরত রবে, অর্থাৎ যিকির করতে ও দোয়া করতে অবসর পাবে না, আমি তাকে দোয়া প্রার্থনাকারীর চেয়ে অনেক বেশি দান করবো। তার সমুদয় প্রয়োজন ও মনস্কামনা পূর্ণ করে দিব। (জনাব নবী করীম (স) বলেন) সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ তাআলার যেরূপ সম্মান ও মহত্ব প্রতিষ্ঠিত, অনুরূপ সম্মান ও মহত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অন্যান্য সমুদয় কালামের উপর আল্লাহ তাআলার কালামের।

৩। আর এক হাদিসে আছে জনাব নবী করীম (স) বলেন—তোমরা কুরআন শিক্ষা করো আর তার এলেম অর্জন করো এবং তা নিজেরা পাঠ করো ও অপরকে পাঠ করা শিক্ষা দাও। কেননা যে ব্যক্তি কুরআনের এলেম শিক্ষা করেছে, তা নিজে পড়ছে অপরকে পড়াচ্ছে, আর তদানুযায়ী আমল করে যাচ্ছে (বিশেষ করে তাহাজ্জুদের নামাযের ভিতর পড়ে থাকে) তার উদাহরণ হচ্ছে সে মুখখোলা মিশ্‌ক আম্বর ও আতরের বোতলটির ন্যায়, যার সুঘ্রাণ চতুর্দিকে গিয়ে পৌছে থাকে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করছে আর তার এলেম ও হাসেল করছে কিন্তু সে ঘুমিয়ে থাকে (রাত্রে তা তাহাজ্জুদের নামাযের ভিতর পাঠ করবে না, আর তদানুযায়ী আমলও করে না, অথচ তার অন্তরে কুরআন নিহিত রয়েছে, তার উদাহরণ হচ্ছে সে মিশ্‌ক আম্বরের বোতলটির ন্যায় যার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

৪। আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআনের একটি হরফও পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকী, আর প্রত্যেক নেকীর সওয়াব কমপক্ষে তার দশগুণ পরিমাণ হয়ে থাকে। আমি তা বলিনা যে আলিফ-লাম-মিম (الـــم) একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ আর মিম একটি হরফ। সুতরাং আলিফ লাম মীম পাঠ করলে তিনটি নেকী হয়। আর তিনটি নেকীর সাওয়াব হলো কমপক্ষে ত্রিশটি নেকীর সমপরিমাণ।

৫। আর এক হাদিসে জনাব নবী করীম (স) বলেন—ঈর্ষা করার মত দুই ব্যক্তিই আছে। (অর্থাৎ দু'টি বিষয়ই ঈর্ষা পোষণ করা যেতে পারে।) তার একজন হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমের দৌলত দান করেছেন। আর সে দিবা-রাত্র তদানুযায়ী আমল করে থাকেন। আর দ্বিতীয় লোক হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-দৌলত, সহায়-সম্পদ দান

করেছেন, সে সর্বদা এ ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করতে থাকেন।

৬। আর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীদেরকে বলা হবে যে, তোমরা কুরআন পাঠ করতে থাকো আর জান্নাতের দরওয়াজায় বিচরণ করতে থাকো। এমনরূপে থেমে থেমে পাঠ করবে, যেভাবে দুনিয়াতে থাকাকালে তোমরা থেমে থেমে পড়তে; কেননা তোমাদের উচ্চাসন এ সেই আখেরী আয়াতটির উপরই নির্ভরশীল, যা তোমরা পাঠ করবে।

৭। আর একটি হাদিসে আছে—যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে আর সে যদি কুরআন পাঠে খুব পারদর্শী হয়, তবে কিয়ামতের দিন সে নেক লিখক ফেরেস্তাদের সাথে সংগী হবে। আর যে ব্যক্তি মুখস্ত না থাকার কারণে আটকে আটকে পড়ে, আর এ পড়ায় তার খুবই কষ্ট হয়। এহেন ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ সওয়াব পেয়ে যাবে। (একদিকে পাঠ করার সওয়াব অপরদিকে কষ্ট হওয়ার সওয়াব।)

সূরায় ফাতিহার ফজীলত

১। সূরায় ফাতিহাকে (নামায ব্যতীত) প্রত্যেক আয়াতের অর্থ অনুধাবন করে পাঠ করবে; কেননা—

(১) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সম্মানের দিক দিয়ে সূরায় ফাতিহা হলো কুরআন শরীফের সবচেয়ে বড় সূরা! তাকে "সাবয়া মাছানী" (সাতবার পঠিত আয়াত) আর "কুরআনে আজীম" বলা হয়ে থাকে।

(২) অপর এক হাদিসে নবী করীম (স) বলেছেন—আমাকে ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনকে যে, সূরা দ্বারা উদ্বোধন করা হয়েছে) অর্থাৎ সূরায় ফাতেহা আরশের নিচের বিশেষ সম্মানিত ভাণ্ডার থেকে দান করা হয়েছে।

(৩) আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, কোন এক সময় হযরত জীবরীল (আ) জনাব নবী করীম (স)-এর নিকট বসাছিলেন। ইতিমধ্যে উপর থেকে কি যেন পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, আপনার নিকট এখন আসমান থেকে এমন একজন ফেরেস্তা আসছে, যে আজকার দিনের পূর্বে আর কখনো দুনিয়ায় আসেনি। সুতরাং উক্ত ফেরেস্তা এসে বললো—ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোবারকবাদ! আপনাকে দু'টি এমন নূর দান করা হয়েছে, যা আপনি ব্যতীত আর কোন নবী-রাসূলকে দান করা হয়নি। তার প্রথমটি হলো ফাতিহাতুল কিতাব অর্থাৎ সূরায় ফাতিহা; আর দ্বিতীয়টি হলো সূরায় বাকারার আখেরী আয়াত দু'টি। তার যে হরফই আপনি পাঠ করেন না কেন, তার সওয়াব আপনাকে দেয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূরায় বাকারার ফজীলত

দৈনিক সকল মুসলমানেরই সূরায় বাকারা পাঠ করা উচিত। কেননা—

(১) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ঘরে সূরায় বাকারা তেলাওয়াত করা হয়ে থাকে, সে ঘর হতে শয়তান পালিয়ে যায়।

(২) আর এক হাদিসে আছে, যে সূরায় বাকারা পাঠ করতে থাকো। কেননা, তা পাঠ করা আল্লাহ তাআলার বরকত ও প্রাচুর্যলাভ অপরিহার্য করে দেয়। আর তাকে ছেড়ে দেয়া ক্ষতির কারণ বৈ কিছুই নয়। তা পাঠ করা কেবল অকর্মণ্য লোকদেরই সৌভাগ্য হয় না। (আর তাদের জন্য তা পাঠ করার ক্ষমতাও হয় না।)

(৩) আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেকটি বস্তুর একটি চুট বা উচ্চস্থান হয়ে থাকে। কুরআনের চুট বা উচ্চস্থান হলো সূরায় বাকারা।

(৪) আর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরায় বাকারা পাঠ করবে তিনরাত্র পর্যন্ত সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। আর দিনের বেলা পাঠ করলেও অনুরূপ তিনদিন যাবত শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করে না।

(৫) আর একটি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—আমাকে সূরায় বাকারা খাছভাবে "লাওহে মাহফুজ থেকে দান করা হয়েছে।"

সূরায় বাকারা ও সূরায় আল এমরানের ফজীলত

সূরায় বাকারার সাথে সূরায় আল এমরানও সকলের পাঠ করা উচিত। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, কুরআন করীমে দুটি উজ্জল ঝলসানো সূরা রয়েছে। তা পাঠ করতে থাকো। কেননা, কিয়ামতের দিন উক্ত সূরাদ্বয় এমনরূপে মানুষের (সাহায্যের জন্য) আসবে দেখলে মনে হবে যেন দুটি ছায়াদাতা মেঘ অথবা দুটি বাদাম। অথবা এমন দু'টি পাখাবাঁধা বিশিষ্ট পাখী পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত, যারা তার পাঠকদের মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে থাকবে।

আয়াতুল কুরসির ফজীলত

১। চলাফেরা, উঠা, বসা এক কথায় যত বেশি পরিমাণে সম্ভব দৈনিক আয়াতুল কুরসী পাঠ করা উচিত। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, আয়াতুল কুরসী হলো আল্লাহর কিতাবের সওয়াবের দিক দিয়ে বড় আয়াত। অপর এক বর্ণনায় তাকে কুরআনে করীমের আয়াতের সর্দার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর এক হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর পাঠ করে দম করা হয়, অথবা তা লিখে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখে দিলে কিম্বা তাবিজ বানিয়ে শিশুদের গলায় ঝুলিয়ে দিলে শয়তান এ ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততির নিকট থেকে দূরে থাকে।

সূরায় বাকারার শেষ আয়াত দু'টির ফজীলত

সূরা বাকারার শেষের আয়াত দু'টি আমানার রাসূল (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ) হতে শেষ পর্যন্ত রাত্রে শয়নের সময় পাঠ করবে। কেননা—(১) হাদিস শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সূরায় বাকারার শেষের আয়াত দু'টি (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ) (আমানার রাসূলু) হতে শেষ পর্যন্ত যে ঘরে পাঠ করা হয়ে থাকে সে ঘরের নিকটেও শয়তান তিন দিন পর্যন্ত গমনাগমন করে না।

(২) অপর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, হুজুর (স) বলেন—আল্লাহ তাআলা এ সূরাকে এমন দুটি আয়াতের দ্বারা শেষ করেছেন, যা আমাকে আরশের তলদেশের খাছ ভাণ্ডার থেকে দান করেন। সুতরাং তোমরা নিজেরা যেমন তা পাঠ করবে, অনুরূপ নিজেদের স্ত্রীদেরকেও শিক্ষা দিবে। কেননা তা হচ্ছে রহমতের উপকরণ এবং মহান দোয়া বিশেষ।

সূরায়ে আন্‌আমের ফজীলত

মাঝে মাঝে সূরায় আনয়ামও পাঠ করবে। কেননা, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যখন সূরায় আন্‌আম অবতীর্ণ হলো, তখন হুজুর (স) সুবহানাল্লাহ বলে এরশাদ করলেন—খোদার শপথ! এ সূরাটিকে নিয়ে এত অধিক ফেরেস্তার আগমন হয়েছিল যে তাদের হুজুমের কারণে আসমানের কিনারা ডেবে গিয়েছিল।

সূরায় কাহাফের ফজীলত

প্রত্যেক জুমআর রাত্রে অথবা দিনের বেলা সূরায় কাহাফ অবশ্যই পাঠ করবে। কেননা, (১) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন থেকে আগত জুমআর দিন পর্যন্ত পূর্ণ সূরায় কাহাফ পাঠ করবে; তাকে একটি নুর আলোদান করতে থাকবে।

(২) অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমআর দিন রাত্রে সূরায় কাহাফ পাঠ করে থাকে, তার জন্য তার স্থান এবং কাবা ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূর প্রজ্জলিত হতে থাকে। আর এক বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি সূরায় কাহাফ যে ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেরূপ সঠিকভাবে পাঠ করবে তার

এবং মক্কা শরীফের মধ্যে একটি আলো বিশিষ্ট নুর সৃষ্টি হতে থাকে। আর যে লোক এ সূরার আখেরী আয়াত দশটি পাঠ করবে, আর দাজ্জাল যদি তার জীবদ্দশায় প্রকাশও পায়, তবে সে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। বরং সে পূর্ণরূপে দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকবে।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি সূরায় কাহাফ পাঠ করতে থাকবে, তার জন্য এ সূরা তার স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত একটি উজ্জল নুর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার আখেরী আয়াত দশটি সর্বদা নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে, তার জীবদ্দশায় যদি দাজ্জালের প্রকাশও ঘটে, তথাপিও তার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(৩) অপর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি সূরায় কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত হেফজ করে নিবে আর নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে। এ একই হাদিসের অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে;—যে ব্যক্তি এ সূরা থেকে দশটি আয়াত অপর এক বর্ণনায় আখেরী দশ আয়াত মুখস্ত করে নিবে, আর সর্বদা পাঠ করতে থাকবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি সূরায় কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে সেও দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৪) যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাত হবে, তার উচিত সূরায় কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করে তার মুখের উপর ফুঁক দেয়। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে এ আয়াত পাঠকদের জন্য তার ফেৎনা থেকে আশ্রয় দাতার ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সূরায় ত্বহা ত্বোয়াসীন ও হা-মীম এর ফজীলত

সূরায় ত্বয়া-সীন অর্থাৎ যে সূরা ط ও س দ্বারা আরম্ভ হয় আর সূরায় হা-মীম অর্থাৎ যে সূরা حم দ্বারা আরম্ভ হয়, তা মাঝে মাঝে পাঠ করবে। কেননা—(১) হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেন—সূরায় ত্বহা সূরায় ত্বয়া, সীন আর সূরায় হা-মীম আমাকে হযরত মূসা (আ)-এর প্রদত্ত আসমানী কিতাব (আলওয়াহ) থেকে দান করা হয়েছে।

সূরায় ইয়াসীন এর ফজীলত

সূরায় ইয়াসীন সকাল-সন্ধায় প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য পাঠ করা উচিত। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির মুমুর্ষ সময় অথবা তার মৃত্যুর পর তা পাঠ করে তাকে শুনাবে। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, সূরায় ইয়াসীন হলো কুরআন করীমের কলব বিশেং, যে লোকই এ সূরাকে শুধু এক মাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য ও পরকালের সওয়াব ও মুক্তির আশায় পাঠ করবে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সূরায় ফাতাহ্‌র ফজীলত

সূরায় ফাতাহ্‌কেও সপ্তাহের কোন একদিন বা জুমআর দিন পাঠ করা উচিত। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন, সূরায় ফাতাহ আমার নিকট ঐ সকল বস্তুর চেয়ে খুবই প্রিয়, যার উপর সূর্য উদয় হয়। অর্থাৎ জগতের বস্তুসমূহের চেয়ে তা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয় ও প্রিয় কালাম।

সূরায় মুল্‌কের ফজীলত

সূরায় মুল্‌ককে অধিক পরিমাণে পাঠ করে তার সওয়াব মুরদারদের রূহের প্রতি বখশীশ করে দেয়া উচিত।

(১) হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, তাবারাকাল্লাজীর (সূরায় মুলকের) ত্রিশটি আয়াত (নিয়ামত) তা পাঠকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট এত অধিক পরিমাণে সুপারিশ করে থাকে যে, তার ক্ষমা ঘোষণা হয়ে যায়। অপর একটি বর্ণনার ভাষা হলো এই যে, তার পাঠকদের মাগফেরতের জন্য যত সময় পর্যন্ত ক্ষমা করে না দেয়া হয়, ততক্ষণ সে প্রার্থনা করতে থাকে।

(২) আর এক হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব নবী করীম (স) বলেন—আমার অন্তরে চায় যে সূরায় মুল্‌ক প্রত্যেকটি মুমীনের অন্তরে গেঁথে থাকুক (অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান তাকে অপরিহার্যরূপে মুখস্ত করে নিক আর তা নিয়মিত পাঠ করতে থাকুক)।

(৩) আর এক হাদিসে তার বিবরণ পাওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তির কবরে আযাবের ফেরেস্তাগণ পায়ের দিক দিয়ে যখন আযাব করা আরম্ভ করে দেয়, তখন পা বলতে থাকে তুমি এদিক দিয়ে আসতে পারবে না। অর্থাৎ এখান থেকে আযাব করতে পারবে না। কেননা, এ ব্যক্তি আমার দ্বারা নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে সূরায় মুল্‌ক পাঠ করতো। অতপর বুকের দিক হতে এবং পিঠের দিক হতে আযাব আরম্ভ করলে, অনুরূপ তাকে বাঁধা প্রদান করা হবে। অতপর মাথার দিক দিয়ে আসতে আরম্ভ করলে অনুরূপ বলা হতে থাকবে। মোটকথা যেদিক থেকেই আসবে সেদিক থেকেই এই বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে যে, এ ব্যক্তি আমার দ্বারা সূরায় মুল্‌ক পাঠ করেছে। সুতরাং তুমি এদিক থেকে আযাব করতে পারবে না। অতএব এ সূরা কবরের আযাব থেকে তার পাঠককে রক্ষা করতে থাকবে এবং (এটি তার জন্য একটি ঢাল স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে)। আর এ সূরা রাত্রে পাঠের সম্পর্কেও বহু ফজীলত বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি তা রাত্রে পাঠ করবে সে অনেক কিছুই করবে, আর সে উত্তম আমল করছে বলে গণ্য করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূরায় ইযা যুলযিলাতের ফজীলত

সময় সময় চলাফিরার মধ্যে সূরায় ইযা যুলযিলাত পাঠ করা উচিত। কেননা—

(১) হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, এ সূরা কুরআনে করীমের চতুর্থাংশের (সওয়াবের দিক দিয়ে) সমান।

(২) অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, কোন একজন সাহাবী জনাব নবী করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাকে কুরআন শরীফ থেকে এমন একটি ছোট্ট অথচ পূর্ণাংগ সূরা পড়িয়ে দিন, যা আমি নিয়মিত পাঠ করতে থাকবো। তখন হুজুর (স) তাকে সূরায় ইযা যুলযিলাত পড়িয়ে মুখস্থ করে দিলেন। অতপর লোকটি বলল—সেই খোদার নামে শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন; আমি এর চেয়ে অধিক কখনোই কিছু পড়বো না। এই বলে সে হুজুর (স)-এর খেদমত থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অতপর হুজুর তার মুখে এ কথা শুনে বললেন বেচারা মুক্তি পেয়ে গেল বেচারা মুক্তি পেয়ে গেল।

সূরায় কাফিরুনের ফজীলত

সূরায় কাফিরুন খালেছ দেলে মনযোগ সহকারে পাঠ করবে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে, সূরায় কাফিরুন কুরআনের একচতুর্থাংশ বিশেষ। অপর এক বর্ণনায় তাকে সওয়াবের দিক দিয়ে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরায় কাফিরুন ও সূরায় ইখলাসের সংযুক্ত ফজীলত

সূরায় কাফিরুন আর সূরায় ইখলাস দৈনিক নিয়মিত অবশ্যই সকল মুসলমান নর-নারীর পাঠ করা উচিত। কেননা এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, সে সূরা দু'টি কতইনা সুন্দর সূরা, যা ফজরের নামাযের সুন্নাত দুই রাকায়াত নামাযের ভিতর পাঠ করা হয়ে থাকে। (সে সূরা হলো সূরায় ইখলাস (কুলহুয়াল্লাহু আহাদ) আর সূরায় কাফিরুন (কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন।)

সূরায় নসরের ফজীলত

সূরায় নসর অর্থাৎ ইযাজায়া নাসরুল্লাহি অলফাতহু..... কে সময় সময় সকল মুসলমানদের পাঠ করা উচিত। কেননা হাদিস শরীফে উক্ত সূরাকে (সওয়াবের দিক দিয়ে) কুরআনে করীমের এক চতুর্থাংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সূরায় ইখলাসের ফজীলত

সকল মুসলমানদের উচিত অধিক পরিমাণে সূরায় ইখলাস পাঠ করা কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে।

(১) কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরায় ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। আর এক বর্ণনায় তাকে (সওয়াবের দিকদিয়ে) কুরআন শরীফের এক তৃতীয়াংশের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) একজন সাহাবী ইমাম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক নামাযে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। প্রত্যেক নামাযে তা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন—এ সূরাটির প্রতি আমার সীমাহীন মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেছে বলে আমি তা প্রত্যেক নামাযে পাঠ করে থাকি। তখন হুজুর (স) এরশাদ করলেন এ লোকটিকে এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাও তাকে মহব্বত করে থাকেন।

(৩) আর একজন সাহাবীর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত সাহাবী (রা) সর্বদা প্রত্যেক নামাযে অন্য কোন একটি সূরার সাথে সূরায় ইখলাসকে মিলিয়ে পাঠ করতেন। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর করলেন যে, এ সূরাটির প্রতি আমার অধিক মহব্বত। যার কারণে প্রত্যেক নামাযে আমি তা পাঠ করে থাকি। (এ কথা শুনে) হুজুর (স) এরশাদ করলেন—তার প্রতি তোমার মহব্বতই তোমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

(৪) আর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, জনাব রাসূলে করীম (স) কোন এক ব্যক্তিকে খুব মনোযোগ সহকারে সূরায় ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন—এর জন্য বেহেস্ত অপরিহার্য (ওয়াজীব) হয়ে গেছে।

(৫) অপর এক হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব নবী করীম (স) বলেন—সে মহান সত্ত্বার নামে শপথ (কসম) করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, এ সূরায় ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ।

(৬) আর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রা যাবার ইচ্ছা নিয়ে বিছানায় শয়ন করে, আর ডান কাঁতে ফিরে একশত বার সূরায় ইখলাস পাঠ করে; তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলেন—হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিকের জান্নাতে চলে যাও।

সূরায় ফালাক ও সূরায় নাস এর ফজীলত

সূরায় ফালাক (কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক) আর সূরায় নাস (কুল আউযুবি রব্বিন্ নাস) অধিক পরিমাণে সকল মুসলমানদের পাঠ করা উচিত। কেননা হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) জনাব রাসূলে করীম (স) হযরত ওক্‌বা বিন আমরকে (রা) বলেন—তোমাকে কি আমি দু'টি সুন্দরতম সূরা পাঠ করতে বলব না? এ হাদিসটিরই আর এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হুজুর (স) বললেন এ সূরা দু'টি পাঠ করো এ রকম সুন্দর সূরা তুমি কখনোই পাবে না। (কেননা এ ধরনের প্রার্থনা সম্মিলিত পূর্ণাঙ্গ অর্থ বিশিষ্ট সূরা কুরআনে আর দ্বিতীয়টি নেই।)

(২) আর এক হাদিসে আছে যে, জনাব নবী করীম (স) জ্বিন ও মানব জাতির বদনজর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ইতিমধ্যে এ সূরা দু'টি হুজুরের উপর এসে অবতীর্ণ হলো। সুতরাং আশ্রয় প্রার্থনার সমুদয় কালাম ও নিয়ম পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে এ সূরাদ্বয়কেই উক্ত কাজের জন্য গ্রহণ করে নিলেন।

(৩) আর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, এ রকমের সুন্দর কোন সূরা দ্বারা কেউ কখনো প্রার্থনা করতে পারে নি, আর আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় নেয়ার ও অনুরোধ জানাতে সমর্থন হয়নি। এ হাদিসেরই অপর এক বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, তোমরা যখন নিদ্রায় যাবে আর নিদ্রা থেকে উঠবে তখন এ সূরা দ্বয়কে পাঠ করো।

(৪) আর একটি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব নবী করীম (স) বলেন—তোমরা সূরায় ফালাক পাঠ করো; কেননা এর চেয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে ভালবাসা স্থাপন আর আল্লাহ তাআলার নিকট তাড়াতাড়ি পৌছতে অর্থাৎ কবুল হতে আর কোন সূরাই পাঠ করতে পারে না। সুতরাং যতদূর তোমাদের দ্বারা তা পাঠ করা সম্ভব পাঠ করতে থাকো; পরিত্যাগ করো না। এ হাদিসেরই অপর এক বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় যে, তোমরা এমন কোন বস্তু কখনোই পাবে না, যা সূরায় ফালাকের চেয়ে অতি তাড়াতাড়ি তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে পৌছে দেয়। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি তার নিকট হতে কবুলিয়াত গ্রহণ করতে পারা যায়।

(৫) আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে। জনাব নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন—তোমরা কি সেই বিস্ময়কর সুন্দর কুরআনের আয়াত দেখনি, যা আজ রাত্রে নাযিল হয়েছে ? তোমরা তার চেয়ে উত্তম আয়াত কখনই পাবে না। সে আয়াত হলো কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক, আর কুল আউযু বিরব্বিন্ নাস।

পরিশিষ্ট

যেসকল দোয়া ও মুনাজাত বিশেষ কোন সময় আর বিশেষ কোন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তার বিবরণ

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দোয়া কালাম, প্রার্থনা ও এস্তেগফার (বাংলা উচ্চারণ সহ) তরজমা সমেত উল্লেখ করা হলো। তা সবগুলো হোক বা যতটি সম্ভব হয়

মুখস্ত করে নিবে। বিশেষ করে ফরজ নামাযের পর এবং যখন যখন আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করার সুযোগ হয়, তখন এগুলো অবশ্যই পাঠ করবে। এ দোয়াগুলো হচ্ছে সমুদয়ই মাসনুন বা সুন্নাত দোয়া তা জনাব নবী করীম (স) এবং সাহাবায় কেরামদের থেকে উদ্ধৃত। এ দোয়াগুলো দ্বারা নিজেদের মুনাজাত অনুষ্ঠান পরিচালনা করলে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপরাগতা দুর্বলতা ভীরুতা আর সীমাঅতিক্রম এবং ঋণ ও যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে খোদা! আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, জাহান্নামের আযাব, জাহান্নামের আগুনের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও কবরের আযাব আর ধনাঢ্যতার পরীক্ষার অনিষ্টতা এবং দরিদ্রতার পরীক্ষার অনিষ্টতা ও কানা দাজ্জালের ফেৎনারও অনিষ্টতা থেকে। হে খোদা! আমার গুনাহরাশীকে বরফের ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেল, আর আমার অন্তকরণকে গুনাহ থেকে এমনরূপে পাকছাপ করে দাও যেমন পাক ছাপ করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা ও ধুলো বালি থেকে আর মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যত দূর ব্যবধান, অনুরূপ আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

২। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আজযি অল কাসালি, অলজুবনি, অলহারামি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিৎনাতিল মাহইয়া অল মামাত।

"হে খোদা! আমি অপারগতা, দুর্বলতা, ভীরুতা আর সীমাতিরিক্ত, বৃদ্ধপনা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আর পানাহ চাচ্ছি জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।

কতিপয় বর্ণনায় নিম্নলিখিত দোয়াটি উপরোক্ত দোয়ার সাথে বিভিন্ন রূপে সংযোজিত থাকতে দেখা যায়। দোয়াটি এরূপ—

(٣) وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ ـ وَضَلَعِ الدَّيْنِ ـ

৩। "আর আমি পানাহ চাচ্ছি, অন্তরের কঠিনতা, অলসতা, মুখাপেক্ষিতা অপমানিত এবং লজ্জিত হওয়া থেকে। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় নিচ্ছি দারিদ্র্যতা, কুফর; বদকারী এবং পরস্পরের ঝগড়া বিবাদ থেকে এবং মানুষকে শুনান ও দেখানোর অভিলাষ থেকে। আর বধিরতা, বাকহীনতা, পাগলামী কুষ্ঠরোগ ও নিকৃষ্টতম কষ্টদায়ক রোগ ব্যাধি এবং ঋণের বোঝা থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছি।"

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلْعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ

৪। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি, অল হুযনি অল আজযি, অলকাসালি, অল বুখলি, অল জুবনী, ওয়া জিলয়াদ দাইনি, ওয়া গালাবাতির রিজালি,

"হে খোদা! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট চিন্তা অস্থিরতা দুঃখ কষ্ট অপারগতা, দুর্বলতা, ভীরুতা আর ঋণের বোঝা ও জবরদস্তীমূলক মানুষের দলন থেকে পরিত্রাণের জন্য আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি।"

(٥) اللهم انى اعوذبك من البخل واعوذبك من الجبن واعوذبك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذبك من فتنة الدنيا واعوذبك من عذاب القبر ـ

৫। "হে খোদা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা ভীরুতা আর অকর্মণ্য বয়সে গিয়ে উপনীত হওয়া থেকে। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফেৎনা ফাসাদ ও কবর আযাব থেকে।

(٦) اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر ـ اللهم ات نفسى تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها ـ اللهم انى اعوذبك من علم لاينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ـ

৬। "আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপারগতা; দুর্বলতা; ভীরুতা; কৃপণতা; নিকৃষ্টবৃদ্ধপনা আর কবর আযাব থেকে পরিত্রাণের জন্য আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি। হে খোদা! তুমি আমার আত্মাকে মোত্তাকী পরহেজগার বানিয়ে দাও; আর তাকে পবিত্র করে তোল, তুমিই তাকে উত্তমরূপে পবিত্র করতে পারো; আর তুমি তার মালিক ও প্রভু! হে খোদা! যে এলেম ও জ্ঞান বিজ্ঞান দুনিয়ায় মানুষকে উপকৃত করে না, সে এলেম ও জ্ঞান থেকে, আর যে অন্তকরণ তোমাকে ভয় করে না সে অন্তকরণ থেকে, আর নফসের সেই বাসনা যা কখনো তৃপ্তিবোধ করে না, তা থেকে এবং তোমার নিকট যে দোয়া কুবল হয় না তা থেকেও তোমার নিকট রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি।"

(٧) اللهم انى اعوذبك من البخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া সুয়্যিল উমরি ওয়া ফিৎনাতিস সদ্‌রে, ওয়া আযাবিল কবরি।

"হে খোদা! কৃপণতা থেকে, দুষ্ট-বৃদ্ধপণা থেকে, আর মনের সর্বপ্রকার ফেৎনা ও কবর আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ بِعِزَّتِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْ اَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ ـ

৮। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা বিইয্যাতিকা; লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তুদিল্লানী আনতাল হাইয়্যুল্লাযি লাইয়ামুতু অলজ্বিন্নি, অলইন্‌ছি ইয়ামুতুনা।

"হে খোদা! তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই; তুমি সর্বদা জীবিত সত্ত্বা তোমার কখনোই মৃত্যু নেই; জ্বিন এবং মানুষ জাতিই মরণশীল। সুতরাং আমি তোমার ইচ্ছা ও কুদরতের ছায়াতলে গোমরাহ হওয়া থেকে আশ্রয় নিচ্ছি।

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْلَاءِ ـ

৯। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন জাহদিল বালায়ি, ওয়া দারকিস সাকায়ি ওয়া সুয়িল কাজায়ি ওয়া সামাতাতিল আ'লায়ি।

"হে খোদা! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সর্বপ্রকার বালা মুসিবতের দুঃখকষ্ট থেকে আর দুর্ভাগ্যতার আবেষ্টনী থেকে এবং দুষ্ট তাকদীর ও আমার উপর শত্রুর খুশী উপভোগ হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(١٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ ـ

১০। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সাররি মা আমিলতু ওয়া মিন সাররি মালাম আ'মালু।

"হে খোদা! আমি যা কিছু আমল করেছি তার দুষ্টতা আর যা আমল করিনি তার দুষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(١١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلُ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ

১১। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যওয়ালি নেয়'মাতিকা ওয়া তাহাব্বুলি আফীয়াতিকা, ওয়া ফুজায়াতি নিকমাতিকা ওয়া জামীয়ি ছাখাতিকা।

"হে খোদা! আমি তোমার দেয়া নেয়ামত নষ্ট হওয়ার থেকে আর তোমার দেয়া স্বাস্থ্যের পরিবর্তন থেকে এবং হঠাৎ করে তোমার পাকড়াও এবং সমুদয় অসন্তুষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(١٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ ـ

১২। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন সাররি সামঈ ওয়া মিন সাররি বসরী ওয়া মিন সাররি লিসানী ওয়া মিন সাররি কালবী ওয়া মিন সাররি মিনিয়্যি।

"হে খোদা! আমার কর্ণের দুষ্টতা চক্ষের জিহবার দুষ্টতা আর আমার মনের দুষ্টতা আর কুবৃত্তি নিচয়ের দুষ্টতা ও অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ ـ

১৩। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল ফকরি অলফাকতি অযযিল্লাতি' ওয়া আউযুবিকা মিন আন আজলিমা, আও উযলাম।"

"হে খোদা! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট দারিদ্র্যতা বুভূক্ষতা অবমাননা লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি যেন কারো উপর জুলুম না করি আর আমার উপরও যেন কেউ জুলুম না করে। তা থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

(١٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَتَخَبَّطَنِىْ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا ـ

"হে খোদা! কোন দালান কোঠা বা এ ধরনের কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছি। আর আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছি কোন উচুস্থান হতে পড়ে মৃত্যু হওয়া থেকে আর পানির ভিতর ডুবে এবং আগুনে পুড়ে মৃত্যু হওয়া থেকে। আর সীমাতিরিক্ত বৃদ্ধপণা থেকে তোমার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছি। আর মৃত্যুর সময় শয়তান যাতে করে আমার জ্ঞান অনুভূতি হরণ করে নিতে না পারে সে জন্যও তোমার দরবারে হেফাজতের নিমিত্ত আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছি। আর সাপ বিচ্ছুর কামড় থেকে এবং জিহাদের ময়দান হতে পালিয়ে এসে মৃত্যু হওয়া থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি।"

(١٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ ـ

১৫। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন মুনকিরাতিল আখলাকি অল আ'মালি, অল আহওয়ায়ি, অল আদওয়ায়ি।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুষ্ট চরিত্র ও আমল আখলাক আর মানবিক বৃত্তিসমূহের সীমাহীন ভোগ লালসা এবং রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থী হচ্ছি।

(١٦) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

"হে খোদা! আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণকারী ও উপকারী বস্তুর জন্য প্রার্থনা করছি। যার প্রার্থনা করেছেন তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আর সে সকল অনিষ্টকারী বস্তু হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যার থেকে

পানাহ চেয়েছেন তোমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স)। তুমিই সাহায্যকারী; তোমার উপর নির্ভর করেই আমাদের মানযিলে মাকসুদে পৌছতে হবে। আর আল্লাহ-তাআলার সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ক্ষমতাই লাভ করা যেতে পারে না।"

(١٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

১৭। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জারিস সুয়িফী দারিল মাকামাতি। ফাইন্নাল্ জারাল বাদীয়াতি ইয়া তাহাব্বানু।

"হে খোদা! আমাদের বাসস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশির থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমাদের বাসস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশির থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা সফরের প্রতিবেশীতো প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে।"

(١٨) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ.

১৮। উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ দাইনি!

"হে খোদা! কুফরী এবং ঋণের থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

(١٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ.

১৯। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনগালাবাতিদ্ দ্যাইনি ওয়া গালাবাতিল আদুব্বি, ওয়া সামাতাতিল আ'দায়ি।

"হে খোদা! ঋণের বোঝা, দুশমনের বিজয়লাভ; আর তার হাসী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(٢٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ (وفى رواية) وَمِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ (وفى رواية) وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَمِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ

وَمِنَ الْهَرَمِ وَمِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

২০। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন উলমিল লা-ইয়ানফাউ ওয়া কালবিন লা-ইয়াখশাউ; ওয়া দুয়ায়িন লা-ইয়াস মাউ ওয়া নাফছিন লা-তাশবাউ (অপর এক বর্ণনা মতে) ওয়ামিনালজুয়ি' ফাইন্নাহু বিয়িসাদ দাজীয়ু' (আর এক বর্ণনা মতে) ওয়ামিনাল খিয়ানাতি ফাবিয়িসাতিল বাতানাতু; ওয়া মিনাল কাসালি অল বুখলি অলজুবনি, ওয়ামিনাল হারমি, ওয়ামিন আন উরাদ্ধা ইলা আরযালিল উমরে। ওয়ামিন ফিৎনাতিদ দাজ্জালি ওয়া আযাবিল কবরি ওয়া ফিৎনাতিল মাহইয়া অলমামাতি। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকা আযায়িমা মাগফিরাতিকা, ওয়া মুনজীয়াতি আমরিকা, অসৃসালামাতা মিন কুল্লি ইসৃমিন, অলগনীমাতা মিন কুল্লে বাররিন ওয়াল ফওযা বিল জান্নাতি অননাজাতা মিনাননারি।

"হে খোদা! উপকারহীন ইলম তোমার ভয়ভীতি শূন্য অন্তর, আর যে দোয়া তোমার দরবারে কবুল হয় না তা আর যে লোভাতুর মন কখনো তৃপ্তিবোধ করে না তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (অপর এক বর্ণনা মতে) আর সেই বুভুক্ষতা হতে, যা মানুষের জন্য দুষ্ট সাথীরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। (আর এক বর্ণনা মতে) আর সেই আমানত নষ্ট করা হতে যা মানুষের জন্য দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে থাকে, আর দুর্বলতা কৃপণতা ভীরুতা সীমাহীন বৃদ্ধপনা এবং বয়সের নিকৃষ্টতম চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হওয়া, দাজ্জালের ফেৎনা, কবর আযাব, ও জীবন মরণের ফেৎনা থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে খোদা! তোমার মাগফেরাত পাওয়ার দৃঢ় অসিলা ও মাধ্যম, তোমার প্রত্যেকটি হুকুম রক্ষা করার কাজ, প্রত্যেক গুনাহ হতে নিরাপত্তা এবং প্রত্যেক নেক কাজের নেয়ামত ও দোযখ হতে পরিত্রাণ পেয়ে বেহেস্তের সৌভাগ্য লাভের জন্য তোমার নিকট আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা জানাচ্ছি। (হে খোদা! তুমি আমাদের দোয়া কবুল কর।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٢١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَاَعُوْذُبِكَ مِن عِلْمٍ لَايَنْفَعُ۔

২১। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ইলমান নাফিয়ান ওয়া আ উযুবিকা মিন ইলমিন লা-ইয়ানফাউ।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট কল্যাণময়ী ও উপকারী ইলম লাভের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তোমার আশ্রয় নিচ্ছি অনুপকারী ও অকল্যাণময় ইল্‌ম ও জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে।"

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَايُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَّايُسْمَعُ۔

২২। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইলমিন্ লা-ইয়ানফাউ, ওয়া আমালিন লা ইউরফাউ ওয়া কালবিন লা-ইয়াখশাউ ওয়া কওলিন্ লা ইউসমাউ।

"হে খোদা! যে ইলম ও জ্ঞান বিজ্ঞান উপকারে আসে না, আর সেই আমল যা তোমার দরবারে কবুল হয় না আর যে অন্তরে তোমার ভয়ভীতি থাকে না, আর সেই আবেদন নিবেদন যা তুমি শোন না, এমন সব কিছু থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا۔

২৩। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা আন নারজিয়া আলা আ'কাবিনা আও নূফতানা আন্ দ্বীনিনা।

"হে খোদা! যাতে করে আমার প্রথম অবস্থায় ফিরে যেতে না হয়, অথবা, দ্বীনের ব্যাপারে কোন ফেৎনা ফাসাদের মধ্যে যাতে করে নিপতিত না হই সে জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(٢٤) نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔

২৪। "জাহান্নামের আযাব; সর্বপ্রকার জাহিরী বাতেনী ফেৎনা ফাসাদ আর দাজ্জালের ফেৎনা থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ۔

২৫। "আয় আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে অনুপকারী ইল্‌ম, ভয়ভীতি শূন্য ও বিনয়হীন অন্তঃকরণ, অশ্রবণীয় দোয়া তৃপ্তিহীন লোভ-লালসা হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ۔

২৬। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী জুনুবী ওয়া খাতায়ী ওয়া আমাদী।

"হে খোদা! তুমি আমার সমুদয় গুনাহরাশী মার্জনা করে দাও; যা আমি সেচ্ছায় করেছি; আর যা সেচ্ছায় করিনি।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ دُعَاءٍ لَّايُسْمَعُ وَقَلْبِىْ لَّايَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَاتَشْبَعُ۔

২৭। "হে খোদা! যে দোয়া কবুল হবে না, যে অন্তরে তোমার ভয়ভীতি থাকবে না, আর যে মন (নফস) তৃপ্তবোধ করবে না, তা থেকে আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।"

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ بِالْقَبْرِ۔

২৮। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কাসালি অল হারামি, ওয়া ফিৎনাতিস সদ্‌রি ওয়া আযাবিল কবরি।

"হে খোদা! তুমি অবশ্যই আমাকে দুর্বলতা সীমাহীন বৃদ্ধপনা, আর মনের ফেৎনা (কুমন্ত্রণা) এবং কবর আযাব থেকে পানাহ দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٢٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامَةِ.

২৯। "আয় আল্লাহ! তোমার নিকট দিবা রাত্রের অনিষ্টতা সময়ের আর বাসস্থানে দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ.

৩০। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাছে অল্ জুনুনে অল জুযামে ওয়া সাইয়্যিয়িন আসকানে।

"হে খোদা! ধবলকুষ্ঠ; মস্তিষ্ক বিকৃতি কুষ্ঠ আর সমুদয় কষ্টদায়ক ও দুষ্টরোগ ব্যধি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(٣١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.

৩১। উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাস সিকাকে অন্‌নিফাকে ওয়া সুয়েল আখলাকে।

"হে খোদা! পরস্পরের মনগড়া বিবাদ মুনাফেকী আর সমুদয় অসৎ চরিত্র থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট বুভূক্ষতা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি; কেননা তা অত্যন্তই খারাপ সাথী! আর মুক্তি প্রার্থনা করছি আমানতের খেয়ানত থেকে, কেননা, তা অত্যন্ত অনিষ্টকারী গোপন সাথী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٣٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ.

"হে খোদা! তোমার নিকট চরিত্র বিষয়ের ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তার প্রথমটি হলো এমন ইল্‌ম যা উপকারী নয় আর দ্বিতীয়টি হলো, এমন অন্তকরণ যে অন্তরে তোমার ভয়ভীতি কিছুই থাকে না, আর তৃতীয়টি হলো এমন মন যা তৃপ্তি বোধ করে না, তুষ্ট হয় না। আর চতুর্থটি হলো এমন দোয়া যা তোমার দরবারে কবুল হয় না।"

বিভিন্ন প্রকার দোয়া ও মুনাজাতের বিবরণ

নিম্নলিখিত দোয়া ও মুনাজাতগুলো হলো মাসনুন (সুন্নাহ) দোয়া ও মুনাজাত। এগুলো জনাব নবী করীম (স)-এর সাহাবাদের থেকে উদ্ধৃত। সুতরাং পাঠকগণ নিজ সময় মত বিশেষ করে নামাযের পর যে সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে সে সময় অবশ্যই পাঠ করবে।

(١) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফীদ্‌দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফীল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবাননারি।

"হে খোদা! হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এ পার্থিব জগতে এবং পরজগতে আমাদেরকে তোমার কল্যাণ ও সুন্দরতম নিয়মাবলী দান করো। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।"

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতীয়ী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী।

"হে খোদা! আমার গুনাহরাশী ও আমার জাহেলীপনা ক্ষমা করে দাও। আর কাজের মধ্যে যে সীমা অতিক্রম করা হয়েছে, তার অপরাধ আর ঐ সকল বিষয়াবলী যা তুমি অবগত আছ সমুদয় আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

(٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ (وَفِىْ رَوَايَةٍ) اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

"হে খোদা! আমার বাস্তব ও সত্য সত্যই কৃত আর আমার হাসী তামাসার দ্বারা কৃত, আমার অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত সমুদয় গুনাহবলী ক্ষমা করে দাও। এ গুনাহগুলো সবই আমার থেকে প্রকাশ পেয়েছে। (অপর এক বর্ণনামতে) তুমিই তোমার রহমতের ক্ষমতাদানে যাকে ইচ্ছে অগ্রগামী করে দাও। আবার যাকে ইচ্ছে পিছনে ফেলে দাও। তুমিই প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

(٤) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلَّ ذَالِكَ عِنْدِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী জিদ্‌দী ওয়া হাযলী ওয়া খাতাই ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদী।

(তরজমা ৩নং দোয়ায় হয়ে গেছে)

(٥) اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

"হে খোদা! আমার গুনাহরাশীকে তুমি বরফের শীতল পানি দ্বারা ধৌত করে ফেল। আর আমার কলবকে এমনরূপে পাকছাপ করে দাও, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পাকছাপ করে থাক। আর মাশরেক ও মাগরেবের মধ্যে যেমন বিরাট ব্যবধান রয়েছে, অনুরূপ আমার এবং আমার গুনাহর মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٦) اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَائَتِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলুবে, সাররিফ কুলুবানা আলা তায়াতিকা।

"হে খোদা! অন্তঃকরণ পরিবর্তনকারী। তুমি আমাদের অন্তঃকরণকে তোমার আনুগত্যের পানে ফিরিয়ে দাও।"

(٧) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহদিনী, ওয়াসাদদিদনী।

" হে খোদা! আমাকে হেদায়াত করুন, আর উক্ত হেদায়েতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন।"

(٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْهِدَايَةَ وَالسِّدَادَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হিদায়িতা অস্‌সিদাদা।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট দ্বীনি কাজ তোমার হেদায়েত আর পার্থিব কাজে তোমার কেফায়েতের (সাহায্য সহানুভূতি) প্রার্থনা করছি।"

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা; অততুকা অল আ'ফাফা, অল্‌গিনা।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, পরহেজগারী, পারসাই (সংযম ও পবিত্রতা) আর মানুষের নিকট মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

(١٠) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مُعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مُعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔

"হে খোদা! তুমি আমার দ্বীনধর্মকে দুরুস্ত করে দাও, যা আমার প্রত্যক কাজের হেফাযতের মাধ্যম বিশেষ। আর আমার দুনিয়াও ঠিক করে দাও, যার ভিতর আমার জীবন কাটাতে হয়। আর আমার আখেরাতকেও দুরুস্ত করে দাও, যেখানে আমার ফিরে যেতে হবে। আর আমার জীবনকে প্রত্যেকটি কল্যাণমূলক কাজে প্রাচুর্যের অসিলা বানিয়ে দাও। আর প্রত্যেকটি অনিষ্ঠতা থেকে বাচার জন্য মৃত্যুকে অসিলা করে দাও।"

(١١) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আফেনী ওয়া আরযুকনী ওয়াহদিনী।

"এলাহী! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি তোমার করুণার ধারা বর্ষণ করো, আমাকে সুস্থতা ও সবলতা দান করো; আর তোমার রিযিকের ভান্ডার হতে আমাকে রিযিক দাও এবং সরল সহজ পথে পথ প্রদর্শন করো।"

(١٢) رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَنْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ ذَكَّارًا - لَكَ شَكَّارًا رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُطِيْعًا - اِلَيْكَ مُخْبِتًا - اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا - رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ -

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করো না, আমাকে সাফল্যমণ্ডিত করো, আমার উপর কাউকেও সাফল্যদান করো না। আমার জন্য কাজের ব্যবস্থা করে দাও, আমার উপর কারো কর্মকৌশল কার্যকরি করো না। আমাকে হেদায়েত করে দাও; আর যারা আমার

উপর জুলুম করে তাদের মুকাবেলায় আমাকে তোমারই অধিক যিকিরকারী, অধিক শুকরীয়া জ্ঞাপনকারী, অধিক ভয়ভীতিকারী, অধিক আনুগত্যশীল, অধিক আদেশ পালনকারী, তোমার সামনে অধিক নম্রতা ও বিনয়তা প্রদর্শনকারী, তোমার সামনে অধিক কাকুতি মিনতিকারী, তোমার সামনে মনোনিবেশকারী, বানিয়ে দাও। হে আমার পরওয়ারদিগার। তুমি আমার তাওবাকে কবুল করে নাও, আমার গুনাহরাশী বিধৌত করে ফেলো। আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করে নাও, আর আমার মুক্তি সনদের উপর আমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখো। আমার যবানকে দুরুস্ত রাখো, আমার অন্তরকে হেদায়েতের উপর কায়েম রাখো, আর আমার অন্তরের কালিমাকে দুরে নিক্ষেপ করে দাও।"

(١٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَاْنَ بَنَا كُلَّهُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলানা ওয়ার হামনা ওয়ারদা আন্না ওয়া তাকাব্বাল মিন্না, ওয়াদখিলনাল জান্নাতা ওয়া নাজ্জেনা মিনান নারি; ওয়াসলেহলানা সায়ানানা কুল্লাহু।

এলাহী! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি তোমার করুণাধারা বর্ষণ করো; আর আমাদের প্রতি তুমি খুশী থাকো, আমাকে তুমি কবুল করে নাও; আর আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল এবং দোযখ থেকে নাযাত দাও। আর আমাদের সমুদয় কার্যাবলী ঠিক করে দাও।

(١٤) اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا - وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا -

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আল্‌লিফ বাইনা কুলুবেনা ওয়াসলিহ্ যাতা বাইনিনা; ওয়াহদিনা সুবুলাস সালাম, ওয়া নাজ্জিনা মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূরে; ওয়া জান্নিব নাল ফাওয়া হিসা মা জাহারা ওয়া মিনহা ওয়ামা বাতানা; ওয়া বারিক লানা ফী আসমায়েনা ওয়াবসারিনা; ওয়া কুলবানা; ওয়া আযওয়াজেনা; ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়াতুব আলাইনা; ইন্নাকা আনতাত্ তাউয়্যাবুর রাহীম। ওয়াজয়ালনা শাকেরীনা লিনিয়'মাতিকা মুছনীনা বিহা ক্বাবীলিহা, ওয়া আতেম্মাহা আলাইনা।

(١٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ ـ وَاَسْئَالُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ ـ وَاَسْئَالُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ـ وَاَسْئَالُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيْمًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট দৈনিক কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর আমি তোমার কাছে নেক কাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার; তোমার নিয়ামতের শুকুর গুযারী করার; তোমার ভালরূপে এবাদত করার সত্যভাষী দোষহীন অন্তঃকরণ এবং সরল সঠিক চরিত্র দানের ও আবেদন করছি। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সে সকল বস্তুর কল্যাণ কারীতা ও উপকারীতার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে বিষয় তুমি অবগত আছো। হে খোদা! তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি; নিশ্চয় তুমিই সমুদয় গায়েবী তথ্য বিষয় মহাজ্ঞানী।"

(١٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু; ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এলাহী! তুমি আমার পূর্বকৃত পরের কৃত গোপনে কৃত প্রকাশ্যেকৃত সমুদয় গুনাহ আর সে গুনাহ যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক অবগত সব মার্জনা করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।"

(١٧) اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ ـ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَاْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَنَا ـ وَلَاتَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَاتَجْعَلَ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاغَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَاتُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَايَرْحَمُنَا ـ

"হে খোদা! তুমি আমার অন্তরে তোমার ভয়ভীতির এমন একটি অংশদান কর, যাতে করে তুমি আমার এবং নাফরমানীর মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যাও। আর তোমার ফরমাবরদারীরও (আনুগত) এমন একটি অংশ দান কর, যাতে তুমি আমাদেরকে বেহেস্তে পৌছেদিতে পারো; যারদ্বারা তুমি দুনিয়ার বালা মুছিবৎ আমাদের জন্য সহজ করে দিতে পারো। আর যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখো, আমাদের কর্ণচক্ষু আর আমাদের ক্ষমতা ও শক্তিদ্বারা আমাদেরকে উপকৃত কর। আর তার উপকারিতা আমাদের মৃত্যুর পরও আমাদের জন্য স্মরণীয় করে রাখো। আর আমাদের প্রতি যে জুলুম করে আমাদের তরফ থেকে তুমি প্রতিশোধ নাও। আর আমাদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে, তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করো। আমাদের মুসিবতকে তুমি আমাদের দ্বীনের মুসিবতরূপে পরিগণিত করো না। অর্থাৎ আমাদেরকে দ্বীন মুসিবতে নিপতিত করো না। আর দুনিয়াকে আমাদের সবচেয়ে বড় মাকসুদ আর আমাদের ইলম এর মান্‌যীলে মাকসুদ, আর আমাদের মানবিক অনুরাগের শেষসীমা রেখায় পরিণত করো না। হে খোদা! যারা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না। তাদেরকে তুমি আমাদের শাসকরূপে নির্বাচন করো না।"

(١٨) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদনা ওয়ালা তানকুসনা, ওয়া আকরিমনা, ওয়ালা তুহিন্না, ওয়ায়তেনা ওয়ালা তাহরিমনা, ওয়া আছিরেনা ওয়ালা তুছের আলাইনা, ওয়া আরজেনা ওয়াআরযা আন্না।

(١٩) اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আলহেমনী রুশদী ওয়ায়েযনী মিনশাররি নাফসী।

"আয় আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে যে কার্য করার ক্ষমতা ঢেলে দাও। আর আমার নাফছের অনিষ্টতাও দুষ্টতা থেকে আমাকে বাঁচাও।"

(٢٠) اَللّٰهُمَّ قِنِّىْ شَرَّ نَفْسِىْ وَاعْتِمْ لِىْ عَلٰى رُشْدِىْ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَخْطَئْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا جَهِلْتُ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার কুবৃত্তি নিচয়ের দুষ্টতা থেকে হেফাযত করো। আর আমাকে প্রত্যেক কাজে সৎ উদ্দেশ্যের প্রবল ইচ্ছা শক্তি, দানকরো, হে খোদা! আমি গোপনে প্রকাশ্যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঃ জেনে না জেনে যাকিছু করেছি সব আমাকে ক্ষমাকরে দাও।"

(٢١) اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে দুনিয়া আখেরাত উভয়স্থানের সুস্থতার প্রার্থনা করছি।"

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَا

اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ.

"হে খোদা! আমি আপনার নিকট নেক কাজ করার আর বদকাজ পরিত্যাগ করার তাওফীক দানের প্রার্থনা করছি। আর গরীবদেরকে মহব্বত করারও মনোবৃত্তি দানের আবেদন জানাচ্ছি। আর তুমি আমাকে ক্ষমাকরে দিয়ে আমার প্রতি তোমার রহমত নাযীল করো। আর যখন তুমি কোন জাতিকে পরীক্ষার ভিতর নিক্ষেপ করো তখন আমাকে তার ভিতর নিপতিত করার পূর্বেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাও। আর আমি তোমার নিকট তোমার মহব্বত, সে সকল প্রত্যেকটি ব্যক্তির মহব্বত করা যারা তোমাকে মহব্বত করে থাকে; আর সে আমলের প্রতি মহব্বতের জন্যও প্রার্থনা করছি, যা আমার জন্য তোমার নৈকট্য লাভে সহায়ক হবে।"

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থ ঃ হে খোদা! তোমার মহব্বত আর ঐ সকল লোকের মহব্বতের জন্য যারা তোমাকে মহব্বত করে থাকে, তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করছি। আর সে আমলের প্রতি মহব্বত হবার জন্য আমি প্রার্থনা করছি যা আমাকে তোমার মহব্বত পর্যন্ত পৌছে দিবে। হে খোদা! তোমার মহব্বতকে আমার জন্য আমার জান মাল, সন্তান সন্ততি এমনকি ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় বস্তুতে পরিণত করে দাও।"

(٢٤) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ. اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মারযুকনী হুব্বুকা ওয়াহুব্বু মান ইয়ানফা'উনী হুব্বুহু ইনদাকা। আল্লাহুম্মা ফাকামা রাযাকতানী মিম্মা উহেব্বু ফাজয়ালহু কুয়্যাতাল লী ফীমা তুহেব্বু। আল্লাহুম্মা ওয়ামা যাদাইতা আন্নী মিম্মা উহেব্বু ফাজআলহু ফারাগাল্‌লী ফীমা তুহেব্বু।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ يَّظْلِمُنِىْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِىْ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! আমাকে আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা যথাযথরূপে উপকৃত কর; আর তাদের উভয়ের উপকারীতাকে আমার জন্য স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত করে দাও। আর যে লোক আমার প্রতি জুলুম অত্যাচার করে তার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতিশোধ তুমি তার থেকে নাও।"

(٢٦) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়ামুকাল্লিবাল কুলুবে, ছাব্বিত কল্‌বী আলা দ্বীনিকা।

"হে অন্তকরণের বিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো।"

(٢٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ اِيْمَانًا لَّايَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّايَنْفَدُ مُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ ـ

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট এমন ঈমানের প্রার্থনা করছি। যা যখন তার স্থান থেকে টলেযাবে না। আর তোমার নিকট এমন নিয়ামতের প্রার্থনা জানাচ্ছি, যা কখনও শেষ হবে না। আর জান্নাতের উন্নত শ্রেণীতে অর্থাৎ "জান্নাতুল খুলদে" বসে আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর বন্ধুত্ব পাবার জন্য ও তোমার দরবারে আমাদের প্রার্থনা রইলো।"

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا

فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تُتْبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ رِضْوَانًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা সিহাতান ফী ঈমানা ওয়াইমানান ফী হুসনি খুলকিন, ওয়া নাজাহান তুতবিয়ুহু ফালাহান ওয়া রাহমাতান মিনকা, ওয়া আ'ফীয়াতান ওয়া মাগফেরাতান মিনকা রিজওয়ানান।

অর্থ ঃ হে খোদা! আমি তোমার নিকট ঈমানের সাথে সুস্থতার সৎ চরিত্রের সাথে ঈমানের আর এমন সাফল্য যার পরে তুমি ইহলৌকিক পরলৌকিক মুক্তি দান করবে, আর তোমার খাছ মাগফেরাত ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

(٢٩) اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَارْزُقْنِىْ عِلْمًا تَنْفَعُنِىْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন ফীয়নী বিমা আল্লামতানী, ওয়া আল্লামনী মা ইয়ানফাউনী ইলমান তানফাউনী বিহী।

"হে খোদা! আমাকে যে এলম দান করেছো। তা দ্বারা আমাকে তুমি উপকৃত করো; আর যে এলম আমাকে উপকৃত করবে। তা আমাকে দান করো। আর আমাকে সে এলম অর্জনের সৌভাগ্য দান করো যার দ্বারা তুমি আমাকে উপকৃত করবে।"

(٣٠) اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! তুমি আমাকে যে এলম দান করেছো তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আর যে এলম আমাকে উপকৃত করবে তা আমাকে দান করো; আর আমার এলম আরো বাড়িয়ে দাও। সর্বাবস্থাই আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আর জাহান্নামীদের নিদারুন দুরাবস্থা থেকে আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

(٣١) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَاعَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًالِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًالِّىْ وَاَسْئَالُكَ خَشْيَتِكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْئَالُكَ نَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَاتَنْقَطِعُ وَاَسْئَالُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرَدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَاءِ كَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءِ مُضِرَّةً وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هَدَاةً مُّهْتَدِيْنَ.

অর্থ ঃ "হে খোদা! তুমি তোমার এলমে গাইব আর সৃষ্টি জগতের উপর তোমার নিজ ক্ষমতার অসীলায় আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো, যে পর্যন্ত তোমার জ্ঞানে আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর। আর তখনই আমাকে এ জগত থেকে উঠিয়ে নাও; যখন তোমার জ্ঞানে আমার জন্য মৃত্যু হওয়াটা উত্তম আমি সেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে ভয়করার; তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় "কলেমায় হক" (সত্য কথা) বলার তাওফীক দানের প্রার্থনা করছি। আর যে নেয়ামতের শেষ নেই সে নেয়ামতের জন্য তোমার নিকট আব্দার জানাচ্ছি। আর আমার নয়ন শীতল কারী সেই আনন্দ স্ফুর্তি কামনা করছি যা কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।

আর তোমার সিদ্ধান্তের উপর সম্মত থাকার তাওফীকের জন্য এবং মৃত্যুর পর শান্তিময় জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি। আর তোমার দীদার ও মোলাকাতের আনন্দময় মূহুর্তটির জন্য তোমার নিকট আবেদন করছি। আমি তোমার নিকট ক্ষতিকারক দুষ্ট অবস্থা আর পথ ভ্রষ্টমূলক ফেৎনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে খোদা। আমাকে ঈমানের নূর দ্বারা সহীদ করে তোল আর আমাকে হেদায়েত প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক কর।

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ

كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْئَالُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِىْ خَيْرًا (وَفِىْ رِوَايَةٍ) وَاَسْئَالُكَ مَا قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

অর্থ ঃ হে খোদা! তাড়াতাড়ি আগন্তক ও বিলম্বে আগন্তক আমার জ্ঞাত অজ্ঞাত সর্বপ্রকার কল্যাণ ও ভালাইর জন্য তোমার দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর তোমার দরবারেই আমার জানা অজানা তড়িঘড়ি আগন্তক বিলম্বে আগন্তক সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় নিচ্ছি। হে খোদা! তোমার বান্দাও নবী হযরত মুহাম্মদ (স) যে কল্যাণ ও ভালাই চেয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করেছে আমিও তাহাই তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর তিনি যে সকল অনিষ্টকর বস্তু কাজ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে, আমি সে অনিষ্টকর ক্ষতিকারক বস্তুবলী ও কার্য্যসমূহ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট প্রার্থনা করছি বেহেস্তের জন্য এবং সে সকল কাজ ও কথার জন্য যা আমাকে বেহেস্তে নিয়ে পৌছাবে। আর জাহান্নাম এবং যে সকল কথা ও আমল জাহান্নামে পৌছিয়ে দেয় তা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। আমি তোমার নিকট এ দোয়া করছি যে, তুমি তোমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত আমার বেলায় উত্তম ও কল্যাণকর করবে। আর আমি এ প্রার্থনাও করছি যে বিষয় তুমি আমার জন্য ফয়সালা করবে, তার পরিণাম ফল আমার জন্য ভাল ও কল্যাণকর করে দাও।"

(٣٣) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহসিন আকিবাতিনা ফীল উমুরি কুল্লিহা ওয়া আজির না মিন খেয্‌য়িদ দুনিয়া ওয়া আযাবিল আখিরাতি।

"এলাহী! আমাদের প্রত্যেকটি কাজের পরিণতি বা ফল উত্তম কর। আর আমাদেরকে পার্থিব অবমাননা ও পরকালীন আযাব থেকে মুক্তি দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٣٤) اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا وَّلَاتُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهٗ بِيَدِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহফিজনী বিল ইসলামে কায়েমান, ওয়া আহফিজনী বিল ইসলামে কায়েদান, ওয়াহ ফিজনী বিল ইসলামে রাকেদাও, ওয়ালা তুশমিতবী আদুয়ানে ওয়ালা হা-সেদান। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনকুল্লে খাইরিন খাযায়িনুহু বিয়াদিহী।

"হে খোদা! দণ্ডায়মান অবস্থায় ইসলাম দ্বারা তুমি আমাকে হেফাজত কর; বসা অবস্থায় ও ইসলাম দ্বারা আমাকে হেফাজত করো; আর ঘুমন্ত অবস্থায়ও আমাকে ইসলাম দ্বারা হেফাজত করো; আর কোন দুশমন ও হিংসুককে আমার উপর হাসার সুযোগ দিও না। হে খোদা! আমি তোমার নিকট সে সকল কল্যাণ ও ভালাইর জন্য প্রার্থনা করছি; যার ভাণ্ডার তোমার হাতে।"

(٣٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ وَاَسْئَالُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ هُوَ بِيَدِهٖ كُلِّهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররে মা আন্‌তা আখিজুন বেনাসিয়্যা তিহি; ওয়া আসয়ালুকা মিনাল খাইরেল্লাজীহুয়া বিয়াদিহী কুল্লিহী।

"আয় আল্লাহ! আমি সে প্রত্যেকটি বস্তুর অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তোমারই আয়ত্বাধীনে রয়েছে। আর সে সকল কল্যাণ ও ভালাইর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি যা তোমারই হাতে নিহিত।"

(٣٦) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَالُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসয়ালুকা মুজিবাতে রহমাতিকা ওয়া আ'যায়িমা মাগফিরাতিকা. অস্‌সালামাতা মিন্ কুল্লে ইসমিন, অলগনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন। অল ফউযা বিল জান্নাতে অননাজাতা মিনান নারি।

হে খোদা! তোমার রহমতের উপকরণগুলো আর তোমার মাগফেরাতের জন্য উপযুক্ত অসীলার জন্য প্রার্থনা করছি। আর প্রত্যেক গুনাহ থেকে নিরাপদে রেখো প্রত্যেকটি নেকীর সম্পদের জন্য আবেদন করছি। আর দোযখের আগুন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে জান্নাত পর্যন্ত উপনীত হবার জন্য তোমার নিকট দোয়া করছি।"

(٣٧) اَللّٰهُمَّ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ ـ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَادَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ ـ وَلَاحَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাদায়লী যানবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়ালা হাম্মান ইল্লাফাররাজতাহু, ওয়ালা দাইনান ইল্লা কাজাইতাহু; ওয়ালা হাজাতান মিন হাওয়ায়িজিদ দুনিয়া অল আখিরাতি ইল্লা কাজাইতাহা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

"হে খোদা! তুমি আমার এমন কোন গুনাহ অবশিষ্ট রেখোনা যা তুমি ক্ষমা করবে না। আর এমন কোন চিন্তা ও পেরেশানী আমার মধ্যে রেখো না যা তুমি বিদুরিত করবে না। আর আমার মাথার উপর এমন কোন ঋণের বোঝারেখে দিও না। যা তুমি পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিবে না। আর আমার দুনিয়া আখেরাতের এমন কোন প্রয়োজনও মনো বাসনা বাকী রেখো না যা তুমি পূর্ণ করে দিবে না হে রহমানুর রহীম।"

(٣٨) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্না আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

"হে খোদা! তোমার যিকির ও শুকুর আর তোমার ইবাদত করনের বেলায় আমাদেরকে সাহায্য করো।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٣٩) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়েন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিয়া ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

"হে খোদা! তোমার যিকির শুকর ও ইবাদত করনের বেলায় আমাকে সর্ববিধ সাহায্য করো।"

(٤٠) اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কান্নেয়নী বিমা রাযাকতানী ওয়া বারিকলী ফীহে ওয়াখলুফ আলা কুল্লে গায়েবাতিন লী বিখাইরিন।

"হে খোদা! আমাকে তুমি যে রিযিক দান করেছো, তার উপর পরিতুষ্ট থাকার তাওফীক দান করো; আর তার ভিতর বরকত দাও; আর তুমি আমার অনুপস্থিতিতে আমার ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এবং পরিবার পরিজনের বেলায় আমার কল্যাণের হাত নিয়ে স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও।"

(٤١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ عِيْشَةً نَفِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِىٍّ وَّلَا فَاضِحٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ই'শাতান নাফীয়্যাতান ওয়া মীতাতান সাবিয়্যাতান ওয়া মারাদ্যান গাইরা মাখযীয়্যিন ওয়ালা ফাজেহিন।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট পবিত্রময় জীবন, সঠিকরূপে আর দুনিয়া থেকে এমন রূপে বিদায় নেয়ার জন্য প্রার্থনা করছি যেন হাশরের দিন আমাকে অপমানিত ও লজ্জিত হতে না হয়।"

(٤٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ رِضَاكَ ضُعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَا صِيَتِىْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَائِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ وَاِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَاِنِّىْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِىْ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ "হে খোদা! আমি দ্বীনি কাজে খুবই দুর্বল, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমার দুর্বলতাকে শক্তি দ্বারা তুমি পরিবর্তন করে দাও। ললাট ধরে তুমি আমাকে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে দাও; আর ইসলামকে আমার জন্য সর্বশেষ পছন্দনীয় বস্তু বানিয়ে দাও। এলাহী! আমি দুর্বল আমাকে শক্তি দাও; আমি লাঞ্ছিত, অপমানিত আমাকে সম্মান দাও। আমি পরের মুখাপেক্ষী দরিদ্র আমাকে রিযিক দাও।"

(٤٣) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَاشَيْئَ قَبْلَكَ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَاشَيْئَ بَعْدَكَ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ تَنَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِثْمِ وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هٰذَا مَا سَئَالَ مُحَمَّدٌ رَبَّهٗ ـ

অর্থ ঃ "এলাহী! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আর তুমিই অন্ত তোমার পর আর কিছুই থাকবে না। আমি তোমার নিকট যমীনের উপর চলমান প্রত্যেকটি জীবজন্তর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি—যা তোমার ক্ষমতার আয়ত্বাধীন। আর গুনাহ, দুর্বলতা, কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেকটি গুনাহ ও ঋণের পরিণতি থেকে। হে খোদা তুমি আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনিভাবে পাক পবিত্র করে দাও; যেমনি পাক পবিত্র করে থাকে সাদা কাপড়কে ধূলোবালি ও ময়লা থেকে, হে খোদা! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ রাশীর মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যে রকম ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে মাশরেক ও মাগরেবের মধ্যে। আমার এ প্রার্থনা হচ্ছে সে প্রার্থনা যা তোমার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) তোমার নিকট করেছেন।"

(٤٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ خَيْرَ الْمَسْئَالَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ

الْحَيَاتِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلْ صَلٰوتِىْ وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِىْ وَاَسْئَالُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَالدَّرَ. جَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ خَيْرَ مَا اٰتِىْ وَخَيْرَ مَا اَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَاظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ ـ وَلُحَصِّنَ فَرْجِىْ وَتُنَوِّرَ قَلْبِىْ وَتَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ ـ وَاَسْئَالُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ اَنْ تُبَارِكَ لِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَفِىْ بَصَرِىْ وَفِىْ رُوْحِىْ وَفِىْ خَلْقِىْ وَفِىْ خُلُقِىْ وَفِىْ اَهْلِىْ وَفِىْ مَحْيَاىَ وَفِىْ مَمَاتِىْ وَفِىْ عَمَلِىْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِىْ وَاَسْئَالُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! আমি তোমার নিকট উত্তম সওয়াল, উত্তম প্রার্থনা উত্তম সাফল্য উত্তম আমল, উত্তম সওয়াব সুন্দর জীবন সুন্দর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখো। আর আমার নেকের পাল্লাকে ভারী করে দাও; আমার ঈমানকে পাকাপোক্ত করে দাও; আমার মরতবা উন্নত করো; আমার নামায কবুল করো; আর আমার গুনাহরাশী মার্জনা করে দাও; আমি তোমার নিকট জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য আবেদন করছি। আমীন!

(হে খোদা! আমার এই দোয়া কবুল কর) হে খোদা! আমি তোমার দরবারে কল্যাণ ও ভালাইর প্রথম পর্ব শেষপর্ব আর সর্বাংগীন কল্যাণ ও ভালাইর এবং তার আউয়াল আখের ও জাহের বাতেনের ভালাইর জন্য প্রার্থনা করছি। বেহেস্তের ফাষ্ট ক্লাস প্রাপ্তির জন্য আমি; হে খোদা! আমি প্রার্থনা করছি সে সকল প্রত্যেকটি বস্তুর কল্যাণ যা আমি গ্রহণ করে থাকি; আর যা কিছু প্রকাশ্য আছে এবং গোপন আছে তার কল্যাণ কারীতার জন্য ও দোয়া করছি আর প্রার্থনা করছি। জান্নাতের প্রথম শ্রেণীর জন্য।

হে খোদা! আর তোমার নিকট প্রার্থনা হলো যে, তুমি আমার যিকির উন্নত করে দাও; আমার বোঝা হালকা করে দাও; আমার প্রত্যেক কাজের ব্যবস্থা করে দাও; আমার কলব পাক করে দাও; আমার লজ্জাস্থান পবিত্র রাখো। আমার অন্তরকে আলোকিত করে দাও; আর মার্জনা করে দাও আমার গুনাহরাশী। হে খোদা! আমাকে জান্নাতের প্রথম শ্রেণী দান করো আমীন!"

(٤٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلٰى عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জয়া'ল আওসায়া' রিযকিকা আলাইয়্যা ই'নদা কিবারাসিন্নী; ওয়া এন্‌কিতায়ে' ওমরী।

"হে খোদা! তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে এবং শেষ জীবনে বিপুল পরিমাণ রিযিক আমাকে দান করো।"

(٥٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَاءِىْ وَعَمَدِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফেরলী যুনুবী ওয়া খাতায়িয়ী ওয়া আ'মাদী।

"হে খোদা! আমার সমুদয় ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছায়কৃত গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও।"

(٤٧) يَامَنْ لَاتَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَاتُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ ـ وَلَايَصِفُهُ الْوَصِفُوْنَ ـ وَلَاتُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَايَخْشَى الدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَثَائِيْلَ الْجَبَلِ وَمِكَائِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَاتُوَارِىْ مِنْهُ سَمَاءُ سَمَاءً وَلَا اَرْضٌ اَرْضًا وَّلَا مَجْرٌ مَّا فِىْ قَعْرِهٖ وَلَاجَيْلٌ مَّا فِىْ وَعْرِهٖ اِجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ ـ

"হে পবিত্রময় সত্ত্বা! (তুমি এমনই যে) তোমাকে এজগতে—চক্ষুজগত অবলোকন করতে পারে না। আর কারো খেয়াল ও ধারণাও সে পর্যন্ত উপনিত হতে পারে না। যেমনি তোমার উপর না পারে যুগের আবর্তন বিবর্তনমূলক ঘটনাবহুল কোন প্রভাব বিস্তার করতে। (তুমি এমনই যে) পাহাড়,সমূহের ওজন সমুদ্রের ওজন সীমাও তুমি জ্ঞাত। বৃষ্টি ফোটার সংখ্যা, বৃক্ষরাজীর পাতার সংখ্যা আর রাত্রতার অন্ধকারে যে বস্তুগুলো গোপন করে নেয় তা, আর পরে দিন যে বস্তুগুলো উজ্জল করে থাকে তার সংখ্যা, সম্পর্কেও তুমি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তোমার থেকে এক আসমান অপর আসমান থেকে, এক যমীন অপর যমীন থেকে গোপন হয়ে থাকতে পারে না। আর কোন নদ-নদীও যা তার গর্ভে নিহিত রয়েছে, আর কোন পাহাড়ও তার গর্ভস্থীত বস্তসমূহ তোমার জ্ঞান থেকে গোপন করে রাখতে পারে না।

সুতরাং তুমি আমার শেষ জীবনটাকে উত্তম জীবন আর শেষ আমলটিকে উত্তম আমল করে দাও। আর আমার জন্য ঐ সময়টিকে ও দিনটিকে মাহেন্দ্রক্ষণ ও সৌভাগ্যশীল সময়ও দিন বানিয়ে দাও, যখন আমার সাথে মিলিত হবে।

(٤٨) يَا وَلِّىَ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِىْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া অলীয়াল ইসলাম ওয়া আহলিহী ছাব্বিতনী বিহী হাত্তা আলক্বাকা।

"হে ইসলাম ও ইসলাম পন্থীদের প্রভু। তুমি আমাকে তোমার দীদার হাসীল করার সৌভাগ্যময় সময়টি পর্যন্ত আমাকে ইসলামের উপর কায়েম রাখো।"

(٤٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ ـ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকার রিজা বিল কাজায়ি ওয়া বারদাল আ'ইশে বা'দাল মাউতে, ওয়ালাযযাতিন নজরে ইলা অজহিকা, আশশওকে ইলা-লিকা-ইকা-গাইরে জ্বর্‌রায়ো মুজিররাতিন ওয়ালা ফিৎনাতিন মুজিল্লাতিন।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তোমার ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর রাজী থাকার আর মৃত্যুর পর সুখময় জীবনের এবং তোমার দীদারের স্বাদ লাভ করনের আর তোমার মোলাকাতের এমন আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য যে কোন ক্ষতিকারক বিপদ আছে এবং গোমরাহ করার ফেৎনা ব্যতীতই নসীব হয়ে থাকে।"

(٥٠) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِىْ اُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহসিন আ'কিবাতিনা ফীউমুরে কুল্লিহা ওয়া আযির না মিন খিযীয়িদ্ দুনিয়া ওয়া আজাবিল আখেরাতি।

"হে খোদা! আমাদের প্রত্যেক কাজের পরিণতি ফল শুভ করে দাও। আর দুনিয়ার অপমান ও পরকালীন শাস্তি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও।"

হাদীস ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট এ দোয়া করতে থাকবে কঠিনতম বিপদের মধ্যে নিপতিত হবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে।

(٥١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ غِنَاىَ وَغِنَا مَوْلَاىَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা গিনায়া ওয়া গিনায়া মাওলায়া।

"হে খোদা! আমার নিজের জন্য আর আমার সাহায্য কারীর জন্য ধন-ঐশ্বয্যের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।

(٥٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَدْخِلْنِىْ الْجَنَّةَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ার হামনী ওয়াদ খিলনীল জান্নাতা।

"হে খোদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি তোমার দয়া ও করুণা বর্ষণ করো; আর জান্নাতের ভিতর আমাকে দাখিল করে দাও।"

(٥٣) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَفِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ اِلَيْهَا مَصِيْرِىْ وَفِىْ دُنْيَاىَ

اَلَّتِىْ فِيْهَا بَلَاغِىْ ـ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা; তুমি আমার দ্বীনদারীর মধ্যে বরকত দান করো, যা প্রত্যেক কাজে আমার হেফাজতের মাধ্যম বিশেষ। আর আমার পরকালেও তুমি বরকত দা, যেখানে পত্যাবর্তন করা অবধারিত। আর আমার দুনিয়ায়ও (অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ায় মাকসুদ পর্যন্ত) যেখানে আমার উপনীত হবার স্থানে বরকত নাযীল করো। আর তুমি জীবনটাকে আমার জন্য প্রত্যেকটি কল্যাণমূলক কাজে অত্যাধিকতার মাধ্যম বানিয়ে দাও। আর মুক্তিকে মৃত্যুর সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার উপকরণে পরিণত করো"—

(٥٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজয়ালনী সুবুরান, ওয়াজয়ালনী শুকুরান ওয়াজয়ালনী ফীআইনী সাগীরান, ওয়াফী আউ'নিননাসে কাবীরান।

"হে খোদা! তুমি আমাকে চরম ধৈর্য্যশীল অত্যাধিক কৃতজ্ঞতা পোষণকারী বানিয়ে দাও। এলাহী! তুমি আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট আর লোকের দৃষ্টিতে বড় করে দাও।"

(٥٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَاِنْ اَرَدْتَّ بِعِبَادَتِكَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাত, তাইয়্যিবাতি ওয়া তারাকাল মুনকিরাতে ওয়া হুব্বুল মাসাকীন। ওয়া আন তাতুবা আলাইয়্যা ওয়া ইন আরাদতা। বিইবাদাতিকা ফিৎনাতান, আন তাকবিজনী এলাইকা গাইরা মাফতুনিন।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট পবিত্র বস্তুগুলো অর্জন করার খারাপগুলো পরিত্যাগকরার, আর গরীবদেরকে মহব্বত করার তাওফীক দানের প্রার্থনা করছি, আর প্রার্থনা করছি, আমার তওবাকে কবুল করে নেয়ার জন্যে। আর যদি তুমি তোমার বান্দাদেরকে কোন পরীক্ষার মধ্যে নির্যাতিত করতে চাও, তবে উক্ত

পরীক্ষার মধ্যে আমাকে নির্যাতিত করার পূর্বেই তোমার দরবারে আমাকে উঠিয়ে নাও তোমার নিকট এ প্রার্থনা ও রইলো।"

(٥٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা, ইলমান নাফেয়ান, ওয়া আমালান মুতাকাব্বিলান।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট উপকারী ইলম এবং তোমার নিকট গ্রহণীয় আমল করার তাওফীক কামনা করে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

(٥٧) اَللّٰهُمَّ ضَعْ فِىْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا ـ

অর্থ ঃ হে খোদা! তুমি আমাদের দেশে বরকত নাযীল করো আর তাকে সবুজ শস্য শ্যামলাময় এবং সুখ-শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও।"

(٥٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ بِاَنَّكَ الْاَوَّلُ فَلَاشَىْءَ قَبْلَكَ وَالْاٰخِرُ فَلَاشَىْءَ بَعْدَكَ وَالظَّاهِرُ فَلَاشَىْءَ فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَاشَىْءَ دُوْنَكَ اَنْ تُقْضِىَ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَنْ تُغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ـ

অর্থ ঃ "হে খোদা! আমি তোমার নিকট এ জন্য প্রার্থনা করছি যে, তুমিই সব কিছুর আদি ও তোমার পূর্বে কোন বস্তু ছিল না আর তোমার পরে কোন বস্তু থাকবে না। আর তুমিই জাহের ও বাতেন। তোমার উপরে কোন বস্তু প্রকাশ্য ছিল না আর গোপনও থাকবে না। তুমি ব্যতীত কোন বস্তু। সুতরাং তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধ করার তাওফিক দাও, আর দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে নাজাত দিয়ে সুখ-সমৃদ্ধিদান করো।"

(٥٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَهْدِيْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছতাহদীকা লাআরশাদি আমরী, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট আসার বেলায় সবচেয়ে ভাল কাজে "পথ দেখানোর" প্রার্থনা করছি আর তোমার নিকট স্বীয় নাফসের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

(٦٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ ذَنْبِىْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ اَمْرِىْ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّىْ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِىْ اِلَيْكَ وَاجْعَلْ غِنَاىَ فِىْ صَدْرِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّىْ ـ

"হে খোদা! আমার গুনাহর জন্য তোমার নিকট মাগফেরাত প্রার্থনা করছি। তোমার দরবারে আমি তওবা করছি। সুতরাং আমার তওবা কবুল করে নাও। নিশ্চয় তুমি আমার পরওয়ারদিগার। হে খোদা! আমাকে তুমি তোমার পানে অনুরাগী বানিয়ে নাও। আর আমার অন্তরকে করে দাও ঐশ্বর্যময়; আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত রিযিকের ভিতর বরকত দান করো। তুমি আমার এ দোয়া কবুল করে নাও। নিশ্চয় তুমি আমার পরওয়ারদিগার।"

(٦١) يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ الْقَبِيْحَ وَيَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيْرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ ـ يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰى يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيْمَ الْمَنِّ يَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقَانِهَا يَا رَبَّنَا وَيَا سَيِّدَنَا وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا اَسْئَلُكَ يَا اللّٰهُ اَنْ لَا تُشَبِّهَ خَلْقِىْ بِالنَّارِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ ঃ হে পবিত্রময়! যিনি উত্তম কাজগুলো প্রকাশ করেছেন। আর খারাপ কাজগুলোর উপর পর্দা করে ঢেকে রেখেছেন। হে মহান দয়ালু সত্ত্বা! যিনি অপরাধের সাথে সাথেই অপরাধীকে পাকড়াও করেন না। বদকারদের খারাপ কাজগুলোর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেন না, হে মহান ক্ষমাশীল। হে উত্তম মার্জনাকারী! হে বিরাট ও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনকারী! হে রহমত দানের জন্য উভয় হস্ত উন্মুক্তকারী! হে গোপন পরামর্শের মহান জ্ঞাতা—হে প্রত্যেকটি অভিযোগের সর্বশেষ শ্রোতা! হে দয়ার পরবশে মার্জনাকারী! হে বিরাট অনুগ্রহকারী! হে দাবী করার পূর্বে নেয়ামত দানকারী। হে আমাদের অনুরাগের শেষপ্রান্ত! আমি তোমার নিকট আমার শরীরকে জাহান্নামের আগুণ দ্বারা পোড়ান থেকে তোমার নিকট মুক্তির প্রার্থনা করছি।

(٦٢) تُمَّا نُوْرَكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ بَسَطْتَ يَدَكَ فَاَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ اَكْرَمُ الْوُجُوْهِ وَجَاهُكَ اَعْظَمُ الْجَاهِ وَعَطِيَّتُكَ اَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَاَهْنَاهَا تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى رَبَّنَا تَتَغْفِرُ وَتُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ وَتَشْفِى السَّقِيْمَ وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَلَا يَجْزِىْ بِالْاٰئِكَ اَحَدٌ وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ ـ

অর্থ ঃ "তোমার হেদায়েত একটি পূর্ণাঙ্গহেদায়েত, তুমি সকল সৃষ্টিকূলকে পথ প্রদর্শন করেছো। সুতরাং তোমার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তোমার সহিষ্ণুতা অসীম একারণেই তুমি তোমার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে থাকো। সুতরাং তোমার জন্যই সমুদয় প্রশংসা নিবেদিত। তুমি তোমার হাত দান করার জন্য উন্মুক্ত করে রেখে দিয়েছো আর একারণেই তুমি সমুদয় মাখলুককে রিযিক দান করে থাকো সুতরাং তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু! তোমার সত্ত্বা সবচেয়ে মহান। তোমার শান শওকত সব চেয়ে বড় শান শওকত। তোমার দান সবচেয়ে উত্তম ও পছন্দনীয়। হে খোদা! তোমার আনুগত্য করা হলে তার প্রতিদান তুমি দিয়ে থাকো। হে আমাদের প্রভু! তোমার নাফরমানী করা হলে তুমি তা ক্ষমা করে দিয়ে থাকো; তুমি প্রত্যেক সাহাবীদের প্রার্থনা শুনে থাকো। আর তার

দুঃখকষ্টও দুর করে থাকো। আর তুমি প্রত্যেক রোগীকে আরোগ্য দান করে থাকো। তুমি প্রত্যেক গুনাহ মার্জনা করে দাও এবং লোকের তওবা কবুল করে থাকো। তোমার দেয়া এ সকল নেয়ামতের কেউ প্রতিদান দিতে পারে না। আর পারে না কোন প্রশংসাকারীর প্রশংসা তোমার প্রশংসা ও গুণগানের দাবী মিটাতে।"

(٦٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهٗ لَايَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা ওয়া রহমাতিকা ফাইন্নাহু লাইয়ামলিকুহা ইল্লা আন্‌তা।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট তোমার ফজল ও রহমতের জন্য দরখাস্ত পেশ করছি, কেননা, তুমি ব্যতীত আর কেউ তার মালিক নয়। তুমি আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে নাও।"

(٦٤) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَخْطَئْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা আখতায়াতু ওয়ামা তাআম্মাদতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা জাহালতু ওয়ামা আ'লিমতু।

"হে খোদা! আমি যা কিছু ইচ্ছা অনিচ্ছায় করেছি এবং গোপনে করেছি প্রকাশ্যে করেছি। আর যা কিছু আমার জ্ঞাত আছে আর যা কিছু নেই সবই তুমি ক্ষমা করে দাও।

(٦٥) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَذُنُوْبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَخَطَاءَنَا وَعَمَدَنَا وَكُلَّ ذَالِكَ عِنْدَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলানা ওয়া যুনুবানা, ওয়া জুলমানা ওয়া হাযলানা ওয়া জিদ্দানা ওয়া খাতায়ানা ওয়া আ'মাদানা ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদানা।

"হে খোদা! আমাদের গুনাহ ও জুলুম তুমি ক্ষমা করে দাও। আমাদের আন্তরিক ভাবে কৃত, আন্তরিকতা বিবর্জিত অবস্থায় কৃত, ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সব ধরনের গুনাহই যা আমাদের প্রকাশ্য হয়েছে তুমি ক্ষমা করে দাও।"

(٦٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَهَزْلِىْ وَجِدِّىْ فَلَاتَحْرِمَنِىْ بَرَكَةَ مَا اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ فِيْمَا اَحْرَمْتَنِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতাই ওয়া আ'মাদী। ওয়া হাযালী ওয়া জিদদী ওয়ালা তাহ্‌রিমনী বারাকাতা মা আ'তানী ওয়ালা তাফতিন্নী ফী মা আহরামতানী।

"হে খোদা! আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি আর অন্তর দিয়ে কৃত এবং অন্তর না দিয়ে কৃত গুনাহরাশী ক্ষমা করে দাও। আর তুমি যা কিছু আমাকে দান করেছো তার ফেৎনার মধ্যে বরকত দান থেকে আমাকে বঞ্চিত করনা। আর যে বস্তু থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছো তার ফেৎনার মধ্যে আমাকে নিপতিত করো না।

(٦٧) اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহসানতু খালকী, ফাহসিন খুলকী।

"হে খোদা! আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছো, সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর গঠন করে দাও।"

(٦٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْعَفْوَالْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল আ'ফুয়্যাল আ'ফীয়াতা।

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা সাবলীলতার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

হাদিস ঃ (১) আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা সাবলীলতার জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। কেননা কোন ব্যক্তিকেই ঈমানের পর ক্ষমা ও সুস্থতা সাবলীলতার চেয়ে উত্তম নেয়ামত দান করা হয়নি।

(২) অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জনাব রাসূলে করীম (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিন যা আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনাকরতে থাকবো। তখন হুজুর (স) বলেন—তুমি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট সুস্থতা সাবলীলতার জন্য প্রার্থনা করো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আব্বাস (রা) বলেন—কিছুদিন পর আমি হুজুর (স)-এর খেদমতে এসে আরজ করলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিয়ে দিন, যা আমি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করতে থাকবো। তখন হুজুর (স) বলেন—হে পিতৃব্য! আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে সুস্থতা সাবলীলতার জন্য প্রার্থনা করতে থাকুন। এ একই বর্ণনায় এ ভাষাও উল্লেখ রয়েছে—"হে পিতৃব্য! আপনি অধিক পরিমাণে সুস্থতা সাবলীলতার দোয়া করতে থাকুন।

(৩) আল্লাহ তাআলার নিকট তার বান্দাগণ এর চেয়ে উত্তম কোন প্রার্থনা কখনো করেনি যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর তাদেরকে সুস্থ সাবলীলতায় রাখবেন।

(৪) কোন এক সময় হযরত উম্মে সালমাহ (রা) জনাব নবী করীম (স)-এর খেদমতে আরজ করেন—আপনি কি আমাকে এমন কোন দোয়ার কথা বলে দিবেন না, যা আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকবো ? হুজুর (স) এরশাদ করেন—কেন দিবো না তুমি এ দোয়া পাঠ করতে থাকো।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍنِ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُّضِلاَّتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান্নাবী মুহাম্মাদিন নিগফিরলী যাম্বী ওয়াযহাব গাইজা কালবী; ওয়া আজিরনী মিন মুদিল্লাতিল ফিতনি মা আহইয়াইতানা।

"হে খোদা! হযরত মুহম্মদ (স)-এর পরওয়ারদিগার! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও। আমার গোস্বা ও ক্রোধ দুরীভূত করে ফেল। আর যাবত তুমি আমাকে জীবিত রাখো, পথভ্রষ্টতামূলক পরীক্ষা ও ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো।"

(৫) অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে, হুজুর (স) বলেন—তোমাদের মধ্যে কোন লোকই যেন কখনো এ দোয়া না করে যে " হে খোদা! আমাকে আমার দলীল শিক্ষা দাও।" কেননা অবীদ্বত্তায় দলীলের তালিম কাফেরদেঁরকেই দান করা হয়ে থাকে। বরং তোমরা এ দোয়া পাঠ কর।

اَللّٰهُمَّ لَقِّنِىْ حُجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাককিনী হুজ্জাতাল ঈমানে ই'নদাল মাউত।

"হে খোদা! আমাকে মৃত্যুর সময় ঈমানের দলীল অর্থাৎ খালেস দিলে কলেমায় তাওহীদের শিক্ষা দান করো।

পরিশিষ্ট

জনাব রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের ফজীলত

হুজুর (স)-এর খেদমতে দরূদ পেশ করা সর্বোত্তম কাজ ঃ

১। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন সভাসমিতি বা মজলীশে লোকজন একত্র হয়। আর সেখানে আল্লাহ তাআলার যিকির এবং নবী করীম (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয় না তারা যদি বেহেস্তেও দাখিল হয়, তথাপিও উক্ত মজলিশ তাদের জন্য আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ২। আর এক হাদীসে বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—জুমআর দিন অধিক পরিমাণে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো; কেননা তোমাদের দরূদ ও সালাম বিশেষরূপে জুমআর দিন আমার সামনে পেশ করা হয়ে থাকে। ৩। আর এক হাদিসে উল্লেখ আছে যে, যে কোন লোকই জুমআর দিন আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করুক না কেন তা ঐ দিন বিশেষ সম্মানের সাথে আমার সামনে পেশ করা হয়ে থাকে। ৪। আর এক হাদিসে পাওয়া যায় হুজুর (স) বলেন—যে লোক আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে থাকে। (বিশেষ করে আমার রওজা মোবারকের কাছে দণ্ডায়মান হয়ে) তখন আমার রূহ আমার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হয়, (অর্থাৎ তার পানে আমার মনোযোগ ফিরিয়ে দেয়া হয়) এবং আমি উক্ত সালামের জওয়াব প্রদান করে থাকি। ৫। আর এক হাদিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনাব সরওয়ারে দোজাহান হযরত রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন—কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে অধিক নৈকট্য লাভ ঐ ব্যক্তির সৌভাগ্য হবে, যে সবচেয়ে আমার প্রতি অধিক দরূদ প্রেরণ করবে। ৬। হুজুর (স) বলেন—ঐ লোক হলো আসল কৃপণ যার সামনে আমার কথা নাম) উল্লেখ করা হয়েছে আর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনি। ৭। আর একটি হাদিসে জনাব নবী করিম (স) বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেন—তোমরা অধিক পরিমাণে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকো কেননা এ দরূদ তোমাদের বাতেনী পবিত্রতার জন্য যাকাত (পবিত্রকরণের উপকরণ) স্বরূপ। ৮। হুজুর (স) আর এক হাদিসে বলেন—সে লোক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হবার পর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনি। ৯। আর এক হাদিসে জনাব নবী করীম (স) বয়ান দিয়েছেন যে, যার সামনে আমার স্মরণ (নাম উল্লেখ) করা হয়, তার উচিত আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা। কেননা যে লোক আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাআলা তার জন্য দশটি রহমত নাযিল করবেন। ১০। জনাব নবী করীম (স) আর এক হাদিসে তাঁর নিকট দরূদ পৌছাবার মাধ্যম সম্পর্কে বয়ান দিতে গিয়ে বলেন—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার (অনুমতি প্রাপ্ত) এমন কিছু সংখ্যক ফেরেস্ত রয়েছে, যারা দুনিয়ার সভা সমিতি, মাহফিল, মজলিশে এবং মুসলমানদের আশে পাশে ঘুরতে থাকেন। আর তারা আমার উম্মতের দরূদ ও সালাম আমার নিকট এসে পৌছিয়ে দিয়ে যায়। ১১। আর এক হাদিসে হুজুর (স) বলেন— যে কোন লোকই আমার কথা স্মরণ (নাম উল্লেখ) করুক না করুক, আমার প্রতি তাঁর দরূদ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। ১২। জনাব নবী করীম (স) আর একটি হাদিসে বলেন যে, কোন এক সময় হযরত জীবরাঈল (আ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো; সে আমাকে সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলল-আপনার পরওয়ারদিগার বলেছেন—কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে; আমি তার উপর আমার (খাছ) রহমত নাযিল করবো। আর যে আপনার নামে সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর (আমার খাছ) সালাম নাযিল করব। সুতরাং আদায়ের নিমিত্ত তাঁর দরবারে সিজদায় পড়ে গেলাম। ১৩। অপর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ ইবনে কায়'বু (রা) জনাব রাসূলে আকরাম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিকির ও দোয়া করার পর আমার সমুদয় আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য ওয়াকফ করে রেখে দিয়েছি। তা শুনে হুজুর (স) এরশাদ করেন—তবেতো তোমার সকল মুস্কীলের সমাধান হয়ে যাবে, (প্রয়োজন পূরণ হবে) আর তোমার গুনাহও মাফ হয়ে যাবে। ১৪। আর এক হাদীসে নবী করীম (স) বলেন—যে ব্যক্তি একবার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন। ১৫। আর এক হাদিসে পাওয়া যায় যে, একদিন জনাব নবী করীম (স) কোন একস্থানে গিয়েছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক থেকে খুশী ও আনন্দের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। হুজুর (স) বলেন—এ মাত্র জিবরাঈল এসে বলে গেল যে—আপনার পরওয়ারদিগার বলেন—হে মুহাম্মদ! তুমি কি এ সুসংবাদে খুশী হবে না যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তিই তোমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে আমি তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবো। আর তোমার উম্মতের মধ্যে যে লোক দশবার তোমাকে সালাম দিবে (উপস্থিতিতে অনুপস্থিতে) আমি দশবার তার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করবো। ১৬। আর এক হাদিসের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনাব নবীকরীম (স) এরশাদ করেন— যে লোক আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে থাকে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করে থাকেন, আর তার দশটি গুনাহ মার্জনা করে দিয়ে তার জন্য দশটি নেক আমল লিখে দেয়া হয় এবং জান্নাতের ভিতর তার জন্য দশগুণ মরতবা উন্নত করা হয়।

১৭। আর এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন লোক জনাব নবী করীম (স)-এর নামে একবার দরূদ প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা এবং তার ফেরেস্তাগণ তার প্রতি সত্তরবার রহমত প্রেরণ করে। ১৮। হযরত আলী (রা) বলেন—প্রত্যেক দোয়াই আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছতে গিয়ে পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যখন প্রার্থনাকারী জনাব নবী করীম (স)-এর প্রতি এবং তার আল- আওলাদ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন উক্ত দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে গিয়ে পৌছে এবং কবুল হয়। ১৯। হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন যে প্রত্যেক দোয়াই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাআলার দরবারে তার অংশ গিয়েই পৌছে না। কিন্তু তোমরা উক্ত দোয়ার ভিতর যখন নবী করীম (স)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো, তখন তা আল্লাহ তাআলার দরবারে গিয়ে পেশ হয় এবং কবুল হয়। ২০। শায়খ আবু সোলায়মান দারানী (আবদুর রহমান শামী মৃত্যুর ২১৫ হিঃ) (রা) বলেন—যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে কোন মনোবাসনা বা প্রয়োজন পূরনার্থে দোয়া করবে তখন তার পূর্বে অতপর মনের ইচ্ছা ও তাকীদ মাফিক দোয়া করবে। আর দোয়ার শেষেও হুজুর (স)-এর প্রতি দরূদ সালাম প্রেরণ করে নিবে অতপর মনের ইচ্ছা ও তাকীদ মাফিক দোয়া করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়ার প্রথমে ও শেষে হুজুর (স)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। কেননা আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা মাফিক উক্ত দরূদ ও সালাম অবশ্যই কবুল করবেন। আর তিনি তার দয়ার পরবশে তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না, তা খুবই অসম্ভব কথা।

দরূদ ও সালাম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারেক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি কুল্লামা যাকারাহুয যাকেরুনা। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহি কুল্লামা গাফালা আ'ন যিকরিহীল গাফিলুনা ওয়া সাল্লিম তাসলীমান কাছীরান।

"হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তার আল-আওলাদ ও পরিবার পরিজনের প্রতি রহমত নাযিল করো, যেরূপ রহমত নাযিল করেছো হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। নিশ্চয় তুমিই প্রশংসার যোগ্য! হে খোদা! তুমি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর আল-আওলাদ ও পরিবার পরিজনের প্রতি বরকত নাযিল করো, যেমনি নাযিল করেছো হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর আল-আওলাদের উপর। নিশ্চয় তুমিই প্রশংসা পাবার অধিকারী!

হে খোদা! তুমি জনাব নবী করীম (স)-এর প্রতি ততসময় পর্যন্ত রহমত নাযিল করতে থাকো, যত সময় ধরে তাঁর স্মরণকারীরা তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। আয় আল্লাহ! তুমি হুজুর (স)-এর প্রতি তখন পর্যন্ত রহমত নাযিল করতে থাকো; যখন পর্যন্ত তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল ব্যক্তিরা গাফিলতার মধ্যে নিপতিত থাকে। তাঁর প্রতি অগণিত সালাম পাঠাও।"

দোয়া পত্র

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهٖ عِنْدَكَ اَرْبَعَ عَنِ الْخَلْقِ مَا نَزَلَ بِهِمْ وَلَاتُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ مِّنْ لَايَرْحَمُهُمْ فَقَدْ حَلَّ بِهِمْ مَايَرْفَعُهٗ غَيْرُكَ وَلَايَدْفَعُهٗ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا يَا كَرِيْمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

"হে খোদা! তোমার দরবারে হযরত রাসূলে করীম (স)-এর যে সম্মান, মরতবা ও মহত্ব রয়েছে, তার উসিলায় তোমার সৃষ্টি কুলের থেকে সেই মহাবিপদ দূরীভূত করে দাও, যার মধ্যে তারা নিপতিত। আর তুমি তাদের উপর তেমন কোন শোষককে বসিয়ে দিওনা, যে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না। কেননা, এ সময় সৃষ্টিকুলের উপর এমন মুসিবৎ এসে উপনীত হয়েছে, যা তুমি

ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারবে না। এলাহী! তুমি আমাদের মুসিবৎ দূর করে দাও। হে অত্যধিক দয়ালু-দাতা! হে সাধারণ ভাবে সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী! হে বিরাট দয়ালু (তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর)।

সমাপ্তি পত্র

গ্রন্থকারের শাগরেদের কলম থেকে

এ কিতাব "হেসনে হাসীন" এর সংকলক—যিনি ছিলেন বড় বড় জ্ঞানী ও বুযুর্গ আলেমগণের শীরমনি তুল্য। হুজুর পাক (স)-এর জ্ঞানরাশির যোগ্য উত্তরাধিকারী শেষ মুহাদ্দিস। আর নিজ যুগে যিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানীবৃন্দের মাঝে সংযোজন সৃষ্টিকারী পরমাত্মীয় স্বরূপ। দুনিয়ার প্রতি কোণায় কোণায় প্রতিটি আলেমের কাছে যিনি ছিলেন তেমনি খ্যাতি, কৃতিত্ব ও বরণীয় হওয়ার দাবীদার—যেমনটি আয়ত্তিকরণ সম্ভব শুধুমাত্র প্রদিপ্ত মধ্যাহ্নের আলোকোজ্জ্বল সূর্যের পক্ষেই। যিনি ছিলেন বক্তব্য পরিবেশনায় স্বচ্ছ ও পবিত্র, মানবিক গুণে সফলকাম, মহান ও শ্রেষ্ট চরিত্র আর ফেরেস্তা সুলভ গুণের অধিকারী। আমাদের এহেন মহান, দিশারীতুল্য শায়খ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল মুহাম্মদ ইবনুল মুহাম্মদ আল যুজরী (র) (আল্লাহ যাঁর এসব গুণাবলীকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদেরকে দান করুন) বলেন যে,—

এ কিতাবের উসিলায় আমার প্রতি আমার দীনহীন ও অসহায় অবস্থায় আল্লাহ পাক বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন আর জাতির কঠিন নিদান কালে দান করেছেন সর্ববিধ সাহায্য ও সহানুভূতি। তিনি আরও বলেন, এ কিতাব খানি (হেস্নে হাসীন) হলো জনাব নবী করীম (স)-এর পবিত্রতম কালামসমূহের নির্বাচিত একটি পবিত্র সংকলন। আমি দামেস্ক শহরের "ওক্বাতুল কেনার, বস্তিতে অবস্থিত আমার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে ২০শে জ্বিলহজ্জ ৭৯১ হিঃ রবিবারে জোহরের নামাযের পর এ সংকলনের কাজে হাত দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা এ দামেস্ক নগরী এবং সমস্ত মুসলিম শহরগুলোকে এর উসিলায় সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন।

আমার এ সংকলনের কাজ তখনই আরম্ভ করেছিলাম যখন দামেস্কের যাতায়াতের সমুদয় পথ ও দরজাগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এ সময় খোদার বান্দাগণের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করা ব্যতীত কোন পথই উন্মুক্ত ছিল না। শহরবাসীরা চেঙ্গীসদের দ্বারা শহর পরিবেষ্টিত হবার দরুন কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত ছিল। শহরে পানি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরবরাহের সমুদয় পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। সহায়হীন সম্বলহীন শহরবাসীদের ফরিয়াদীর হাত খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। শহরের আশে-পাশের বস্তিগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। চর্তুপার্শ্বের অধিকাংশ বস্তিগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ধুলস্যিাত করে দিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানমাল ও পরিবার পরিজনের দিক দিয়ে ভীত হয়ে পড়লো। অনুতাপ নিজেদের গুনাহ ও অসৎ কর্মের কথা স্মরণ করে নিরাশায় দুশ্চিন্তায় নিপতিত হলো। সকলেই নিজ নিজ শক্তি সাধ্য অনুযায়ী নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায় নিমগ্ন এ যেন হাশরের ময়দান, নাফসী নাফসী (আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও) পরিবেশ সর্বত্র ব্যাপৃত।

এহেন মহামর্ম্মান্তিক বিপদের সময় আমি আমার এ কেতাবকে আশ্রয়স্থলরূপে মনোনীত করে নিয়েছি। আর একমাত্র আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসা করে রয়েছি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার উত্তম সাহায্যকারী।

অনুমতি

আমি আমার আওলাদ আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদকে এবং ফাতেমা, আয়েশা ফাতেমা ও খাদীজাহকে এ "হেস্‌নে হাসীন" কেতাব এবং এর সাথে আমার বর্ণনাকৃত ঐ সকল হাদীস যা আমার জন্য রেওয়ায়েত করা যায়েয ছিল আমার তরফ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি, এমনিভাবে আমার সমসাময়িক কালের লোকদেরকেও তা পাঠ করার ও বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করেছি। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি হলেন আউয়্যাল আখের-জাহের-বাতেন সবকিছু। আল্লাহ তাআলার সলাত (রহমত) ও সালাম সরওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ (স) এবং আল ও আসহাবদের প্রতি নাযিল হোক।

হে খোদা! তুমি 'হেসনে হাসীনের' সংকলক যে এর লেখককে আর সমুদয় মুসলমানকে ক্ষমা করে দাও।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ. حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلِ وَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib